একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ

১৬৫ সংখ্যা

বৈশাখ ১৭৭৯ শক

চতুর্থ কল্প   চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

[illegible] বয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং

[illegible] সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

[ইন্দ্রিয়] চক্ষুর ন্যায় আমাদিগের [শ্রবণেন্দ্রিয়]েও পরম কৌশলকারী প[রমেশ্বরে]র অনুপম কৌশল বিদ্যমান [আছে]। আমাদিগের শ্রবণ ক্রিয়া সম্পন্ন [করি]বার জন্য জগদীশ্বর কর্ণেতে যত প্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও আমরা তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হইতে না পারি তথাপি সামান্যতঃ কর্ণের অন্তর্ব্বাহ্য সকল ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেও জগদীশ্বরের অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার সম্পূর্ণ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণ একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র, জগদীশ্বর কর্ণকে এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা আমরা অনায়াসে সকল প্রকার শব্দ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের কর্ণ কুহর মধ্যে যে কোন প্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হয় আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিতে পারি। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, যে বায়ুর [illegible] শব্দের উৎপত্তি হয় কিন্তু [illegible] প্রকারে [illegible] বস্তুর [illegible] হয় তাহা অদ্যাপি কেহই পরিষ্কার করিয়া স্থির করিতে পারেন নাই, তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কর্ণের ন্যায় অদ্ভুত শ্রবণ যন্ত্র কেহ মনেতেও কল্পনা করিতে পারে না। পরমেশ্বর এমনি সকল চমৎকার পদার্থের সংযোগে কর্ণের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে এমনি অপূর্ব্ব গঠন প্রদান করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা কোন প্রকার শব্দই আর অননুভূত হইতে অপেক্ষা থাকে না। যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর্ব্বাহ্য সকল অবয়ব সুন্দর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখে, সে আর জগদীশ্বরের অপার করুণা কীর্ত্তন না করিয়া কোন রূপেই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন, যে কোন বাদ্য যন্ত্রকার যেমন পূর্ব্বে কোন যন্ত্র কল্পনা করিয়া বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে স্বীয় কল্পিত যন্ত্র প্রস্তুত করে, আমাদিগের শরীর রচ[য়িতা] সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও সেই রূপ নিপুণতা প্রকাশ করিয়া এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের রচনা [illegible] করিয়াছেন। কর্ণের রচনা কৌশল [illegible] বর্ণন করি[illegible] রা পণ্ডিত গণ বেণু ও [illegible] প্রকার [illegible] করিয়া যন্ত্রের সহিত উহার [illegible] যন্ত্রের ন্যায় [illegible] ছেন, কর্ণেতে কোন [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] করিলে যেমন [illegible] তাহা হইতে

[illegible] শব্দের উৎপত্তি হয়, সেই রূপ কর্ণ মধ্যে কোন প্রকার স্পন্দিত বায়ু প্রবিষ্ট হইলে তাহার গঠনের কৌশলানুসারে ত-[illegible] শব্দ জ্ঞানের অনুভব হয়।

কর্ণের অভ্যন্তরে ঢক্কা যন্ত্র সদৃশ যে এ-কটি আশ্চর্য্য অবয়ব আছে, তাহাতে পর-মেশ্বর চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিয়া-ছেন। ঢক্কা সদৃশ ঐ যন্ত্রটি সামান্যতঃ কর্ণ কুহর অর্থাৎ কানের ঢাঁড়ি বলিয়া উক্ত হয়। জগদীশ্বর [illegible] পৃথক্ পৃথক্ কোমলা-স্থির [illegible] প্রকার সূক্ষ্ম ত্বক্ আ-বরণ করিয়া উক্ত যন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। ঐ ত্বকেতে কোন প্রকার শব্দ সংলগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ অস্থি চতুষ্টয় এক কালে স্প-ন্দিত হয় এবং ঐ অস্থির অপর প্রান্তস্থিত প্রণালী পথে সেই শব্দ সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্কে উপনীত হওয়াতে শব্দ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যে ত্বক্ দ্বারা কর্ণ কুহরের রচনা করিয়াছেন, তাহা এত সূক্ষ্ম যে হস্তি প্রভৃতি বৃহদাকার পশুর শরীর ভিন্ন মনু-ষ্যাদি অন্য কোন জীব জন্তুর কর্ণে তাহা দৃষ্টই হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এ-মন সূক্ষ্ম ত্বকেও বায়ু প্রতিহত হইয়া শ-ব্দের উৎপত্তি হয়। কর্ণ কুহর কোন সা-মান্য সরল ছিদ্রের ন্যায় নহে উহা শঙ্খের ন্যায় আবর্ত্তন বিশিষ্ট, কর্ণের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সমস্ত অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একটিও নিরর্থক নহে, তাহারা সকলেই আমাদিগের শব্দ জ্ঞানের অনুকূল-তাচরণ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে একটি অব-য়বেরও অভাব হইলে আমাদিগের শ্রবণ [illegible] এপ্রকার সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পা[illegible] না। কোন মন্দির কি বিবর বা গিরি গুহা [illegible] মধ্যে কোন প্রকার বৃহৎ সামান্য শব্দ ক-রিলে তাহা অতি গভীর নাদে প্রতিধ্বনিত হয় কিন্তু [illegible] কর্ণ কুহর মধ্যে কোন শব্দ যেমন ঘোর [illegible] প্রতিধ্বনিত হয় সে রূপ আর কুত্রাপি হয় [illegible] না।

কর্ণের [illegible] আকৃতি যেরূপ চমৎকার কৌ-শলময় উহার [illegible] প্রকৃতি এবং শক্তিও তদ্রূপ অদ্ভুত কৌশল সম্পন্ন [illegible] কর্ণের [illegible] শক্তি সম্পন্ন হয় [illegible]

[illegible] দৃষ্ট হয় না। কর্ণের অনির্ব্বচনীয় শক্তি গুণেই আমরা সর্ব্ব প্রকার শ্রবণ সুখ লাভ করি। যখন কোন উভয় বস্তু পরস্পর প্র-তিহত হইয়া শব্দের উৎপত্তি হয় তখন ঐ বস্তু দ্বয়ের প্রতিঘাত দ্বারা যত গুলি বায়বী-য় পরমাণু স্পন্দিত হয় ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা কর্ণেতে কখন কোন কারণ জনিত শব্দকেই বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন শ্রবণ করি না, যে কোন কারণে শব্দের উৎপত্তি হউক, আমরা তাহা সর্ব্বদাই অবিচ্ছিন্ন একস্বর রূপে শ্রবণ করি। অসংখ্য পরমাণু বিশিষ্ট বীণাদি যন্ত্র হইতে যে শব্দ নির্গত হয় তাহা কখন এক নহে। তাহাও অসংখ্য, কিন্তু আমরা আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিক্রমে ঐ অসংখ্য শব্দের সমষ্টিকে এক বলিয়া প্রত্যয় করি। জগ-দীশ্বর আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়েতে উল্লিখিত রূপ আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন ব-লিয়াই আমরা বেণু বীণাদি সুশ্রাব্য বাদ্য যন্ত্রের শব্দকে মধুর জ্ঞান করিয়া আনন্দিত হই বিপিন বিহারী সরল বিহঙ্গ কুলের ম-নোমোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অতুল সুখ লাভ করি এবং মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত আশ্চর্য্য ম-ধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া চিত্তকে বিনোদযুক্ত করিতে পারি। আমরা যদি প্রত্যেক প-রমাণু সমুৎপন্ন শব্দ মাত্রকে স্বতন্ত্র রূপে অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কোন স্বর ও কোন ধ্বনিই আমাদিগের কর্ণে মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইত না, আমরা এমন অপরূপ শ্রবণ সুখে এক কালে বঞ্চিত হইতাম।

আমাদিগের মস্তকের উভয় পার্শ্বে উ-ভয় কর্ণ সংযোজিত আছে, কিন্তু আমাদি-গের বাম দক্ষিণ সম্মুখ পশ্চাৎ এবং ঊ-র্দ্ধাধঃ যে দিকে যে প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয় আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই। কোন দিকের কোন শব্দই অ-জ্ঞাত থাকে না। এপ্রকার অদ্ভুত কৌশল কে কোথায় [illegible] করিয়াছে? [illegible] [illegible] নির্ম্মাণ [illegible] কোন [illegible] দেখা যায় [illegible] আমরা চক্ষুর [illegible] জানিতে [illegible]

ঘূর্ণিত করিতে পারি না, কিন্তু তাহার এমন অপূর্ব্ব শক্তি, যে তাহা এক স্থানে স্থির থাকিয়াই সর্ব্বত্রের শব্দ গ্রহণ করিতে পারে। আমাদিগের চক্ষু দ্বারা আমরা পশ্চাৎস্থিত যে কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তাহা আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ গ্রহণের জন্য জগদীশ্বর শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি মাত্র পথ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই. মনুষ্য যখন কর্ণ পথ দিয়া কোন শব্দ শ্রবণ করিতে না পারে, তখন সে মুখ ব্যাদান করিলেও কিঞ্চিৎ শব্দ শ্রবণ করিতে পারে, মুখের মধ্য দিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি ক্ষুদ্র পথ আছে, অনেকে সুন্দর রূপে কোন বিষয় শ্রুতি গোচর করিবার জন্য শ্রবণ কালে মুখ বিস্তার করিয়া থাকে; যদি অকস্মাৎ কোন কারণ বশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশস্থ প্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও লোকে এক কালে শ্রবণ সুখে বঞ্চিত হয় না মুখের অভ্যন্তরস্থ পথ দ্বারা শব্দের কিঞ্চিৎ অনুভব হয়। আমাদিগের শ্রবণ শক্তি যাদৃশ তেজস্বিনী হইলে আমরা সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারি করুণাকর বিশ্বপিতা তাহাকে তদ্রূপ করিয়াই রচনা করিয়াছেন। শ্রবণেন্দ্রিয় ইহা অপেক্ষা সমধিক বলবান্ হইলে অনেক সুস্বর আমাদিগের কর্ণে কঠোর ও কর্কশ বোধ হইত এবং কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইলেও আমরা অনেক শব্দ শ্রবণ করিতে না পাইয়া বিপদস্থ হইতাম।

করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণের সহিত শব্দের যে কি অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কোন প্রকার সুস্বর শ্রবণ করিলে আমরা তাহাতে কর্ণ পাত না করিয়া কোন রূপেই নিরস্ত থাকিতে পারি না সুস্বরের উৎপত্তি হইলে আমাদিগের মন আপনা হইতে তাহাতে জড়িত হইতে থাকে। শব্দেতে ও শ্রবণেন্দ্রিয়েতে এই প্রকার চমৎকার সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্ব কালীন লোকেরা কত প্রকার অদ্ভুত কথারই কল্পনা করিয়াছিল। [illegible]

[illegible] মধ্যে [illegible] হইতে বংশীধ্বনি করিয়া তাহার সুমধুর [illegible] নানা প্রকার জন্তুকে আকর্ষণ করিত, [illegible] স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুধাময় সঙ্গীত দ্বারা নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতীকার করিত, এবং কোন কোন সঙ্গীত নিপুণ ব্যক্তি আপন অলৌকিক গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবলে সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিতে পারিত। সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তি প্রভাবে পাষাণ দ্রবীভূত হওয়া, মৃত জীবিত হওয়া, অকস্মাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি হওয়া এবং বৃষ্টির আবির্ভাব হওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হইবার জনশ্রুতি আছে, এবং অদ্যাপি অনেক অবোধ লোকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস যায়*। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ এই সমস্ত উৎকট বর্ণন কোন প্রকারে সত্য ও সম্ভব হইতে পারে না এবং যদিও ইহাতে কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না, কিন্তু সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলেও সকলকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় এবং তাহা অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবৎ প্রতীত হয়। কোন ব্যক্তির বেণুস্বর শ্রবণ করিয়া প্রান্তর মধ্যে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু দিগকে ঐ স্বরাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতপ্রিয় কুরঙ্গজাতি যে সুমধুর বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপি এদেশে তুবড়ীর বাদ্য করিয়া বিষধর ভুজঙ্গকে ধৃত করিতে দেখা যায়। বিষধর ভুজঙ্গ জাতিকেও যে জগদীশ্বর সুধাময় সঙ্গীত রস পানের অধিকারী করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সাপুড়িয়ারা সাপ খেলাইবার সময় এক প্রকার তৌর্য্যত্রিক ক্রিয়া দ্বারা সর্পগণকে [illegible]

* [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] পাণ [illegible] সঙ্গীত [illegible]

য়াথে, আরব দেশীয় বণিকেরা যখন আফ্রিকার প্রশস্ত প্রশস্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করে তৎকালে তাহাদিগের পণ্যভারবাহী উষ্ট্র সকল ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রান্ত হইলে উষ্ট্র চালকেরা এক প্রকার গান করিয়া ঐ সকল পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত উষ্ট্রের পথশ্রান্তি দূর করে।

ডেনমার্কস্থ নৃপতি চতুর্থ হেনিরি একদা সঙ্গীতের শক্তি পরীক্ষা করণার্থে ইচ্ছুক হইয়া এক ব্যক্তি গায়ককে আদেশ করিলেন, "যে তুমি স্বকীয় সঙ্গীতালাপ দ্বারা সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিবার যে গর্ব্ব কর, তাহা অদ্য আমায় প্রত্যক্ষ দেখাও"। গায়ক রাজার এই আদেশানুসারে এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিল, যে তৎশ্রবণে ঐ রাজা স্বয়ং অচেতন ও উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং উন্মত্ত হইয়া নিকটস্থ চারি পাঁচ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিলেন¶। ফ্রান্স রাজ্যে একবার এক ব্যক্তি উন্মত্ত কোন লোকের আশ্চর্য্য বীণা বাদ্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ কালের উন্মাদ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল¶। সঙ্গীতের অদ্ভুত মোহিনী শক্তির এই রূপ অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ করুণানিধান বিশ্বপিতা যে শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া আপনার মহিমা রাশি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি কেবল আমাদিগের বিগদদ্বারাও সুখ বিস্তারের উদ্দেশে অসংখ্য প্রকার মধুর স্বরের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা সম্ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। কোকিল প্রভৃতি যে সকল সুস্বর বিহঙ্গ কুলের গান শ্রবণ করিলে সুখের সঞ্চার হয়, তাহারা অবস্থা বিশেষে ও ঋতু বিশেষে লোকালয়ের সন্নিকট আগমন করিয়া সুখেতে গান করিতে থাকে এবং অনেক সুস্বর পক্ষী কোন প্রকার সঙ্গীত স্বর শ্রবণ করিলে তাহাতে স্বীয় স্বর মিশ্রিত করিয়া চিত্তের বিনোদ জন্মায়। অরণ্য মধ্যে যে স্থলে কোন মনুষ্যের বাস থাকে, সুস্বর বিহঙ্গ কুল আপনা হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া গান করে। অনেক ভ্রমণ কারি লোকে পক্ষী বিশেষকে সন্দর্শন করিয়া সন্নিহিত লোকালয় জানিতে পারে। একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কার† ব্যক্ত করেন যে তিনি একদা রুসিয়া রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী কোন কানন মধ্যে অন্যূন দুই শত যোজন পথ পর্য্যটন করিয়া লোকালয়ের নিকট ভিন্ন আর কোন স্থলে পক্ষী জাতি সন্দর্শন করেন নাই। আর এক জন ভ্রমণ কারী¶ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তিনি কোন সময় কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মনুষ্যালয় না পাইয়া ক্ষুৎ পিপাসায় মৃতকল্প হইয়াছিলেন, অনন্তর এক দল শুক পক্ষী সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হওয়াতে ক্রমে লোকালয় প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ দান পাইলেন। এই রূপ অনেক প্রকার পক্ষির আচার দৃষ্টে বোধ হয় যে জগদীশ্বর যেন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবার উদ্দেশেই সমস্ত সুমধুর স্বরের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়া যদি শব্দের সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলেও উহা নিরর্থক হইত এবং সমস্ত শব্দ সৃজন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় রচনা না করিলেও তাঁহার শব্দ রচনা বিফল হইত।

পরমেশ্বর আমাদিগের এই এক শ্রবণ শক্তি প্রদান করিয়া যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন তাহা কত কীর্ত্তন করিব। শ্রবণ শক্তি আমাদিগের অনন্ত সুখের হেতু এবং অশেষ প্রকার দুঃখ নিবারণের উপায়। বিশেষতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনুষ্য জাতির যাদৃশ উপকার দর্শে সংসার মধ্যে আর কোন জীব জন্তুরই তাদৃশ কল্যাণ সমুৎপন্ন হয় না। মনুষ্য জাতি শ্রবণ শক্তি প্রভাবে নানা প্রকার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানি গণের কষ্টসঞ্চিত দুর্লভ জ্ঞান রত্ন সকল অনায়াসে লাভ করে। নানা

¶ Goldsmith's [illegible] of Animals, vol. [illegible]

† M. de F. Vigne.

¶ Garcilasso de la Vega.

পথাতীত দুরবর্ত্তী বিপদ বার্ত্তা অবগত হইয়া কত সময় সাবধান ও সতর্ক হইতে পারে এবং অন্ধ হইলেও কেবল শব্দ জ্ঞানদ্বারা আপন আত্মীয় গণের পরিচয় লাভ করিতে পারে। কত সময় কত ভ্রমণ কারি ও কত বিদ্যা ব্যবসায়ী মনুষ্য গণ আলোক বর্জ্জিত অন্ধীভূত গিরি কন্দর বা বন বিবর মধ্যে পতিত হইয়া কেবল এক শব্দ জ্ঞানের আশ্রয়ে গুরুতর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। মনুষ্য জাতি শ্রবণেন্দ্রিয় বিবর্জিত হইলে অনেক প্রকার সুখ ভোগ ও জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইত, সন্দেহ নাই। মনুষ্য শ্রবণেন্দ্রিয় বিহীন হইলে তাহার বাগিন্দ্রিয় বিফল হইত। যে বাগিন্দ্রিয় আমাদিগের বিশেষ ভূষণ স্বরূপ এবং আমাদিগের সমস্ত গৌরবের নিদানভূত তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যকারী হয় না, জন্ম বধির ব্যক্তির কদাপি বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। যে ব্যক্তি জন্ম বধির হয় সে অবশ্যই মূক হইয়া থাকে। জন্ম বধিরতাই যে মূক হইবার প্রকৃত প্রবল কারণ তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক জন জন্ম বধির তাহার চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পুনর্ব্বার শ্রবণ শক্তি লাভ করিয়াছিল. আর এক জন মূক ঐ রূপে কিয়ৎবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শ্রবণ শক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে বাচাল হইয়াছিল। সে ব্যক্তি এক দিন অকস্মাৎ কথা কহিতে আরম্ভ করাতে সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল আমি ইহার তিন চারি মাস পূর্ব্বে শ্রবণ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া গোপনে সকল শব্দ অভ্যাস করিতেছিলাম এক্ষণে বিলক্ষণ সুসম্পন্ন হওয়াতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। অতএব মানব জাতি শ্রবণেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইলে যে অনেক সুখে ও অনেক জ্ঞানে বঞ্চিত হইত এবং সুতরাং তাহার মানব জন্মই বিফল হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর সকল ইন্দ্রিয়কেই পরস্পর সকলের সহায় করিয়া এই অপূর্ব্ব দেহ যন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। যিনি আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সমুদায় শব্দ গ্রহণের উপযুক্ত করিয়াছেন এবং শব্দ সকলকে সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ যোগ্য করিয়াছেন। আমরা সেই সুখ দাতা সনাতন পুরুষকে বার বার নমস্কার করি।

মরুভূমি ও মরীচিকা।

জল শূন্য শুষ্ক বালুকাময় প্রশস্ত ভূমি খণ্ড যে স্থলে তৃণাদি কোন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম মরুভূমি। এই মরুভূমি পৃথিবীর অনেক স্থানেই বিদ্যমান আছে। আসিয়া খণ্ডের মধ্যে পারসীক দেশে ও আরব দেশে বিস্তর মরু ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডেতে যেমত প্রসারিত মরু দেশ সকল বিদ্যমান আছে, পৃথিবী মধ্যে আর কুত্রাপি তেমন মরু ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় আফ্রিকার অর্দ্ধাংশ মরুভূমিতেই পরিপূর্ণ। আফ্রিকার সর্ব্ব প্রধান মরুভূমির পরিমাণ অতি বিস্তীর্ণ, ইহা প্রায় এক সহস্র সার্দ্ধ তিন শত ক্রোশ দীর্ঘ এবং তিন শত নাতি ক্রোশ প্রশস্ত। এই ভূমি খণ্ড ভূমধ্যস্থিত সাগরতীর হইতে মিসর রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এই দূর প্রসারিত কঙ্করময় মরু ক্ষেত্র এক প্রকার লোহিত বর্ণ বালুকা কণায় পরিপূরিত এবং দেখিতে অতি রমণীয়। পথিক গণ যখন দূর হইতে ঐ বিস্তীর্ণ মরু দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন উহা উদ্বেল সাগর তুল্য অনুভূত হয় এবং উহার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন পদ সকলকে দ্বীপবৎ দেখায়। তীর্থ যাত্রি,বাণিজ্যকারি ও দেশ দর্শকাদি পথিক গণ যে কষ্টে ও যে প্রকার কৌশলে ঐ দুর্গম মরু দেশ অতিক্রম করে তাহা মনে হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। করুণানিধান বিশ্বপিতা যদি ঐ প্রকার দুর্গমস্থান অতিক্রম করিবার জন্য বিশেষ উপায় সৃজন না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মনুষ্য জাতি শত বর্ষ পরিশ্রম করিলেও উহার ক্রোশার্দ্ধ পথ উলঙ্ঘন করিতে পারিত না।

আরব দেশীয় বণিকেরা যখন ঐ দুর্গম ভূমি অতিক্রম করিয়া আফ্রিকা খণ্ডে বা-

ণিজ্য করিতে যায় তখন তাহারা শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পণ্য ভার প্রদান করে এবং শত শত ব্যক্তি একত্র দল বদ্ধ হইয়া যাত্রা করিতে থাকে। যাত্রা কালে উহারা কখন মরু ভূমির উপর দিয়া সরল পথে গমন করিতে পারে না। পথিক এবং বণিক দিগের বিশ্রামের নিমিত্ত ঐ মরু ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে জলাশয় ও লোকালয় আছে, বণিকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পথশ্রান্তি দূর করে, সুতরাং ঐ সমস্ত বিশ্রাম স্থানের অনুরোধে পথিক ও বণিক দিগকে নানা প্রকার বক্র গতিতে গমন করিতে হয়। পথিক গণ এই রূপ এক একটি বিশ্রাম স্থানে সপ্তাহ কাল বাস করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করে এবং এই রূপ গমন করত ক্রমে গিয়া স্ব স্ব বাঞ্ছিত ও বাণিজ্যের নির্দ্দিষ্ট স্থানে

স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে পুনর্ব্বার যতক্ষণ আর এক বিশ্রাম স্থান প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ আর কোন রূপেই কোন স্থানে বাস করিতে বা আশ্রয় পাইতে পারে না, ততক্ষণ তাহাদিগকে ক্রমাগত পর্য্যটন করিতে হয়, এবং তৎকালে তাহাদিগের প্রতি যে কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাও অপ্রতিহত চিত্তে সহ্য করিতে হয়। এই প্রকার মধ্যবর্ত্তী পথে কখন কখন এমন অগ্নিসম উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে যে তাহাতে মনুষ্য ও উষ্ট্র প্রভৃতি সকল প্রাণীই এক কালে দগ্ধবৎ হইয়া পড়ে, উক্ত বায়ু দ্বারা তাহাদিগের সমভিব্যাহারী সকল বস্তুই নীরস ও শুষ্ক হইয়া যায়। বণিক এবং পথিকেরা ঐ জল শূন্য শুষ্ক দেশে পান করিবার জন্য আপনাদিগের সঙ্গে এক প্রকার চর্ম্ম কোষ মধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু খরতর উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে সেই চর্ম্ম কোষস্থিত জলও শুষ্ক হইয়া কখন কখন একেবারে নিঃশেষিত হয় এবং ঐ শুষ্ক বায়ু কোন কোন সময় নরভুক নির্দ্দয় পিশাচের ন্যায় নিরস্তর মনুষ্য ও উষ্ট্র শরীরের শোণিত শোষণ করিতে থাকে। এক জন গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন, যে এই রূপ ভয়ঙ্কর বিপদ কালে আরবের ধনাঢ্য বণিক দিগকে কখন কখন পাঁচ শত রজত মুদ্রা* প্রদান করিয়া এক অঞ্জলি জল ক্রয় করিতে হয়।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বার এক দল বণিক আফ্রিকার অন্তর্গত তম্বক্তু হইতে তাফিলেত নামক স্থানে গমন করিবার সময় প্রান্তরস্থিত নিয়মিত বিশ্রাম স্থানে জল প্রাপ্ত না হইয়া পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় দুই সহস্র মনুষ্য ও এক সহস্র অষ্টশত উষ্ট্রের প্রাণ নষ্ট হয়। মরু ভূমিতে মধ্যে মধ্যে এই রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থানে স্থানে মনুষ্য ও উ

মরু দেশাকীর্ণ আফ্রিকার বাণিজ্য পথে বণিক দিগের এক একটি মিলন স্থান আছে। নানা দেশ হইতে বণিকেরা নানা পথে আগমন করিয়া ঐ স্থানে মিলিত হয় এবং মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সকলে একত্রে যাত্রা করে। যখন অধিক লোকে একত্র মিলিত হয় তখন বণিকেরা নিঃশঙ্কে মরু দেশের উপর দিয়া গমন করে এবং অক্লেশে দস্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে। কোন কোন স্থানে উহাদিগকে অর্দ্ধ মাসেরও অধিক কাল যাপন করিয়া উষ্ট্র ও মনুষ্যের শ্রমদুঃখ দূর করিতে হয়। তম্বক্তু হইতে ফেজ নামক স্থানে গমন করিতে চারি মাস নয় দিবস লাগে, কিন্তু ইহার মধ্যে পথিকেরা দুই মাস চতুর্ব্বিংশতি দিবস পর্য্যটন করে এবং অবশিষ্ট দুই মাস পঞ্চদশ দিবস বিশ্রাম করিয়া থাকে।

মরু দেশীয় পথের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার আছে, বণিকেরা যখন যে অধিকারে গিয়া উপনীত হয় তখন তত্রস্থ অধিকারী তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কতিপয় রক্ষক সঙ্গে দেয় ঐ রক্ষক গণ তাহাদিগকে আপন অধিকার পার করিয়া অপর অধিকারের সীমায় উপনীত করিয়া তথাকার প্রধানের হস্তে সমর্পণ করিয়া আইসে।

---

* [illegible]

যদি কাহারও অধিকারে বণিকেরা কোন রূপে অপহৃত বা অপমানিত হয় তাহা হইলে সেই অধিকার ভুক্ত সকল লোকেই তাহাতে অপমান বোধ করে এবং তাহারা সকলে একবাক্য হইয়া ঐ অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিতে চেষ্টা পায়।

আরব দেশীয় উক্ত প্রকার বাণিজ্য যাত্রিদিগের এই রূপ সংস্কার আছে, বাণিজ্য পথে গমন করিবার সময় কোন প্রকারে ভোজন পানের অত্যাচার করা অবিধি, ঐ সময় কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিলে তাহাকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হয়। উহারা ঐ সময় কেবল সংকিঞ্চিৎ পিণ্ড খর্জ্জূর ও এক বিন্দু জল মাত্র পান করিয়া দিন যাপন করে এবং সামান্য প্রকার বেস ধারণ করিয়া কাল হরণ করে। উহারা উক্ত সময় উৎকৃষ্ট ভোজন ও উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা বর্জ্জিত থাকে। কখন কখন কোন বণিক দলে কেবল কিঞ্চিৎ যবান্ন মাত্র ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে। দিবাবসান হইলে পথিক ও বণিকেরা এক স্থলে মিলিত হইয়া অবস্থান করে এবং শিবির স্থাপন করিয়া সকলে একত্রে জগদীশ্বরের উপাসনা করে।

কোন কোন সময় প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা মরুভূমির বালুকা সকল উড্ডীন হইয়া অতি ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি হয়। বায়ু সহকারে প্রভূত বালুকা রাশি অনবরত উড্ডীয়মান হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং দুর্ভাগ্য পথিক গণের দৃষ্টি পথ রুদ্ধ করে। এই সময় পথিক গণ চতুর্দ্দিক কেবল ঘোরতর অন্ধকারময় অবলোকন করে এবং চতুর্দ্দিক হইতে যেন গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরময় প্রশস্ত পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত হইতে থাকে। তাহারা না ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আর কিছু দেখিতে পায়, না অধোভাগ সন্দর্শন করিলেই কোন পদার্থ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় এবং না বাম দক্ষিণও পুরঃপশ্চাৎ দিকেই কোন বস্তুর সাক্ষাৎ পায়। সমুদ্র মধ্যে প্রচণ্ড বায়ু ও ঝটিকাদি উপস্থিত হইলে যেমন পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া হতাশ নাবিক গণকে প্রতি নিমিষে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করায় সেই রূপ এই সময়েতেও সমুদ্র সদৃশ মরু ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পর্ব্বত তুল্য বালুকার তরঙ্গ সমস্ত আন্দোলিত হইয়া প্রতিপলকে নিরাশ্রিত পথিক গণের জীবনাশাকে হরণ করিতে থাকে। এই রূপে বালুকা রাশি অনবরত উড্ডীয়মান হইয়া কখন কোন স্থানকে গভীর খাতে পরিণত করে এবং কখন কোন স্থানে বালুকার উচ্চ পর্ব্বত প্রস্তুত করে। এই অবস্থায় পথিক গণের আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না তাহারা চক্ষু মুদ্রিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনাদিগের অভিগম্য পথ দেখিতে না পাইয়া পদমাত্র বিক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু এই সময় ভারবাহী উষ্ট্র গণের অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রকেই বিস্ময়াপন্ন ও মুগ্ধ হইতে হয়। উষ্ট্র গণ এই সময় যে কৌশলে বিপদ অতিক্রম করে তাহা দেখিলে বোধ হয়, যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই রূপ বিপদের প্রতীকার উদ্দেশেই আরব প্রভৃতি দেশে উষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উষ্ট্র ভিন্ন আর কোন জন্তুই এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। এই সময় উষ্ট্রেরা আপনাদিগের দীর্ঘ গ্রীবা উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া চলে এবং অবিরল পক্ষ্মময় স্থূল নেত্রপত্র দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখে। জগদীশ্বর এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে উষ্ট্র জাতির পদ রচনা করিয়াছেন যে তাহারা অক্লেশে বালু ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে পারে, উষ্ট্র জাতির কোমল ও প্রশস্ত পদের কৌশল গুণে তাহা বালু ভূমিতে প্রবিষ্ট হয় না এবং তাহারা আপনাদিগের দীর্ঘ পদ দূরে দূরে বিক্ষেপ করিয়া অপর পশু অপেক্ষা অতি সত্বরে মরু ভূমি উত্তীর্ণ হইতে পারে, সুতরাং তাহারা অধিক শ্রান্তও হয় না। যে বালু ভূমিতে অশ্বাদি অন্য কোন পশু অতিকষ্টে ও অতি বিলম্বে কিয়দ্দূর যাইতে পারে না। উষ্ট্র জাতি সেই দুর্গম বালুকা ক্ষেত্রে অক্লেশে অধিক দূর গমন করিতে সমর্থ হয়। করুণা পূর্ণ বিশ্ব বিধাতা এমন পরিত্যক্ত মরু ভূমিতে

পথিক গণের জল প্রাপ্তিরও উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, আফ্রিকার মরু দেশে এক প্রকার অপূর্ব্ব বৃক্ষ জন্মায়, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক গণ ঐ বৃক্ষেতে অস্ত্রাঘাত করিলে অথবা উহার মধ্যে কোন বৃক্ষের পত্র ভঞ্জন করিলে প্রচুর নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হয় এবং তাহা পান করিয়া শীতল হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষ পত্রকে জগদীশ্বর অপূর্ব্ব জল পাত্রের ন্যায় রচনা করিয়াছেন, ঐ পত্র মধ্যে প্রচুর পরিষ্কৃত জল সঞ্চিত থাকে এবং উহার অগ্রভাগ রুদ্ধ থাকাতে কোন রূপে এক বিন্দুমাত্র জল শুষ্ক হইতে পারে না। পথিক গণ ঐ পাত্রের অগ্রভাগ ছিন্ন করিলেই তন্মধ্য হইতে অপূর্ব্ব পরিষ্কৃত জল প্রাপ্ত হয়।

লেফটনেণ্ট পটিংগর নামক এক জন সাহেব একদা ভারতবর্ষীয় এক লোহিত বর্ণ মরু ভূমি উত্তীর্ণ হইতে এক চমৎকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঐ মরু ক্ষেত্রে পতিত হইয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন তিনি কোন লোহিত বর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সন্তরণ করিতেছেন এবং কখন কখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ উড্ডীয়মান বালুকা রাশিতে ইষ্টকময় নূতন প্রাকার ভ্রম হইয়াছিল। ঐ বালুকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গি লোকের মুখ, চক্ষু, নাশা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানে প্রবিষ্ট হওয়াতে সকলেরি জীবন সংশয় হইয়াছিল এবং সকলেই পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া মৃত কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন অবস্থাতেও উক্ত সাহেবের ভারবাহী উষ্ট্র সকল ঐ বালু ভূমিতে জানু ও জঙ্ঘা পাতিত করিয়া সমস্ত দ্রব্য ভারের সহিত আরোহি দিগকে পৃষ্ঠেতে ধারণ পূর্ব্বক চলিয়াছিল। এই মরু ক্ষেত্রকে উক্ত সাহেবের পুনঃ পুনঃ সাগর বা বিস্তীর্ণ জলাশয় বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

বায়ু বেগে মরু ভূমির বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া কখন কখন নানা প্রকার স্তম্ভের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত পটিংগর সাহেব ঐ বালুকাময় স্তম্ভ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যক্ত করেন যে বালুকাময় স্তম্ভ উৎপন্ন হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঐ মরু ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে প্রচণ্ড আবর্ত্ত বায়ু সকল দৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর উক্ত প্রকার আবর্ত্ত বায়ু সহকারে যেমন সমুদ্র মধ্যে জল স্তম্ভের উৎপত্তি হয় সেই রূপ তাঁহার চতুর্দ্দিকে কতিপয় বালুকাময় স্তম্ভের উৎপত্তি হইল। ঐ স্তম্ভ সকল ক্রমে ক্রমে এত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল যে তাহাদিগের অগ্রভাগ অল্পে অল্পে অদৃষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর ঐ সকল স্তম্ভ একে একে বিদীর্ণ হইয়া এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা উপস্থিত হইল এবং সকল লোক উষ্ট্র হইতে অবরোহণ করিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে ঐ পশু দিগের পশ্চাতে কাল যাপন করিয়া রহিল।

কখন কখন ঐ সকল স্তম্ভ এক প্রকার আশ্চর্য্য ও অনির্দ্দিষ্ট গতিতে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে। ব্রুস নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি একদা মরু ক্ষেত্রে ঐ প্রকার আশ্চর্য্য ভ্রাম্যমাণ স্তম্ভ সন্দর্শন করিয়া আপনার সদল বল সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এক মরু ভূমিতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে কতক গুলি প্রকাণ্ডাকার স্তম্ভ এক বার প্রবল বেগে তাঁহার নিকটে ধাবিত হইয়া আসিতেছে এবং কখন তাহার নিকট হইতে অতি দূরে গমন করিয়া এক কালে অদৃষ্ট হইতেছে। কোন কোন সময় ঐ সকল স্তম্ভের মধ্য দেশ ছিন্ন হইয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে এবং কখন বা তাহারা দীর্ঘ কাল এক স্থলে স্থায়ী হইয়া কাল যাপন করিতেছে।

ব্রুস সাহেব এক দিন প্রাতে ঐ প্রকার কতিপয় স্তম্ভকে অগ্নিময় স্তম্ভের ন্যায় অবলোকন করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ সকল প্রাতঃকালোত্থিত দিবাকরের সম্মুখবর্ত্তী হওয়াতে তাহাদিগের প্রত্যেক অণু সূর্য্য কিরণে লোহিত হইয়াছিল এবং তাহারা দর্শকদিগের চক্ষে সুতরাং রক্ত বর্ণ অগ্নিময় স্তম্ভ স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। ব্রুস সাহেবের সঙ্গী লোকে ঐ অগ্নি স্বরূপ [illegible] [illegible]

হতচেতন হইয়াছিল এবং প্রলয় কালের সমাগম মনে করিয়াছিল, অনন্তর উহার কারণ অবগত হইয়া শান্ত হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মধ্যাহ্ন-কালে যখন দিবাকর অনবরত প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে থাকে তৎকালে কখন কখন প্রসারিত মরু ক্ষেত্রে পথিক গণের সাগর বা প্রশস্ত জলাশয় ভ্রম হয় ঐ মিথ্যা জল দৃষ্টির নাম মরীচিকা। যাহারা মরীচিকার তত্ত্ব অবগত না থাকে, তাহারা কদাপি তাহাকে মিথ্যা জল বোধ করিতে পারে না। যাহারা প্রশস্ত প্রশস্ত মরু ভূমিতে মরীচিকা অবলোকন করিয়াছে, তাহারা কহিয়াছে, যে প্রবিস্তীর্ণ জলাশয়ের সহিত মরীচিকার কিছু মাত্র ভিন্নতা বোধ হয় না। এরূপ জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে, নিদাঘ কালে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগকুলও মরীচিকায় জল ভ্রম করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। মৃগ গণ পিপাসায় কাতর হইয়া যত মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয় ততই ঐ মিথ্যা জলাশয় তাহাদিগের নিকট হইতে অন্তরিত হইতে থাকে এবং তাহারা ক্রমাগত উর্দ্ধশ্বাসে ঐ মরীচিকাভিমুখে গমন করিয়া উত্তরোত্তর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। অনেক অজ্ঞ পথিকও পিপাসা শান্তির উদ্দেশে মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইয়া ঐ প্রকারে প্রাণ হারাইয়াছে। ফরাস দেশীয় এক জন সাহেব* মিসরের সন্নিকট একবার মরীচিকা সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সমস্ত মরু ক্ষেত্রকে তাঁহার জলাশয় বোধ হইয়াছিল এবং তৎপার্শ্ব ও মধ্যবর্ত্তী গ্রাম ও নগর সকলকে তিনি সাগর বেষ্টিত ও সাগরস্থিত দ্বীপবৎ অবলোকন করিয়াছিলেন।

ক্লার্ক সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার পরিব্রজন কালে তিনি একদা আরবের মরু ভূমিতে এক মরীচিকা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ মরু ভূমি অতিক্রম করিয়া এক গ্রামে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইয়াছিল, যে তিনি ক্রমে ক্রমে এক প্রশস্ত নদী তীরে উপনীত হইতেছেন এবং ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পর পারে যাইতে হইবেক। কোন নদী জলে যেমন তৎতীরস্থ বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গৃহাদির প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ক্লার্ক সাহেবও সেই রূপ উল্লিখিত ভাক্ত জলাশয়ে তত্তীরস্থ সকল পদার্থের পরিষ্কার প্রতিরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ মরীচিকায় তাঁহার এমন গাঢ় ভ্রম জন্মিয়াছিল, যে তিনি তাহাকে যথার্থ জল বোধ করিয়া আপন নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমরা কি উপায় দ্বারা এই সম্মুখস্থ নদী পার হইব। তাঁহার নেতা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া কহিল উহা নদী নহে, বালুকা ভূমি, আমরা এই রূপে উষ্ট্র পৃষ্ঠেই অবিলম্বে উহা উত্তীর্ণ হইব, কিন্তু সাহেবকে একথা পরিহাস বোধ হইল। পরে যখন তাঁহার নেতা তাঁহাকে পশ্চাৎ ভাগে নিরীক্ষণ করিতে কহিল, তখন তিনি দেখিলেন, যে তাঁহারা যে স্থান উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন তাহাও ঐ প্রকার নদীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, তখন তিনি এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মরীচিকায় এই রূপে অনেক সময় অনেকের জল ভ্রম হইয়া থাকে এবং অনেক স্থানেই মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রখর সূর্য্য কিরণে বায়ু মধ্যস্থিত জল কণা সকল আকৃষ্ট ও ভাসমান হওয়াতে এরূপ মরীচিকার উৎপত্তি হয়।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৪ অধ্যায়——সম্ভবপর্ব্ব

শকুন্তলোপাখ্যান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত এই রূপে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিলে শকুন্তলা যথা কালে সুলক্ষণ সম্পন্ন অতি-তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে জনমেজয়! কুমারের তিন বর্ষ বয়ঃক্রম পরি-

* Mr. Monge.

পূর্ণ হইলে পুণ্যাত্মা কণ্ব তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সকল যথাবিধানে সম্পন্ন করিলেন। চক্রাঙ্কিতকর, মহাবল, রাজকুমার দেব কুমারের ন্যায় সত্বরে বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। সেই বালক ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বন হইতে সিংহ,ব্যাঘ্র,বরাহ,মহিষ ও গজ সকল আনয়ন করতঃ আশ্রম সন্নিহিত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিতেন এবং কোন মত্তগজের উপর আরোহণ করিয়া বা কোন সিংহকে দমন করিয়া ক্রীড়া করিতেন, এনিমিত্তে আশ্রম নিবাসী লোক সকল তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিত। সেই অবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হয়। অনন্তর ঋষি রাজকুমারের এই রূপ অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া এবং তাঁহাকে বিক্রম, তেজ ও বল সম্পন্ন উপলব্ধি করিয়া "ইহাঁর যৌব রাজ্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে" শকুন্তলাকে ইহা বলিয়া শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন এই পুত্রের সহিত শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃ গৃহে লইয়া যাও। নারী গণের চিরকাল পিতৃ গৃহে থাকা বিধেয় নহে, তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অতএব শীঘ্র ইহাঁকে ভর্ত্তৃ গৃহে রাখিয়া আইস। মহাতেজস্বী শিষ্য গণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করতঃ সপুত্রা শকুন্তলাকে অগ্রে করিয়া গজসাহ্বয় নগরে দুষ্মন্ত পুরে যাত্রা করিলেন। অমর কুমার তুল্য কমল লোচন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শকুন্তলা বন হইতে গমন করতঃ ক্রমশঃ দুষ্মন্ত রাজার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গণ সপুত্রা শকুন্তলাকে রাজার নিকট অর্পণ করতঃ আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা রাজাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি আমার গর্ভে এই পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব হে পুরুষোত্তম! পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালন করুন। পূর্ব্বে কণ্ব ঋষির আশ্রমে আমার সহিত সঙ্গম সময়ে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, হে মহাভাগ! তাহা স্মরণ করুন [illegible]

অনন্তর রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার এই বিনম্র বাক্য শ্রবণ করতঃ অনেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে আমার তাহার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, তোমার সহিত আমার যে কখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল এমনও স্মরণ হয় না, অতএব তুমি এখান হইতে যাও বা এখানে অবস্থান কর, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। ইহা শ্রবণ করিয়া বরারোহা তপস্বিনী শকুন্তলা লজ্জায় নম্র বদনে স্তম্ভের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধে তাম্র বর্ণ নয়ন ও প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ হইয়া কটাক্ষ দ্বারা দহন করতঃ এক একবার রাজাকে বক্র নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন স্বীয় ক্রোধের ভাব গোপন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রবল শোক দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবার উপক্রম হইলেও তপোবলে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিলেন, এই রূপে মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করতঃ শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্রোধে রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন। মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্তে এরূপ নিঃশঙ্ক হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় কহিতেছ, যে আমি কিছুই জানি না, এস্থলে সত্য মিথ্যা তোমার অন্তঃকরণই জানিতেছেন, অতএব তৎসাক্ষী সন্নিধানে তুমি সত্য ব্যক্ত কর, অন্তঃকরণকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি এক প্রকার জানিয়া অন্য প্রকারে প্রকাশ করে সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কোন্ পাপ না কৃত হয়। তুমি মনে করিতেছ যে আমি একা এই কর্ম্ম করিয়াছি, কেহ জানে না, কিন্তু মুনি যে অন্তর্য্যামী তাহা তুমি জান না, যিনি পাপ পুণ্য সমুদায়ের তত্ত্বদর্শী তাঁহার নিকট তুমি গোপন করিবে? পাপ কর্ম্ম করিয়া লোকে মনে করে যে আমার এ কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবতারা ও অন্তর্য্যামী পুরুষ সে সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথ্বী, জল, অন্তঃকরণ, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম ইহাঁরা সকলেই মনুষ্যের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী [illegible]

যাহার পরিতুষ্ট থাকেন, বৈবস্বত যম তাহার দুষ্কৃত সকল বিনাশ করেন, আর যে দুরাত্মা পুরুষের ক্ষেত্রজ্ঞ অপরিতুষ্ট থাকেন, যম সেই পাপকারী ব্যক্তির পাপ বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আত্মার অপমান করিয়া যথার্থ বিষয় অন্যথা রূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না এবং তাহার আত্মাও তাহার কা[illegible] হন না। আমি পতিব্রতা, অভিসারিকা মনে করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার সমাদরণীয়া ভার্য্যা আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে সম্মান করিতেছ না। এই সভা মধ্যে তুমি কি নিমিত্ত আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? আমি কি শূন্যে রোদন করিতেছি? তুমি কেন শুনিতেছ না। আমি যে যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি যদি আমার বাক্যে উত্তর প্রদান না কর, হে দুষ্মন্ত! তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিভিন্ন হইবে। পতি ভার্য্যার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া যে স্বয়ং পুত্র রূপে জন্মায় তাহাতেই জায়ার জায়াত্ব, ইহা পৌরাণিক কবিরা ব্যাখ্যা করেন। যখন পুরুষের সেই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে, সন্তুতি দ্বারা তাহার পূর্ব্ব মৃত পিতামহাদিকে উদ্ধার করে। যে হেতু সন্তান পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে, সেই জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ভার্য্যা যিনি গৃহ কর্ম্মে কুশলা, সেই ভার্য্যা যিনি পুত্রবতী, সেই ভার্য্যা যিনি পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যিনি পতিব্রতা। ভার্য্যা পুরুষের অর্দ্ধ শরীর, ভার্য্যাই পুরুষের প্রধান সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল, ভার্য্যাই উদ্ধারের কারণ। ভার্য্যাবন্তই ক্রিয়াশালী, ভার্য্যাবন্তই গৃহী, ভার্য্যাবন্তই হৃষ্ট চিত্ত, ভার্য্যাবন্তই সৌভাগ্যশালী। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নিঃসহায়ের সখা স্বরূপ, ধর্ম্ম কার্য্যে পিতৃ স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির মাতৃ স্বরূপ এবং দুর্গম পথে পথিকের বিশ্রাম স্বরূপ। যে ব্যক্তি সদার সেই বিশ্বাস পাত্র, অতএব দারাই পরা গতি। যে ব্যক্তির বহু পত্নী সে পক্ষপাতী হইলেও তাহার পরলোকান্তে যে স্ত্রী পতিব্রতা, সেই তাহার অনুগামিনী হয়। পতি সত্ত্বে যে স্ত্রীর পরলোক হয়, সে তথায় গিয়া পতির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, আর প্রথমে পতির পরলোক হইলে, সাধ্বী স্ত্রী তাহার অনুগামিনী হয়, অতএব হে রাজন্! যে হেতু ইহ লোকেও পরলোকে পতি ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়, সেই নিমিত্তেই লোকে পাণিগ্রহণ বিহিত হইয়াছে। আত্মা দ্বারা আত্মা উৎপন্ন হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাকে পুত্র শব্দে কহিয়াছেন, অতএব পুত্রের মাতা ভার্য্যাকে স্বয়ং মাতা বলিয়া জানা আবশ্যক। আদর্শে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্বের ন্যায় ভার্য্যাতে পুত্র উৎপন্ন হয়, পুণ্যকৃৎ ব্যক্তি সাক্ষাৎ স্বর্গ পাইলে যেমন আনন্দিত হন, পুত্র জন্মিলে তাহাকে দেখিয়া সেই রূপ আহ্লাদ হয়। মনোদুঃখে দহ্যমানই হউক, আর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্তই হউক, নিদাঘার্ত্ত ব্যক্তির জল প্রাপ্তির ন্যায় স্বীয় দারাতে লোকে আহ্লাদিত হয়। স্ত্রী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলেও রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম তাহার আয়ত্ত দেখিয়া অপ্রিয় ব্যবহার করিবেক না। স্ত্রীলোক আত্মার পুণ্য জন্মক্ষেত্র জানিবে, নতুবা ঋষিদিগেরও এমত শক্তি হয় না, যে স্ত্রী ব্যতীত পুত্র উৎপাদন করেন। পিতৃ পদে প্রণাম করতঃ পৃথিবীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেও পিতা কর্ত্তৃক পুত্র আলিঙ্গিত হয়, ইহা হইতে অধিক আর কি হইতে পারে। অতএব স্বয়মাগত সাভিলাষ এই পুত্রকে কটাক্ষে দর্শন করতঃ কি নিমিত্তে অপমান করিতেছ? পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ড সকল অতি যত্নে রক্ষা করে, তাহা নষ্ট করে না, কিন্তু তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও স্বীয় সন্তানকে গ্রহণ করিতে কেন স্বীকার করিতেছ না? শিশু সন্তানকে আলিঙ্গন করিলে যাদৃশ স্পর্শ সুখ জন্মে, বস্ত্র বা স্ত্রীগাত্র অথবা শীতল জল সংস্পর্শেও তাদৃশ সুখানুভব হয় না। যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদের মধ্যে গো, ও গুরুতর ব্যক্তির মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ হয়েন, তদ্রূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এই প্রিয়

দর্শন পুত্র তোমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া স্পর্শ সুখ উৎপাদন করুন; পুত্র স্পর্শ হইতে সুখতর স্পর্শ আর কিছুই নহে। হে অরিন্দম! ইহাঁর বয়ঃক্রম তিন বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে কণ্ব ঋষি ইহাঁর ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করেন, অতএব ইনিই তোমার শোকাপনোদন করিবেন। হে পৌরব শ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে ইহাঁর ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে আমার প্রতি আকাশ বাণী হয়, যে এই কুমার যথাকালে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। স্নেহ বশতঃ শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া গ্রামান্তর গমন করিলে পর পিতা তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত হয়েন। সন্তানের জাত কর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগেরও প্রতি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তোমারও বিদিত থাকিতে পারে। হে পুত্র! তুমি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার আত্মা পুত্র নাম ধারণ করিয়াছ, তুমি শত বর্ষ জীবিত হও। আমার জীবন ও অক্ষয় বংশ তোমারই অধীন, অতএব তুমি শত বর্ষ সুখে জীবিত থাক। হে রাজন্! এই বালক তোমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব অমল সরোবর জলে আত্ম দর্শনের ন্যায় এই দ্বিতীয় স্বীয় মুখ সন্দর্শন কর। যেমন গার্হপত্য হইতে আহবনীয় অগ্নি আনীত হয় তদ্রূপ তোমা হইতেই উৎপন্ন এই পুত্র, এক মাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন্! পূর্ব্ব কালে তুমি মৃগয়ায় গমন করতঃ মৃগ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পিতার আশ্রমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তখন আমি কুমারী ছিলাম। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশা[illegible]ঘৃতাচী, অপ্সর গণের মধ্যে এই ছয় জন শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের মধ্যে ব্রহ্ম লোক বাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্র দ্বারা আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনি হিমালয় প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া পরকীয় সন্তানের ন্যায় তথায় পরিত্যাগ করতঃ প্রস্থান করেন। আমি পূর্ব্বে জন্মান্তরে এত কি অশুভ কর্ম্ম করিয়া ছিলাম, যে বাল্য কালে মাতা আমাকে পরিত্যাগ করেন এবং এক্ষণে আপনিও প্রত্যাখ্যান করিলেন। যাহা হউক, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি না হয়, পিতৃ গৃহে গমন করিব, কিন্তু মহারাজ! এই বালক তোমারই আত্মজ অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিও না, ইহার প্রতি প্রসন্ন হও

বিজ্ঞাপন।

ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি, বাল্য কালে ভ্রম বশতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদ্ধর্ম্মের কাল্পনিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের প্রার্থনায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

To the Editor of the TATTWABODHINEE PATRIKA, *Calcutta.*

SIR,

Hitherto I was a follower of the religion Jesus Christ. My conversion into the faith did take place on the 25th of March 1856, when I was about 16 years of age But deep and candid enquiry leads me [illegible] the sense of its worthlessness to satisfy the religious cravings of mankind. I have also been convinced that its fundamental doctrines are not reconciliable with the rational dictates of reason and of moral justice, to th[illegible]clusion that such a system of religion containing as it does, great many absurd theories such as the Trinity, the Resurrection and the Association, could not have come from God—the Immaterial and Common Father of the Universe. I therefore publicly renounce Christianity through the medium of your wide circulated Journal.

I beg you will be good enough to insert the above declaration in your next issue, and oblige.

Your's very truely,
SHAMA PROSAD CHATTERJEA.

Bhwanipore,
The 1st April, 1857.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
১ বৈশাখ রবিবার [illegible]

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

হে পূর্ণ পরিশুদ্ধ পরাৎপর পরমাত্মন্! তোমার অপার করুণা প্রসাদে আমরা একাদি ক্রমে দ্বাদশ মাস অতীত করিয়া পুনর্ব্বার আর এক বৎসরে প্রবেশ করিতেছি। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে তুমি আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহা আমি কি প্রকারে বর্ণন করিব এবং কি উপায় দ্বারাইবা মনেতে ধারণ করিব। এক নিমেষের মধ্যে তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল অনুপম দয়া প্রকাশ কর যখন আমরা তাহাই নির্দ্দেশ এবং নিরূপণ করিতে পারি না, তখন সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের করুণার বিষয় কি প্রকারে ব্যক্ত করিব। আমার মন যখন তোমার অগাধ করুণা-সাগরে পতিত হয় তখন তাহার পার প্রাপ্ত না হইয়া এক কালে স্তব্ধপ্রায় হইয়া থাকে। তোমার দয়ার যেমন সীমা নাই সেই রূপ তাহার তুলনা দিবার আর স্থানও নাই। আমরা বর্ষে বর্ষে কেবল তোমারই অসীম ও অতুল্য করুণা অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি। তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার এই বসুন্ধরা হইতে জীব সকল নিত্য কাল জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তোমার সৃষ্ট দিবাকর চির দিন [illegible] আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিয়া সৃষ্টির মঙ্গল সাধন করিতেছে, তোমার বায়ু আবহমান কাল প্রবাহিত হইয়া কখন শ্রান্ত হইতেছে না, তোমার মেঘাবলী চির দিন বারি বর্ষণ করিয়াও কখন নিঃশেষিত হইতেছে না এবং তোমার সৃষ্ট গ্রহ, নক্ষত্রাদিও এত কাল শূন্য পথে ভ্রাম্যমাণ হইয়া ক্ষণ কালের জন্য স্ব স্ব পথ পরিত্যাগ করিতেছে না। হে অচ্যুতানন্দ অব্যয় স্বরূপ! তুমি যে কি অদ্ভুত কৌশলে এই অপূর্ব্ব বিশ্ব যন্ত্র রচনা করিয়াছ তাহা কি বলিব, এমন অক্ষয় ও আশ্চর্য্য যন্ত্র আর কেহ মনেতেও কল্পনা করিতে পারে না। কোন যন্ত্রী কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে ব্যবহার দ্বারা তাহা ক্রমে দিনে দিনে ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহাকে সংশোধন না করিলে কালেতে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, কিন্তু তোমার অদ্ভুত বিশ্ব যন্ত্র নিরন্তর চালিত হইয়াও কখন ক্ষয় হইতেছে না এবং কোন কালেই তাহার সংশোধন করিবার আবশ্যক হইতেছে না। তুমি এ বিশ্বকে প্রথমতঃ যেমন তেজস্বান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, ইহা অদ্যাপি সেই রূপ সতেজ রহিয়াছে, প্রত্যুত দিনে দিনে ইহা আরও উন্নতিই প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার কৌশল প্রভাবে পৃথিবীতে দিনে দিনে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে এবং শিল্প সাহিত্যাদি

নানা প্রকার বিদ্যার প্রচার হইয়া সামাজিক শোভারও উন্নতি হইতেছে। এমন উন্নত স্বভাব আশ্চর্য্য রচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। জগতের এই রূপ তেজস্বিনী প্রকৃতি সন্দর্শন করিলে বোধ হয়, যে তোমার সকরুণ ইচ্ছা জগৎরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া নিরন্তর প্রকাশ রহিয়াছে, এ জগৎ জড় পদার্থ হইয়াও তোমার ইচ্ছার সহযোগে চেতনা বিশিষ্ট সজীব হইয়া রহিয়াছে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তোমার ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন না করিল, তাহার [illegible] নিরর্থক এবং জন্মও বিফল।

হে প্রেমসিন্ধু পরম বন্ধু! যে ব্যক্তি তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যে ও অমৃতময় গুণে আকৃষ্ট না হইল, কোন্ রূপ ও কোন্ গুণ তাহাকে আকর্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি একবার তোমার রূপ সন্দর্শন করে, সে কি প্রকারে তাহা কোনমতেই বিস্মৃত হইতে পারে? তাহাদের মন তোমাতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তোমাকেই প্রার্থনা করে। যাহারা জ্ঞান চক্ষু অভাবে তোমাকে দেখিতে না পায় তাহারাই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে মগ্ন থাকে। তোমার অমৃতময় অনুপম স্বরূপের এমনি আকর্ষণী শক্তি, যে কত সময় তাহার সহিত কত [illegible] অসার বিষয় মিশ্রিত হইয়া [illegible] বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং কত অসত্য বিষয় সত্য রূপে গৃহীত হইয়াছে। তোমার অতুল্য ঐশী শক্তি আপনা হইতে মনুষ্য মনের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে। জ্ঞান হীন অবোধ লোকে কল্পিত দেব দেবীতে তোমার অদ্বিতীয় প্রিয়তম শক্তি আরোপ করিয়া কত সময় তাহাদের পূজা করে এবং কত সময় মনুষ্য বিশেষকে দেবাবতার প্রত্যয় করিয়া তাহার আরাধনা করিয়া থাকে। হে সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-[illegible]! তোমার আশ্রয় ও তোমার সৌহার্দ্দবিহীন হইয়া আমরা এক নিমেষও জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমাদিগের দেহ যেমন মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে আমাদিগের আত্মা সেই রূপ তোমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষণ কালের জন্য পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে কোথায় বা আমাদিগের ধন, জন, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সুখ, সম্পদ, রাজ্য, শ্রী থাকে। তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা প্রদান করিয়া বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের সৃষ্টি করিলে, এবং আমাদিগের নিকট স্বীয় মহিমা বিস্তার করিবার জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করিলে, কিন্তু আমরা এমনি মূঢ় যে কেবল তোমার সৃষ্ট বিষয়েতেই মনকে মগ্ন করিয়া রাখিলাম, কখন তাহা হইতে মনকে উত্থিত করিয়া তোমাতে সন্নিবিষ্ট করিলাম না।

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে তোমার স্মরণ মনন ও সহবাস জনিত সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্বীয় আত্মাকে কেবল তোমাতে অর্পণ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। নীরস নিদাঘ কালে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ সন্তপ্ত পথ শ্রান্ত পথিক কোন দূরব্যাপী অবিরল শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃহৎ বিটপির ছায়া প্রাপ্ত হইলে যেমন সুখী হয়, তোমার প্রেমানুরক্ত ভক্তবৃন্দও পৃথিবীর প্রখর সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া যখন তোমার শীতল আশ্রয় লাভ করে, তখন সেইরূপ তুষ্ট হয়। আমরা পৃথিবীর দাবদাহে দগ্ধ হইয়া শীতল হইবার জন্য কত স্থান পর্য্যটন ও কত স্থান পরিভ্রমণ করি, কিন্তু যাবৎ না তোমাতে উপনীত হই, তাবৎ কোন মতেই হৃদয়তাপ দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে শীতল হইতে পারি না। যে ব্যক্তি সতত তোমার আশ্রয়ে বাস করে, কোন তাপ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

হে প্রেমপূর্ণ প্রিয়তম ঈশ্বর! তুমি যেমন জ্ঞানেতে অভ্রান্ত শক্তিতে অনন্ত, সেইরূপ করুণা বর্ষণেও অবিশ্রান্ত। তোমার তুল্য এমন অদ্ভুত নিধি আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব, তোমাতে সকলেরি সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে অধিকার রহিয়াছে। তুমি আমাদিগের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন এবং সকলেরই সামান্য ধন। আমি তোমাকে কোন্ শব্দে সম্ভাষণ করি-

য়া যে মনের তৃপ্তিসাধন করিব তাহা স্থির করা অসাধ্য। তুমি আমার নয়নের অঞ্জন, কণ্ঠের হার, পিপাসার জল এবং বিশ্রামের স্থল। আমি যখন তোমার বিশ্বব্যাপ্ত অমৃতময় সুধাংশু সন্দর্শন করি তখন পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকলি বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমার অনাস্বাদিত প্রেম-রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হই,তখন সকল তৃষ্ণার শান্তি হয়।

ঈশ্বরের মহিমা।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতি চমৎকার ভাব। শরীর মধ্যে দর্শন শ্রবণাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান জন্য যেমন চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সেরূপ কোন বিশেষ একটি স্থান নাই, উহা শরীরের সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া আছে। আপাদ মস্তক কোন স্থলই স্পশারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ নিরূপণ করিয়াছেন, যে মস্তিষ্ক নিঃসৃত ধমনি সকল স্পর্শ জ্ঞানের কারণ। ধমনি ব্যতিরেকে স্পর্শ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; শরীরের মধ্যে যে স্থানে ধমনি না থাকে, সে স্থানে স্পর্শ জ্ঞান জন্মে না। যে স্থানে অধিক ধমনি আছে, সে স্থানে স্পর্শ জ্ঞানের আধিক্য হইয়া থাকে ও যেখানে ধমনির ভাগ অল্পই থাকে তথায় স্পর্শ জ্ঞানও অল্প হয়। কিন্তু অদ্ভুত কৌশলকর্ত্তা জগদীশ্বর যে কি প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগের শরীরময় স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা দ্বারা স্থির করা যায় না, আমাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগে এক গাছি কেশ স্পর্শ হইলেও আমরা জানিতে পারি এবং মস্তকস্থিত কেশাগ্রেতে একটি মক্ষিকা উপবেশন করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগের জ্ঞান গোচর হয়। স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগের শরীরের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া অতি সতর্ক প্রহরীর কার্য্য সাধন করিতেছে এবং আমাদিগকে নানা অবস্থায় নানা প্রকারে সাবধান করিয়া রক্ষা করিতেছে, যে সময় আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় স্তব্ধ এবং অসাবধান থাকে, তৎকালেও স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগের কার্য্য সাধন করিতে ক্রটি করে না। সুষুপ্তিকালে যখন মনুষ্যকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও জাগ্রত করিতে পারা যায় না,তৎকালেও তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া অনায়াসে নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়। বিশেষতঃ আমরা শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয় হইতে যে বিষয়ের সম্বাদ প্রাপ্ত না হই, স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় অবগত করে। শীত বাত আতপাদি যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদিগের চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা অনুভূত না হয়, আমরা তাহা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারি। আমাদিগের শরীরের সর্ব্বত্রই স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, স্পৃশ্য বিষয় যে দিকে যে কোন পথে আগমন করুক, তাহা অবশ্যই আমাদিগের জ্ঞান ভূমিতে উপনীত হইবেক।

করুণা নিধান জগদীশ্বর আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়কে যেমন নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভের পথ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আমাদিগের অশেষ প্রকার সুখ ভোগেরও কারণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কখন নিশাবসানে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন প্রসারিত প্রান্তর বা প্রবিস্তীর্ণ নদী তীরে পরিভ্রমণ করিয়া সুস্নিগ্ধ ও সুনির্ম্মল প্রভাত সমীরণ সেবন দ্বারা দেহ গ্লানি দূর করিয়াছে, কি নিদাঘ কালের দিন পরিণামে সুবাসিত মলয় মারুত উপভোগ করিয়া অঙ্গ সন্তাপ দূর করিয়াছে, অথবা প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালে উত্তাপাবস্থায় কখন শীতল চন্দনাদি উপলেপন ধারণ করিয়া সুখী হইয়াছে, কি শীত সময়ে দিবাকরের মন্দ মন্দ রশ্মি সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে করুণানিধান বিশ্বপিতা আমাদিগের কত সুখের জন্য স্পর্শেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে আমরা কত সময় কত প্রকার সুখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কর্ত্তা সনাতন

পুরুষ আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়েতে আর একটি চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের শরীরের যে স্থানে স্পর্শেন্দ্রিয় যে পরিমাণে তেজস্মান্ হইলে আমাদিগের কার্য্য সাধন ও দুঃখ নিবারণ হইতে পারে, তিনি সেই স্থলে সেই রূপ করিয়াই স্পর্শ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। অনেক সময় অনেক মনুষ্যকে পদ ব্রজে কণ্টকাবৃত অরণ্য ও কঠিন কঙ্কর ময় পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয়, সুতরাং পদতলে অধিক স্পর্শ শক্তি থাকিলে অনেক প্রকার ক্লেশ ভোগ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য জগদীশ্বর শরীরের সর্ব্বাংশ অপেক্ষা পাদমূলে সর্ব্বনিম্ন ভাগ অল্প প্রদান করিয়াছেন এবং হস্ত দ্বারা সর্ব্বদা সকল প্রকার সূক্ষ্ম বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, সুতরাং হস্তেতে স্পর্শ শক্তি অধিক থাকা আবশ্যক এজন্য করাঙ্গুলিতে কতিপয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আশ্চর্য্য ধমনি বিদ্যমান আছে। ঈশ্বর যে আমাদিগকে যথাযোগ্য স্পর্শ শক্তি প্রদান করিয়া সুখের উপায় সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় যদি এক্ষণকার অপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ তেজস্বী হইত, তাহা হইলে কোন প্রকার স্পর্শ সুখ অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক সুকোমল কুসুম শয্যাকে শর শয্যা বোধ হইত, সুচিক্কণ মসৃণ বস্ত্রকেও অঙ্গে ধারণ করা কঠিন হইত এবং উৎকৃষ্ট মন্দ সমীরণকে অসহ্য অভিঘাতবৎ অনুভব হইত। আমাদিগের শরীরের সর্ব্বত্র স্পর্শ শক্তি সমান তেজস্বিনী হইলে কোন মতেই আমরা সুখী হইতাম না। সর্ব্ব শরীর চক্ষুর ন্যায় কোমল হইলে মনুষ্য কি প্রকারে বস্ত্রাদি ধারণ করিতে সক্ষম হইত।

আমাদিগের দেহ পতন হইবার পূর্ব্বে চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি অপরাপর ইন্দ্রিয় সকল একে একে অশক্ত হইতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য, স্পর্শ ইন্দ্রিয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে থাকে, উহা কদাপি আমাদিগকে ত্যাগ করে না। বৃদ্ধাবস্থায় যখন মনুষ্য কর্ণেতে শ্রবণ করিতে বা চক্ষেতে দর্শন করিতে পারে না, তখন তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শিথিল হয়, বাক্শক্তি রুদ্ধ হইতে থাকে, তখনও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে জানিতে পারে।

স্পর্শ ইন্দ্রিয় অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুর কার্য্য সমাধা করে, এবং বধিরের শ্রবণ শক্তির প্রতিনিধি হয়। কোন কোন অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শ-ইন্দ্রিয় এত প্রবল হয়, যে সে কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া তাহার বর্ণ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারে। বইল নামক একজন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি স্পর্শ দ্বারা বস্ত্রের নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ জানিতে পারিত। অন্যান্য সকল বর্ণ অপেক্ষা তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ অধিক বন্ধুর ও নীলবর্ণ অধিক মসৃন বোধ হইত এবং সে এইরূপ স্পর্শ-জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে সকল বর্ণই জানিতে পারিত। পণ্ডিতবর অপ্রেন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন অন্ধ বালিকার এমনি আশ্চর্য্য স্পর্শ শক্তি ছিল, যে নির্দ্দিষ্টকালে রজকালয় হইতে বস্ত্র আসিলে, সে সমুদায় বস্ত্রের মধ্য হইতে আপনার বস্ত্রগুলি চিনিয়া লইত। ঐ বস্ত্র সকল যে রূপে ব্যবস্থিত থাকুক, উক্ত কন্যা কদাপি আপন বস্ত্র চিনিয়া লইতে ভ্রান্ত হইত না। এক ব্যক্তি অন্ধ স্বীয় অসামান্য স্পর্শেন্দ্রিয় বলে কোন অশ্বের কান দোষ প্রকাশ করিয়াছিল, অনেক অশ্ব পরীক্ষা ব্যবসায়ী লোকে চক্ষু বিশিষ্ট হইয়াও উক্ত অশ্বের ঐ দোষ জানিতে পারে নাই, অনন্তর উল্লিখিত অন্ধের নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহাকে ঐ দোষ জ্ঞাত হইবার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। অন্ধ কহিল, যে আমাকে ঐ অশ্বের এক চক্ষু অন্য চক্ষু অপেক্ষা বিশেষ শীতল বোধ হওয়াতেই আমি উহার কাণ দোষ জানিতে পারিয়াছি। [illegible] নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ পণ্ডিত রোম দেশীয় মুদ্রা সকল শ্রেণীবদ্ধ থাকিলেও কেবল হস্ত দ্বারা একবার স্পর্শ করিয়া এমন আশ্চর্য্য রূপে তন্মধ্য হইতে কৃত্রিম ও অকৃত্রিম মুদ্রা সকল বাছিয়া লইতেন, যে কোন ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ [illegible] মুদ্রা পরীক্ষকেও সে প্রকার পারিত না। [illegible]

দিয়া যেন শ্রবণ করিলেও তিনি জানিতে পারিতেন। ফিলেডেলফিয়া নগর নিবাসী দুই ব্যক্তি অন্ধ চলিতে চলিতে কোন ক্রা-র্য্যালয় বা লোকালয়ের নিকট উপস্থিত হ-ইলেই তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিত, ঐ প্র-কার স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদি-গের পদতলে এক প্রকার আশ্চর্য্য স্পর্শ জ্ঞান অনুভূত হইত। ডাক্তর রস নামক সাহেব কহিয়াছেন, যে কোন কোন বধির পথে চলিবার সময় কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা এত পূর্ব্বে তৎপথ প্রচলিত শকটাদির আ-গমন বার্ত্তা অবগত হয় যে তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন কোন ব্যক্তিও তাহা জানিতে পা-রে না। বধিরেরা অনেক সময় স্পর্শে-ন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সমাধা করে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে কোন কারণ বশতঃ ফরাস দেশীয় এক জন ভদ্র লোকের অক-স্মাৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়াছিল কেবল তাহার মুখ মণ্ডলের এক দিকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ শক্তি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহাকে কোন বিষয় অবগত করিতে হইলে তাহার মুখের সেই দিকে ঐ বিষয় বর্ণাঙ্কিত করিলেই সে তৎ-ক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিত। তাহার প-রিবারেরা ঐ প্রকার করিয়া তাহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিত১। অতএব জগদীশ্বর যে আমাদিগের বিশেষ উপকারের জন্য স্প-র্শেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অন্যান্য অ-নেক জীব জন্তুরও অশেষ উপকার সিদ্ধ হয়, হংস প্রভৃতি অনেক পক্ষী যাহারা জল মধ্য হইতে ও অপরাপর অদৃষ্ট স্থল হইতে জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহাদিগের চঞ্চু অগ্রে এপ্রকার আশ্চর্য্য স্পর্শ শক্তি আছে, যে তা-হারা ঐ স্পর্শ শক্তির গুণে অলক্ষিত ও অন্ধকারময় স্থানে অনায়াসে আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু জানিতে পারে। টৌকান না-মক এক প্রকার পক্ষী নিবিড় অন্ধকারময় স্থানে বিহঙ্গ জাতির গভীর কুলায় মধ্যে চঞ্চু নিবিষ্ট করিয়া কেবল ডিম্ব আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, এজন্য জগদী-শ্বর তাহার চঞ্চুতে এক প্রকার অদ্ভুত স্পর্শ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, উক্ত পক্ষীর চঞ্চু অগ্রে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আশ্চর্য্য যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়২।

তিনি যদি আমাদিগকে স্পর্শেন্দ্রিয় প্র-দান না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের আর আর অনেক ইন্দ্রিয়ও বিফল হইত। আমরা চক্ষুঃ শ্রোত্র বিশিষ্ট হইয়াও যাব-জ্জীবন দর্শনাদি বিষয়ে ভ্রান্ত থাকিতাম, আমরা কোন দৃশ্য বস্তুরই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে আমরা দুই চক্ষু দ্বারা যে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করি, তাহা বস্তুতঃ এক হইয়াও আমাদিগের চক্ষে দুই দেখায়, কিন্তু কেবল আশ্চর্য্য স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগের উক্ত ভ্রম দূর করে। বালক যাবৎ না স্পর্শেন্দ্রিয় চালনা করে তাবৎ কোন রূপেই তাহার দৃষ্টি ভ্রম দূর হয় না। কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি যখন কোন রূপে দৃষ্টি শক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন সে সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে অতি বিপরীত ভাবে সন্দর্শন করে, সে তৎকালে কোন বস্তুরই প্রকৃত আকার ও প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পায় না। তাহার বোধ হয় যে সকল বস্তুই তাহার অঙ্গের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সকল ব-স্তুরই ঊর্দ্ধ ভাগ নিম্নে ও অধো ভাগ উপরে রহিয়াছে। অনন্তর সে যখন হস্ত দ্বারা বস্তু সকল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার উল্লিখিত ভ্রম রাশি পরিহৃত হইতে থাকে তখন সে প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত আ-কার, প্রকৃত সংখ্যা ও প্রকৃত স্থান অবগত হয় এবং ক্রমে এই রূপে তাহার নিত্য অভ্যাস দ্বারা এমনি একটি অপূর্ব্ব স্বভাব হইয়া যায়, যে সে পরিণামে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিলে তাহা স্পর্শ না করিয়াও ঐ পূর্ব্ব সংস্কার হেতু তাহার প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। চেসেলডন নামক এক জন সাহেব কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির চক্ষু রোগ আরোগ্য করিয়া দেখিলেন, যে সে ব্যক্তি প্রথমতঃ যে কোন পদার্থ দর্শন করিল তৎসমুদায়কে সে আপন অঙ্গ স্পৃষ্ট বোধ করিল। এই

১ Abercrombie's Mental Philosophy p. 31—32—33. [illegible]

২ English Reader, No. VI, p. 71.

জন্য অবস্তুর সমান বস্তু মার্জকে তাহার প্রস্ত বোধ হইয়াছিল এবং অসমান পদার্থ সকল তাহাকে ক্লেশ দায়ক বোধ হইল ৩। শিশু সন্তান যেমন দৃশ্য বস্তু সকলকে আপন শরীর সন্নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে সেইরূপ শব্দ সকলকেও বাহ্য পদার্থ না জানিয়া আপন কর্ণ কুহর স্থির অভ্যন্তর বিষয় বলিয়াই প্রত্যয় যায়। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যত দিন বাহ্য বিষয়ের প্রকৃত দূরতানুভূত না হয় ততদিন বালকের প্রতি ভ্রমও দূর হয় না।

স্পর্শেন্দ্রিয় বিষয়ে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বস্তু মাত্রকে স্পর্শ করিয়া এক মনে করি, কিন্তু কি কৌশলে যে স্পর্শ দ্বারা বস্তুর একত্ব অনুভূত হয় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। জগদীশ্বর যে প্রকার নিয়মে আমাদিগের শরীরে স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই আমাদিগকে বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। করতলে ক্ষুদ্র বর্তুলাকার কোন পদার্থ রাখিয়া তাহাকে যদি স্বাভাবিক রূপে তর্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে তাহা একটি মাত্রই বোধ হয়, কিন্তু ঐ দুই অঙ্গুলীকে যদি কিঞ্চিৎ স্থানান্তর করা যায় অর্থাৎ এক অঙ্গুলীর উপর অন্য অঙ্গুলী রাখিয়া তদ্দ্বারা পূর্ববৎ রূপে ঐ বস্তুকে স্পর্শ করা যায় তাহা হইলে এক বস্তুকে দুইটি বোধ হয়, অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে আমাদিগের শরীরস্থিত জগদীশ্বর যে ইন্দ্রিয়কে যে প্রকার রচনা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলেই আমাদিগের সুখের হানি ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাঁহার কৌশলই আমাদিগের সুখের মূল, এবং তাঁহার করুণাই আমাদিগের সকল সম্পদ্।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ।

১।—ইউরোপের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা পুনর্বার দুইটি নূতন গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ দিবসে পেরিস নগর হইতে হব-মান নামক পণ্ডিত যে গ্রহটিকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার নাম হরমোনিয়া গ্রহ রক্ষিত হইয়াছে, এই গ্রহটি দেখিতে একটি নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আর উক্ত নগর হইতে গোল্ডইস্মিথ নামক পণ্ডিত কর্তৃক উল্লিখিত খ্রীষ্টীয়শাকের ২২ মে দিবসে যে গ্রহটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম ডেফনী গ্রহ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, এ গ্রহটিও বিলক্ষণ উজ্জ্বল ৪।

পদার্থ বিদ্যা।

১।—ইউরোপের পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে শুষ্ক স্থলভাগের অপেক্ষা সমুদ্রতীরে ও প্রশস্ত প্রশস্ত হ্রদ নদীর নিকটস্থ স্থানে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা তাড়িতাকর্ষণকে ঐ প্রকার ন্যূনাধিক বৃষ্টি পাতের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন ৫।

রসায়ন বিদ্যা।

১।—একজন রসায়ন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, যে ফ্রান্স রাজ্যে চেষ্কনট নামক যে এক প্রকার ফল জন্মে, ঐ ফল হইতে মদিরা সার প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্যোপযোগী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং উহা দ্বারা এপ্রকার পুষ্টিকর রুটি প্রস্তুত হইতে পারে, যে তাহা ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যাদি অনেক জীব জন্তু জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় ৫।

২।—ইউরোপে দিন দিন রসায়ন বিদ্যার এমনি প্রাদুর্ভাব হইতেছে, যে উক্ত বিদ্যার প্রভাবে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারবৎ, নানা প্রকার অসম্ভব কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ইংলণ্ডের কোন কোন মিষ্টান্নকার কেবল এক নবনীতকে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা নানা প্রকার ফলের আস্বাদ উৎপন্ন করিতেছে, তাহারা কেবল নবনীতযোগে এমন সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে, যে তাহা ভক্ষণ করিলে তাহাতে নানা জাতীয় ভিন্ন

৩ Goldsmith's History of Animals, vol. [illegible]

৪ American Journal of Science [illegible], No. 66

৫ Chamber's Journal, September [illegible]

ভিন্ন ফলের আস্বাদ অনুভূত হয়। এক ব্যক্তি শিল্পী কোন যৎসামান্য পদার্থ হইতে বাদামের তৈলের ন্যায় এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়াছিল, উৎকৃষ্ট বাদামের তৈলের সহিত উক্ত কৃত্রিম তৈলের কিছুমাত্র ভিন্নতা ছিল না, যাহারা ঐ কৃত্রিম তৈলের আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহা হইতে অভেদ বাদামের তৈলের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে পদার্থ হইতে ঐ কৃত্রিম বাদামের তৈল প্রস্তুত হয়, তাহার নাম শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহার নাম ইংরাজি ভাষায় তারবেরেল বলিয়া উক্ত হইয়াছে ৬।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা।

১।—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কেণ্টীস নামক নগরের এক স্থানে এক অসাধারণ গভীর কূপ খনন করিয়াও জল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। খননকারিরা ন্যূনাধিক আট শত হস্ত মৃত্তিকা খনন করিয়াও যখন তন্নিম্ন হইতে কিছুমাত্র জল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা খনন কার্য্যে বিরত হইল। অনেকানেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ৭।

২।—লণ্ডন নগরের পয়ঃপ্রণালী সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার জন্য তথায় এক প্রকার অদ্ভুত কূপ খনন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বদা আবশ্যক মত জল প্রাপ্ত হইবার জন্যই লোকে কূপ খনন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত কর্ম্ম সিদ্ধ হইবার জন্য লণ্ডন নগরে উক্ত প্রকার কূপ সকল প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল কূপ দ্বারা ভূ-অভ্যন্তর হইতে জল উত্থিত না হইয়া উহার মধ্য দিয়া লণ্ডন নগরের পয়ঃপ্রণালী ও অন্যান্য স্থানের অপরিষ্কৃত অশুচি জলরাশি মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিবে, এবং ঐ কৌশলে সমস্ত নগর সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রকার অপরিষ্কার জলীয়-পদার্থ বর্জ্জিত থাকিয়া বিশেষ উপকার দর্শাইবে ৮।

৩।—গ্রীনীচ নগরের যে পর্ব্বতের উপর প্রসিদ্ধ মান-মন্দির বিদ্যমান আছে, উক্ত পর্ব্বত সহসা ভূমিকম্পে কম্পিত হওয়াতে উক্ত মান-মন্দির-ঘটিত অনেক প্রকার পরিমাণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত হইয়াছিল। মান-মন্দিরস্থ যে পারদ ক্ষেত্রে আকাশস্থ নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা পরিষ্কার রূপে নক্ষত্র সকল সন্দর্শন করেন, উল্লিখিত পর্ব্বত কম্পিত হওয়াতে ঐ পারদ ক্ষেত্র এরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল, যে তাহাতে আর একটি মাত্র নক্ষত্রেরও প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় নাই। অনন্তর ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিশেষ মন্ত্রণা করিয়া ঐ কম্পন ক্রিয়ার প্রতীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ মন্দিরের নিম্নে কোন কোন স্থানে গভীর কূপ খনন করিয়া তৎসমুদায় ইষ্টক-চূর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার পদার্থে পরিপূরিত করাতে উক্ত কম্পন ক্রিয়ার প্রতীকার হইয়াছে ৯।

শিল্প বিদ্যা।

১।—ফ্রান্স রাজ্যে সৌরতাপ পরিমাণ করিবার জন্য এক অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে দিবস যত উত্তাপ বৃদ্ধি হইবে তাহা ঐ যন্ত্রে সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকিবে। ঐ যন্ত্রের উপর রৌদ্র পতিত হইলে পর আপনা হইতেই তাহার তাপ পরিমাণের চিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকিবে। ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় উল্লিখিত যন্ত্র আপনা হইতে সঞ্চালিত হইবে।

২।—ইংলণ্ডে চর্ম্মপাদুকা প্রস্তুত হইবার এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ হইতেছে। উক্ত যন্ত্র-সহকারে এক দিবসের মধ্যে ২০০ দুই শত যোড়া পাদুকা প্রস্তুত হইবে, এবং তাহা বিলক্ষণ সুঠাম ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ১০।

৩।—ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ধান্য গোধূম প্রভৃতি শস্য ছেদন করিবার এক অপূর্ব্ব যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত যন্ত্র দ্বারা কৃষকেরা এক স্থান হইতে অনেক ক্ষেত্রের শস্য ছেদন করিতে সমর্থ হয়, এবং উহার

৬ Literary Gazette, 8th November, 1856.
৭ Chamber's Journal, August, 1856.
৮ Chamber's Journal, September, 1856.

৯ Chamber's Journal, August, 1856.
১০ Chamber's Journal, September, 1856.

দ্বারা অল্প কালের মধ্যে বিস্তৃত ভূমির শস্য ছেদন করিতে পারা যায়। উক্ত যন্ত্র সহকারে একদা এক ব্যক্তি কৃষক নয় ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ৩০ বিঘা পরিমিত ভূমির শস্য ছেদন করিয়াছিল।

৪।—সমুদ্রেতে ঝটিকা ও অতিবাতাদি উপস্থিত হইলে জাহাজের নঙ্গর ছিঁড়িয়া অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট ও অনেকের বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। রিচার্ড রসটন নামক একজন সাহেব এক্ষণে ঐ সমস্ত বিপদের প্রতিক্রিয়া করণের এক প্রকার উপায় স্থির করিয়াছেন; তিনি এমনি এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহা নঙ্গরের রজ্জুতে সংলগ্ন থাকিলে কশ্মিন কালে আর নঙ্গর নষ্ট হইবে না ১১।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজে পঠিত স্তোত্র।

১ বৈশাখ ১৭৮৮ শক

হে ব্রহ্মাণ্ডপতে! অদ্য আমরা আর এক বৎসর কাল জন্য জীবন পথে অগ্রসর হইলাম অতএব এতদুপলক্ষে তোমার সুনির্মল মহিমা সংকীর্ত্তন জনিত বিমলানন্দ উপভোগার্থে আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উচ্চস্থিত ফলাকাঙ্ক্ষী ঊর্দ্ধবাহু বামনের ন্যায় আমার এ বাসনা যদি সাতিশয় উপহাসাস্পদ বটে তথাপি ভরসা যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখ বিনির্গত অর্দ্ধস্ফুট বাক্য যেমন তজ্জননী জননীর অপরিসীম আহ্লাদ দায়ক হয়, হে বিশ্বপিতঃ! আমাদিগের অসম্পূর্ণ স্তুতি বাক্য তোমা কর্ত্তৃক নিঃসন্দেহে তদ্রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। হে দয়াসিন্ধো! তোমার করুণা প্রসাদাৎ গত বর্ষ মধ্যে যে কত অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সুখাস্বাদনই করিয়াছি তাহার কি বর্ণন করিব! আমাদের নয়ন সমক্ষে সমস্ত দৃষ্টি সুখ কর কত মনোহর শোভা হইবা দর্শন করিয়াছে, রসনা কত সুস্বাদ উপাদেয় সামগ্রীর হইবা স্বাদ পরিগ্রহ করিয়াছে, নাসিকা অসংখ্য প্রকার চিত্ত রঞ্জক কত সুরভি প্রবাহ হইবা সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছে, কর্ণ কতবিধ সুললিত সুমধুর স্বর হইবা শ্রবণ করিয়াছে, ত্বগিন্দ্রিয় কত প্রকার স্পর্শ সুখ হইবা সম্ভোগ করিয়াছে, আমাদের মনে অননুভূত মহান ভাব সকল উদিত হইয়া কত হইবা বিমলানন্দ প্রদান করিয়াছে! যদিও ঐ কাল মধ্যে অত্যুৎকট সঙ্কটার্ণবে বারম্বার নিপতিত হইয়াছি এবং সুদারুণ শোকাগ্নি শিখা দ্বারা অহর্নিশ অন্তর্দ্দাহ হইয়াছে, কিন্তু হে মঙ্গলাকর! তোমার অনুকম্পায় তাহারাও অতি হিতাকাঙ্ক্ষী সদ্গুরুর ন্যায় কত অতুল্য ও অমূল্য জ্ঞানোপদেশই প্রদান করিয়াছে! লোকে রোগ শোকাক্রান্ত হইয়া ভ্রম ও মোহ বশতঃ ইহ সংসারকে কখন কখন কেবল দুঃখময় বিবেচনা করে বটে, কিন্তু সময়ান্তরে তাহাতেই আবার তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় প্রতীতি করিয়া তাহাদের আত্মা মহা উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, হে করুণানিধান! আমাদের নিকট আপাততঃ প্রতীয়মান বিপদ সমূহ যে তুমি সুখোদ্দেশেই বিধান করিয়াছ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হে জগদীশ! মনুষ্য জীবনের অধিকাংশ অনবরতই বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্য ভবদীয় প্রেমে নিমগ্ন হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এমন লোক অতি বিরল, কদাচিৎ ক্ষণস্থায়ী স্বল্প দুঃখ ও বিঘ্নও যদি উপস্থিত হয় তবে আমাদের কৃতঘ্ন রসনা তোমার পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক মহিমাতে কলঙ্কারোপ করিতে অমনি উদ্যত হয়। বণিকাদি আয় ব্যয় নিরূপণের ন্যায় যদি সুখ দুঃখ নির্ণায়ক কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা যায় তবে মনুষ্য জানিতে পারে যে শৈশবাবধি আমরণ তিনি যত প্রকার দৈহিক ও আন্তরিক অপূর্ব্ব বিমলানন্দ ভোগ করিয়াছেন তৎতুলনায় তাঁহাকে এক কণিকা মাত্র দুঃখভোগী হইতে হইয়াছে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য হেতু বিমল [illegible] [illegible] করিতে সমর্থ হই না, অতএব [illegible] সঙ্গীও আমাদিগের [illegible] বহন করিয়া

১১ Literary Gazette, 22nd November, 1856.

অনুভূত হইয়া থাকে। দিক্‌ভ্রান্ত জন যে প্রকার সূর্য্যোদয়াদি অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলোকনেও তদ্দিক্‌ পূর্ব্বদিক্‌ বলিয়া অন্তঃকরণে প্রতীতি করিতে পারে না, হে বিশ্বনাথ! অজ্ঞানান্ধ বিমূঢ় মানবগণও তদ্রূপ মাতৃস্নেহাদি তোমার করুণার অসংখ্য নিদর্শন দর্শন করিয়াও ভবদীয় মঙ্গল সত্তাতে প্রত্যয় স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না। পরমাত্মন্! আমাদের এমন বিষম ভ্রম কেন জন্মিল? আমরা কি কদাপি ইহা হইতে উদ্ধৃত হইব না? তোমার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি থাকিলে এবং নিয়ত জ্ঞানাভ্যাস করিলে, পরিণামে এ ভ্রান্তি অবশ্যই দূরীকৃত হইবে। হে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা! তুমি যদিও আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া আজন্মাবধিই এ অনাবিল সুখের সামগ্রী অগ্রেই বিধান করিয়া রাখিয়াছ তথাপি তুমি দাতা, আমরা গ্রহীতা। গৃহীতার স্বভাব এই যে দানশীল ব্যক্তি সহস্রাতীত ধন প্রদান করিলেও তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না, অতএব সেই আশ্বাসে একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। হে শুভদাতা! আমি যখন কোন সাংসারিক ঘোর বিপদ দ্বারা বিপন্ন কিম্বা কোন হৃদয়ান্তিক স্বজন বিয়োগ জনিত শোক দ্বারা বিমুগ্ধ হই তখনও যেন ভবদীয় মঙ্গল স্বরূপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এবং সেই সমুদয় ঘটনার মধ্যেও যেন তোমার করুণা দেদীপ্যমান দর্শন করিয়া তোমার প্রেমে পুলকিত হইয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতে পারি, এই আমার কামনা।

ত্রিপুরাস্থ শাখা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

এই শাখা ব্রাহ্মসমাজ দুইবৎসর পর্য্যন্ত অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে জীবিত থাকিয়া অদ্য যে তৃতীয় নববর্ষে পদ প্রক্ষেপ করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে যে প্রকার আনন্দ স্বরের সঞ্চার হইতেছে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। বোধ হয় যেন এবম্প্রকার আনন্দ আমরা আর কদাচ সম্ভোগ করি নাই। পথিক ব্যক্তি প্রচণ্ড তপন তাপে সন্তপ্ত হইয়া কোন বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করতঃ মন্দ মন্দ মারুত সেবনে যে প্রকার সুস্থতা বোধ করে, নাবিক ভয়ানক সমুদ্র বা প্রচণ্ড বেগবতী নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহার মন যে প্রকার আনন্দ সলিলে মগ্ন হয়, শীতার্ত্ত ব্যক্তি রৌদ্রে বা উপযুক্ত বস্ত্র প্রাপ্তে যে প্রকার সুখ বোধ করে এবং বহু দিবস পরে স্বদেশের মুখশ্রী ও ভক্তিভাজন পিতা মাতা এবং প্রেমাস্পদ পুত্র দারার প্রেম রসাভিষিক্ত চন্দ্রানন সন্দর্শন করিয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার আনন্দরসে প্লাবিত হয়, অদ্য এই শাখা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে আমাদিগের মনে তদ্রূপ নির্ম্মল আনন্দ সঞ্চার হইতেছে। যে কৃপানিধানের কৃপা বলে এই সমাজ বহুবিধ দুর্ঘটনা অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাঁহাকে মনের সহিত বারবার নমস্কার না করিয়া কোন প্রকারেই চিত্ত প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইনা। এই সমাজ প্রথম বৎসরে যে প্রকার দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিল তাহাতে যে ইহা জীবিত থাকিয়া এই সকল সাধুদিগের মনোসাধ সাধন করিবে ইহা কাহারও আশা ছিল না, কিন্তু সত্য ধর্ম্মের কি অপরিসীম শক্তি! এই সমাজ ভগ্ন করিবার জন্য বিপক্ষেরা যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সে সকলই ক্রমে ক্রমে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যদিও এই ক্ষুদ্র সমাজ দ্বারা আমাদের এই কুসংস্কারাবিষ্ট দেশের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাচ ইহার দ্বারা যে উপকার হইয়াছে তাহাই ব্রাহ্মদিগকে অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে কুসংস্কার পাশে এতদ্দেশীয় ভদ্রজনগণ বদ্ধ আছেন, তাহাতে এই সমাজ যে এত দিন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

করুণানিধান জগৎপিতঃ! তুমি যে আমাদিগের উপর অনুকম্পা প্রকাশ করতঃ প্রার্থনানপেক্ষ করুণা সকল প্রদর্শন করি-

য়াছ এবং প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগের সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছ, তথাচ আমরা তোমার নিকট পুনঃ প্রার্থনা না করিয়া শান্ত থাকিতে পারি না। হে করুণাময়! তুমি দয়া প্রকাশ করত এই কুসংস্কারাবিষ্ট এ দেশকে এই সকল ভ্রম এবং কুসংস্কার হইতে উদ্ধার কর এবং সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করত আমাদিগের ব্রাহ্মগণের মানস পূর্ণ কর।

হে পরমাত্মন্! তোমার করুণার বিষয় আমি কি বর্ণন করিব! তোমার অপার করুণা গুণে তাবজ্জগৎ বদ্ধ রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছামাত্র এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিচিত্র কৌশল দ্বারা সুশোভিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক অসংখ্য জীবের সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে দয়ার সহিত প্রতিপালন করিতেছ। হে করুণানিধান জগদ্বন্ধো! তোমার করুণা গণনা করা কাহার সাধ্য? তুমি বিবিধ উপায় দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে নিয়ত আহার প্রদান করিতেছ, তুমি তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ হইবার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছ, এবং তুমিই মাতার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ প্রদান করতঃ কুসুম সদৃশ অপোগণ্ড শিশু মণ্ডলীকে প্রতিপালন করিতেছ। হে করুণাময় বিশ্বপালক! তুমি যে কেবল আমাদিগের উপরে নিয়ত করুণা বারি বর্ষণ করিতেছ এমত নহে, এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, সকলের প্রতিই তুমি নিরন্তর সমভাবে করুণা বর্ষণ করিতেছ। কি মনুষ্য, কি পক্ষী, কি সরীসৃপ, কি অতি ক্ষুদ্রতম কীট, যে কোন জীবের প্রতি আমরা নেত্রপাত করি এবং যাহার বিষয় আমরা বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি, তাহারই উপরে তোমার এমত অপার করুণার চিহ্ন দেখিতে পাই যে তদ্দর্শনে অতি কঠোর দুরাত্মার মনও তোমার প্রেম রসে আর্দ্র হয়।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৪ অধ্যায়—সম্ভবপর্ব্ব

শকুন্তলোপাখ্যান।

দুষ্মন্ত কহিলেন, শকুন্তলে! তোমাতে যে আমার পুত্র জন্মিয়াছে ইহা আমি জ্ঞাত নহি, অতএব মিথ্যাবাদিনী তুমি, তোমার বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে? অতি অধমা কুলটা মেনকা তোমার জননী, সে তোমাকে হিমালয় প্রস্থে নির্ম্মাল্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, আর তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও অতি অধম, যিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় অথচ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও লোভে কামের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। মেনকা যদি অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আর বিশ্বামিত্র যদি মহর্ষিদিগের মধ্যে প্রধান, তবে তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কেন তুমি কুলটার ন্যায় বাক্য ব্যয় করিতেছ? বিশেষত আমার সাক্ষাতে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার লজ্জা বোধও হইতেছে না, অতএব হে দুষ্ট তাপসি! তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর। কোথায় বা তোমার ঋষি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, কোথায় বা সেই মেনকা অপ্সরা, আর কোথায় বা তাপসী বেশধারিণী দুশ্চারিণী তুমি। তোমার এই পুত্র বাল্য কালেই বৃহৎকায় এবং অতি বলবান্ দেখিতেছি, অতএব এই অল্প কালেই ইনি কি রূপে শাল বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ হইলেন। তোমার উৎপত্তি অতি নিকৃষ্ট হইতে, যে হেতু তুমি কুলটার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ এবং কাম [illegible] স্বেচ্ছাচারিণী মেনকা কর্ত্তৃক তুমি উৎপন্না হইয়াছ। হে তাপসি! তুমি যাহা কহিতেছ সকলই আমার পরোক্ষ বোধ হইতেছে ও তোমাকে আমি কখনই জানি না, অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন কর।

শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! সর্ষপ পরিমিত পরদোষ [illegible] কিন্তু বিল্ব প্রমাণ আত্ম দোষ [illegible] না। [illegible]

দরণীয়া হন, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম কত উৎকৃষ্ট হইল। হে রাজেন্দ্র! তুমি পৃথিবীতে পর্য্যটন কর, আমি অন্তরীক্ষে গতায়াত করি, অতএব তোমাতে আমাতে যে প্রভেদ তাহা মেরু ও সর্ষপের ন্যায়। আর আমার প্রভাব দেখ, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণেরও গৃহে যাতায়াত করি। মহারাজ! এস্থলে আমি এক লৌকিক প্রচলিত সত্য কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্থাপন করি, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া রুষ্ট হইবেন না এবং আমি যে দ্বেষ করিয়া কহিতেছি এমনও মনে করিবেন না। বিরূপ পুরুষ যতক্ষণ আদর্শে আপনার মুখশ্রী না দেখে, এতক্ষণ আপনাকে অন্য হইতে রূপবান্ মনে করে, আর সেই ব্যক্তি যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী দর্শন করে, তখন আপনার ও অন্যের মুখশ্রীর বিভিন্নতা জানিতে পারে। সুরূপসম্পন্ন ব্যক্তি কুরূপ লোককে অবজ্ঞা করিবে না। যে ব্যক্তি অধিক বাক্য কহে তাহাকে লোকে অনর্থ বাদী বলে। যেমন শূকর পুরীষ গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তি লোকের শুভাশুভ মিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে অশুভ বাক্যই গ্রহণ করে, আর হংস যেমন জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে তদ্রূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে গুণবদ্বাক্য গ্রহণ করেন। যেমন সাধু ব্যক্তি অন্যের অপবাদ শ্রবণ করিয়া পরিতপ্ত হন, অসাধু ব্যক্তি তেমনি অন্যের অপবাদ দিয়া সুখী হয়। যেমন সাধু ব্যক্তি মান্য লোকের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তুষ্ট হন, মূর্খ ব্যক্তি সজ্জনের অপমান করিয়া তদ্রূপ তুষ্টি লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ব্যক্তি সুখে থাকেন ও দোষানুদর্শী মূর্খও সুখী হয়, যেহেতু মূর্খেরা সাধুকে নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি মূর্খকেও নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন হইয়াও সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া নিন্দা করে, লোকে তাহা হইতে [illegible] আর কে হইতে পারে। [illegible] সর্পের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম হত [illegible] নাস্তিকেরাও উ-

দ্বিগ্ন হয়, তখন আস্তিকেরা আর কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাকে সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল বংশের প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেক না। মনু কহিয়াছেন, স্বপত্নী সম্ভূত, লব্ধ, ক্রীত, বিবর্দ্ধিত ও অন্যক্ষেত্রকৃত এই পাঁচ প্রকার পুত্র হইয়া থাকে। মনুষ্যের ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদক ও প্রীতি বিবর্দ্ধন এবং ধর্ম্ম ধ্রুব স্বরূপ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃগণকে নরক হইতে উদ্ধার করে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না, হে পৃথিবীপতে! আত্মাকে এবং সত্য ও ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটভাব পরিত্যাগ কর, শত কূপ খনন হইতে এক পুষ্করিণী শ্রেষ্ঠ, শত পুষ্করিণী হইতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ হইতে এক পুত্রোৎপাদন শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র হইতে এক সত্য শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অন্য দিকে এক সত্য লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে এক সত্যই অধিক হয়। হে রাজন্! সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদায় বেদাধ্যয়ন ও সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন, এসকলও সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ স্থল। সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, সত্য হইতে উৎকৃষ্টও আর নাই এবং মিথ্যা হইতে তীব্রতর পদার্থ ইহ সংসারে আর কিছুই নাই। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম ও সত্য প্রতিজ্ঞাই উৎকৃষ্ট, অতএব সত্য প্রতিজ্ঞা অতিক্রম করিওনা, সত্য তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হউক। যদি তুমি অনৃতানুগামী হইয়া আমাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা না কর, তাহা হইলে আমি আপনিই প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর আলাপও করিব না। হে দুষ্মন্ত! তোমা ব্যতীতও আমার পুত্র শৈলরাজ হিমালয়ের কর্ণ ভূষণ স্বরূপ সমুদ্রান্ত এই পৃথিবীকে অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৯ শক

ঈশ্বর উপাসনা মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্য জাতি যাহাতে স্বীয় স্রষ্টা পরম পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার পূজা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে, কৃপাময় পরমেশ্বর করুণা পূর্ব্বক তাহার অবারিত পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মানব জাতির প্রকৃতির মূলেই উক্ত মহৎ ব্যাপারের বীজ বপন করিয়াছেন। তিনি মানব জাতিকে আপন উপাসনার অধিকারী করিবার জন্য তাহাদিগকে এমনি একটি অপূর্ব্ব তৃষ্ণা প্রদান করিয়াছেন, যে যখন তাহাদিগের সেই তৃষ্ণার উদয় হয়, তখনি তাহারা তাহার বিষয় অন্বেষণ করিতে ব্যগ্র হইতে থাকে এবং যত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিষয় প্রাপ্ত না হয়, তত ক্ষণ কোন রূপেই মনুষ্যের উক্ত তৃষ্ণার শান্তি হয় না। প্রচুর ঐশ্বর্য্য দ্বারাও উক্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, বিবিধ প্রকার শারীরিক ও সামাজিক সুখ ভোগ দ্বারাও উহার শেষ হয় না এবং নানা প্রকার বিজ্ঞানের সমালোচন দ্বারাও উল্লিখিত পিপাসার নিবারণ হইতে পারে না। কেবল জগদীশ্বর স্বয়ং উক্ত পিপাসা নিবারণের একমাত্র ঔষধ।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য মনুষ্য যেমন অন্ন উপার্জ্জন করিতে আপনা হইতে ব্যস্ত হয়, পিপাসা শান্তির নিমিত্ত মানব যেরূপ জলের জন্য স্বতই লালায়িত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর লাভের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত মনুষ্য আপন স্রষ্টাকে পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হয়। ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা মনুষ্য জাতির সকল প্রকার ইচ্ছা হইতে গুরুতর; উক্ত ইচ্ছা চরিতার্থ না করিয়া মনুষ্য কখনই নিরস্ত থাকিতে পারে না। শরীরী জীবের পক্ষে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্জ্জিত হওয়া অসম্ভব, চেতনাবান্ মনের পক্ষে যেমন স্নেহ দয়াদি বৃত্তি বর্জ্জিত হওয়া অসম্ভব, মনুষ্যের আত্মার পক্ষে ঈশ্বর আরাধনার ইচ্ছা বর্জ্জিত হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। ইহা যথার্থ বটে যে, সকল কালে ও সকল দেশে সকল লোকেরা মনুষ্য একরূপে জগদীশ্বরের আরাধনা করে না, দেশভেদে ও কাল ভেদে জ্ঞানের তারতম্য হেতু বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য বিভিন্নরূপে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। কেহ আপন মূঢ়তা হেতু তাঁহাকে অচেতন পাষাণ বা সচেতন মনুষ্যাদি জীবে আবির্ভূত বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী আরাধনা করে; কেহ বা তাঁহাকে কোন কল্পিত স্বর্গাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থিত মনে করিয়া সেই রূপে অর্চ্চনা করে; কেহ তাঁহাকে মনুষ্যাদি জীবরূপে অবতীর্ণ প্রত্যয় করিয়া সেই সেই

কল্পিত অবতারের উপাসনা করিতেও প্রবৃত্ত হয় এবং কোন ব্যক্তি বা তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় রাগ দ্বেষ লোভ ক্ষোভ মায়া মোহাদি ভাবের অধীন কল্পনা করিয়া তদনুসারেই তাঁহার অর্চ্চনা করে, এবং কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ স্বীয় সৌভাগ্য বশতঃ জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় নিত্য নির্ব্বিকার পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ প্রীতি ও অচলা ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিয়া মানব জন্মকে সফল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে রূপে তাঁহার আরাধনা করুক সকলেই যে সেই অন্তর্ভূত তৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে ধাবিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। মানবজাতির সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পিপাসার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মনুষ্যকুলের সহিত নিত্যকালই উহা বর্ত্তমান থাকিবে। কোন কালেই মনুষ্য জাতিকে ঈশ্বর উপাসনা বর্জ্জিত দেখা যায় না, সৃষ্টিকাল হইতেই মনুষ্য কোন না কোন রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে। মনুষ্য জাতি যখন যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন সেই রূপেই স্বীয় আরাধ্য দেবের উপাসনা করিয়াছে। পৃথিবীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, যে মানব জাতি যে সময় সমাজবদ্ধ হইয়া কোনগ্রাম নগরাদি পত্তন করিয়া বাস করিতে শিক্ষা করে নাই, যৎকালে তাহারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কালহরণ করিত, তৎকালেও তাহারা সেই অরণ্য মধ্যে আপন আপন প্রত্যয় ও জ্ঞানানুসারে জগৎ কর্ত্তার উপাসনা করিতে নিযুক্ত ছিল, পরে যখন তাহারা সামাজিক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল ও নানা প্রকার শিল্প কৌশল অবগত হইয়া অপূর্ব্ব গৃহ মন্দির ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা পরমার্থ সাধনেরও বিশেষ স্থান প্রস্তুত করিয়া তথায় জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। অনন্তর যখন নানা প্রকার জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বল হইল, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইল, তখন তাহারা তদনুযায়ী উৎকৃষ্ট রূপে ও পরিশুদ্ধ রূপে পরমার্থ সাধনে তৎপর হইল। অতএব জগদীশ্বরের উপাসনা যে মানব জাতির স্বভাব সিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সকল দেশ, সকল কাল ও সকল অবস্থা হইতেই তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোনকালেই মনুষ্য জাতির ঈশ্বর উপাসনা বর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য পূর্ব্বে যে প্রকার অবস্থায় কাল যাপন করিয়াছে, তখন সেইরূপেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছে, এক্ষণে যে রূপ অবস্থায় আছে তদনুসারে তাঁহার উপাসনা করিতেছে এবং পরিণামে যেমন অবস্থায় অবস্থিত হইবে, সেইরূপেই তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ঈশ্বরের আরাধনা মানবের প্রকৃতি সিদ্ধ, উহা মনুষ্যের অজ্ঞানতার কার্য্য নহে। মনুষ্যের অবস্থা বিশেষে ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতি ভেদ হওয়াই সম্ভব কিন্তু কোন কালে উহা মনুষ্য সমাজ হইতে বিলুপ্ত হওয়া সম্ভূত নহে। যাবৎ মনুষ্য জাতির প্রকৃতির নাশ না হইবে, তাবৎ মনুষ্য মণ্ডলী হইতে ঈশ্বরের আরাধনাও তিরোহিত হইবে না। আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, জ্ঞানোন্নতি সহকারে যেমন মানব জাতির সামাজিক ও শারীরিক প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের প্রকার ভেদ ও উন্নতি হইতেছে, সেইরূপ উহার ঈশ্বর উপাসনা বিষয়েরও পদ্ধতি ভেদ ও উন্নতি সিদ্ধি হইয়া আসিতেছে, অতএব জ্ঞানপরিপাক দ্বারা পরিণামেও যে মনুষ্য সমাজে জগদীশ্বরের উপাসনার কেবল রূপান্তর হইয়া উন্নতি হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এইক্ষণে যে সকল সদ্বিদ্যাশালী জ্ঞানবান্ মনুষ্যের বুদ্ধি নানা প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমালোচন দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছে, যাঁহারা নানা প্রকার বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া অজ্ঞান জনিত কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে [illegible] কাল্পনিক ধর্ম্ম

শাস্ত্রের ভ্রমগ্রন্থি সকল ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা আর পূর্ব্বতন অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যদিগের ন্যায় অচেতন মৃৎ পাষাণাদিতে বা সচেতন মনুষ্যাদি জীব বিশেষে ঈশ্বর বোধ করিয়া সামান্য পুষ্প চন্দন ও দূর্ব্বাদি উপহারে কেবল বাহ্য কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া কোন মতে প্রীত হয়েন না, অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াও ঈশ্বর আরাধনার সুখ লাভ করেন না এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া কতিপয় নিয়মিত অনুষ্ঠান না করিলে যে জগদীশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় না, কি উপাসনা কালে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামোচ্চারণ না করিলে যে জগদীশ্বর সে উপাসনা গ্রাহ্য করেন না, ইহাও তাঁহারা কোন রূপে প্রত্যয় করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা বলিয়া কখনই এরূপ মনে করা উচিত নহে যে তাঁহাদিগের পক্ষে ঈশ্বর উপাসনার অধিকার সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। জগদীশ্বরের উপাসনার জন্য যদিও তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর অবলম্বন করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের জন্য অন্ত র্বাহ্য সকল দিকেই ঈশ্বর উপাসনার শত শত উপচার প্রস্তুত রহিয়াছে। ভূলোক ও দ্যুলোক সেই অরূপী পরমেশ্বরের রূপ প্রকাশ করিতেছে, সমুদয় বিশ্বমন্দির তাঁহার উপাসনার মন্দির হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক প্রাকৃতিক কার্য্য আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিতেছে, নির্ম্মল প্রীতি পুঞ্জ তাঁহার পূজার পুষ্প হইয়াছে, এবং আমাদিগের এই আত্মা কেবল এক মাত্র নৈবেদ্য স্বরূপ হইয়াছে। যদি যৎসামান্য পুত্তলিকা সন্দর্শন করিয়া পৌত্তলিকের মনে তাঁহার ইষ্টদেবের আবির্ভাব হইতে পারে, তবে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সন্দর্শন করিয়া কি জ্ঞানিলোকের হৃদয়াকাশে জগদীশ্বরের উদয় হওয়া নিতান্ত সম্ভব হয় না? অবোধ লোকে যদি মৃৎপাষাণময় অচেতন পুত্তলিকায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে, তবে জ্ঞানী মনুষ্য চৈতন্যাত্মক সৎপুরুষকে একমাত্র প্রীতি পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া কতদূর পর্য্যন্তই আনন্দিত হইতে পারেন? যদি যৎসামান্য দেবমন্দির সন্দর্শন করিলে পৌত্তলিক দিগের মনের প্রাশস্ত্য জন্মে, তবে এই বিশ্বরূপ মহান্ মন্দিরে উপবেশন করিলে কি জ্ঞানবান্ লোকের মন ঈশ্বর আরাধনা করিতে প্রশস্ত হয় না? যদি ভ্রম প্রমাদ বিশিষ্ট মনুষ্য প্রণীত শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোকে ধর্ম্মপথে গমন করিতে শক্ত হয়, তবে জ্ঞানিলোকের পক্ষে অভ্রান্ত ও অপ্রমত্ত বিশুদ্ধ পুরুষ বিরচিত এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া কি নিতান্ত সঙ্গত হইতে পারে না? যদি অল্প বুদ্ধি মূঢ় লোকে অচেতন পুত্তলিকাকে সামান্য নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে, তবে জ্ঞানবান্ লোকে কি চিন্ময় সৎস্বরূপের নিকট আপন আত্মা নিবেদন করিয়া দিয়া মনোগত তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না? যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এইরূপে জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে, সেই জানে যে করুণাপূর্ণ পুরুষ জ্ঞান মার্জ্জিত সংস্কৃত ব্যক্তিদিগের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য কত প্রকার উপচার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তিই বলিতে পারে যে উল্লিখিত রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিলে মনুষ্য কত সুখে সুখী হইতে পারে।

যিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ও এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের চিরকালের গতি, চির কালের শরণ্য ও চিরদিনের সুহৃৎ। আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছি এবং অন্তে তাঁহাতেই অবস্থান করিব। আমরা কোন কালেই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে সক্ষম নহি, তিনি আমাদিগের চিরাশ্রয় ও নিত্যাবলম্বন, আমরা যখন সকল প্রকার জ্ঞান বর্জ্জিত ছিলাম, তখনও তিনি আমাদিগের ঈশ্বর ও আরাধ্য ছিলেন এবং আমরা যখন নানা জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইব, তখনও তিনি আমাদিগের উপাস্য ঈশ্বর থাকিবেন। আমরা দীনভাবে অবস্থান করিলে তিনি দীনবন্ধু দীননাথ এবং আমরা যদি সাম্রাজ্যের রাজা হই, তথাপি তিনি

রাজরাজেশ্বর বলিয়া উক্ত হয়েন। আমরা মেরুবৎ হইলে তিনি আমাদিগের দেবদেব পরমদেব এবং আমরা স্বর্গবাসী হইলেও তিনি আমাদিগের শিরোমুকুট পূজনীয়। মনুষ্য যদি জ্ঞান বলে সাগর শুষ্ক ও পর্ব্বত পাত করিতে পারে, তথাপি তিনি তাহার ঈশ্বর এবং সে যদি স্বকীয় বুদ্ধি কৌশলে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে সকল ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিতেও সমর্থ হয়, তথাপি তিনি তাহার আরাধ্য ও পূজনীয়। আমারা মর্ত্ত্য লোকে থাকিলেও তিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা এবং আমরা চন্দ্রলোক বাসী হইলেও তিনিমাত্র ত্রাতা ও রক্ষা কর্ত্তা। মনুষ্য জাতি যে কিছু মহত্ত্ব প্রকাশ করুক, সে কেবল একমাত্র তাঁহারি গৌরব এবং সে যখন যে অবস্থায় অবস্থান করুক, তখনই তিনি তাহার ঈশ্বর ও উপাস্য। আমরা তাঁহার আশ্রিত ও উপাসক, ইহাই আমাদিগের প্রধান গৌরব। তিনি যে আমাদিগকে কত প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন, কিন্তু তন্মধ্যে তিনি যে আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার ও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের পরম সুখ ও প্রধান গৌরব। এসুখের সহিত কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না, এবং এসুখ কোনরূপে ও কোন কালে শেষ হয় না। অতএব যাহাতে আমরা এমন অপূর্ব্ব অমৃতময় সুধাস্বাদনে বঞ্চিত না হই সর্ব্বদা তাহাতে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ঈশ্বরের মহিমা।

রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়

জীবের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্তে জগদীশ্বর আর দুইটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন বস্তুর রস গ্রহণ করা ও ঘ্রাণ গ্রহণ করা ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। ঐ ইন্দ্রিয়দ্বয় দ্বারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সমস্ত জীবই সুখ ভোগ ও শরীর রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণী বিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন [illegible] জীব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভোজন [illegible] শরীর ধারণ করে, তাহাদিগের [illegible] কেই রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় [illegible] হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোন্ জীব যে কি প্রকার করিয়া ভোজ্য দ্রব্যের রস বোধ করে এবং আস্ত্রের পদার্থের ঘ্রাণ লয়, যদিও তাহা অদ্যাপি সম্যক্ রূপে অবধারিত হয় নাই, কিন্তু যে সমস্ত জন্তুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় প্রকাশ পাইয়াছে, তৎ সমুদয়ের মধ্যেই জগদীশ্বরের অপার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়াছে। ভোজ্য সামগ্রীর রস গ্রহণের জন্য আমরা জিহ্বা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ এক জিহ্বাতেই জগদীশ্বরের কত কৌশল প্রকাশ রহিয়াছে। করুণাকর পরমেশ্বর এই সমস্ত রক্ত মাংস ও শিরাদি দ্বারাই রসনার রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যে কি প্রকার চমৎকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা কিছুই বলা যায় না। কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি কোন প্রকার রসকে আমরা যদি শতবার স্পর্শ বা দর্শন করি, তাহা হইলে কোন মতেই তাহার জ্ঞান পাইতে পারি না, কিন্তু উক্ত রস আমাদিগের রসনাতে স্পর্শ হইবামাত্রই আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই। রসনার উপরিভাগে ধর্মানিময় কতকগুলি বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেও ঐ বিন্দু সকল [illegible] হয়, বিশেষতঃ শরীরেতে যদ্যপি কোন রোগ উপস্থিত হইলে ঐ বিন্দু সমস্ত [illegible] প্রকাশ পাইয়া উঠে, তৎকালে [illegible] রস্পর্শ হয়। ঐ ধমনিময় বিন্দু [illegible] রস জ্ঞানের প্রধান কারণ। [illegible] বিষয় এই যে আমাদিগের ভোজ্য [illegible] সকল মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইরা [illegible] উপরিভাগে [illegible] দিকেই উদ্বিখিত [illegible] বিন্দু [illegible] অধিক প্রদান [illegible] দিগ দেশ অপেক্ষা [illegible] গের অধিক [illegible] বোধক বিন্দু [illegible]

বিকৃত হইতে না পারে, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর উহাদিগকে এমনি এক প্রকার চমৎকার সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবরণ করিয়াছেন, যে তাহাতে রস বোধেরও কোন ব্যাঘাত জন্মে না, অথচ রসেন্দ্রিয়েরও কোন হানি জন্মিতে পারে না। রসনা আমাদিগের মুখ মধ্যে রস পরীক্ষক হইয়া কালযাপন করিতেছে, আমরা কোন বস্তু উদরস্থ করিবার পূর্ব্বে রসনাদ্বারা অগ্রে তাহার গুণের পরিচয় পাই, এবং পরিচয় পাইয়া অনায়াসে সাবধান হইতে পারি। যে কোন রস উদরস্থ হইলে আমাদিগের শরীরের প্রতি সমূহ হানি উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমাদিগের জিহ্বাগ্রে সংলগ্ন হইবামাত্রই জানিতে পারি, এবং এরূপ জানিতে পারিয়া আমরা উপকারী দ্রব্য সকল গ্রহণ ও অনুপকারী বস্তু সকলকে পরিত্যাগ করি। জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে এইরূপ আশ্চর্য্য রস পরীক্ষার উপায় প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে যে আমাদিগের কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না; তাহা হইলে আমরা অনায়াসে প্রাণ নাশক বিষ পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতাম, আমরা ভোজন সুখে এককালে বঞ্চিত হইতাম। আমাদিগের মুখেতে জগদীশ্বর যদি রসনা যোজনা না করিতেন, তাহা হইলে নানা প্রকার ফল মূলাদি উপাদেয় রস মাধুর্য্যের সুখানুভব কোথায় থাকিত? কোন প্রকার সুরস সামগ্রী আর আমাদিগকে সুখী করিতে পারিত না, এমন অনুপম ভোজন সুখ আমাদিগের পক্ষে বিফল হইত। অতএব যখন কোন প্রকার উপাদেয় দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ জন্মে, তখন তজ্জন্য সেই সুখদাতা জগদীশ্বরকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করা নিতান্ত উচিত। রসেন্দ্রিয় জিহ্বাকে যে স্থানে যোজনা করিলে আমাদিগের কল্যাণ হইতে পারে জগদীশ্বর তাহাকে সেই স্থানেই যোজনা করিয়াছেন এবং যে প্রকার গঠন করিলে মানবের মঙ্গল হয়, সেই প্রকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রসেন্দ্রিয় জিহ্বা কেবল আমাদিগের রসানুভবের দ্বার নহে, উহা আমাদিগের বাগিন্দ্রিয়েরও একটি প্রধান অঙ্গ। জিহ্বা ভিন্ন কখনই আমাদিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, এজন্য জগদীশ্বর উহাকে অস্থিশূন্য সুকোমল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে জিহ্বাকে সকল দিকে সঞ্চালন করিয়া সর্ব্ব প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা অস্থি শূন্য ও এপ্রকার কোমল না হইলে কোন মতেই তদ্দ্বারা আমাদিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত না, এবং আমরা কোন মতেই তাহাকে সকল দিকে সঞ্চালন করিতে পারিতাম না। হায়! পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল। তিনি এক একটি অঙ্গ রচনা দ্বারা আমাদিগের কত প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছেন? যে রসনা আমাদিগের রস জ্ঞান লাভের প্রধান কারণ, তাহাই আবার আমাদিগের বাক্ যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইয়া মনুষ্যের মহৎ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জগদীশ্বর যে নিয়মে জিহ্বা রচনা করিয়াছেন, তাহার বিন্দু মাত্রের বৈলক্ষণ্য হইলেও এই দণ্ডেই অশেষ অনর্থ উপস্থিত হয়, এই ক্ষণেই মনুষ্য বাক্য রহিত ইতর পশুর ন্যায় মূক হইয়া কাল যাপন করে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কোন জীবই রসেন্দ্রিয় বর্জ্জিত নহে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটশরীরে জিহ্বার ন্যায় রস গ্রহণের অঙ্গ নাই, তাহারা অঙ্গান্তর দ্বারা ভোজ্য দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করে। অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পশ্চাৎ ভাগে পুচ্ছদেশে সূচী সদৃশ এক প্রকার সূক্ষ্ম অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যে দ্রব্য ভক্ষণ করে, অগ্রে তাহাতে ঐ অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার আস্বাদ জানিয়া লয়, পশ্চাৎ তাহা ভোজন যোগ্য বোধ হইলে গ্রহণ করে, নতুবা তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে *।

* Rogets animal and vegetable physiology Vol II.

আমাদিগের ঘ্রাণক্রিয়া সমাধা হইবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা প্রদান করিয়াছেন, ঐ নাসিকার অন্তর্ব্বাহ্য সকল অবয়ব পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে এক জন অনন্তজ্ঞান অনাদি পুরুষ বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নাসিকার রচনা করিয়াছেন। পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ইহা নিশ্চয় হইয়াছে, যে আঘ্রেয় বস্তুর যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্য পরমাণু বায়ু সহকারে অনবরত উড্ডীয়মান হয়, সেই সমস্ত সূক্ষ্ম পরমাণু আমাদিগের ঘ্রাণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে আঘ্রাণ বোধের উৎপত্তি হয়. কিন্তু এতাদৃশ সূক্ষ্ম পদার্থ সকল অনুভূত হইবার জন্য পরমেশ্বর নাসিকাকে যে প্রকার কৌশল সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। নাসিকাতে অতি অদ্ভুত প্রকার অস্থি শিরা ধমনি ও মাংসপেশী সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যদি মস্তকের সহিত তুল্য রূপ কঠিন অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে কোন মতেই তদ্দ্বারা ঘ্রাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, এজন্য জগদীশ্বর নাসিকাকে স্পঞ্জ সদৃশ রন্ধ্রময় এক প্রকার অপূর্ব্ব অস্থি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে আশ্চর্য্য নির্গলন যন্ত্রের ন্যায় করিয়া দিয়াছেন, বায়ু সহকারে যখন ঐ যন্ত্রে কোন প্রকার পদার্থের অণু সকল উপনীত হয়, তখন তাহা অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া গলিত হইয়া আমাদিগের জ্ঞান ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে। ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য নাসারন্ধ্র সর্ব্বদা মুক্ত থাকা আবশ্যক, সুতরাং নাসিকা কেবল কোমল মাংস দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও আমাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না, এইজন্য নাসাগ্রে এক প্রকার অপূর্ব্ব ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়। উহা না মাংসের ন্যায় কোমল না অস্থির ন্যায় কঠিন, উহার প্রকৃতি অতি চমৎকার। ফলতঃ আমাদিগের শরীর মধ্যে যে অঙ্গকে যে প্রকার করিয়া রচনা করিলে কোন অনিষ্ট ঘটিতে না পারে, পরমেশ্বর সেই অঙ্গকে সেই প্রকার করিয়াই রচনা করিয়াছেন। যে খানে মাংসের প্রয়োজন হইয়াছে, সে স্থলে মাংস দিয়াছেন এবং যে স্থলে অস্থির আবশ্যক হইয়াছে, সে খানে অস্থিই যোজনা করিয়াছেন, ও যে স্থলে এতদুভয় ধাতু দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন হইয়াছে, সে স্থলে আবার নূতন ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। নাসিকাতে কতিপয় আশ্চর্য্য মাংসপেশী আছে, আমরা তদ্দ্বারা আবশ্যক মত নাসারন্ধ্রকে সংকুচিত ও শৈথিল্য করিতে পারি। আমরা এককালে আঘ্রেয় বস্তুর সমধিক অণু গ্রহণ করিতে পারিব বলিয়া জগদীশ্বর নাসারন্ধ্রের অগ্রভাগকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং পরমাণু সকল সংহত হইয়া সতেজে ঘ্রাণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উল্লিখিত রন্ধ্রের মূল স্থানকে তিনি সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন।

এই প্রকার সহস্র সহস্র অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রভাবে আমরা নানাবিধ ঘ্রাণ সুখ সম্ভোগ করি এবং অপরাপর অসংখ্য প্রকার উপকার প্রাপ্ত হই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে আমাদিগকে কত প্রকার সুখ প্রদান করে এবং আমাদিগের কত উপকার সাধন করে, তাহা কি কহিব। আমরা বসন্ত কালে যখন কোন সুরম্য উপবনে প্রবেশ করিয়া মল্লিকা মাধবিকা যূথিকা প্রভৃতি সুগন্ধ কুসুমের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হই, অথবা ঋতু বিশেষে যখন কোন মনোহর সরোবর তীরে উপনীত হইয়া প্রফুল্ল শতদলের আনন্দকর সৌরভ অনুভব করি, তখন কি আর আমাদের সুখের সীমা থাকে? প্রবাহিত পবন হিল্লোলে অকস্মাৎ কোন দূরবর্ত্তী কুসুম লতিকার সৌরভ ভার প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি না আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় এবং কোন মূঢ় "হা জগদীশ! তোমার কি দয়া" এই মধুময় বাক্য উচ্চারণ না করে? আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন জন্য ব্রহ্মাণ্ডের কত পদার্থই যে কত প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহার নির্ণয় করাই কঠিন। মেঘ বায়ু ক্ষিতি সূর্য্য চন্দ্র পক্ষ ঋতু ও বৎসর প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া সমবেতক্রিয়া দ্বারা গন্ধ দ্রব্যের উৎপত্তি করে এবং বায়ু তাহা বহু দূর পর্য্যন্ত বহন করিয়া

আমাদিগের ঘ্রাণ পথে আনিয়া দেয়। জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে সুকৌশলময় ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ তাহার সুখ সাধনের জন্য তিনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাহ্য পদার্থকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

নাসিকা যেমন নানা সময় নানা প্রকার সুগন্ধ পদার্থ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করে, সেই রূপ অনেক সময় অনেক প্রকার দুর্গন্ধময় দূষিত পদার্থ হইতে সতর্ক করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক স্থানে অনেক প্রকার পদার্থ বিকৃত হইয়া অতি সূক্ষ্ম রূপে উড়িতে থাকে এবং তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্তর অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে উক্ত প্রকার বিপদ হইতে নিস্তার করিবার জন্য আশ্চর্য্য ঘ্রাণশক্তি প্রদান করিয়াছেন; কোন প্রকার বিষ তুল্য বিকৃত বস্তু বায়ু সহকারে আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাহার গন্ধ দ্বারা সতর্ক হই, এবং যাহাতে ঐ অপকারী বস্তু আমাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে, এমন উপায় অবলম্বন করি। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে মনুষ্য জাতির কত উপকার জন্মে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এক জন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে নিগ্রো জাতিরা গন্ধ দ্বারা স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোককে চিনিতে পারে *। অনেক অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুর্বিহীন হইয়াও ঘ্রাণ শক্তির প্রভাবে দুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এক জন অন্ধ কেবল গন্ধ দ্বারা বিচিত্র প্রকার বস্ত্রের বর্ণ বলিতে পারিত†। ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোন কোন সময় রসেন্দ্রিয়েরও সাহায্য করে। যে সমস্ত অপকারী দ্রব্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে শরীরের পক্ষে হানি হইতে পারে, তাহা মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। প্রায় অপকারী সামগ্রীর ঘ্রাণেতেই তাহা আহার করিতে অরুচি জন্মে এবং যে সকল সামগ্রী ভোজন করিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, প্রায় তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়। যদিও মনুষ্য জাতি অনেক অত্যাচার করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উক্ত উপকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু অবিকৃত পশুর মধ্যে অনেক পশু জাতি ঘ্রাণ শক্তির আশ্রয়ে স্বীয় স্বীয় খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লয়; যে জন্তুর যে দ্রব্য অখাদ্য, সে জন্তু প্রায় তাহার গন্ধ পাইলেই জানিতে পারে। প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে গো মহিষাদিকে কেবল ঘ্রাণ দ্বারা সহস্র প্রকার উদ্ভিদের মধ্য হইতে আপন আপন খাদ্য তৃণাদি বাছিয়া খাইতে দেখা যায়। সিংহ ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুরা বহু দূর হইতে আপন খাদ্য প্রাণীর গন্ধ পায় এবং সেই গন্ধ অনুভব করিয়া সর্ব্বদা শীকার করে। কোন কোন জন্তুর ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র যে তাহারা উহা দ্বারা অচিন্তনীয় কার্য্য সকল সমাধা করে। কুক্কুর জাতি কেবল এক গন্ধ মাত্র অনুভব করিয়া লোকারণ্য নগর মধ্যেও স্বীয় প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং কোন কারণে পথ বিস্মৃত হইলে গন্ধ অনুভব দ্বারা স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইতে পারে *। উষ্ট্র জাতি প্রায় এক যোজন পথ হইতে জলের গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তদভিমুখে দ্রুত বেগে চলিতে থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনেকানেক জীব জন্তুর প্রাণ ধারণের প্রধান অবলম্বন। তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে।

প্রাণীবিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পরমেশ্বর ভূচর জলচর ও খেচর প্রভৃতি সকল প্রকার জীব জন্তুকেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। মৎস্যাদি জল জন্তুরও বিলক্ষণ ঘ্রাণ শক্তি আছে, মৎস্যসঙ্কুল জলাশয়ে কোন গন্ধ দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিলে সেই স্থানে অনেক প্রকার মৎস্য আগমন করে। মৎস্য জাতিকে কোন কোন গন্ধ প্রিয় ও কোন কোন গন্ধ অপ্রিয় বোধ করিতে দেখা যায়। যাহারা বড়িশ দ্বারা মৎস্য ধারণ করে, তাহারা জলেতে মৎস্য প্রিয় কোন প্রকার গন্ধ নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য আকর্ষণ করে। হিঙ্গ এবং

* Gold Smith's natural history Vol. 1st.
† Abercrombie's mental philosophy.

* Roget's animal and vegetable physiology Vol. II.

মৃগনাভির গন্ধে মৎস্য জাতি অধিক আকৃষ্ট হয় *। ভেক এবং জলগোধিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি আশ্চর্য্যসূত্রে উৎপন্ন হয়। উহারা যত দিন জলে বাস করে, তত দিন ঘ্রাণশক্তি বর্জ্জিত থাকে। অনন্তর স্থলেতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেই তাহারা অনেক বস্তুর ঘ্রাণ পাইতে আরম্ভ করে। অনেক কীটের অতিশয় প্রখর ঘ্রাণ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হুবর সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে মধু মক্ষিকা প্রভৃতি অনেক কীট তাহাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ড *দ্বারা আঘ্রাণের অনুভব করে; ঐ শুণ্ডের নিকট কোন কটু গন্ধ উপস্থিত করিলে ঐ সকল কীট অতিশয় কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ করে।

যাহা হউক পৃথিবী মধ্যে জগদীশ্বর যে সকল জীব জন্তুকে আস্বাদন ও আঘ্রাণশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনুষ্যই আঘ্রাণ সুখ ভোগ করে। মনুষ্য অশেষ প্রকার সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া আমোদিত হইতেছে। দেশ বিশেষে মনুষ্য জাতি উক্ত ইন্দ্রিয় দ্বয় দ্বারা অনুপম উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব আস্বাদন ও আঘ্রাণ বিষয়ক সুখের জন্য জগদীশ্বরের নিকট মনুষ্য জাতিকেই অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অধর্ম্ম।

মনুষ্য ধর্ম্ম পদবী পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের অনুগত হইলে যে তাহাকে অশেষ প্রকার দুঃখ ভাগী হইতে হয়, এবং তাহার অসংখ্য প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ মহামতি পণ্ডিত গণ তাহা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যাহার বুদ্ধি বৃত্তি এককালে জড়ীভূত না হয় এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, সেই স্বীকার করে, যে অধর্ম্ম সেবা দ্বারা মনুষ্যের অসংখ্য প্রকার অনিষ্ট ভিন্ন কোন কালেই কখন ইষ্ট জন্মে না। কিন্তু অধর্ম্মরূপ বিষ বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে দুইটি ফল দ্বারা মানবজাতির ভয়ঙ্কর অনর্থ উদ্ভাবিত হয়। ঐ দুইটি বিষময় ফল মানবজাতির মহত্ত্বের পথে এককালে কণ্টক প্রদান করে এবং তাহাদিগের নিত্য নিপতনের কারণ হয়।

প্রথমতঃ কোন সূত্রে মনুষ্য শরীরে অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে ঐ অধর্ম্ম তাহার ধর্ম্ম চক্ষুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাকে অন্ধের ন্যায় আপন সঙ্গের সঙ্গী করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত পথে লইয়া যায়। তাহাকে আর ধর্ম্মপথের সুখরাশি ও অধর্ম্মবর্ত্মের দুঃখ সমূহ দেখিতে দেয় না। তাহাকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় মোহিনী বিদ্যায় মোহিত করিয়া কেবল আপনার আজ্ঞাবহ করিয়া রাখে। কোন শত্রু যেমন কোন রাজ্য অধিকার করিয়া তথাকার সমস্ত দল বল আপন বশীভূত করে, অধর্ম্মও সেইরূপ মনুষ্য মন অধিকার করিয়া ক্রমে তাহার সকল সহায় ও সমস্ত সম্পদ আপনার অধীন করিয়া ফেলে। ধার্ম্মিক লোকের বুদ্ধি বৃত্তি প্রভৃতি যে সকল মানসিক বৃত্তি ধর্ম্মের অনুকূল হইয়া কার্য্য করে এবং ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা পায়, অধার্ম্মিক লোকের সেই সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তি অধর্ম্মের পোষক হইয়া কার্য্য সাধন করিতে থাকে এবং অধর্ম্মের উন্নতির জন্যই যত্ন করে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে মনুষ্য নখন কোন মোহ বশতঃ প্রথমতঃ অধর্ম্মের সেবা করিতে উদ্যত হয়, তৎকালে তাহার অন্তরস্থিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করে, এবং ঐ নিবারণ অবহেলন করিয়া অধর্ম্মের সেবা করিতে তাহাকে বিশেষ আয়াস করিতে হয়। সে ব্যক্তি কখনই সহজে অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে না, তাহার মনোমধ্যে অধর্ম্মানুগত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিজাতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সে ব্যক্তি যদিও কথঞ্চিৎ একবার অধর্ম্মানুষ্ঠান করে কিন্তু তজ্জন্য তাহার আত্ম প্রসাদ ক্ষুণ্ণ হওয়াতে বিজাতীয় গ্লানি উপস্থিত হয়।

* Roget's animal and vegetable physiology Vol. II.

কিন্তু অধর্ম্মের কি অদ্ভুত শক্তি! সে ব্যক্তি যদি ধর্ম্মের নিষেধ না শুনিয়া বারম্বার আপনার অভিলষিত অধর্ম্মের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার অন্তরস্থ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্রমে ক্ষীণা ও মলিনা হইয়া যায়, এবং তাহার অপরাপর সকল মনো বৃত্তিও ক্রমে গিয়া অধর্ম্মের অনুগত হইতে থাকে। সে অধর্ম্মাগ্নিতে যত আহুতি প্রদান করে, ততই তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়। তাহা আর কোন প্রকারেই নির্ব্বাণ না হইয়া ক্রমে উহার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ধর্ম্মাদি দুর্লভ রত্ন সকল ভস্মীভূত করে। তাহার স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন হয়, যে সে পূর্ব্বে যে কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে মহা শঙ্কিত হইত, তখন সাহস পূর্ব্বক তাহা সাধন করে, বা পাপে লিপ্ত হইলে প্রথমতঃ তাহার অসম্ভব আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত, পরে তজ্জন্য আর তাহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ জন্মে না। সে অবলীলাক্রমে পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং অক্লেশে অধর্ম্ম ক্ষেত্রে বিচরণ করে। সে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের মূর্ত্তি এক কালে বিস্মৃত হয়, এবং তাহার মানসস্থিত দুর্ব্বল ধর্ম্মানুচর সকল অধর্ম্ম প্রভাবে পরাভূত হইয়া শঙ্কিতভাবে কালযাপন করে, তাহারা আর তখন কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে না। এ প্রকার মনুষ্যের মনেতে সময়ে সময়ে নানা প্রকার অধর্ম্মানুগত কুতর্ক সকল আসিয়া উদয় হয় এবং তাহারা দুর্ব্বল ধর্ম্মানুচর দিগকে উপেক্ষা ও উপহাস করে। তখন উহার মনে হয়, যে "হায়! আমি এত দিন যে ধর্ম্মরূপ ভ্রম জালে বদ্ধ থাকিয়া নানা জাতীয় সুখভোগে বঞ্চিত ছিলাম, এক্ষণে মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি, আর আমাকে অনর্থক ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতে হইবে না।" সে তখন জানিতে পারে না, যে অধর্ম্মরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়া অন্তরে অন্তরে তাহার সমস্ত সৌভাগ্য নষ্ট করিতেছে এবং তাহার চির কল্যাণের পথে কণ্টক প্রদান করিতেছে ও ক্রমে তাহাকে মহত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত করিয়া অধোগামী করিতেছে। তৎকালে সে ব্যক্তি আপনার বিপদকে সম্পদ বলিয়া যত্নপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে এবং আপনার নিত্য নিপতনের কারণকে উন্নতির সোপান ভাবিয়া আনন্দিত হয়।

অধর্ম্ম যে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে তাহার ধর্ম্মজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া ফেলে, লোক সমাজ হইতে তাহার বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মনুষ্য দীর্ঘকাল যে কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করে, ক্রমে সেই কুক্রিয়ার সহিত তাহার এমত আনুগত্য হয় এবং প্রীতি জন্মে, যে সে ব্যক্তি আর ঐ কুকর্ম্মকে কুকর্ম্ম বলিয়াই মনে করে না। প্রায় প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনাকে এক প্রকার বুদ্ধির কৌশল মনে করে, মিথ্যাবাদিরা মিথ্যাচরণকেও কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ উপায় ভাবিয়া থাকে এবং অনেক দুর্দান্ত লোকপীড়ক মনুষ্য দুর্ব্বল দিগের ধন শোষণ করাকে পুরুষার্থের কার্য্য জানে। যে সকল মনুষ্যকে এক সময় পান দোষের নানা প্রকার নিন্দা করিতে দেখা যায়, দীর্ঘকাল পান দোষে রত থাকাতে তাহারাই আবার সময়ান্তরে মদ্যপানকে নির্দ্দোষ কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নানা প্রকার কুতর্ক বিস্তার করে। অনেক পরদারাসক্ত লম্পট পুরুষ, পরদার গমন করাকে দোষ শূন্য সহজ কার্য্য বলিয়া দেখে। যে সকল পুরুষ লাম্পট্য দোষে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত ক্রিয়াকে সহস্র প্রকারে নিন্দা করে, ঐ দোষে দূষিত হইবার পর তাহারাই আবার পরদার গমনকে প্রকৃতিসিদ্ধ নির্দ্দোষ কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যাহার মুখে এক সময় অন্যায়াচরণের অশেষ প্রকার নিন্দা শ্রবণ করা যায়, সেই ব্যক্তি আবার সেই কুক্রিয়াকে অনিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে। এই রূপ যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল যে কোন পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সে ঐ পাপক্রিয়াকে দূষিত ও মলিন দেখিয়াও নিত্য সহবাস হেতু ঐ পাপের মূর্ত্তি তাহার পক্ষে প্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য

নানা প্রকার তর্ক বিস্তার ও বাগাড়ম্বর করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ লোকের ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে চিরানুষ্ঠান দ্বারা কি কুকর্ম্মের দোষ নষ্ট হয়? কি কুকর্ম্মি লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দিনে দিনে মলিন হওয়াতে তাহার নিকট অধর্ম্মের দোষ আর দোষ বলিয়া গণ্য হয়? পাপ শূন্য সাধু লোকে ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই জানিতে পারিবেন, যে কোন দুর্গন্ধ যুক্ত মলিন পদার্থের দুর্গন্ধ দোষ নষ্ট না হইলেও যেমন দীর্ঘকাল সহবাস দ্বারা আর তাহার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, পাপাসক্ত অসাধু পুরুষেরাও সেই রূপ দীর্ঘ কাল কোন কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আর পরিণামে তাহার দোষ দেখিতে পায় না।

অধর্ম্ম রোগ হইতে মনুষ্যের যত প্রকার অনিষ্ট উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে এই দোষ অত্যন্ত ভয়ানক, ইহাতে করিয়া মনুষ্যের এক কালে কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ক্রমাগত অধঃপতন হইতে থাকে। গ্রীশ দেশীয় প্রাচীনাচার্য্য আরিস্টোতাল ব্যক্ত করিয়াছেন, কোন পাপপরায়ণ পুরুষ যত দিন কুকর্ম্মকে বিগর্হিত ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার পুণ্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যখন সে আর কুক্রিয়ার দোষ রাশিকে দেখিতে না পায়, তখন আর তাহার পাপ পথ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় মাত্র থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ অধর্ম্ম মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কখন স্থির ভাবে থাকে না, নিরন্তরই আপনার অধিকার বিস্তার করিতে থাকে। কুকর্ম্ম কখন কোন শরীরে একাকী কাল যাপন করে না। যে স্থলে একটি কুক্রিয়ার আবির্ভাব হয়, সেই স্থলে ক্রমে আর পাঁচটি আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন মনুষ্য যখন কোন প্রবৃত্তি বিশেষের অধীন হইয়া কোন একটি কুকর্ম্মে রত হয়, তখন তাহার মন অন্যান্য কুকর্ম্ম হইতে পৃথক্ থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিণামে ঐ কুকর্ম্ম উপলক্ষে সমস্ত অধর্ম্মাচারই আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। অনেক মনুষ্যকে এই রূপ প্রথমতঃ একটিমাত্র দোষ হেতু পরিণামে সর্ব্ব প্রকার পাপের আধার হইতে দেখা যায়। পান দোষ অনেকের লাম্পট্য দোষের কারণ হইয়াছে এবং লম্পটতা হেতু অনেকের চৌর্য্য দোষ জন্মিয়াছে। অনেক ভদ্র সন্তান প্রথমতঃ আমোদপ্রিয় হইয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে, অনন্তর দিনে দিনে ঐ পানাসক্তির আধিক্য হওয়াতে তাহার কামাদি অপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সে ব্যক্তি তখন তাহাদিগকে নিরোধ করিতে না পারিয়া সুতরাং চরিতার্থ করিতেই বাধ্য হয়। যে পরদারাসক্তির প্রতি তাহার পূর্ব্বে সাতিশয় ঘৃণা ছিল, উত্তেজিত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নির্য্যাতন হেতু পরে সেই পাপের শরণাগত হওয়াই তাহাকে প্রিয় বোধ হয়, এবং তাতার পাপাশঙ্কা আপনা হইতে শিথিল হইয়া যায়। এদিকে তাহার মনোমধ্যে পাপ ইচ্ছা প্রস্তুত হইয়া থাকে, ওদিকে বাহির হইতে নানা প্রকার মদ্যপায়ী কুসংসর্গী তাহাকে সর্ব্বদা কুপ্রবৃত্তি প্রদান করে। এই প্রকার নানা কারণে ক্রমে পাপ সাগরে সন্তরণ করিতে তাহার সাহস বৃদ্ধি হয়, এবং সে ব্যক্তি অনায়াসে এক পাপের অনুরোধে অন্য পাপকে আলিঙ্গন করে।

যে ব্যক্তি এইরূপ পানাসক্ত ও পরদারাসক্ত হয়, তাহার সত্য প্রভৃতি অপর ধর্ম্মই বা কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে? সে ব্যক্তি লোক সমাজে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য অথবা আপনার পাপ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য নানা সময় নানা প্রকার ছলনা ও চাতুর্য্য করিতে বাধ্য হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অসত্যাচার করিতে রত হয়। সে ব্যক্তি কোন সময় আপনার দোষ গোপন করিবার জন্য কোন স্থানে নানা প্রকার মিথ্যাবাক্য বিস্তার করে এবং কোন সময় কোন লোককে প্রবঞ্চনা করিবার মানসে তাহার সহিত অশেষ প্রকার মিথ্যা ব্যবহার করিতে রত হয়। সে তখন দেখে যে সত্যব্রত অবলম্বন করিলে আর

তাহার মান সম্ভ্রম কিছুই রক্ষা পায় না, সুতরাং আপনা হইতে সত্যকে পরিত্যাগ করে। ঐরূপে কেহ কেহ সত্বরেই পাপ পদে আপনার সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া এককালে নিস্ব হয় এবং প্রভু সদৃশ পাপ ইচ্ছাকে করপ্রদান করণার্থে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবের নিকট পূর্ব্ব সম্ভ্রম বিক্রয় করিয়া নানা প্রকার প্রতারণা দ্বারা নানা সময় অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। কেহবা অবিলম্বেই হতসম্ভ্রম ও হত গৌরব হইয়া কাহার নিকট আর কোন রূপে অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত না হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তির দাস হইতে স্বীকার করে, এবং বারম্বার চৌর্য্য ও চাতুর্য্য বৃত্তি অনুষ্ঠান করাতে কোন স্থানে ধৃত হইয়া লোক সমাজে পদচ্যুত ও রাজদ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হয় এই রূপে কাহারও বা প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, অতএব মনুষ্য এক অধর্ম্মে রত হইলে যে তদুপলক্ষে তার আর সকল অধর্ম্ম আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার ধন প্রাণ সুখ্যাতি মান সম্ভ্রম সকলই নষ্ট হয় ও তাহার ইহ পরলোক সকল সুখেরই হানি হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যকে নিতান্ত সাবধান হওয়া উচিত, কখন্ যে কোন্ সূত্রে মনুষ্য মনে পাপ বীজ প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, তাহা কিছু বলা যায় না। যেমন এক মাত্র পান দোষ হেতু শ্রেণীবদ্ধ রূপে আর আর অনেক দোষ উপস্থিত হইবার কথা উল্লেখ করা গেল, সেই রূপ অন্যান্য কুক্রিয়া হেতুও ক্রমে ক্রমে অনায়াসে পানাদি দোষের উৎপত্তি হইতে পারে। হয়তো কাহারও পান দোষ জন্য পরদার দোষের উদ্ভব হয় এবং কাহারও পরদার দোষ হেতু পান দোষও জন্মে। প্রত্যেক দুষ্ক্রিয়াই প্রত্যেকের প্ররোচক ও প্রবর্ত্তক হইতে পারে, অতএব কুকর্ম্মের মধ্যে কাহাকেও অধিকার করিতে দেওয়া উচিত নহে।

যদি কোন সময় কোন কারণে মন অধর্ম্ম পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করা উচিত। প্রথম যৎকিঞ্চিৎ আয়াস করিতে ত্রুটী করিলে পরিণামে মহা অনর্থের উৎপত্তি হয়। মনেতে একবার পাপাধিকার বিস্তৃত হইলে পুরুষের আর নিস্তার নাই, পরিণামে পাপ হস্ত হইতে ত্রাণ পাওয়া অসাধ্য প্রায় হইয়া উঠে।

ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা।

আহা! অদ্য আমাদিগের কি সুখের দিন; অদ্য এই সভার জন্ম দিন। বিগত পৌষ মাসের এই ২৬শে দিবসে এই সমাজের সূত্রপাত হয়। অদ্য এই সভার বয়ঃক্রম এক বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া নূতন বৎসরে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের একরূপ আশা ছিল না যে, এই সর্ব্ব শুভকর সত্য ধর্ম্ম প্রকাশক পবিত্র সমাজ স্থায়ী হইবে কিন্তু সত্যের কি বিচিত্র শক্তি, কি অপূর্ব্ব মহিমা, তাহার সীমা কে বলিতে পারে। সুশোভন বিমলাকাশ কতক্ষণ মেঘাবলীতে আচ্ছন্ন থাকিতে পারে, মনুষ্য মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া কত ক্ষণ অপরিচ্ছন্ন শয্যায় অবস্থান করিতে পারে, প্রবাহিত সমুদ্র তরঙ্গ কতক্ষণ বালুকা বন্ধনে স্থির রাখিতে পারা যায়, অগ্নি কণা তুলা রাশিতে পতিত হইলে কতক্ষণ প্রজ্বলিত না হইয়া থাকিতে পারে। তদ্রূপ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ কতক্ষণ অলীক কল্পিত কুসংস্কারাদি দ্বারা আবৃত থাকিবে? অনতিবিলম্বেই এই ময়মনসিংহনগরে প্রজ্বলিত অগ্নি শিখাবৎ ধর্ম্ম শিখা প্রদীপ্ত হইয়া ধর্ম্ম কিরণ উদ্গিরণ করিতে লাগিল। হে সভাস্থ সভ্য গণ! এই সভা ভঙ্গের কারণ কত জন কত মতাবলম্বী হইয়া কত অপবাদ, কত বিবাদ, কত রাগ, কত বিতণ্ডা, কত উপসাহ প্রভৃতি কতরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ না করিয়াছেন, তাহা বলিয়া আর কত মনের দুঃখ শেষ করিব? কেহ কেহ সংবাদ পত্রিকায় স্বীয় গাত্রজ্বালা মুদ্রিত করিয়াও তুষ্ট হয়েন নাই। কেহ

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং।
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ।

যেমন চক্ষুর সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে, কর্ণের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে, এবং নাশিকার সহিত গন্ধের সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ জীবাত্মার সহিতও পরমাত্মার একটি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বদা সকল লোক কর্ত্তৃক এই অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্ম সম্বন্ধ অনুভূত হয় না এবং অবস্থানুসারে অনেকে ইহার সত্ত্বা প্রতীতি করিতে সক্ষম হয়েন না; কিন্তু এই অন্তর্ভূত আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানানুভব করিতে সমর্থ হই। আমরা কোন বস্তুরই স্বরূপ অবগত নহি। আমরা না জড় পদার্থেরই স্বরূপ জানি, না কোন চেতন পদার্থেরই স্বরূপ বলিতে পারি; আমরা প্রকৃতি সিদ্ধ সম্বন্ধানুসারে কেবল কতিপয় গুণাবলম্বন করিয়া বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হই। যেমন রূপের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধানুসারে দৃশ্য পদার্থের গুণ সমষ্টিকে এক মনে করিয়া আমরা প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুর পৃথক্ সত্ত্বা অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ আমাদিগের মনের ধর্ম্মানুসারে জগদীশ্বরের গুণ সকল জ্ঞাত হইয়া তদবলম্বনে তাঁহার পৃথক্ সত্ত্বা অনুভব করিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেমন কোন বাহ্য পদার্থের স্বরূপ না জানিয়াও কেবল গুণের পরিচয় দ্বারা তাহার পৃথক্ সত্ত্বা অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ জগদীশ্বরের স্বরূপ না জানিয়াও তাঁহার কতিপয় মহৎ গুণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার একটি পৃথক্ সত্ত্বা প্রতীতি করিতে সমর্থ হই। জীবাত্মার সহিত জগদীশ্বরের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবদ্ধ থাকাতেই মনুষ্যজাতি, জগতের কারণ এক মাত্র জগদীশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন জগদীশ্বরের কোন প্রকার গুণ স্মরণ করে, তখনি সেই গুণের আধার এক মাত্র ঈশ্বর পদার্থের অস্তিত্বেও প্রত্যয় করে, কেবল গুণমাত্র অনুভব করিয়াই তাহার চিন্তার পর্য্যাপ্তি ও বুদ্ধির তৃপ্তি হয় না। যদি গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই গুণের আধার বস্তুর অস্তিত্বে প্রত্যয় স্থাপন করা মনুষ্য জাতির স্বভাব সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সহস্র প্রকার প্রমাণ দ্বারা মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করিতে পারা যাইত না। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি আদি যে যে প্রকার প্রমাণ দ্বারা মানবজাতি জগদীশ্বরের জ্ঞান লাভ করে, সে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইত। মনুষ্য গুরু পরম্পরা উপদেশ দ্বারা শব্দ প্রমাণেই জগদীশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হউক আর স্বকীয় বুদ্ধি পরিচালন করিয়া এই জগৎ রূপ অনন্ত কার্য্যের কারণ রূপেই ঈশ্বরের পরিচয় লাভ করুক, মনুষ্য সর্ব্ব প্রকারে জগদীশ্বরের কেবল ক-

তিপয় গুণের পরিচয় মাত্র প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুপম স্বরূপের সহিত তাহার আত্মার এমনি একটি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, যে ঐ সমস্ত গুণ রাশি জ্ঞাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে ঐ গুণ সমূহের আধার ঈশ্বর পদার্থের প্রত্যয় জন্মিতে থাকে। অতএব জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার উক্ত প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলে যে মনুষ্যজাতি কোন রূপেই ঈশ্বরের পৃথক্ সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বর্জ্জিত ব্যক্তিকে যেমন সহস্র প্রকার প্রমাণ দ্বারা সুগন্ধ পুষ্প বাস বুঝান যায় না, দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন জনকে যেমন কোন প্রকারেই জ্যোতির জ্ঞান প্রদান করিতে পারা যায় না, সেই রূপ মনুষ্যজাতি উল্লিখিত রূপ সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইলেও তাহাকে কোন প্রকারে জগদীশ্বরের পৃথক্ সত্ত্বা প্রতীতি করাইতে পারা যায় না। আমরা যেমন শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি গুণ দ্বারা জড় পদার্থের পরিচয় পাই, সেইরূপ সৃষ্টি কার্য্যাদি গুণ দ্বারা জগদীশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হই, অতএব বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব আমাদিগের যেমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগদীশ্বরের পৃথক্ সত্ত্বাও তদ্রূপ প্রত্যয় গোচর। আমরা কোন ইন্দ্রিয় বিশেষ দ্বারা জড় পদার্থের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জগদীশ্বরের গুণের পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরের পৃথক্ সত্ত্বা উপলব্ধি করি। এতদুভয় পদার্থ আমাদিগের নিকট সমভাবেই অনুভূত হয় এবং আমাদিগের প্রত্যয়ের মূলে এক রূপেই স্থান পায়, আমরা যেমন একের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সমর্থ হই না, সেইরূপ অন্যের পৃথক্ সত্ত্বা অঙ্গীকার না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

বিশ্ববীজ ও বিশ্ব কারণের গুণের পরিচয় পাইয়া যে তাঁহার পৃথক্ সত্ত্বা উপলব্ধি করা আমাদিগের স্বভাব সিদ্ধ, তাহা সকল প্রকার প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ যে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদিগের বুদ্ধি গম্য এক্ষণে ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এই বিষয় বিবেচনা না করিয়া অনেক সময় অনেক প্রকার ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। ইহা সকল প্রকার লোক জগদীশ্বরের এক প্রকার জ্ঞান লাভ করে না, কেহ তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় ও অনির্দ্দেশ্য বলিয়া জানে, কেহ বা তাঁহাকে বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই একটি সামান্য অধিকার আছে; যাহারা সেই অধিকারে উপনীত না হয়, তাহারা স্থূল দর্শী মধ্যে গণ্য থাকে, আর যাহারা সেই অধিকার অতিক্রম করিতে চায়, তাহারা বিভ্রান্ত হয়।

কোন সময় মনুষ্য স্বকীয় পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা জগদীশ্বরের কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় ও অনির্দ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করে এবং কোন সময় তাঁহাকে প্রতীতি করিয়া তাঁহার অসীম ভাব আপন মনে ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে থাকে। ফলতঃ মনুষ্যজাতি ঈশ্বরকে সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ ও অসীম রূপে জানিবারই অধিকারী। মনুষ্যের সহিত তাঁহার এই সম্বন্ধ যে সে যখন তাঁহাকে যে ভাবে অনুভব করিবে তখনি তাহাতে তাঁহাকে পূর্ণ দেখিবে; মনুষ্য শতবৎসর সন্তরণ করিলেও তাঁহার কোন ভাবের পার পাইবে না। তিনি জ্ঞানেতে পূর্ণ, শক্তিতে পূর্ণ অর্থাৎ আপনার স্বকীয় ভাবে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। আমরা যখন তাঁহাকে পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তখনি আপন অধিকারে অবস্থিতি করিয়া থাকি, আর যখন তাঁহাকে আমাদিগের পরিমিত বুদ্ধি দ্বারা সীমা বিশিষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাই, তখনি স্বীয় অধিকার উল্লঙ্ঘন করি। আমরা তাঁহাকে মনেতে জানিতে পারি বটে, কিন্তু বাক্য দ্বারা কোন রূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তিনি যে কিরূপ ও কি প্রকার, তাহা কাহার সাধ্য যে স্থির রূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়? আমরা তাঁহাকে যত প্রকার উপাধি প্রদান করি, তিনি তাহার কিছুরই [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible]

নহে। আমরা তাঁহাকে প্রেমের আকর, দয়ার সাগর ও সুখের মূল, আনন্দের হেতু, ইত্যাদি নানা বাক্যে বর্ণন করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি, কিন্তু ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কি তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ করা হয়? কোথায় মনুষ্যের পরিমিত প্রেম, আর কোথায় তাঁহার অপরিমিত অনির্ব্বচনীয় ভাব! কোথায় জীবের মানসোদিত ক্ষণ স্থায়ী দয়া, আর কোথায় তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য স্বরূপ! কোন শব্দ দ্বারাই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর ভাব ব্যক্ত হইতে পারে না। আমরা পরিমিত লোকে বাস করি, পরিমিত পদার্থ প্রত্যক্ষ করি এবং পরিমিত মন ধারণ করি, সুতরাং আমরা যখন যে কোন শব্দ উচ্চারণ করি ও যে কোন ভাব কল্পনা করি, তৎ সমুদায়ই পরিমিত পদার্থের উপযুক্ত হয় এবং সুতরাং তাহা কদাপি পূর্ণ পদার্থের যোগ্য হইতে পারে না। তিনি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হইতে কেবল গুণেতে বিভিন্ন নহেন, বস্তুতেও বিলক্ষণ, অতএব তিনি কিরূপে ইতর শব্দের বাচ্য হইবেন। যখন তাঁহার কোন বিষয়ই সৃষ্ট পদার্থের সহিত সমান হইতে পারে না, তখন সৃষ্ট পদার্থ বোধক পরিমিত শব্দ দ্বারা তাঁহাকে কি রূপে বুঝান যাইবে; আমরা কেবল উপায়াভাবে তাঁহাকে নানা শব্দে উল্লেখ করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। আমরা যখন তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করিয়া নানা সুখভোগ করি, তখন তাঁহাকে কৃপাময় সুখসিন্ধু না বলিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না এবং যখন তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়া নিরন্তর আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকি, তখন তাঁহাকে প্রেমময় পরম বন্ধু বলিতে আপনা হইতে ব্যগ্র হই। এইরূপে অবস্থানুসারে তাঁহার নানাবিধ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপাধি প্রদান করি, ফলতঃ তিনি আমাদিগের প্রদত্ত কোন উপাধিরই যোগ্য নহেন। [illegible] তাঁহাকে কোন শব্দে প্রাপ্ত না [illegible] "নেতি নেতি" বলিয়া [illegible], [illegible] আমরাও তাঁহাকে নির্ব্বিকার, [illegible], [illegible], [illegible], নিরঞ্জন, [illegible] শব্দ দ্বারা [illegible] করিয়া রাখিতে শান্ত করিতেছি, কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি যে সৃষ্ট পদার্থ কিছুরই মত নহেন, ইহাই মাত্র বুঝান হয়, তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ করা হয় না। ফলতঃ আমাদিগের মন যখন তাঁহার অনুপম সত্ত্বা প্রতীতি করে, তখন সে কেবল তাঁহাকে নিত্য ও পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করে, এই নিত্য ও পূর্ণ ভাব আমাদিগের আত্মা আর কোন পদার্থেই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের মন কেবল ঈশ্বরের এই নিগূঢ় তত্ত্ব মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই তত্ত্বেই ঈশ্বর উপাধি সমর্পণ করিয়াছে।

নিত্য ও পূর্ণ পরমেশ্বর যে কিরূপ ও কি প্রকার, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁহার সেই অনির্দ্দেশ্য অনুপম স্বরূপের সহিত জীবাত্মার আর একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টি মধ্যে সে সম্বন্ধের তুলনা দিবার স্থল নাই। সে সম্বন্ধ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি কাহারও সম্বন্ধের তুল্য নহে। যে সময় মনুষ্যের হৃদয়াকাশে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের উদয় হয়, তখনি তাহার মন হইতে একটি আশ্চর্য্য ভাবের ধারা উত্থিত হইতে থাকে। কিন্তু সে যে কি ভাব তাহাও আমরা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না। সে ভাব না ভক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, না প্রীতি শব্দেরই বাচ্য হইতে পারে। আমরা জগদীশ্বরে যে ভাব সমর্পণ করি, সামান্যতঃ তাহাকে ভক্তি ও প্রীতি শব্দে কহিয়া থাকি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বোধ হয়, যে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিবার সময় আমাদিগের মন হইতে যে ভাব উত্থিত হয়, অথবা আমরা প্রণয়াস্পদ বন্ধু বর্গকে যে ভাবে প্রীতি করিয়া থাকি, জগদীশ্বরকে কখন সে ভাবে ভক্তি বা প্রীতি করি না, ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের মন হইতে যে ভাব উত্থিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব, তাহার সহিত পার্থিব কোন ভাবেরই তুলনা হইতে পারে না। যাহা হউক উল্লিখিত ভাবকে আমরা যে শব্দে উক্ত করি, ঈশ্বর ভিন্ন সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব আর কোন পদার্থেই [illegible] করে না। জগদীশ্বর স্বয়ং সেই ভাবের আকর্ষক ও অধি-

ষ্ঠাতা হইয়া রহিয়াছেন। আমাদিগের মনো-মধ্যে যে সময় তাঁহার অমৃতময় স্বরূপের উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মন হইতে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের ধারা উত্থিত হইতে থাকে, কোন প্রতিবন্ধকেই উক্ত ভাবের গতি রুদ্ধ হয় না। যখন কোন পুণ্যবান্ পুরুষের মনোরূপ মার্জ্জিত দর্পণে জগদীশ্বরের বিশুদ্ধ তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণকে পার্থিব হর্ষ শোকাদি কোন ভাবই অধিকার করিতে পারে না, তখন তাহার মন এক আশ্চর্য্য অমৃতময় ভাবে প্লাবিত হয়। কিন্তু জগদীশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পরিমিত পদার্থে গমন করে না, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশ ভেদে ও কাল ভেদে অনেক লোককে অনেক প্রকার অবাস্তব ধর্ম্মের অনুগত হইয়া নানা প্রকার সৃষ্ট ও কল্পিত পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করিতে দেখা যায় বটে, কেহ নানা প্রকার কল্পিত দেব দেবীকে ঈশ্বর মর্য্যাদা প্রদান করে, কেহ মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বর অবতার বোধ করিয়া তাহাকে তাদৃশ ভাবে সম্ভ্রম করে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে মৃত্তিকাদি জড় পদার্থকেও ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করিতে দেখা যায়। কিন্তু মনুষ্য জাতির ইত্যাদি অজ্ঞান ও ভ্রম দ্বারা জীবাত্মার ও পরমাত্মার প্রকৃতি সিদ্ধ সম্বন্ধের কিছুমাত্র অন্যথা উপলব্ধি হয় না। মনুষ্যজাতি জগদীশ্বরে যে ভাব প্রদান করে, কোন পরিমিত পদার্থে কখনই সে ভাব দিতে সমর্থ হয় না। সে যখন কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমা আদি কোন প্রকার পরিমিত পদার্থকে ঈশ্বর মর্য্যাদা প্রদান করে, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে ঐশীশক্তি সম্পন্ন ও তাহাতে সেই পূর্ণ ও নিত্য পুরুষের আবির্ভাব কল্পনা করিয়াই তদযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকে; সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিমিত পদার্থকে তাহার স্বরূপ অবস্থায় সন্দর্শন করে, ততক্ষণ কোন মতেই তাহাকে ঈশ্বর ভাবে আরাধনা করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন পৌত্তলিক যাবৎ আপন আরাধ্য পুত্তলিকাকে মৃত্তিকাদি জড়পদার্থ ময় পরিমিত রূপে দেখে, ততক্ষণ কখনই তাহাতে ঈশ্বরের সম্ভ্রম অর্পণ করিতে পারে না। অনন্তর যখন সে ব্যক্তি উক্ত পুত্তলিকাকে সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গকর্ত্তা, এক মাত্র অদ্বিতীয় নিত্য ও পূর্ণ পুরুষের আধার স্বরূপ প্রত্যয় করে, তখনি তাহাকে ঈশ্বরের মর্য্যাদা প্রদান করে। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্যজাতি জগদীশ্বরের স্বরূপ ভিন্ন কখনই অন্য কোন পদার্থে ঈশ্বর মর্য্যাদা প্রদান করিতে পারে না। পৌত্তলিকাদি ভ্রমাত্মক লোক দিগের পরিমিত পদার্থের উপাসনা দ্বারা কেবল মনুষ্যের ভ্রম ও অজ্ঞানই প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধের কিছুমাত্র অন্যথা প্রতিপন্ন হয় না। যদি কোন মনুষ্য শুক্তিকা খণ্ডকে রজত ভ্রমে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার সে মনোগত যত্ন কখন শুক্তিকাকে অর্শে না, সে যত্ন রজতের প্রতিই সম্ভব হয়, অতএব মূঢ় লোকে যখন কোন পরিমিত পদার্থকে ঐশীশক্তি সম্পন্ন মনে করিয়া মর্য্যাদা করে, তখন সে মর্য্যাদা সেই ঐশী শক্তিকেই সম্ভবে, তাহা কদাপি সে পরিমিত পদার্থকে সম্ভবে না। ইহা নিশ্চয় সত্য যে জগদীশ্বরের স্বরূপ ভিন্ন আর কোন পদার্থই মনুষ্য মন হইতে ঈশ্বর মর্য্যাদা আকর্ষণ করিতে পারে না।

সংরক্ষিত শব।

প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মরণের জন্য নানা দেশীয় লোকে নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন দেশীয় লোকে মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থানে উৎকৃষ্ট অট্টালিকা বা উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন,

কোন দেশে বা লোকান্তরিত আত্মীয় জনের নামে সঙ্কল্পানুসারে কোন সুরম্য সরোবর প্রতিষ্ঠা বা বহু ব্যয়সাধ্য বিদ্যালয় স্থাপন, কি সুদূর প্রসারিত রাজপথ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কোন কোন দেশীয় লোকে বর্ষে বর্ষে স্বজন বর্গের মৃতাহে ভূরি ভোজন করাইয়া ইহ লোকাবসৃত আত্মীয় বর্গের প্রতি স্বীয় স্বীয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই বিষয়ে মিসর প্রভৃতি কতিপয় প্রাচীন স্থানে অতি আশ্চর্য্য পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে মিসর দেশে কোন পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তৎ পরিবারস্থ লোকে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ মৃত্তিকা মধ্যেও সন্নিবিষ্ট করিত না এবং চিতানলে দগ্ধ করিয়াও ভস্মীভূত করিত না! তাহারা ঐ মৃত ব্যক্তির চিরস্মরণের জন্য তাহার শব নষ্ট না করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিত, এবং তাহাদিগের কৌশলানুসারে ঐ যত্ন রক্ষিত শব অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিত। মিসর দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে যে যে প্রকার কৌশলে মৃত দেহ রক্ষা করিত, তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে।

মিসর দেশে কতক গুলি লোকে ঐ রূপ শব রক্ষা করিবার ব্যবসায় করিত, অপরাপর সকল লোকে তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া শব শরীর রক্ষা করিবার সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া লইত। ঐ বেতনভুক্ ব্যবসায়ী লোকেরা প্রথমতঃ এক প্রকার লৌহময় যন্ত্র দ্বারা নাসা রন্ধ্র দিয়া শব মস্তকের সমুদয় মস্তিষ্ক নির্গত করিয়া ঐ মস্তিষ্ক শূন্য স্থান নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিত। অনন্তর তাহারা এক প্রকার প্রস্তর ময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঐ শবোদরের উভয় পার্শ্ব ছেদন করিয়া অন্ত্রাদি উদরস্থ সমুদায় পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিত এবং এক প্রকার তৈল দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে ধৌত ও নানা গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করণানন্তর তন্মধ্যে [illegible], চন্দনাদিক ও নানা বিধ গন্ধ দ্রব্য পূরণ করিয়া পুনর্ব্বার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করিত এবং ঐ উদরের ছিন্ন স্থান বিলক্ষণ রূপে সেলাই করিয়া দিত। এই সকল অনুষ্ঠানের পর, তাহারা ঐ শব দেহে সোরা মাখাইয়া দুইমাস দশ দিবস কাল সোরাতেই রক্ষা করিত। অনন্তর ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে পর তাহারা উক্ত মৃত শরীরকে আর একবার ধৌত করিয়া লাক্ষা মৃক্ষিত বস্ত্রে জড়িত করিয়া রাখিত। এই সকল ব্যাপার সমাধা হইলে পর ঐ মৃত ব্যক্তির বন্ধু বর্গে সেই শব গৃহে লইয়া গিয়া মনুষ্যের আকারের ন্যায় এক প্রকার কাষ্ঠের খোল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তাহা রক্ষা করিত এবং তৎসমুদায় পুনর্ব্বার আর এক কাষ্ঠ সম্পুট মধ্যে স্থাপন করিয়া মহা মর্য্যাদা পূর্ব্বক কোন এক গৃহের ভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দিত। মিসর দেশীয় ধনাঢ্য লোকেই এই প্রকার ব্যবহার করিত কিন্তু অসঙ্গত্যাপন্ন লোকে আর এপ্রকার ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিত না। তাহারা অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আত্মীয় লোকের মৃত শরীর রক্ষা করিত। তাহারা দেবদারু বৃক্ষ নিঃসৃত রস দ্বারা এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা কোন যন্ত্র সহকারে ঐ শব শরীরের অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট করিত, এবং উক্ত মৃত কায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুইমাস দশ দিবস সোরাতে রাখিয়া দিত, অনন্তর তাহাকে সোরা হইতে উত্তোলন করিয়া সেই রস পূর্ণ স্থান সকল মুক্ত করিয়া দিত এবং তৎক্ষণাৎ ঐ রস-সহকারে তাহার শরীরস্থ অন্ত্র ও মজ্জাদি পদার্থ সকল বাহির হইয়া আসিত। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবদারু প্রস্তুত গন্ধ রসের তেজে শবের অন্ত্রাদি পচিয়া দ্রবীভূত হইয়া থাকিত এবং তাহা পথ প্রাপ্ত হইলেই এক কালে নিঃশেষিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসিত। সোরার তেজে ঐ শবের সমুদায় মাংস ও ক্ষয় হইয়া যাইত, পরিণামে কেবল অস্থি চর্ম্মাবশেষ হইয়া থাকিত এবং মৃত ব্যক্তির বন্ধু বর্গ ঐ অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট শব শরীর লইয়া স্ব স্ব স্থানে রক্ষা করিত। যাহারা অতি সামান্য লোক, তাহারা আর এ প্রকার করিয়া শব রক্ষা করিতে পারিত ন

তাহাদিগের শব রক্ষার কোন আড়ম্বর ছিল না, অতি সংক্ষেপে ও সামান্য রূপেই রক্ষিত হইত। এই প্রকার ইতর জাতির শব শরী-রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সতেজ রস প্রবিষ্ট করিয়া ক্রমে তাহার অস্ত্রাদি নির্গত করা হইত, পরে কিছু কাল শোরাতে রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইত।

যে সকল গ্রন্থকার ও পরিব্রাজক মিসর দেশের এই শব রক্ষা করিবার পদ্ধতির ক-থা লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদি-গের মধ্যে অনেকেই এবিষয়ে অনেক ক-থা লিখিয়াছেন, কিন্তু সকলেরি প্রায় এক প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, কতিপয় গন্ধ দ্রব্যের গুণেই উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইত, ইহাই সকলের মত। উল্লিখিত রূপ শব রক্ষার সকল কার্য্য সমা-ধা হইলে পর মিসর দেশীয় লোকে ঐ শব লইয়া এমন এক প্রকার কাষ্ঠাধার মধ্যে রক্ষা করিত যে সে কাষ্ঠও দীর্ঘ কালে ক্ষয় হইত না। টেনেরেফি নামক উপদ্বীপেও শব রক্ষা করিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়াছে। যৎকালে উক্ত উপদ্বীপ এস্পেন দেশীয় লোক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তখন এস্পেনীয় লোকেরা ঐ দ্বীপের স্থানে স্থানে অনেক রক্ষিত শব দৃষ্টি করিয়া ছিল। ঐ দ্বীপের কতক গুলি ধর্ম্ম যাজক ঐ শব রক্ষার সমস্ত পদ্ধতি অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করিত না। এস্পেনীয় লোক কর্ত্তৃক পরাজয় কালে উক্ত দ্বীপের বহু সংখ্যক লোক এক কালে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং এস্পেনীয়েরাও আর উহার কিছুই অবগত হইতে পারে নাই। টেনেরিফি দ্বীপস্থ লোকে মিসরের ন্যায় বস্ত্র দ্বারা শব শরীর বেষ্টন না করিয়া ছাগ চর্ম্ম দ্বারা জড়িত করিয়া রাখিত, ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

মান্যবর একোস্টা এবং গার্শিলেসো নামক পণ্ডিতেরা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে পি-ক উপদ্বীপের লোকেও মৃত শরীর যত্নপূ-র্ব্বক রক্ষা করিত। উক্ত পণ্ডিতদ্বয় ঐ দ্বীপে দীর্ঘ কালের এক শব শরীরের [illegible] পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। গার্শিলেসো লিখিয়া গিয়াছেন, যে কোন কোন স্থানের প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে ত-থায় সহজেই মৃত শরীর দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যে স্থানে বায়ু সর্ব্বদা নীরস থাকে এবং যে স্থান অতিশয় হিম প্রধান বা উষ্ণ প্রধান হয়, তথায় মৃত দেহাদি নির্জীব পদার্থ দীর্ঘ কাল রক্ষা করিবার জন্য কোন কৃত্রিম প্র-ক্রিয়া করিবারই আবশ্যক হয় না; স্থানের ধর্ম্মে উহা স্বতই সমভাবে থাকিতে পারে। হিম প্রধান স্থানে মধ্যে মধ্যে তুষার অভ্যন্তরে অনেক প্রাচীন বৃক্ষাদি সরস ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার মধ্যে অনেক জীব জন্তুর শরীরও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত টাট্কা থাকে। হিম প্রধান দেশে যেমন কোন প্রকার নির্জীব পদার্থ বহু কাল পর্য্যন্ত বিকৃত হয় না, অনেক রুক্ষ স্বভাব স্থানেও মৃত জীব জন্তুর শরীর সেই রূপ বহু দিনে স্বীয় প্রকৃত অবস্থাকে পরি-ত্যাগ করে না। আফ্রিকাস্থ বিস্তীর্ণ মরু ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে উত্তপ্ত বালুকা রাশির মধ্যে অনেক মনুষ্যাদির মৃত শরীর বহু-কাল পর্য্যন্ত অস্থি চর্ম্মাদির সহিত বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। ভ্রমণ কারিরা মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ বালুকার অভ্যন্তরে প্রাচীন কালের শব সকল অভিনব মৃত দেহের ন্যায় বর্ত্ত-মান দেখিতে পান। আরবের শুষ্ক ভূমি-তে কোন মৃত শরীর প্রোথিত করিলে দীর্ঘ কালেও নষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না। খো-রাসান রাজ্যের বালুকা ভূমির অভ্যন্তরে সহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বের শব সকল সর্ব্বাবয়-বের সহিত অন্তরীভূত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরবচ্ছিন্ন শীত বা নিরবচ্ছিন্ন উষ্ণতা দ্বারা কোন পদার্থ শীঘ্র নষ্ট হয় না, শী-তোষ্ণের পর্য্যায় ক্রমই নির্জীব পদার্থ-কে শীঘ্র বিকৃত ও রূপান্তরিত করে। সুতরাং হিম প্রধান বা উষ্ণ প্রধান দেশে কোন প্রক্রিয়া না করিলেও জীব জন্তুর [illegible]

হয় নাই, যে সময় অন্য লোকে দেশের প্রকৃতির গুণে মৃত দেহসকল বহুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিত। মিসর দেশে যে কোন সময় অবধি শব রক্ষা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ও কৌশল প্রচার হইয়াছে, যদিও তাহা সুস্পষ্ট রূপে নির্ণয় করা যায় না তথাপি অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই তথায় উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত থাকিবার ও কৌশল প্রচার হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাবৃত্তে লিখিত আছে, যে পুরাকালে মিসর নিবাসী ইউষফের পিতার মৃত্যু হইলে পর, তিনি আপন পরিচারক ও আত্মীয় বর্গকে স্বীয় পিতৃ দেহ রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহারাও তাঁহার আদেশানুসারে সেই শব শরীর রক্ষা করিবার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে মিসর রাজ্যে অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই শব রক্ষা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যাহা হউক, অনেকে অনুমান করিয়াছেন, মিসর দেশ নিতান্ত রক্ষ বীর্য্য না হইলে কেবল মনুষ্যের কৌশল প্রভাবে তথাকার পূর্ব্বকালীন শব সকল এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কখনই অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান থাকিত না। পুরাকালে মিসর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক লোক ভিন্ন দেশীয় বণিক ও পথিক দিগের নিকট ঐ প্রকার সংরক্ষিত শব বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিত। তৎকালবর্ত্তী অধিকাংশ লোকের এই প্রকার সংস্কার ছিল, যে বহুকালের সংরক্ষিত শব দ্বারা নানা সময় নানা প্রকার উপকার দর্শে। তাহারা যে উহার কত প্রকার আশ্চর্য্য গুণ কল্পনা করিত তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সুতরাং তাহারা ঐ শবাংশ লইয়া নানা রোগের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিত। তাহাদিগের এমত ছিল, যে উহা দ্বারা [illegible] অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট রোগের শান্তি হয়, সুতরাং তৎকালীন অ[illegible] লোকেই উহা সমাদর পূর্ব্বক ক্রয় করিত, এবং যত্নপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। [illegible] ও বিপণি অ[illegible] রাখিত। [illegible] সারে উহা সকল রোগে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিত। উহার প্রতি লোকের এই রূপ আস্থা দেখিয়া তৎকালে ফ্রান্স এবং ইটালি নিবাসী অনেক ইহুদী লোকে উহার কৃত্রিম ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহারা অভিনব শবকে ঐরূপ পুরাতন ও রক্ষিত শবের ন্যায় কৃত্রিম করিয়া লোকের নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। ইহুদিদিগের এই প্রবঞ্চনা জালে প্রায় ইউরোপে সকল স্থানের লোকেই পতিত হইতেন, কেহই কৃত্রিম শব সহজে জানিতে পারিতেন না। অনন্তর পেরিয়স নামক একজন পণ্ডিত এই বিষয়ে এক সুচারু পুস্তক লিখিয়া লোকের উক্ত ভ্রম দূর করিলেন, তিনি লিখিলেন, যে সংরক্ষিত পুরাতন শব দ্বারা কোন রোগেরই শান্তি হয় না, প্রত্যুত উহা ভক্ষণ দ্বারা পাকস্থলী বিকৃত হইয়া মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগেরই উৎপত্তি হয়। এই গ্রন্থ প্রচারিত ও লোক সমাজে গ্রাহ্য হইলে পর দিনে দিনে সংরক্ষিত শবের প্রতি আপনা হইতেই লোকের আদর অল্প হইতে লাগিল এবং সহজেই উহার যথার্থ ও কৃত্রিম ব্যবসায় উঠিয়া গেল। কেবল মিসর দেশের লোকে উহা কখন কখন কোন লোককে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় লোকে যে শব যত্নপূর্ব্বক আপন আপন গৃহে লইয়া রাখিত, তাহা কদাপি বিক্রীত হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। যে সমস্ত শব কালেতে কবরিয়া ভূতলসাৎ বা বালুকা আচ্ছন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত, শব বিক্রেতারা সেই সকল অস্থানিক প্রাচীন শব অন্বেষণ করিয়া লইয়া ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিত। উহারা মৃত্তিকার মধ্যে যে প্রকার স্থানে ও যে প্রকার করিয়া শব প্রাপ্ত হইত, তাহা অতি অদ্ভুত। মিসর দেশের ঐরূপ শব বিক্রেতারা কোন নির্দ্দিষ্ট শ্মশান বা সমাধি ক্ষেত্রে খনন করিয়া ক্রমাগত বালুকা খনন করিতে করিতে কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা মধ্যে এক শবালয় প্রাপ্ত হইত। তাহারা দেখিত যে সেই গুহার মধ্যে অপূর্ব্ব শবাধার অনন্ত রহিয়াছে

এবং অবিকল মনুষ্যাকার সমাধি মন্দির মধ্যে প্রাচীন শব সকল যথাবিহিত রূপে সংরক্ষিত আছে এবং কোন কোন শব কেবল পর্ণিল কাষ্ঠ শ্রেণী মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কোন কোন শবাধার শ্রেণীকে তাহারা নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও নানা বর্ণে বিচিত্র দেখিত এবং কোন শ্রেণীর উপর লোকের চরিত্র সকলও অঙ্কিত দেখিত। ফলতঃ ঐ সমস্ত ভূতল নিহিত রক্ষিত শবে নানাবিধ পারিপাট্য দৃষ্ট হইত; প্রায় সকল শবেরই জিহ্বার নিম্নভাগে যৎকিঞ্চিৎ স্বর্ণ নিহিত থাকিত। আরবের অনেক অসভ্য লোকে ঐ সামান্য স্বর্ণের লোভে অনেক আশ্চর্য্য শব শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিত।

একাল পর্য্যন্ত যে দেশে যত প্রকার সংরক্ষিত শব দৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্রান্স রাজ্যে একদা এক আশ্চর্য্য শব দৃষ্ট হইয়াছিল। এমত অদ্ভুত শব কেহ কখন দৃষ্টি করেন নাই। একজন কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে প্রথমতঃ উক্ত প্রাপ্ত হয়. ঐ শবও এক প্রকার নির্দ্দোষ কাষ্ঠ শ্রেণী মধ্যে নিহিত ছিল, উহার কোন অবয়বই নষ্ট হয় নাই। উক্ত শবের হস্ত পদ গ্রীবা কণ্ঠ মস্তকাদি সকল অঙ্গই সমভাব ছিল, এবং উহার মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রুজাত পর্য্যন্ত সকলই বর্ত্তমান ছিল, বিশেষতঃ মিসর দেশীয় শবের ন্যায় উহার উদর হইতে অন্ত্র সকল বহিষ্কৃত হয় নাই, তাহা যেন জীবিত মনুষ্যের অন্ত্রের ন্যায় ঐ শবের উদর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। উক্ত শবের মহান্ আকৃতি ও রক্ষার পরিপাটি পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া লোকে উহা কোন মহৎ লোকের শব জ্ঞান করিয়া ছিল, কিন্তু উহা যে কত কালেরও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির শব তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। কেহ কেহ উহাকে কোন পূর্ব্বতন ভূপতির শরীর মনে করিয়া ছিল, [illegible] এমন অদ্ভুত সংরক্ষিত শব কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, উহাকে দেখিয়া যেন দুই এক দিবসের মৃত দেহ বোধ হইয়া ছিল ঐ শবের অঙ্গে যে সকল গন্ধ দ্রব্য ছিল, এত দীর্ঘ কালেও তাহার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয় নাই। যাহারা ঐ শব স্পর্শ করিয়াছিল, মাসাবধি তাহাদিগের হস্তে ঐ দ্রব্যের গন্ধ বিদ্যমান ছিল, জলে ধৌত করিয়াও তাহা দূর হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে যে কোন দেশে সংরক্ষিত শব দৃষ্ট হউক কিন্তু মিসর রাজ্যেই যে প্রথমতঃ উহার পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং উক্ত রাজ্যের লোকেই উক্ত শব রক্ষার রীতি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকিত। এতন্নগরের এশিয়াটিক মিউজিয়ম নামক গৃহে মিসর দেশীয় একটি সংরক্ষিত শব আনীত হয় এবং উহা অদ্যাপি ঐ গৃহে বর্ত্তমান আছে। উহা প্রায় ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের শব, কিন্তু অদ্যাপি উহার গাত্রাবরণ ও চীরাম্বর পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১।—সিবর্গ নিবাসী হেনসেন নামক প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত উক্ত বিদ্যা সংক্রান্ত এক মহৎ বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, যে অনেক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত চন্দ্র লোকের দৃশ্য ভাগকে উদ্ভিদ, জল ও বায়ু শূন্য সন্দর্শন করিয়া অবধারিত করিয়াছেন, যে চন্দ্র লোকে কোন প্রকার জীব নাই। কিন্তু চন্দ্র লোক কোন প্রকার জীব লোক নহে, ইহা কেবল উক্ত প্রমাণ দ্বারা কোন রূপেই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না। আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, যে চন্দ্রের ভারকেন্দ্র উহার ঠিক মধ্য ভাগে নহে, মধ্য স্থান হইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ দূরে অনুভূত হইয়াছে, অর্থাৎ চন্দ্রের দুই ভাগ সমান নহে, উহার সকল দিক্ সমান হইলে অবশ্য উহার ভারকেন্দ্রও ঠিক্ মধ্য স্থানে হইত। আমরা চন্দ্রের যে দিক্ দেখিতে পাই, সে দিক্ যেমন উন্নত উহার বিপরীত দিক্ কখন সে রূপ নহে, সুতরাং এতদুভয় দিকের প্রাকৃতিক ধর্ম্মও কখন এক প্রকার হইতে পারে না; চন্দ্রের দৃশ্য ভাগে জল ও বায়ু

প্রভৃতি পদার্থ দৃষ্ট হয় না বলিয়া যে উহার দিগন্তরও জল ও বায়ু শূন্য হইবে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না। উহার বিপরীত ভাগে বায্বাদি পদার্থ বিদ্যমান থাকা নিতান্ত সম্ভব, অতএব চন্দ্রের দৃশ্য ভাগকে বায়ু শূন্য দেখিয়া চন্দ্র লোককে একবারে জীব শূন্য মনে করা সম্পূর্ণ রূপে বিচার সিদ্ধ হইতে পারে না *।

২।—ইটালি দেশীয় কএক জন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত এই বর্ষে পৃথিবীর উপর এক ধূমকেতু পতিত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের সে আশঙ্কার সময় অতীত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যে ভূমণ্ডল তাঁহাদিগের বিশঙ্কিত দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। উক্ত আশঙ্কা সমূলক হইলে যে পৃথিবীর কি পর্য্যন্ত অনর্থ উদ্ভাবিত হইত, তাহা মনে করিলে হৃৎকম্প হয় †।

পদার্থ বিদ্যা।

১।— কাচ পাত্রে লিপি ও বর্ণাদি অঙ্কিত করিবার এক প্রকার উপায় প্রকাশ পাইয়াছে। দুই খণ্ড কাচকে নাইট্রিক এসিড নামক পদার্থে ডুবাইয়া রেসমের বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া বিলক্ষণ রূপে শুষ্ক করিতে হয় এবং ঐ উভয় কাচ খণ্ডের মধ্যে কোন প্রকার লিপি রাখিয়া তাহাদিগকে টীনের পাতে মোড়ক করিতে হয়। অনন্তর কাচের আবরণ খুলিয়া লিপি বাহির করিবার পর সেই কাচে শ্বাস প্রদান করিলে তাহার গাত্রে ঐ লিপির সমুদায় বর্ণ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া উঠে। পণ্ডিত গণ স্থির করিয়াছেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারাই উল্লিখিত ব্যাপার সম্পন্ন হয় ‡।

২।— ইহা অনেকেই অবগত আছেন, যে চূর্ণ দ্বারা অপকারী বাষ্পের দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষণে অঙ্গার দ্বারা উক্ত দোষ নষ্ট হইবারও পদ্ধতি প্রকাশ পাইয়াছে।

* Chamber's journal for January 1857.

† Literary Gazette 13th May 1857.

‡ Chamber's journal for January 1857.

৩।— পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা ইতি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, যে যে সময়ে বায়ুতে ওজন নামক পদার্থের ভাগ অল্প হয়, তৎকালে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত মত আরও দৃঢ়তর রূপে অবধারিত হইতেছে। পেরিস নগরের বিদ্যালয়ে এক ব্যক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে জলের সহিত অক্সিজন নামক বাষ্প অধিক মিশ্রিত করিলে সেই জল দ্বারা ওলাউঠা রোগের নিবারণ হয়। অক্সিজন দ্বারা ওজন পদার্থের কার্য্য দর্শে।

৪। এক্লোডর এবং ডস্ নামক সাহেবেরা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে পরিশ্রুত বায়ুতে মাংসাদি আমিষ দ্রব্য বহুদিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে *।

৫।— আশ্চর্য্য বিষ ভক্ষণ। এক ব্যক্তি একটি পক্ষির মাংস আহার করিয়া বিষ দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। পরে পরীক্ষা দ্বারা বিদিত হইল, যে সেই পক্ষী কোন বিষাক্ত বস্তু ভক্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ঐ বিষাক্ত পক্ষীর কোন অনিষ্ট না হইয়া পক্ষিভুক্ মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইল †।

রসায়ন বিদ্যা।

১।— ফরাস দেশীয় একজন রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সমুদ্র জলেতে রূপার ভাগ আছে। সাগর জলের যদি সমুদায় রূঢ়াংশকে পৃথক্ প্রাপ্ত করা যায়, তাহা হইলে ঐ জল হইতে কিঞ্চিৎ রূপার ভাগও বাহির হয় ‡।

২।— রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মুখের মধ্য ভাগ কোন প্রকার রসে আর্দ্র করিয়া লোহিত বর্ণ উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড লেহন করিলেও তদ্দ্বারা জিহ্বা কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। ইপস্‌উইচ নামক স্থানের এক প্রসিদ্ধ সভা

* Chamber's journal.

† Chamber's journal February 1857.

‡ English Man.

য় সভ্যেরা একজন সাহেবকে* অগ্নিসম দ্রব লৌহে হস্তমগ্ন করিতে দেখিয়াছিলেন। সাহেব প্রথমতঃ একটি জলপূর্ণ দ্রোণীতে হস্ত ডুবাইয়া ঐ দ্রব লৌহে হস্তার্পণ করিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা ঐদ্রব ধাতু উত্তোলন করিয়া জলবিন্দুর ন্যায় চতুর্দ্দিকে [illegible] ড়াইতে লাগিলেন, ঐ সাহেব কহিয়াছেন, যে উক্ত প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্নিবৎ দ্রব শীশকেতে হস্ত মগ্ন করিলেও কিছু মাত্র হানি হয় না। জল অথবা এমোনিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন এক পদার্থ ব্যবহার করিলেই উক্ত প্রকার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বকালের অগ্নি পরীক্ষাদি যে সকল দুষ্কর কার্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় সে সকল দুঃসাধ্য কর্ম্মকে পূর্ব্বকালীন লোকে অলৌকিক দৈব ক্রিয়া বলিয়া প্রত্যয় যাইত, তৎ সমুদয়ও যে এ প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ সূত্রে ঘটিত, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে সেপর নামক পারস্য দেশীয় প্রাচীন রাজার এক ব্যক্তি সভা পণ্ডিত একদা এক আশ্চর্য্য অগ্নি পরীক্ষা প্রদান করিয়া পারে কতিপয় স্বধর্ম্মত্যাগী প্রজাকে দেশ প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে তোমরা আমার অঙ্গে অগ্নিবৎ দ্রব তাম্র প্রদান কর, আমি যদি তাহাতে আহত না হই, তবে তোমরা আমার বাক্য গ্রাহ্য করিয়া সকলেই পৈত্রিক ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিও। প্রজারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার গাত্রে প্রায় নয়শের তপ্ত তাম্র ঢালিয়া দিল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার কিছু মাত্র অনিষ্ট না হওয়াতে উহারা সকলেই পুনর্ব্বার পরিত্যক্ত পূর্ব্ব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এরূপ প্রবাদ আছে, যে একদা শঙ্করাচার্য্যও লোহিত বর্ণ উষ্ণ লৌহ মুখে প্রবিষ্ট করিয়া অনেক লোককে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে এদেশে শাবল পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত থাকিবার বিস্তর জনশ্রুতি রহিয়াছে! যাহাহউক এক্ষণে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, যে ঐ সকল দুষ্কর পরীক্ষাদি কেবল প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ সূত্রেই সম্পন্ন হইত।

কি প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে এতাদৃশ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা স্থির রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে কোন উষ্ণ পদার্থে আর্দ্র বস্তু সংলগ্ন হইলে, যে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্পের সহিত ঐ উত্তাপ উড়িয়া যাওয়াতেই পূর্ব্বোল্লিখিত দুষ্কর অগ্নি পরীক্ষাদি কার্য্য সমাধা হয়। কার্ব্বনিক এসিড ও ইথর একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন উষ্ণ ধাতুপাত্রাদিতে রক্ষা করিলে তাহা কিছু মাত্র উত্তপ্ত হয় না, প্রত্যুত তদুৎপন্ন বাষ্প দ্বারা উহার অন্তর্ভূত সমুদায় উত্তাপ উড্ডীন হওয়াতে উহা অতিশয় শীতল হইয়া বরফের ন্যায় সংহত হয় এবং তাহাতে জল প্রদান করিলে সে জলও অমনি তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া উঠে। কিছু দিন হইল দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপে এক ব্যক্তি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ধাতু পাত্রে জল রাখিয়া বরফ প্রস্তুত করাতে লোকের নিকট দেববৎ প্রতিপন্ন হইয়া ছিলেন। এক্ষণে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া সকল মনুষ্যই উক্ত প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে*।

৩।—বিট্‌পালঙ্‌ শাকের মূল দ্বারা শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ শাক মূল এক প্রকার যন্ত্রেতে নিষ্পীড়ন করিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩০০ গেলান রস উৎপন্ন হইতে পারে, ঐ রস পাক করিলে উৎকৃষ্ট শর্করা জন্মে। ঐ শাকের নিষ্পীড়িত মূল সকলও ব্যর্থ যায় না, উহার দ্বারা গো, মেষাদির ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে অনেক কৃষক ঐ শাকের চাস করিতেছে এবং উহা দ্বারা সম্বৎসরের মধ্যে বহু সংখ্যক গো, মেষাদি জীবিকা পাইতেছে†।

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

১।—আমিরিকার অন্তঃপাতী নিউ জর্শী নামক স্থানে, এক প্রকার মৃত্তিকা প্রকা-

* Mr. Boutigny.

* Literary Gazette 21st March 1857.

† Chamber's journal.

শিত হইয়াছে, তাহাতে এলুমিনম্ নামক ধাতুর ভাগ অধিক আছে, ব্যবসায়ী লোকে অতি অল্পমাত্র পরিশ্রম ও অল্পমাত্র ব্যয় করিয়া যথেষ্ট এলুমিনম্ প্রাপ্ত হইতেছে*।

প্রাণী বিদ্যা।

১।— এক জন ভ্রমণ কারী ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তিনি আফ্রিকা খণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন, যে তথাকার কোন কোন প্রান্তরে অসট্রিচ নামক পক্ষী ও মৃগ সমূহ দুই তিন মাস জল পান না করিয়াও থাকিতে পারে†।

শিল্প বিদ্যা।

১।— হিপ নামক এক ব্যক্তি পণ্ডিত তাড়িত বার্ত্তা বহের এক চমৎকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত যন্ত্রের বিশেষ গুণ এই যে উহা অনায়াসে সর্ব্বত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। যে কোন স্থানে হউক তাড়িত বার্ত্তাবহের তারে উক্ত যন্ত্র সংযোগ করিয়াদিলেই উহা দ্বারা অক্লেশে সম্বাদ প্রেরণ ও আনয়ন করায়াইতে পারে। উক্ত প্রকার যন্ত্র দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতেছে‡।

২।— আয়ারলণ্ড দেশীয় এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানাবর হে সাহেব, সম্প্রতি সাগরের গভীরতা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছেন, যে আটলাণ্টিক নামক মহাসাগরের কোন কোন স্থান৩।। সার্দ্ধ তিন ক্রোশেরও অধিক গভীর। দক্ষিণ হিমসাগরের কোন স্থান ৫ ক্রোশেরও অধিক গভীর হইবেক।

৩।— ফ্রান্স রাজ্য নিবাসী ডেণ্ডুরণ নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ শিল্পকার জলমগ্ন হইবার এক আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সমুদ্রাদির গভীর জলে মগ্ন হইবার জন্য এপর্য্যন্ত যত প্রকার যন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লিখিত যন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এক্ষণকার প্রচলিত জল মগ্ন যন্ত্র অবলম্বন করিয়া লোকে অতি গভীর জলে মগ্ন হইতে পারিত না। জল মধ্যে অধিক দূর অবতরণ করিতে হইলে যন্ত্র স্থিত বায়ুভারে লোকের পীড়া বোধ হইত এবং নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ হইবার সম্ভাবনাও হইত। প্রচলিত যন্ত্র দ্বারা উর্দ্ধ সংখ্যা লোকে ২৩।২৬ হাত জলের নীচে গমন করিতে পারিত। কিন্তু ডেণ্ডুরণ সাহেবের যন্ত্র দ্বারা মনুষ্য যত দূর ইচ্ছা, ততদূর পর্য্যন্ত জলের নিম্নে মগ্ন হইতে পারে। এই যন্ত্র তাম্রেতে নির্ম্মিত এবং ইহার আকার প্রায় বস্ত্রের ছত্র সদৃশ। ইহা দ্বারা অবগাহনকারী ব্যক্তির মস্তক অবধি কটি পর্য্যন্ত আবৃত হয় এবং উহার মধ্যে উপবেসন যোগ্য প্রায় এক মণ পরিমিত শীশকময় উৎকৃষ্ট আসন আছে, উহাতে ঐ ব্যক্তি সুখেতে বসিতে পারে এবং উহার ভারে ঐ যন্ত্র সচ্ছন্দে জল মধ্যে মগ্ন হয়। বিশেষতঃ ঐ যন্ত্রেতে গটা পার্চা নির্ম্মিত একটি দীর্ঘ নল সংলগ্ন আছে, ঐ নলের মধ্যভাগ জলমগ্ন ব্যক্তির মুখেতে যুক্ত থাকে এবং দুই প্রান্ত জলের উপরিভাগে পোত বা তটস্থিত লোকের হস্তে থাকে। উক্ত নল দ্বারা জল মগ্ন ব্যক্তি অনায়াসে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে তট বা বা পোত স্থিত ব্যক্তিকে আপনার মন্তব্য কথা জানাইতে পারে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্প নিপুণ পণ্ডিতগণ এই অভিনব যন্ত্রের বিস্তর উৎকর্ষতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সকলেই পূর্ব্ব প্রচলিত যন্ত্র ত্যাগ করিয়া ইহা ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন*।

৪।— ফ্রান্স রাজ্যে এক্ষণে এলুমিনম ধাতুর দ্বারা অনেক প্রকার তৈজস প্রস্তুত হইতেছে। উহা দ্বারা পান পাত্র, দর্ব্বী ও অন্যান্য তৈজস নির্ম্মিত হইতেছে। এলুমিনম্ নির্ম্মিত ঐ সকল বাসন দেখিতে রূপার মত পরিষ্কার হইতেছে, অথচ রূপা অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতেছে†।

৫।— নিউওয়াল নামক এক জন শি-

* Chamber's journal for January 1857.

† Literary Gazette.

‡ Chamber's journal.

* Literary Gazette January 24th 1857.

† Literary Gazette.

ম্পাদনার এক প্রকাণ্ড ব্যাপার সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আটলাণ্টীক মহাসাগরের উপর দিয়া আমিরিকা হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত এক তাড়িত বার্ত্তাবহে তার চালিত হইবেক। নিউএয়াল সাহেব ঐ তার প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়—— তারের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ আট ক্রোশ হইবেক। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইলে সংসারের অনেক উপকার দর্শিবে।

৬।—আমিরিকায় এক আশ্চর্য্য দিক্ দর্শন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ যন্ত্র দ্বারা দিক্ নির্ণয় কাল নিরূপণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার পরিমাণাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত যন্ত্র দ্বারা গ্রহগণের দূরতা পর্য্যন্ত পরিমাণ করা যায়। রাত্রিতে কোন্ সময় চন্দ্রোদয় হইবেক ও কখন্ কোন্ গ্রহ দৃশ্য হইবেক, তাহাও ঐ যন্ত্র দ্বারা জানা যাইবে।

৭।—পোরো নামক এক জন সাহেব এক চমৎকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত দূরবীক্ষণ একটি সামান্য দৃষ্টি যন্ত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র, উহা সঙ্গে লইয়া অনায়াসে সর্ব্বত্র যাওয়া যায়। বিশেষতঃ উহা দ্বারা বহু দূরের পদার্থ নিকটস্থ বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হয়*।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য বা সভ্য ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি মাসিক আটআনা করিয়া সভায় প্রদান করিবেন, তাঁহারা নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ঋণ পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের কার্য্যালয়ে লিথোগ্রেফিক যন্ত্র ও মুদ্রা যন্ত্রে নানা প্রকার কর্ম্ম হয়, ও পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার জন্য নানা প্রকার নূতন ইংরাজী ও বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করা হইয়াছে। অতএব সাধারণের প্রতি নিবেদন, ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে যাঁহার প্রয়োজন হয় এবং লিথোগ্রেফিক কোন কার্য্য যাঁহার আবশ্যক হয়, তিনি এখানে প্রেরণ করিলে নিয়মিত মূল্যে ও নিয়মিত সময়ে অতি উত্তম রূপে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তক বিক্রয়।

বাবু শিবচন্দ্র দেব কৃত শিশু পালন। ... ... ॥০

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত ... ॥০

ষট্চক্র নিরূপণ প্রভৃতি পুনর্মুদ্রিত ... ॥০

শাঙ্কর ভাষ্য আনন্দগিরি টীকা স্বামি টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় ...	১
তৃতীয় অধ্যায়	।৴০
চতুর্থ অধ্যায়	॥০
পঞ্চম অধ্যায়	।৵০
ষষ্ঠ অধ্যায়	।৶০
সপ্তম অধ্যায়	।০
অষ্টম অধ্যায়	।৴০
নবম অধ্যায়	।০
দশম অধ্যায়	।৴০
একাদশ অধ্যায়	।৵০
দ্বাদশ অধ্যায়	৵০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	॥৵০

* Chamber's journal

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা ১ শ্রাবণ বুধবার, সম্বৎ ১৯১২ কলিযুগাব্দঃ ৪৯৫৬

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর জগতের আশ্রয়।

জগদীশ্বর আমাদিগের আশ্রয়। আমরা সকলেই তাঁহার আশ্রিত। তিনি আমাদিগের জ্ঞানের আশ্রয়, প্রাণের আশ্রয়, শক্তির আশ্রয় এবং ধন মান যশঃ পৌরুষ প্রভৃতি সকল সম্পদেরই কারণ। ইহা নিশ্চয় সত্য যে আমরা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমরা যে কি রূপে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, এবং কি প্রকারে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের সকলের বুদ্ধি দ্বারা সমান রূপে অনুভূত হয় না। অতএব ইহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় যত অধিক আন্দোলন করা যায়, ততই আমাদিগের বুদ্ধিতে অধিক উজ্জ্বল হইতে থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতঃ প্রত্যেক পদার্থকেই পরমেশ্বর এক এক প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। সকল পদার্থই স্ব স্ব প্রকৃতিতে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে, কস্মিন্ কালে কোন পদার্থ আপন প্রকৃতি পরিত্যাগ করে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের শৈত্য গুণ, চিরদিনই অগ্নি ও জলের সহচর হইয়া রহিয়াছে, এবং বীজের উৎপাদিকা শক্তি ও বায়ুর প্রবাহ ধর্ম্মও চিরদিন উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ যে পদার্থের যে প্রকার প্রকৃতি তাহা চিরদিনই উক্ত পদার্থের নিত্য সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ এই যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি সিদ্ধ কার্য্য প্রণালীকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া উক্ত করেন। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বসুন্ধরা শস্যবতী হইতেছে, বৃক্ষগণ ফলশালী হইতেছে, উচ্চ শৃঙ্গ পর্ব্বত সকল স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছে, তরঙ্গিত সমুদ্র গর্ভে নিশ্চল শৈল সমূহের সঞ্চার হইতেছে, নদ হ্রদ সিন্ধু সরোবর হইতে জলীয় বাষ্প সকল উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘের সঞ্চার করিতেছে, এবং পুনর্ব্বার সেই মেঘ বৃষ্টি নবাম্বু রূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টি রূপে ধরাতলে পতিত হইতেছে। সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তৎ সমুদয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম সিদ্ধ কার্য্য। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যদি ক্ষণকালের জন্যও সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির কিছুমাত্র শোভা থাকেনা, এবং আমাদিগের কোন সুখস্বচ্ছন্দতা রক্ষা পায় না। যদি প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর এক্ষণকার মত শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, জীব জন্তু সকল

জীবিকা প্রাপ্ত হয় না, এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য আর এক্ষণকার ন্যায় সুনিয়মে সম্পন্ন হয় না। তাহা হইলে সাগর শুষ্ক হইতে পারে, পর্ব্বত উৎপাটিত হইতে পারে, সূর্য্য তমসাচ্ছন্ন হইতে পারে এবং ধরণী শস্য হীনা ও হইতে পারে। তাহা হইলে যে সংসারে কি ভয়ঙ্কর বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা ব্যক্ত করা কঠিন। তাহা হইলে এসংসার নিশ্চয় সংহার দশায় উপনীত হয়। অগ্নি যদি স্বীয় দাহিকা শক্তি ত্যাগ করে, জল যদি আপন সন্তাপ হারিণী শীতল শক্তি বিহীন হয়, বায়ু যদি প্রবাহিত হইতে অক্ষম হয় এবং বীজ যদি আপন উৎপাদিকা শক্তি হইতে পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে কি আর কোনরূপে এসংসার রক্ষা পাইতে পারে? কিন্তু যখন ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, যে জগদীশ্বর যে পদার্থকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তৎ তৎ পদার্থে সেই সেই প্রকৃতি বিদ্যমান থাকাতেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য শৃঙ্খলা রক্ষা পাইতেছে, তখন নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এ বিশ্ব তাঁহারই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। তিনি যে পদার্থকে যে প্রকার শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, সে পদার্থ সেই শক্তি অনুসারেই জগৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, অতএব পদার্থ মাত্রের শক্তিকে তাঁহার শক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহারই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও ধূমকেতু সকল বিনাবলম্বনে শূন্যেতে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহারই প্রভাবে প্রভাকর এতাদৃশ প্রভাবশালী হইয়াছে, এবং তাঁহারই শক্তি অবলম্বন করিয়া বৃহদাকার গ্রহ সকল যথানিয়মে অনবরত শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাঁহারই বলে অতিবাত বলিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় উচ্চ শিখর অচল শ্রেণী এক স্থানে স্থিত রহিয়াছে। উর্ম্মিমান্ সাগর তরঙ্গেও তাঁহার বল প্রকাশ পাইতেছে এবং কঠোর বজ্র নির্ঘোষেও কেবল তাঁহার শক্তি ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহারই শক্তি প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, তরু সকল ফলমুখ হইতেছে এবং যথানিয়মে পৃথিবী শস্য পূর্ণা হইতেছে। আমরা তাঁহার শক্তি আশ্রয় করিয়া প্রাণ বায়ু প্রাপ্ত হইতেছি, পদত্রজে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছি, এবং বাক্য উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহার মহীয়সী শক্তিই এ বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ, কেবল তাঁহারই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম কীট হইতে অতিকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, সামান্য দূর্ব্বাদল হইতে উচ্চতর পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং অণু প্রমাণ রেণু কণা হইতে মহদায়তন সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত, সকলই তাঁহার শক্তির আশ্রিত। অজ্ঞানী লোকে পদার্থ বিশেষে তাঁহার আবির্ভাব কল্পনা করিয়া বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু ফলতঃ তিনি সকল পদার্থেই সমান রূপে আবির্ভূত রহিয়াছেন, যখন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি সকল পদার্থই তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তখন পদার্থ মাত্রেই তিনি সম্পূর্ণ প্রকট রহিয়াছেন, অচেতন জড় পদার্থ তাঁহারই আবির্ভাবে সচেতন জীবের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। জননী যেমন স্বীয় সন্তানকে যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়েতে রক্ষা করে, বিশ্বপিতা জগদীশ্বরও সেইরূপ আমাদিগকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সকরুণ আশ্রয় চ্যুত হইলে নিমেষার্দ্ধও জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমরা কেন, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের এক কণা মাত্রও রক্ষা পায় না। তাঁহার শক্তিই জগতের জীবন, তাঁহার অনুপম জ্ঞানই বিশ্বের কারণ এবং তাঁহার করুণাই ইহার সকল সৌন্দর্য্য। সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্বাহ্য সেই এক মাত্র অনাদি পুরুষের শক্তিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহীয়সী ইচ্ছার প্রতিরূপ মাত্র। কি দূর্ব্বাদলাগ্র স্থিত উজ্জ্বল শিশির বিন্দু, কি উন্নত তরঙ্গ বিশিষ্ট প্রশস্ত সমুদ্র জল, কি সূর্য্য কিরণ বিভাসিত সামান্য রেণু কণা, কি সমুন্নত শিখর শোভিত অচল শ্রেণী, কি সুগন্ধ কুসুম মণ্ডিত মনোহর পুষ্প কানন, কি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদি পূর্ণ অসীম আকাশ

মণ্ডল, কি নিকুঞ্জ বিহারী বিহঙ্গ কুলের মধুর সঙ্গীত, কি উজ্জ্বল অগ্নিমালা তুল্য বিদ্যুতের কঠোর ধ্বনি, সকলই সেই এক মাত্র জগদীশ্বরের শক্তির আশ্রিত। সাধু ব্যক্তি যে সময় কোন প্রকার স্বাভাবিক ঘটনা সন্দর্শন করেন, তৎকালে তিনি তন্মধ্যে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মহানন্দে পুলকিত হয়েন। জগদীশ্বর যে কেবল এই সমস্ত বাহ্য বিষয়েরই আশ্রয় এমন নহে, তিনি আমাদিগের আত্মারও আশ্রয়, আমাদিগের আত্মাও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য মনে যে প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই শক্তির আশ্রয়েই মনুষ্যের সমুদায় মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, মনুষ্য যেমন তাঁহার মহিমা প্রভাবে বাহ্য বিষয় হইতে আপনার জীবনাবলম্বন প্রাপ্ত হইতেছে, সেই প্রকার তাঁহার প্রদত্ত মানসিক শক্তি অবলম্বন করিয়া অসংখ্য প্রকার জ্ঞান কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। মন যদি ক্ষণকাল মাত্র তাঁহার প্রদত্ত শক্তি পরিচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। অচেতন জড় পদার্থ যেমন এক মাত্র তাঁহার শক্তি প্রভাবে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে, সচেতন জীবাত্মাও সেই প্রকার তাঁহারই করুণা প্রসাদাৎ স্বকীয় প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইতেছে। জগদীশ্বর যেমন স্বীয় শক্তি দ্বারা জড়েতে আবির্ভূত আছেন, সেই প্রকার সমুদায় চেতন পদার্থেও প্রকটিত রহিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা এই রূপে তাঁহাকে সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান দেখিয়া „ তমসি তিষ্ঠন্ তমসোঽন্তরোযং তমোন বেদ যস্য তমঃ শরীরং ইত্যাদি „ মহা বাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি সকল বস্তুতেই সমভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি কোন পদার্থ বিশেষের নিকটতরও নহেন এবং কোন পদার্থ বিশেষ হইতে দূরও নহেন। তিনি সর্ব্বদা সকল বস্তুতে সমান রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, আমরা যখনি তাঁহাকে দূর মনে করি, তখনি তাঁহাকে দূরস্থ করিয়া দেখি এবং যখনি তাঁহাকে নিকট ভাবি তখনিই আপনার সন্নিকটে দেখিতে পাই। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সকরুণ ক্রোড়ে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন, আমরা কেবল ভ্রমেতে অন্ধ হইয়া আপনাদিগকে তাঁ হইতে দূর মনে করি।

দৃষ্টিবিভ্রম

দর্শন শ্রবণ স্পর্শনাদি যে কএকটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্য বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, তৎসমুদায় ইন্দ্রিয়েরই ভ্রান্তি জন্মে। ব্যক্তি বিশেষ হইতে কখন দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়ক ভ্রান্তির উদাহরণ পাওয়া যায় এবং কোন সময় ব্যক্তি বিশেষে বিলক্ষণ শ্রুতি ভ্রমও দৃষ্ট হয়। কোন সময় দৃশ্য পদার্থের অবর্ত্তমানেও চক্ষেতে নানা প্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন বা শব্দ ব্যতিরেকেও কর্ণেতে ঘণ্টার রবাদির ন্যায় নানা প্রকার শব্দ শুনা যায় এবং কোন কোন সময় স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম হেতু উষ্ণ পদার্থকে শীতল ও হিম দ্রব্যকে উষ্ণ বোধ হয় *। এই রূপে যখন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা অবস্তুতে বস্তু বোধ বা এক প্রকার পদার্থকে অন্য প্রকার বোধ হয়, তখনি সেই ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি বলা যায়। এই সমস্ত ভ্রান্তির মধ্যে চক্ষু বিষয়ক ভ্রান্তিরই নাম দৃষ্টি বিভ্রম এবং সকল প্রকার ভ্রমের অপেক্ষা দৃষ্টি ভ্রমই অধিক বিস্ময় কর।

নানা সময় নানা কারণে নানা প্রকার দৃষ্টি বিভ্রমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তন্মধ্যে পণ্ডিত গণ যে কএক প্রকার প্রধান প্রধান দৃষ্টি বিভ্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, পশ্চাতে তাহাই উক্ত হইতেছে।

১।—দীর্ঘকাল কোন বস্তুর উপর স্থিরভাবে চক্ষু রাখিয়া তাহা হইতে নেত্রাকর্ষণ পূর্ব্বক অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নেত্র ক্ষেত্রে ঐ পূর্ব্ব দৃষ্ট পদার্থের প্রতি

* ডাক্তর [illegible] বর্ণন করিয়াছেন যে এক ব্যক্তির স্পর্শেন্দ্রিয় এমত বিকৃত হইয়াছিল, যে উষ্ণ পদার্থকে তাহার শীতল বোধ হইত এবং শীতল বস্তু উষ্ণ জ্ঞান হইত। Abercrombie's Mental philosophy.

তা প্রকাশ পায়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে অধিক ক্ষণ আপনার ছায়ার প্রতি স্থিরভাবে চক্ষু রাখিয়া যদি আকাশের দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে শূন্যেতে এক মনুষ্যের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তর ডারউইন এ বিষয়ের অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। একদা উল্লিখিত ডাক্তর একখানি পীতবর্ণের কাগজের উপর নীল মসী দ্বারা বড় বড়* অক্ষরে একটি শব্দ লিখিয়া দীর্ঘকাল তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, অনন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিলেও ঐ লেখাটি পুনর্ব্বার তাঁহা কর্ত্তৃক পীতবর্ণে দৃষ্ট হইল এবং তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলে পরেও কিয়দ্দূরে এক ভিত্তির উপর উক্ত লেখাটি পীত বর্ণাক্ষরে দেখিতে পাইলেন. আর এক ব্যক্তি এক চিত্রময় কুমারী ও একটি চিত্রিত শিশু বালকের প্রতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক অন্যদিকে যেমন নেত্র নিক্ষেপ করিলেন, অমনি কিয়দ্দূরে পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল একটি কুমারীর ক্রোড়ে এক বালক সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ অবাস্তব মনুষ্য মূর্ত্তি দুই মিনিট পর্য্যন্ত তাঁহার নেত্র পথে বিরাজিত রহিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর আইজেক নিউটন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে তিনি বামনেত্র মুদ্রিত করিয়া যদি কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যের উপর স্থির করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুতে যেমন সকলদিকে একটি সূর্য্যবিম্ব দৃষ্ট হইত, সেইরূপ কোন শ্বেত ক্ষেত্রে তাঁহার বাম চক্ষু পাতিত হইলেও তদ্দ্বারা এক সূর্য্যের আকার অবলোকিত হইল। তিনি এই আশ্চর্য্য রূপে সূর্য্য সন্দর্শন করা এমনি আয়ত্ত ও অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, যে তিনি যখন যে স্থানে মনে করিতেন, তখনি সেই স্থানে সূর্য্যের আকার দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন নিশীথ সময়ে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার দৃষ্টি পথে ঐ কল্পিত সূর্য্য মূর্ত্তি আসিয়া উদয় হইত। ডাক্তর ফেরিয়ার নামক এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি দিবা ভাগে যে কোন প্রকার প্রিয় দর্শন দর্শন করিতেন, রজনীতে কোন অন্ধকার গৃহ মধ্যে সেই সমস্ত রূপ তাঁহার চক্ষেতে দৃষ্ট হইত

২।— কোন কোন প্রকার দৃষ্টি বিভ্রমে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ই ভ্রান্ত হয়, মনের কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রম জন্মে না। কোন শূন্য স্থানে চক্ষুতে নানা প্রকার বস্তুর আকার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল বস্তুতে মনের প্রত্যয় হয় না। গ্রন্থাদি মধ্যে এ প্রকার ঘটনার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক ব্যক্তি চক্ষু উন্মীলন করিলে আপনার মুখ দেখিতে পাইত। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে ঐ রূপে সে আপনাকে কখন বৃদ্ধ, কখন যুবা ও কখন অতি বালকের ন্যায় অবলোকন করিত। কোন কোন সময় এই ব্যক্তি কেবল কতিপয় স্ত্রী ও পুরুষের মস্তকের আকার দেখিত। ইহার যখনি ইচ্ছা হইত, তখনি এব্যক্তি ঐ প্রকার নানাবিধ মায়া মূর্ত্তি আপন দৃষ্টি পথে আনয়ন করিতে পারিত। একজন বৃদ্ধের এমনি দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছিল, যে সে যখন আহার করিতে বসিত, তখনি আপনার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিত।

ডাক্তর ডিউয়র এক চমৎকার দৃষ্টি বিভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক অন্ধ স্ত্রীলোক যে সময় পথে গমন করিত, তখন তাহার বোধ হইত যে একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক এক প্রকার রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তাহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, কিন্তু ঐ অন্ধ স্ত্রী যে সময় আপন পুরীমধ্যে বাস করিত তৎকালে তাহার ঐ প্রকার ভ্রম জন্মিত না। ইউরোপীয় এক ব্যক্তি ভদ্রলোকের এমনি দৃষ্টি ভ্রম জন্মিয়াছিল, যে তিনি পথি মধ্যে কোন মনুষ্যকে সন্দর্শন করিলে তাহা যথার্থ মনুষ্য কি তাঁহার দৃষ্টি ভ্রম ইহা হঠাৎ নিশ্চয় করিতে পারিতেন না, এই জন্য তিনি প্রায় মনুষ্য মাত্রকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া সংশয় দূর করিতেন।

* Abercrombie's Mental philosophy.
† Abercrombie's Mental philosophy.

৩।— কখন কখন স্বপ্ন হেতুও বিভ্রমের উৎপত্তি হয়। কোন কোন মনুষ্যের কাকনিদ্রাবৎ এমনি এক প্রকার নিদ্রা হয়, যে তাহারা বসিয়া দাঁড়াইয়াও পথে গমন করিতে করিতে নিদ্রা যায়। ঐরূপ সূক্ষ্ম নিদ্রাকালে তাহারা যে সকল স্বপ্নাবলোকন করে, তৎসমুদয়কে স্বপ্ন জ্ঞান না করিয়া যথার্থ বোধ করে, কারণ তাহারা ঐ নিদ্রার অনুভব করিতে পারে না। তাহাদিগের এমনি জ্ঞান হয় যেন তাহারা জাগ্রতই আছে, সুতরাং ঐ নিদ্রাবস্থার স্বপ্নও তাহাদিগের নিকট স্বরূপ বলিয়া প্রতীত হওয়া কিছু অসম্ভব হইতে পারে না।* এক ভদ্রলোকের ভবনে একটি কন্যা থাকিত, ঐ কন্যা অকস্মাৎ এক দিন এক ভয়ঙ্কর প্রতিরূপ স্বপ্নাবলোকন করিয়া কহিল, যে আমার সম্মুখে এক বিকটাকার ভূত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অপর এক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় এক ভয়ঙ্কর বানর স্বপ্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে আপন সম্মুখে ঐ স্বপ্ন দৃষ্ট বানরের ন্যায় অবিকল এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে†।

৪।— যে বিষয় গাঢ় রূপে মনেতে চিন্তা করা যায়, কোন কোন সময় তাহাও প্রত্যক্ষবৎ সম্মুখে উদয় হইয়া থাকে। ঐ চিন্তিত বিষয়ের প্রতি এমন ভ্রম জন্মায়, যে তাহাকে কোন মতেই অবাস্তব বলিয়া বোধ হয় না। এক ব্যক্তির একটি প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু হইলে পর সে সমস্ত দিন ঐ মৃত বন্ধুর আকৃতি প্রকৃতির বিষয় দৃঢ়তর রূপে চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার পর ভোজন পানাদি সমাপন করিয়া আপনার বাটীর সন্নিকট একটি প্রান্তরে বায়ু সেবন করিতে যাত্রা করিল, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখে যে তাহার সেই প্রিয়বন্ধু তাহার পুরোভাগে অনতিদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে ব্যক্তি আপন সম্মুখে ঐ মৃত বন্ধুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই মায়া মূর্ত্তির দিকে স্থির নেত্র করিয়া ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইয়া দেখিল, যে সেই অনপেক্ষিত অদ্ভুত আকার শূন্যেতে লীন হইল*। এক ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ হইলে পর সে সর্ব্বদা মনোমধ্যে আপন প্রিয়তমার রূপ গুণাদির বিষয় আলোচনা করিত। এক দিবস রজনীতে সে ব্যক্তি আপন গৃহেতে বসিয়া আছে, এমত সময় দেখিল সে তাহার সেই মৃত পত্নী গৃহের কবাট মুক্ত করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং তাহাকে আপনার সমস্ত কুশল বৃত্তান্ত অবগত করিয়া এক সঙ্গে বেড়াইতে অনুরোধ করিল*।

সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক সার ওয়াল্টর স্কট ব্যক্ত করিয়াছেন, যে প্রগাঢ় মানসিক উৎকণ্ঠা হেতু এক ব্যক্তি কতিপয় সামান্য বস্তুকে মনুষ্য বোধ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এক জন প্রসিদ্ধ কাব্যকারের মৃত্যু হইলে পর তাহার একজন আত্মীয় অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনীতে ঐ শোক মুগ্ধ ব্যক্তি উল্লিখিত মৃত কবির রচিত কোন একটি প্রস্তাব পাঠ করত তল্লেখকের লিপি নৈপুণ্য, রসাল শব্দ বিন্যাস ও অনুপম ভাব মাধুরী প্রভৃতি নানা প্রকার সদ্গুণ আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং উহার আপাদ মস্তক সমস্ত অবয়ব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ঐ প্রস্তাব পাঠে বিরত হইয়া গৃহের বহির্গমন করিবার মানসে সম্মুখস্থ একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। ঐ গৃহদ্বারের নিকট কোন বাতায়ন ও গবাক্ষ দিয়া মন্দ মন্দ চন্দ্ররশ্মি পতিত হইতেছিল। ঐ অস্পষ্ট ইন্দু কিরণের আভাতে ঐ ব্যক্তির বোধ হইল, যে অনতিদূরে তাহার সেই মৃত বন্ধু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই অসম্ভব ব্যাপার সন্দর্শনে তাহার চিত্তের কিছুমাত্র বিকলতা না হইয়া সে তৎক্ষণাৎ উহার তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইল। কিন্তু পরিণামে বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে ঐ গৃহদ্বারের ন

* Chamber's Information for the people.

† Abercrombie.

* Abercrombie.

বণিকাদি কতকগুলী সামান্য পদার্থে তাহার উক্ত প্রকার মনুষ্য ভ্রম হইয়াছিল*।

৫।— কোন কোন সময় মাদকদ্রব্য বিশেষতঃ অহিফেণ সেবন জন্যও দৃষ্টি বিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ডাক্তর গ্রেগোরি একদা তাঁহার কোন আত্মীয় স্ত্রীলোকের পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া তত্ত্বাবধারণ করণার্থে সমুদ্র পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ অবলাকে দেখিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনি সমুদ্র পথের কষ্ট পরিহার প্রত্যাশায় অহিফেণ ঘটিত কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন পূর্ব্বক আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, যে ঐ পীড়িতা স্ত্রীলোক তাঁহার নেত্র পথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় তিনি এমন সুস্পষ্ট রূপে ঐ স্ত্রীলোকের আকার অবলোকন করিলেন, যে তাহার নিকটস্থ হইয়া সাক্ষাতেও তিনি কখন তাহাকে এ প্রকার পরিষ্কার করিয়া দেখেন নাই*। আর এক ব্যক্তিও ঐরূপ অহিফেণ ঘটিত ঔষধ সেবন করিয়া দৃষ্টি ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিশেষ এই যে এ ব্যক্তি যখন চক্ষু নিমীলন করিত তখনি নানা প্রকার মায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইত কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিলে তাহার দৃষ্টি পথে আর কিছুই থাকিত না*।

৬।—শারীরিক রোগ, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের পীড়া জন্যও কোন কোন ব্যক্তির দৃষ্টি বিভ্রম জন্মে। যখন মনুষ্যের শরীর কোন্ রোগে আক্রান্ত থাকে, অথবা যে সময় মনুষ্য দেহে কোন নূতন রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহার মনোমধ্যে যে কোন বিষয় বিশেষ রূপে জাগ্রত হয়, সেই বিষয় প্রত্যক্ষবৎ তাহার দৃষ্টি পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও সর্ব্বদা সকল মনুষ্যেতে এই রূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু দৈহিক রোগ হেতু মনুষ্যের দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হইবার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ডাক্তর গ্রেগোরি ব্যক্ত করিয়াছেন যে এক ব্যক্তির অপস্মার রোগ ছিল। যে সময় ঐ ব্যক্তির উক্ত রোগ উপস্থিত হইত, তৎকালে সে দেখিত যে একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে এবং তাহার মস্তকে আঘাত করিতেছে। সে ব্যক্তি যেমন এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিত অমনি অচৈতন্য হইয়া পড়িত*। কোন ব্যক্তি উপর্য্যুপরি কিছু দিন দৃষ্টিবিভ্রমে ভ্রান্ত হইত, সে কখন কোন কোন জীবিত মনুষ্যের মূর্ত্তিও সন্দর্শন করিত এবং কখন বা নানা প্রকার মৃত মনুষ্যের আকারও দেখিতে পাইত। অনন্তর সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই রোগের কারণ স্থির করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত মোক্ষণ করিয়াদিলে পর অচিরেই ঐ রোগের প্রতীকার হইল*। অপর একটি স্ত্রীলোক এক অন্ধকার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে মৃত্যুর কল্পিত আকারের ন্যায় অবিকল এক অস্থিময় প্রতিরূপ একটি বাণ হস্তে করিয়া ঐ গৃহের এক কোণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং তাহার বিলক্ষণ অনুভব হইল যে ঐ অস্থিময় বিকট মূর্ত্তি স্বীয় করধৃত উক্ত বাণ দ্বারা তাহার বাম পার্শ্বে এক গুরুতর আঘাত করিল। যে রজনীতে ঐ স্ত্রীলোক এই প্রকার দুর্ঘটনা সন্দর্শন করিল, সেই রাত্রিতেই তাহার অতিশয় জ্বর হইল এবং ঐ আহত বামদিক্ বিলক্ষণ স্ফীত হইয়া উঠিল। ইহাতে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই স্থির করিলেন, যে ঐ জ্বর ও পার্শ্ববেদনা হেতুই ঐ স্ত্রীলোকের উক্ত প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ স্ত্রীলোকের শারীরিক রোগ ও মানসিক কল্পনা শক্তি উভয় মিশ্রিত হইয়া উক্ত প্রকার দৃষ্টিভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল*। শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হইলে যে মনুষ্য নানা প্রকার অবাস্তব আকার দেখিতে পায়, গ্রন্থাদি হইতে তাহার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং লোক সমাজ হইতেও তদ্বিষয়ক অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত সাংঘাতিক রোগী স্বীয় স্বীয় প্রত্যয়ানুসারে সর্ব্বদা কল্পিত যম ও যমদূতের

* Abercrombie.

* Abercrombie.

মূর্ত্তি চিন্তা করে, তাহার মধ্যে প্রায় অনেকেই আসন্নকালে যম ও যমদূতের কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

৭।—অনতিব্যক্ত চন্দ্রালোক ও বাষ্প পূর্ণ বায়ু ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থ হইতেও অনেকের দৃষ্টি বিভ্রম উপস্থিত হয়। অরণ্যাদি জন শূন্য স্থানে অনতিস্ফুট শশি কিরণে অনেকেরই অনেক সময় মনুষ্য ভ্রম হইয়া থাকে। যে সকল লোকের ভূত প্রেতাদি কল্পিত জীবের অস্তিত্বে প্রত্যয় আছে, তাহার মধ্যে অনেকেই অনেক সময় শশি শোভিত রজনীতে অরণ্যাদি বিজন স্থানে ভূত সন্দর্শন করিয়া ভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু পরিণামে পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ পায় যে কোন বৃক্ষস্কন্ধাদি পদার্থ বিশেষে পতিত জ্যোৎস্নায় মনুষ্য ভ্রম হওয়াতে তাঁহাদিগের উক্ত প্রকার অমূলক ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। হিবর্ট সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে একদা এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে এক দল পোতারোহী লোকে সমুদ্র জলে কোন মৃত মনুষ্যের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মহাবিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। অনন্তর পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ পাইল যে চন্দ্রালোক হেতু কোন জলমগ্ন পোতের ভগ্নাবশিষ্ট দারু খণ্ডে তাহাদিগের উক্ত প্রকার ভ্রম হইয়াছিল *। এক পর্ব্বতের নিকট একদা কোন এক ব্যক্তি শূন্য পথে কতকগুলি শস্ত্রপাণি সৈন্যের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। পরে অন্বেষণ দ্বারা ব্যক্ত হইল, যে ঐ পর্ব্বত সন্নিহিত স্থূল বাষ্প ক্ষেত্রে কতিপয় লুক্কায়িত বিদ্রোহী সেনার আকার প্রতিফলিত হওয়াতে তাহার উক্ত প্রকার ভ্রম জন্মিয়াছিল†। ভিন্ন ভিন্ন সময় এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি বিভ্রমের উৎপত্তি হয়, পণ্ডিত দিগের অনুসন্ধান দ্বারা যদিও তৎ সমুদায়ের কার্য্য কারণ অবধারিত হয় নাই, তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা দৃষ্টি ভ্রমের যে কিছু তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই সংসারের অনেক উপকার দর্শিয়াছে এবং অনেকের অনেক প্রকার কুসংস্কার দূর হইয়াছে।

* Abercrombie.

† Chamber's Information for the people.

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৫ অধ্যায়——সম্ভবপর্ব্ব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'হে অনঘ' দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, ও কৌরব এবং ভরত, ইহাদিগের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য বংশ-বিস্তার আদি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এতদ্বংশীয় সকলেই মহর্ষিদিগের ন্যায় মহাতেজস্বী ছিলেন। প্রচেতার দশ পুত্র, তাঁহারা সাধু ও পুণ্য শ্লোক; পূর্ব্বে মহানুভাব বলবান্ সকল তাঁহাদিগের মুখ বিনির্গত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল। সেই প্রাচেতস গণের পুত্র দক্ষ প্রজাপতি এবং দক্ষ হইতে এই প্রজা সকল উৎপন্ন হয়, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! এই নিমিত্তেই তাঁহাকে পিতামহ বলে। প্রাচেতস গণের পুত্র দক্ষ মুনি বীরিণীর গর্ভে আত্ম তুল্য সংশিত ব্রত সহস্র সন্তান উৎপাদন করেন। নারদ ঋষি সেই সহস্র দক্ষ সন্তান গণকে অনুত্তম সাংখ্যজ্ঞান রূপ মোক্ষ ধর্ম্ম অভ্যাস করান। হে জনমেজয়! অনন্তর প্রজা সিসৃক্ষু দক্ষ প্রজাপতি পঞ্চাশটী কন্যা উৎপাদন করিয়া তাহার দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, ও সাতাইশটী চন্দ্রকে প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে প্রধানা দাক্ষায়ণী অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হন, পরে তাঁহা হইতে বীর্য্যবান্ ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মেন। বিবস্বান্ হইতে ধর্ম্মাত্মা বৈবস্বত মনু এবং তাঁহার অনুজ যম উৎপন্ন হন। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি মানববংশ উৎপন্ন হয়, এজন্য তাহারা মানব বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অভ্যাস করিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারূষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র, এবং নাভাগারিষ্ট, মনুর এই দশ সন্তান

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরায়ণ হইলেন। ইহ লোকে মনুর আরও পঞ্চাশটী পুত্র ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিগ্রহে বিনষ্ট হন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ইলা হইতে বিদ্বান্ পুরুরবা উৎপন্ন হন, কিন্তু ইলা তাঁহার পিতা ও মাতা উভয় ছিলেন, ইহাও শ্রুত হইয়াছে। মহাযশাঃ পুরূরবা স্বয়ং মানব হইয়াও সমুদ্রাবৃত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধিপতি হইয়া অমানব গণে সর্ব্বদা আবৃত থাকিতেন। তিনি বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া বিপ্র বর্গের সহিত যুদ্ধ করতঃ আক্রুষ্ট ব্রাহ্মণ দিগেরও রত্ন সকল হরণ করেন। হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্ম লোক হইতে সনৎকুমার আসিয়া তাঁহাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট প্রতিগ্রহ করেন নাই। পরে ক্রুদ্ধ মহর্ষিগণের অভিসম্পাতে সদ্য বিনষ্ট হন। লোভান্বিত নরাধিপ পুরূরবার এই রূপে বলমদে সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তিনিই উর্ব্বশীর সহিত যজ্ঞার্থ যথাবৎ ত্রিধাবিভক্ত অগ্নি গন্ধর্ব্বলোক হইতে আনয়ন করেন। ইলার ছয় পুত্র; আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, এবং শতায়ু, আর উর্ব্বশী তাঁহার কন্যা। স্বর্ভানবী গর্ভে আয়ু হইতে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিরম্ভ, এবং অনেনসের জন্ম হয়। হে পৃথিবীপতি! আয়ুর পুত্র সত্যপরাক্রম ধীমান্ নহুষ ধর্ম্মের সহিত রাজ্য শাসন করেন। তিনি পিতৃ, দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য, সকলকেই সমান প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুগণকে শাসন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পশুজাতির ন্যায় তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করাইতেন। তিনি তেজ, তপস্যা, বিক্রম ও বল দ্বারা দেবতাদিগকেও পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অযাতি এবং ধ্রুব, এই ছয় প্রিয়বাদি সন্তান উৎপাদন করেন। তাহার মধ্যে যতি যোগানুষ্ঠান করতঃ মুনি হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। সত্য-পরাক্রম যযাতি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবী পালন ও বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বদা প্রযত হইয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত পিতৃ দেবার্চ্চনা করতঃ অপরাজিত চিত্তে প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন।

হে মহারাজ! দেবযানি ও শর্ম্মিষ্ঠা উভয়ের গর্ব্ভে যযাতির যে সকল সন্তান জন্মে, তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও গুণ সম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানি হইতে যদু ও তুর্ব্বসু, এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু উৎপন্ন হন। সেই যযাতি রাজা ক্রমাগত বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করতঃ শেষাবস্থায় বিরূপকারিণী ঘোরা জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে পুত্রগণ আমি কামচারী হইয়া যৌবন সহকারে যুবতী গণের সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা তদ্বিষয়ে সহায়তা কর। ইহা শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দৈবযানেয় যদু কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপে সহায়তা করিব, তাহা আজ্ঞা করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয় সম্ভোগ করি। আমি দীর্ঘ সত্র যজ্ঞ করিবার সময়ে উশনা ঋষির শাপে কামার্থ পরিহীন হইয়া তদবধি তাপিত আছি, অতএব তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার শরীর লইয়া রাজ্য শাসন করুক, আমি তাহার অভিনব কলেবর গ্রহণ পূর্ব্বক যুবা হইয়া কাম সম্ভোগ করি। যদু প্রভৃতি চারি জন তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন না, পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সত্য বিক্রম পূরু কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার যৌবন সম্পন্ন অভিনব শরীর লইয়া বিচরণ করুন, এবং আমি আপনার আজ্ঞায় জরা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যে অবস্থিতি করি। ইহা শুনিয়া রাজর্ষি যযাতি তপোবলে মহাত্মা পূরুকে জরা প্রদান করতঃ পৌরব বয়ো দ্বারা যৌবন প্রাপ্ত হইলেন এবং পূরুও যযাতি বয়ঃসহকারে রাজ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শার্দ্দূল সম বিক্রম নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি অপরাজিত চিত্তে উভয় পত্নীর সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া বর্ষসহ স্রান্তে পুন-

র্ব্বার চৈত্ররথের বনে বিশ্বাচীর সহিত র-মণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযশা যযাতি তখন কামভোগে নিরতিশয় তৃপ্তি প্রাপ্ত না হইয়া মনে মনে এই পৌরাণিক গাথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনা কখন নিবৃত্ত হয় না, প্রত্যুত ঘৃত প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে থাকে। বহুরত্ন সম্পন্না পৃথিবী, হিরণ্য, পশু ও বনিতাগণ, এ সমুদায় এক ব্যক্তির ভাগ্যে সম্ভবেনা, ইহা ভাবিয়া শান্তি আশ্রয় করিবেক। যখন লোকে মনোবাক্ কর্ম্ম দ্বারা কোন ভূতের উদ্দেশে কখন পাপাচরণ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম সম্পন্ন হন। যখন ইনি কাহা হইতেও ভয় না পান, এবং ইহা হইতেও কেহ ভীত না হয়, এবং যখন ইহাঁর কোন কামনা বা দ্বেষ না থাকে, তখনই ইনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! অকামতৃপ্ত মহারাজ যযাতি ইহা আলোচনা পূর্ব্বক মন ও বুদ্ধি দ্বারা কামনা হ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার পূরুকে যৌবন দিয়া তাঁহা হইতে জরা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া কহিলেন, হে পূরু! তোমাকে লইয়াই আমি পুত্রবান্, তুমিই আমার বংশধর সন্তান, অতএব তোমার সন্ততির পৌরব বংশ বলিয়া খ্যাতি হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর মহাতপা যযাতি পূরুকে রাজ্য প্রদান করিয়া ভৃগু তুঙ্গে গিয়া ঘোরতর তপস্যা করতঃ দারা দ্বয়ের সহিত যথাকালে অনশনে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ঈশ্বরোপাসনা।

যে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকরের উদয় দ্বারা এই জগন্মণ্ডল তমস্বিনীর আচ্ছাদন হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব্ব প্রকাশাত্মক সূর্য্যের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় ও অচিন্তনীয় পুরুষের সত্ব গুণাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্রে এক সময়ে এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্ব সংসার অসদবস্থা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে স্থিতি পাইতেছে, এবং সেই ইচ্ছার বিরাম হইলে কালেতে হয়তো সমুদায় পদার্থ নিবৃত্তি প্রাপ্তি দ্বারা অন্তে তাঁহাতেই বিশ্রাম করিবে। তিনি জ্ঞানেতে অভ্রান্ত, শক্তিতে অনন্ত, স্বীয় করুণা ন্যায় বিতরণে অবিশ্রান্ত এবং স্বভাবে পূর্ণ হয়েন। ন্যায় বস্তুত তাঁহারই নিরপেক্ষতার ভিন্ন একনাম বিশেষ, তদ্রূপ তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া পুলকাশ্রুপাত করা ও তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে ধর্ম্ম বলাযায়। যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপপুণ্যের সুবিচারকর্ত্তা, একাধিপতি রাজা, পরম জ্ঞানদাতা গুরু এবং অন্তের পরাগতি হয়েন; যিনি বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ দ্বারা আমাদিগকে বুদ্ধিরূপ মহাবল, তাঁহাকে জানিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া এ পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম প্রধান ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আমাদিগের কি কর্ত্তব্য নহে যে সর্ব্বোপায়ে উল্লিখিত মহদ্ গৌরবকে রক্ষা করিয়া সেই পরমাত্মাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত নিষ্কাম ভক্তি মন্ত্রে নিয়ত অর্চ্চনা করি; যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষবিধ অযাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত অভাবনীয় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়েরও জ্ঞানলাভ করিয়াছি, এবং যাঁহার শরণ প্রভাবে অনিবার্য্য কুষ্ট মোহকে পরাভূত করিয়া শূরত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহার প্রতি মনের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার করা কি আমাদিগের অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষতঃ যখন আমাদিগের আদ্যন্ত সকল ক্রিয়া তাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছার অধীন, তিনি মনে করিলে আমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষায় অধিকতর ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় রাখিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া বরং আমাদিগের মনে ইহাপেক্ষায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপণের দৃঢ় আশা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; এবং তিনি ইহকালের অজস্র আনন্দের উৎসস্বরূপ

ও পরত্রের অপার শান্তির আলয়; তখন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্মার্পণ করা এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান অদ্ভুত শক্তি এবং উদারকরুণার উপরে পশ্চাদুক্ত ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তদুপাসকদিগের পক্ষে সর্ব্বদা উচিত। যথা, পরমেশ্বর যে কিছু করিতেছেন তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সম্যক্ বোধগম্য করিতে সমর্থ না হইলেও তাহা বিশেষ মঙ্গলোদ্দেশেই হইতেছে, অতএব চিত্তে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিধেয়।

ঈশ্বর আমাদিগের নিত্যধন, অথচ তিনি কাহারও নিজস্ব বস্তু নহেন; তাঁহার সহিত আমাদিগের প্রত্যেকের চিরসম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাতে আমাদিগের সকলেরই সমান অধিকার আছে। কিন্তু যখন সামান্য বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্তে একাগ্র ইচ্ছা ও যত্ন অপেক্ষা করে, তখন সেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম দুর্ল্লভ বস্তু সুযোগ্য অধিকারীর আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন বিরহে কি কখন সুলভ হইতে পারে? যে সাধু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কোথায়! সে ঐশ্বর্য্য মুদ্রা সংখ্যা দ্বারা গণনীয় নহে, তাহা শৌর্য্য বীর্য্য সহস্র বিবেক সন্তোষ দয়া ক্ষমা প্রভৃতিতে সতত পূর্ণ হয়। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ সে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতেও আলস্য ও কার্পণ্য পরতন্ত্র হয়েন না। তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই পরম ধন সমাংশে উপভোগ করা সকল হইতে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরমেশ্বর কেবল একমাত্র নিত্যপদার্থ, তিনি সমুদায় সত্যের পরম নিধান। এই নিমিত্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্ম বাদিরা তাঁহাকে সৎপদে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকও প্রকৃত বিচারে তাঁহার ন্যায় সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু জগতে আর কিছুই নাই; তিনি সত্য বলিয়াই তদীয় কার্য্য এই জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার কোনরূপ নাই, সত্যই তাঁহার অনুপমরূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভা, করুণা তাঁহার মনোহর শোভা এবং এই বিশ্ব তদীয় বিশাল ছায়া মাত্র। অতএব ছায়া স্বরূপ জগৎ সংসারকে যে মনুষ্য মোহের বিভ্রমবর্ত্তী বুদ্ধিতে নিযুক্ত হইয়া সত্য বোধ করত পরমেশ্বরেতে আস্থা শূন্য থাকে তাহার কেবল বিড়ম্বনামাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস রাখিয়াছে, প্রীতি এবং আশা স্থাপন করিয়াছে তাহার সে বিশ্বাস কদাচ বঞ্চিত হয় না, প্রীতি অপাত্রীকৃত হয় না এবং আশাও ফলশূন্য হয় না। হে সত্যস্বরূপ প্রজাপতির প্রিয়তম পুত্রেরা! একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের পরমারাধ্য বিশ্বপিতার পূজার্থে সুখময় বসন্ত সময়ে কিরূপ আয়োজন হইতেছে। দেখ সমস্ত প্রকৃতি অভিনব মনোহর শোভায় সুসজ্জিতা হইয়া কানন উদ্যান সকলকে নয়ন রঞ্জনকর শ্যামল প্রভা পটল দ্বারা বিকীর্ণ করিতেছে। তরু গুল্মলতা প্রভৃতি নবপ্রসূতীর ন্যায় নবীন দল পুষ্প ফল ভারাবনত হইয়া নির্ম্মাতাকে বারম্বার প্রণাম করিতেছে, অথবা তাঁহার নিবেদনার্থে উক্ত কুসুম ফলাদি ধারণ করিতেছে। আহা! কিবা রমণীয় বিচিত্রবর্ণে বিরাজিত কুসুমকুল বিশ্বপতির অর্চ্চনা নিমিত্ত অবিরত সুধাময় মধুক্ষরণ ও চমৎকার সৌগন্ধ্য বহন করিতেছে এবং তদুপরি উক্ত মধুপানাসক্ত মত্ত মধুকরগণ আপনাদিগের ভাবি শীত কালের সঙ্কুলন হেতু মকরন্দ সঞ্চয় করিতে নিরন্তর ব্যস্ত রহিয়াছে। অতএব আমাদিগেরও উচিত যে এতদ্দৃষ্টান্তে যৌবন বসন্ত ঋতু হইতেই আগামী কালরূপী দুরন্ত হেমন্ত কালের জন্য প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম স্বরূপ মধু সঞ্চয় করি। কারণ তখন অন্য সকল বস্তুই ব্যর্থ হইবে, কেবল ধর্ম্ম এক মাত্র ভরসার স্থল রহিবে। আহা! বিশ্বময়ের অধিষ্ঠানের জন্য বসুমতী কি অপূর্ব্ব হরিতাভরণে বিভূষিতা হইয়াছে। কিবা আশ্চর্য্য মন্দ মন্দ গমনে প্রফুল্লকর মলয় সমী-

রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে মনোহর সৌরভ বিস্তার দ্বারা অন্তরীক্ষ আমোদিত করিতেছে। এ দিকে সুরম্য কানন নিবাসী অসংখ্য বিহঙ্গ দল মনের হর্ষোদয়ে চিত্তহরণকারি স্ব স্ব মধুর স্বর আলাপন দ্বারা বিশ্বাধিপকে হৃদয় নিঃসৃত আনন্দের গান শ্রবণ করাইতেছে, এবং স্ফূর্ত্তির সহিত সেই আশ্চর্য্য চিত্রকরের চিত্রকৃত স্ব স্ব বিবিধ বর্ণের পতত্র প্রসারণ করিয়া গগন মণ্ডলে আক্রীড়ন করিতেছে। ঐ দেখ ময়ূর ময়ূরীগণ মনের প্রফুল্লতায় স্বীয় কলেবরের লাবণ্য কান্তি কলাপ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া চমৎকৃত ভাবে তাঁহার রাজসভার শোভা সম্পাদন করত কি সৌন্দর্য্যের সহিত নৃত্য করিতেছে; এবং নানা রাগ রঞ্জিত রত্নাবলীর দ্যুতি বিনিন্দিত আভাযুক্ত মনোহর পুচ্ছ বিস্তার করত তাঁহার কৃত কারিকরী তাঁহাকেই দর্শন করাইতেছে। এই প্রকারে বিশ্বরাজ্যেশ্বর তরুণ বসন্ত কালের স্বকৃত অনন্ত মহিমা প্রকাশ দ্বারা তদীয় প্রেমাসক্ত ধর্ম্মাত্মা পরম জ্ঞানি ঋষিদিগকে আমন্ত্রিত করিয়া তাহা দর্শন করাইতেছেন, এবং আপনিও তাহার অধিষ্ঠাত্রীরূপে বরণীয় হইয়া চরাচরের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। অতএব আইস আমরাও সকল সভ্রাতৃবর্গ ঐক্য হইয়া দেহরূপ মন্দিরে বিশ্বময়কে অধিষ্ঠান করিয়া ভক্তি বিধানে আরাধনা করি। যদিও তিনি বিভুরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাচ হীরক মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নজড়িত স্বর্ণের মন্দির অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী সংযতেন্দ্রিয় সরল শ্রদ্ধাবান্ সাধু ব্যক্তির মানসতীর্থই তাঁহার বিরাজ করিবার অতি উত্তম পবিত্র প্রিয়তম স্থান। অতএব চিত্তক্ষেত্রকে সরলতার সলিলে প্রক্ষালন এবং সত্য ব্যবহার দ্বারা পবিত্র করত তদুপরি ধর্ম্মরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শ্রদ্ধার আসনে সেই বিশ্বপ্রজাপতিকে আহ্বান করিয়া সকলে সমাধিযোগে নিত্য নিত্য ধ্যান ও পূজা কর, যে কৃতার্থ হইবে।

যে ব্যক্তির সত্যেতে প্রীতি আছে, সুতরাং সত্যকে জানিতে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সহিত চেষ্টা আছে, তাহার মিথ্যাতে ভক্তি থাকেনা এবং সে কপটতার বেশও ধারণ করে না। তাঁহার বিশেষ প্রতীতি হইয়াছে যে জগৎ কর্ত্তার কৌশল অভিপ্রায় নিয়মাদি যথাসাধ্য অবগত হইতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ না করিয়া শুদ্ধ উদর পূর্ত্তি পরিচ্ছদ শোভা ইতর ইন্দ্রিয় সেবা এবং লৌকিক ঐশ্বর্য্য চিন্তায় ব্যস্ত ও উন্মত্ত থাকা ইত্যাদি মনুষ্য জন্মের তাৎপর্য্য হইলে তাদৃশ জন্ম বিশেষ কোন ফল দায়ক না হইয়া তাহা নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর হয়। মনুষ্য জন্মের ফল পশু জন্মে প্রত্যাশা করা অসম্ভব কল্প বটে, কিন্তু মনুষ্যের দ্বারা পশুদের কার্য্য হওয়া সাতিশয় খেদের বিষয় অবশ্য বলিতে হইবে। তদ্রূপ তাঁহার ইহাও নিশ্চিত বোধ হইয়াছে, যে মনুষ্যদিগের যে জ্ঞান জ্যোতি তাহা সামান্য দীপালোকের ন্যায় অপরিষ্কৃত ও অনতিদূরব্যাপী, এজন্য সত্যরূপ সূর্য্যের প্রভা দ্বারা মন উজ্জ্বল না হইলে তাহা অতি সহজেই বারম্বার মোহের বশীভূত হয়। সেই মোহ হইতে সর্ব্বানর্থের মূল স্বার্থপরতা জন্মিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা ক্রমেতে লোভ, অত্যাকাঙ্ক্ষা, ছলনা, প্রতারণা, কাপট্য, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি শত্রুদল উপস্থিত হইয়া মনুষ্যের নিধনের কারণ হয় এবং সুখময় সংসার উদ্যানকে বিষময় বিষম জঙ্গাল পূর্ণ মহারণ্যে পরিণত করে। যে ব্যক্তি সত্যের পথে বিচরণ করে, এ সংসার ঈশ্বরের জানিয়া তাহাতে স্বার্থভাব ও প্রসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর কার্য্য সাধনে স্বতঃপরতঃ তৎপর থাকে; যাহার সত্য ধর্ম্মে অচলা নিষ্ঠা আছে, সে ঈশ্বরের পথেই ভ্রমণ করে, ঈশ্বরের জ্ঞানেতেই বিকশিত হয়, ঈশ্বরের বলেই বলবান্ থাকে এবং ঈশ্বরের করুণামৃত পানেই নিরন্তর আনন্দিত থাকে। তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, যে স্থানে সে আপনার আত্মাকে সমর্পণ করিয়াছে, যাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নিতান্ত নির্ভর করিয়াছে, সেখানে মোহের প্রভাব নাই, দুঃখের ক্রন্দন নাই এবং মৃত্যুরও অধিকার নাই, অতএব সে আর কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত হয় না। তাঁহার কে-

বল এতাবন্মাত্র প্রার্থনা, হে স্বপ্রকাশি পর মাত্মন। মোহকৃত পাপ হইতে রক্ষা করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার সত্য জ্যোতি দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান প্রদীপ উদ্দীপন কর, তোমার মুখ প্রভা দ্বারা এই অজ্ঞানময়ী তামসী নিশাকে প্রভাত কর, তোমার বলেতে আমাদিগকে বলযুক্ত কর, এবং তিতিক্ষা ও অধ্যবসায় আমাদিগকে প্রদান কর, যে প্রতিজ্ঞার সহিত তোমার মঙ্গলময়ী আজ্ঞা অনায়াসে বহন করিয়া ভবপারে নির্ভয়ে গমন করিতে পারি, এবং এই বিষপূর্ণ বিষয় রস হইতে মুক্ত করিয়া অবিরত শান্তি রস পানে আমাদিগকে চরিতার্থ কর, যে আমরা অমৃতের প্রিয়পুত্র হইয়া অচিরাৎ অমৃতকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্বপ্রণীত "শিশুপালন" নামক গ্রন্থের এক খণ্ড এ সভায় দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা

১ ভাদ্র রবিবার সম্বৎ ১৯১৪ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৮

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

একমেবাদ্বিতীয়ং
তৃতীয় ভাগ
১৭০ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৭৯ শক
চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি. একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি.
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

জ্যোতিঃ।

জ্যোতিঃ অতি অদ্ভুত পদার্থ। যদিও আমরা উহার সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই, তথাপি পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা উহার বিস্তৃতি ও গতি প্রভৃতির বিষয় যে কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্দ্বারাই জগদীশ্বরের বিস্তর মহিমা ব্যক্ত হইতেছে। জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে যখন তদীয় আলোক নির্গত হয়, তখন উহা অতি সত্বর বেগে সরল ভাবে গমন করে, উহা সার্দ্ধদ্বিপল কালের মধ্যে প্রায় ষষ্টিলক্ষ ক্রোশ যাইতে পারে। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে একটি সামান্য দীপ শিখা দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত আলোকময় হয় *। ফলতঃ আমরা আলোকের সত্বর বেগ মনেতে ধারণ করিতে পারি না। সূর্য্য হইতে তদীয় আলোক এত দ্রুতবেগে ভূমণ্ডলে পতিত হয়, যে পরমেশ্বর জ্যোতিতে বিশেষ কৌশল প্রকাশ না করিলে উহার বেগে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থই চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু কিবা জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! তিনি করুণা পূর্ব্বক জ্যোতির পরমাণু সকলকে এত সূক্ষ্ম করিয়াছেন, যে উহার উল্লিখিত রূপ সত্বর গতি দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন প্রকার অনিষ্ট উদ্ভাবিত না হইয়া বিশেষ কল্যাণই উৎপন্ন হয়। উহার সত্বর গতি দ্বারা পৃথিবীস্থ কোন প্রকার কঠিন পদার্থ চূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদিগের চক্ষুঃ প্রভৃতি কোমল পদার্থও কিছুমাত্র আহত হয় না। দিবাভাগে আমাদিগের চক্ষে অনবরত সূর্য্যালোক পতিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বরের কৌশল প্রভাবে আমরা অনায়াসে ঐ আলোকের অচিন্তনীয় সত্বর বেগ ধারণ করিতে পারি। আলোকের পতনেতে আমাদিগের নেত্রের কিছুমাত্র ক্লেশ হওয়া দূরে থাকুক, আমরা একবার জানিতেও পারি না যে আমাদিগের নেত্র ক্ষেত্রে কোন প্রকার পদার্থ স্পর্শ হইতেছে। পরম করুণাকর পরমেশ্বর আলোকের কণা সকল সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত করাতে সৃষ্টির আরও এক মহৎ অমঙ্গল নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে একবিন্দু আতসী কাচে যে কএকটি সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, তাহা একত্র সংহত হইলে তদীয় তেজে কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু সকল সহজেই দগ্ধ হয়, কিন্তু পৃথিবীস্থ নানা পদার্থে পলার্দ্ধের মধ্যে দিবাকর সহস্র সহস্র কিরণ কণা বর্ষণ করিতেছেন, অথচ তদ্দ্বারা

* A drop of tallow expended in the wick of a farthing candle shall send forth rays sufficient to fill a hemisphere of a mile diameter. P. N. Th.

কোন পদার্থই দগ্ধ হইতেছে না। হা! জগদীশ্বর, তুমি যদি করুণা করিয়া জ্যোতিঃ পদার্থকে এ প্রকার সূক্ষ্মতম অণুবিশিষ্ট ও সমধিক বিস্তৃত না করিতে, তাহা হইলে কি আমরা নিমেষ মাত্রও সূর্য্য কিরণ সহ্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা সূর্য্য কিরণে কোন্ কালে চূর্ণ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইতাম। যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভৌতিক পদার্থ দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তোমার মঙ্গলময় ব্যবস্থানুসারে তদ্দ্বারাও আমাদিগের অশেষ বিধ উপকার দর্শিতেছে।

জ্যোতির পরমাণু পরস্পর পরস্পরকে বিক্ষেপ করে, কখনই কেহ কাহারও সহিত যুক্ত হয় না, সুতরাং আলোকের কিছুমাত্র স্থূলত্ব অনুভূত হয় না। জ্যোতির স্থূলত্ব থাকিলে পৃথিবীর সকল পদার্থই উহার ভারে প্রপীড়িত হইত।

ইহা সকলেরি বিদিত আছে, যে জ্যোতিই আমাদিগের দর্শন কার্য্যের প্রধান কারণ। পৃথিবীতে আলোক থাকাতেই আমরা সৃষ্ট পদার্থ সকল দেখিতে পাই। পরমেশ্বর জ্যোতির সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তিনি যদি জগতে জ্যোতির সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় বিফল হইত এবং দর্শনেন্দ্রিয় সৃষ্ট না হইলেও জ্যোতির সৃষ্টি নিরর্থক হইত। যে দর্শন ক্রিয়া আমাদিগের জ্ঞানলাভের ও সুখভোগের প্রধান হেতু, পৃথিবীতে আলোকের অভাব হইলে, সে দর্শন ক্রিয়ারও অভাব হইত। পৃথিবী আলোক শূন্য তমসাচ্ছন্ন হইলে যে আমাদিগকে কিপর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হইত, তাহা নয়ন বিহীন অন্ধ ব্যক্তিই বিলক্ষণ অবগত আছে। আমরা বিশ্বরাজ্যে বিচিত্রবর্ণের পদার্থ সন্দর্শন করিয়া নেত্ররঞ্জন করিতেছি। আমরা কখন সুচারু শস্যক্ষেত্রের মনোহর হরিদ্বর্ণ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি, কখন নূতন জলধরের প্রগাঢ় শ্যামল বর্ণ অবলোকন করিয়া চিত্তের বিনোদ জন্মাইতেছি, কোন সময় বিস্তীর্ণ সাগরের নীলোজ্জ্বল সলিল শোভা অবলোকন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি, কখন বা বিপিনবিহারী বিচিত্র প্রকার বিহঙ্গদলের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি। আমরা কখন সরোবরশায়ী সুরম্য ইন্দীবরের নীল আভা অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেছি এবং কখন কোকনদের লোহিত কান্তি নেত্রগোচর করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেছি, কিন্তু কেবল এক জ্যোতিঃ পদার্থ প্রভাবে এই সমুদায় সুচারু বর্ণের উৎপত্তি হইতেছে এবং আমরা নানা সময় নানা প্রকার নেত্রসুখ লাভ করিতেছি। পৃথিবীতে আলোক না থাকিলে যেমন আমরা কোন পদার্থই দেখিতে পাইতাম না, সেইরূপ আলোক অভাবে কোন প্রকার বর্ণেরই উৎপত্তি হইত না। সূর্য্য হইতে যে কিরণ পতিত হয়, তাহা সামান্যতঃ এক বর্ণের দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ এক বর্ণের নহে, তাহাতে সাতটি * বিভিন্ন প্রকার বর্ণ বিদ্যমান আছে, পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এক প্রকার ত্রিকোণ ও ত্রিভুজ বিশিষ্ট স্থূলকাচ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সূর্য্য কিরণে যে কয়েক প্রকার বর্ণ আছে, তাহা ঐ কাচে পৃথক হইয়া পতিত হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঐ সূর্য্য কিরণান্তর্ভূত এক এক প্রকার বর্ণ হইতে এক এক প্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি মধ্যে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার পদার্থ আছে, সকলেই আপন আপন স্বভাবানুসারে আলোক হইতে এক এক প্রকার বর্ণ পাইয়া থাকে, অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর জগতে এক জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বিচিত্র প্রকার বর্ণ সন্দর্শন সুখে সুখী করিয়াছেন। কোন পণ্ডিত ব্যক্ত করিয়াছেন †, যদি একবার স্থিরচিত্তে আলোকের রচনা নৈপুণ্য ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাহার সাধ্য যে এক মাত্র জ্যোতিঃ পদার্থ

* Paley's Natural theology.

† A friend of Dr. Paley.

হইতে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় বর্ণের উৎপত্তি করিতে পারে। বিশেষতঃ সাতটি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের যোগে আলোকের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু উহার সংযোগ ও মিশ্রণের তাৎপর্য্যঅনুসারে আমরা সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে চির দিনই নির্ম্মল পরিষ্কৃত আলোক প্রাপ্ত হইতেছি।

আলোক হেতু বিবিধ প্রকার ফল শস্যাদি আস্বাদবন্ত হয় এবং নানা জাতীয় পত্র পুষ্পাদির সৌগন্ধি জন্মে। সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিহীন স্থানে বীজ অঙ্কুরিত হওয়াই কঠিন, যদিও কোন কৌশলে বীজকে অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়। তথাপি তদুৎপন্ন বৃক্ষ কি লতা স্বজাতীয় বর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া বিকৃত ও বিবর্ণ হয় এবং কোন পুষ্পে কি ফলে উপযুক্ত রূপ আলোক না লাগিলে তাহারা যথা সম্ভব সৌরভ ও স্বাদ বিশিষ্ট হয় না *। আধুনিক পদার্থ বিদ্যা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, যে কোন প্রকার উদ্ভিদের উৎপত্তি স্থিতি নিমিত্ত ও ফল পুষ্প বিশিষ্ট হইবার জন্য যেমন কিয়ৎ পরিমাণ উত্তাপের আবশ্যক হয়, সেইরূপ সম্ভবমত আলোকেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আলোকভিন্ন কেবল উত্তাপ দ্বারা প্রায় কোন প্রকার উদ্ভিদই সুচারু রূপে জন্মে না এবং প্রায় কোন উদ্ভিদই প্রকৃত রূপে কুসুমিত ও ফলশালী হয় না। আলোক যেমন জগদীশ্বরের উদ্ভিদ রাজ্যের নানা প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছে, সেইরূপ আলোক হইতে বহু প্রকার জীব বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, আলোকাভাবে জীব শরীরও ক্রমে বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়, আলোক মনুষ্যজাতির মনোহর শ্রীকেও উজ্জ্বল করে। মনুষ্য যদি দীর্ঘকাল আলোক শূন্য অন্ধকার ময় স্থানে বাস করে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শ্রীর অনেক হ্রাস হয়।

আমরা উত্তাপ বিশিষ্ট সূর্য্য কিরণ হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন না করিয়া কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারা যায় না। ইহা সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়াছে, যে ব্রহ্মাণ্ডে উত্তাপ না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থল জল যাবতীয় পদার্থ পাষাণ পিণ্ডবৎ একত্র সংহত ও কঠিন হইয়া থাকিত। ভূমণ্ডলের মৃত্তিকা রাশি পাষাণ সদৃশ কঠিন হইত এবং প্রশস্ত প্রশস্ত সমুদ্র সকলও তুষার দ্বীপবৎ পতিত থাকিত। কি ভূলোক কি দ্যুলোক ব্রহ্মাণ্ডের যত দূর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি দৃষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেক পদার্থই আপনার নিকটতর ও আপনার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পদার্থকে আকর্ষণ [করি]তে পারে, সুতরাং বিশ্বক্ষেত্রের সর্ব্বত্র কেবল এক আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে থাকিলে তদন্তর্গত বস্তু সকল এক স্থানে আকৃষ্ট হইয়া পাষাণ পিণ্ডবৎ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ঐ আকর্ষণী শক্তির কোন প্রতিবিধান কর্ত্তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, আমরা উত্তাপে ঐ আকর্ষণের প্রতি-বিধায়িনী শক্তি দেখিতে পাই, কিন্তু উত্তাপ কোন পদার্থকে সংহত ও কাহার সহিত সংযুক্ত হইতে দেয় না, উহা সকল কঠিন পদার্থের পরমাণু সকল পৃথক করিয়া তরলাবস্থায় পরিণত করে এবং তরল পদার্থকে বাষ্প করিয়া থাকে। জগদীশ্বর উত্তাপের সৃষ্টি করাতে আমরা সংসার মধ্যে সলিলাদি তরল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং বাষ্প দ্বারা নানা প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। উত্তাপে [illegible] আমরা যাবতীয় সুপক্রিয়া ও রসায়ন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সুখ সাধন ও সংসারের শ্রী সম্বর্দ্ধন করিতেছি এবং উত্তাপ দ্বারা বিবিধ প্রকার ফল শস্যা সুপক্ব হইতেছে। অতএব উত্তাপ বিশিষ্ট সূর্য্য কিরণাদি দ্বারা আমরা যে সকল রাশি রাশি উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। যিনি কৃপা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অশেষ মঙ্গলকর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জ্যোতির জ্যোতি পরম জ্যোতিকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণিপাত করি।

* Burgu's Natural Theology.

কুতবমিনার।
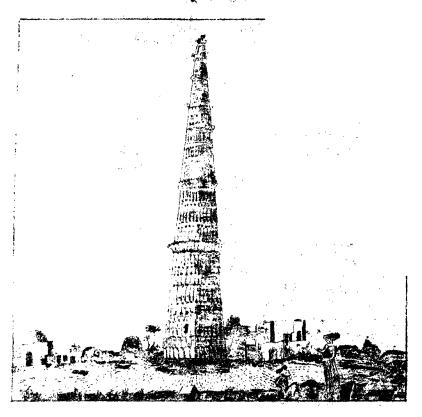
হিন্দুজাতির পূর্ব্বকীর্ত্তি।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন হিন্দু রাজারা যে সমস্ত অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী সুশোভিতা রাজপুরী, দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গ, অত্যুচ্চ গগন স্পর্শ প্রায় মহোচ্চ স্তম্ভ এবং নানা বিধ বৃক্ষ শ্রেণী শোভিত সুদূর প্রসারিত সুরম্য শরণি, অথবা হৃদয় প্রফুল্লকর মনোহর বৃক্ষ বাটী ও প্রশস্ত দীর্ঘিকা প্রভৃতি অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কালেতে করিয়া প্রায় তাহার অধিকাংশই ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ বারম্বার যবন হস্তে পতিত হওয়াতে এবং দীর্ঘ কাল যবনাধীনে বাস করাতে তদীয় প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের অসামান্য কীর্ত্তি চিহ্ন সকল বিবিধমতে বিচিহ্নিত হইয়াছে। নির্দয় যবন সন্তানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া হিন্দুনাম বিলুপ্ত করিবার উদ্দেশে কোন মতে অত্যাচার করিতে আর অপেক্ষা রাখে নাই। হিন্দুদিগের অশেষ যত্ন সম্পন্ন বিবিধ প্রকার জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ সকল রাশি রাশি করিয়া দগ্ধ করিয়াছে, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অট্টালিকা সকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছে, বহু ব্যয় ও বহু যত্নসম্পন্ন উৎকৃষ্ট দেব মন্দির সকল নানামতে বিকৃত ও রূপান্ত-

রিত করিয়া আপনাদিগের মনোমত মস্জিদ আকারে পরিণত করিয়াছে। দুর্গ সকল দুর্গত্যাপন্ন করিয়াছে, নগর সকল লুণ্ঠন করিয়াছে, রাজপথ রুদ্ধ করিয়াছে এবং নানা প্রকার দারুময়, পাষাণময়, মৃণ্ময় ও চিত্রময় অপূর্ব্ব দেব প্রতিমূর্ত্তি সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, তথাপি এই সকল অত্যাচারের পর অবশিষ্ট যে কিছু হিন্দু কীর্ত্তি অদ্যাপি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট ভাগ যাবনিক নামে ও যবন কীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে উচ্চতর মনোহর প্রাসাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল, উহা বস্তুতঃ হিন্দুকীর্ত্তি, কিন্তু এক্ষণে এদেশে উহা যবনদিগের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যবনেরা উহাকে কুতবদ্দিন বাদসাহের জয়স্তম্ভ বলিয়া পরিচয় দেয়, এই জন্য ইংরাজ জাতি উহাকে কুতব মিনার* বলিয়া উল্লেখ করেন। স্তম্ভাকার ঐ উন্নত প্রাসাদ দেখিতে অতি অদ্ভুত, লেপ্‌টনেন্ট্ ব্লন্ট সাহেব পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন যে উক্ত প্রাসাদ প্রায় ১৬১ হস্ত উচ্চ, এবং বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহার উপস্তম্ভ বা অধোভাগের পরিধি ৬০ হস্তের ন্যূন নহে এবং উপরিভাগেরও পরিধি প্রায় ২০ হস্তেরও ন্যূন হইবেক না।। এই প্রকাণ্ড স্তম্ভাকার প্রাসাদের মূল হইতে শিখর পর্য্যন্ত সমান গঠন নহে, উহা ক্রমে ঊর্দ্ধে সরু হইয়া উঠিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্তম্ভ মূল হইতে একশত বিংশতি হস্ত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত কঙ্করময় লোহিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকে সপ্তবিংশতি খোদিত রেখায় সুন্দর রূপে রচিত, তদূর্দ্ধে শিখর দেশ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর দ্বারা গোলাকারে নির্ম্মিত।। উপস্তম্ভ হইতে শিখর দেশ পর্য্যন্ত চারি স্থানে চারিটি সুদৃশ্য বারাণ্ডা আছে। প্রথম বারাণ্ডা ৬০ হস্তের উপর, দ্বিতীয় ৯৩ হস্তের উপর, তৃতীয় ১২০ হস্তের উপর এবং চতুর্থ বারাণ্ডা প্রায় ১৩৫ হস্তের উপর শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক বারাণ্ডারই চতুর্দ্দিকে রেল বেষ্টন করা আছে এবং প্রত্যেকেতেই অভ্যন্তর হইতে গমন করিবার পথ আছে। উল্লিখিত বারাণ্ডা চতুষ্টয় প্রাসাদ বহির্নিঃসৃত দৃঢ়তর প্রস্তর খণ্ডে স্থিত আছে কিন্তু তাহা স্থাপন করিবার কৌশল অতি চমৎকার। ইচ্ছা করিলে স্তম্ভারোহী লোকের মধ্যে অনেকে এক কালে ঐ বারাণ্ডায় গমন করিয়া অনায়াসে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। প্রাসাদের মূল হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত এক উৎকৃষ্ট চক্রাকার আবর্ত্তনশীল সোপান আছে, ঐ সোপান দিয়া প্রায় উহার চূড়া পর্য্যন্ত আরোহণ করা যায় এবং সোপানের মধ্যে বায়ু ও আলোক আসিবার যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়াই বারাণ্ডাতে যাইতে পারা যায়। এই স্তম্ভের বহির্ভাগের চারিদিকে আরবিক অক্ষরে যবন জাতির ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণের বহুতর বচন লিখিত আছে*। ফলতঃ ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিলে সহসা ইহাকে মোসলমান দিগের কীর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইংলণ্ডীয় এক ব্যক্তি সুবিচক্ষণ পণ্ডিত বহুতর প্রবল প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা এই প্রাসাদকে হিন্দুজাতির নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ বিচার অবলম্বন করিলে কোন ব্যক্তিই তাঁহার প্রমাণাদি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, তিনি যে সকল প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান জাতি যে সমস্ত অট্টালিকা ও স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার কিছুতেই হিন্দুদিগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কুতবমিনারের স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ডের উপর অদ্যাপি অনেক দেবনাগর অক্ষর বিদ্যমান আছে। মুসলমান জাতি হিন্দুদিগকে এত ঘৃণা করে এবং হিন্দু জাতির প্রতি উহাদিগের এমত প্রগাঢ় দ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, যে উহারা কোন বিষয়েই হিন্দুদিগের অনুকরণ

* মিনার অর্থাৎ, উচ্চতর প্রাসাদ।
† Asiatic research vol. 4th.

* Asiatic research vol. 4th.

করে না। অতএব উল্লিখিত প্রাসাদ মুসলমান দিগের নির্ম্মিত হইলে তাহাতে দেবনাগর অর্থাৎ সংস্কৃত অক্ষর বর্ত্তমান থাকা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। যখন মুসলমান দিগের কোন অট্টালিকা ও মস্‌জিদাদিতে হিন্দু জাতির দেবনাগরাদি অক্ষর দেখা যায় না, তখন দেবনাগরাক্ষর যুক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত কুতবমিনারকে কি প্রকারে সংশয় রহিত হইয়া মুসলমান জাতির কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয় উপরোক্ত স্তম্ভের সর্ব্বত্রই সংস্কৃত বর্ণ লিখিত ছিল, পরে তাহার অধিকাংশই মুসলমানেরা উত্তোলন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে. আর যাহা উত্তোলন করিতে পারে নাই অথবা যে সকল স্থান ভাঙ্গিলে বা উঠাইয়া ফেলিলে মূল স্তম্ভের হানি হয়, অমনি পূর্ব্ব লিখিত সংস্কৃত অক্ষর লেত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা কুতবমিনারের উপরি ভাগ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরান্তর দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত করিয়া তদুপরি আরবিক অক্ষর দ্বারা কোরাণের পদ বিন্যস্ত করিয়াছে, ইহা নিতান্ত অনুমেয় কথা নহে ইহার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ স্তম্ভের বহির্ভাগে লোহিত বর্ণ প্রস্তর দেখা যায় এবং অন্তর্ভাগে ধূসর বর্ণ প্রস্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিল্প নিপুণ ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কুতবমিনারের বহির্ভাগে যে প্রস্তর আছে, তদপেক্ষা অন্তর্ভাগের ধূসর বর্ণ প্রস্তর অধিক দৃঢ় এবং অধিক কাল স্থায়ী। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে মুসলমানেরা ঐ স্তম্ভকে যবন কীর্ত্তি প্রতিপন্ন করণোদ্দেশে উহার বহির্ভাগের ধূসর বর্ণ প্রস্তর সকল উত্তোলন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে লোহিত বর্ণ প্রস্তর বিন্যস্ত করিয়া ত-

বচন সকল

করিয়াছে। কারণ সকল কালে ও সকল দেশেই এই পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকে যদি বিভিন্ন প্রকার উপকরণ দ্বারা কোন অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে তন্মধ্যে যে বস্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং যাহা বিলক্ষণ দৃঢ়, তদ্দ্বারাই বহির্ভাগ নির্ম্মাণ করে এবং তদপেক্ষা ক্ষয়শীল উপকরণকেই অন্তর্ভাগে বিন্যস্ত করে, কুত্রাপি কোন শিল্প কারকে এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অন্যথা আচরণ করিতে দেখা যায় না। ভারতবর্ষে মুসলমান দিগের যত অট্টালিকাদি আছে, তাহাতেও এই পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। মুসলমানেরা যে পূর্ব্বতন হিন্দু দিগের অসাধারণ কীর্ত্তি সকল স্বনামে পরিচয় দিবার অভিলাষে বহুতর হিন্দু মঠাদি এই রূপে রূপান্তরিত ও ভগ্ন করিয়া তদুপরি আপনাদিগের অভিমত মসজিদাদি নানা প্রকার গঠন নির্ম্মাণ করিয়াছে, কেবল কুতবমিনার একমাত্র তাহার নিদর্শন স্থল নহে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহার আরও বহুতর নিদর্শন বিদ্যমান আছে। দুর্দ্দান্ত যবন রাজারা বারাণসীর বিস্তর দেবালয় এই রূপে নষ্ট ও রূপান্তরিত করিয়া আপনাদিগের দ্বেষ পূর্ণ নিষ্ঠুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছে *। অতএব যবনদিগের দ্বেষ পূর্ণ দুর্ব্বৃত্ত স্বভাব দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে, যে উহারা হিন্দু দিগের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন কীর্ত্তিকে বিকৃত করিয়াই কুতবমিনার নামে পরিচয় দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ কুতবমিনারে যে প্রকার ভাবভঙ্গি ও গঠন দেখা যায় হিন্দুস্থান মধ্যে কুত্রাপি আর কোন যবন মন্দিরে সে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কুতবমিনারের অতি সন্নিকটে সমসুদ্দিন বাদসাহের কৃত একটি অপরিসমাপ্ত প্রাসাদ আছে, দিল্লী প্রদেশে এই রূপ জন শ্রুতি আছে, যে সমসুদ্দিন সাহ কোন কারণ বশতঃ ঐ আরব্ধ স্তম্ভাকার প্রাসাদ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক ঐ যবন স্তম্ভের সহিত যদি কোন বুদ্ধিমান্ লোকে কুতব-

* যবনেরা বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বতন মন্দিরের অধিকাংশ ভগ্ন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করে এবং ঐ রূপে বিন্দুমাধবের মঠও নষ্ট করিয়া দুই স্তম্ভাকারে পরিণত করে, এতদ্ভিন্ন বারাণসীর আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় যবন কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়া হতশ্রী হইয়া যায়। পুরাতন দিল্লীতে হিন্দু দিগের এক উৎকৃষ্ট মানমন্দির ছিল ফিরোজশাহ ঐ মন্দিরকে আপন পুরী মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বনামে খ্যাত করে। Excursion in India by a field officer of the corps of Bengal.

মিনারের তুলনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আর তিনি ইহাকে হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে পারেন না। এতদুভয় স্তম্ভের মধ্যে একটিকে যবন নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করিলে অপরকে আর কোনমতেই যবনদিগের কীর্ত্তি বলিতে পারা যায় না, ইহাদিগের মধ্যে কৌশল ও আকারাদি কোন বিষয়েরই বিন্দু মাত্র সাদৃশ্য নাই। কুতবমিনার যে সকল উপকরণ দ্বারা ও যে প্রকার কৌশলে নির্ম্মিত সমসুদ্দিন সাহের স্তম্ভে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। কুতবমিনারে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ও যে প্রকার সন্ধি সংযোজক উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নিকটস্থ দ্বিতীয় স্তম্ভে সে প্রকার এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর বা এক বিন্দু উপকরণ দৃষ্ট হয় না এবং ... স্তম্ভ যে রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং উহার সন্ধি স্থানে যেমন রাশি রাশি চূর্ণাদি উপকরণ লিপ্ত আছে, কুতবমিনারে সেরূপ কিছুই নাই, এই উভয় প্রাসাদকে তুলনা করিয়া দেখিলে অক্লেশে সকলেরি প্রতীতি হইতে পারে, যে কুতবমিনার কোন রূপে যবন দিগের নির্ম্মিত নহে। বিশেষতঃ কুতবমিনারে যে প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলময় শোপান আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোন যবন মন্দিরে সে প্রকার শোপান নাই।

তৃতীয়তঃ যবনেরা যে কুতবমিনারকে স্বনামে পরিচিত করিবার জন্য উহার বহির্দ্দেশের প্রস্তর সকল উত্তোলন করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে অন্য প্রস্তর বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি আরবি অক্ষর লিখিয়াছে, তাহার আরও এক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত স্তম্ভের বহির্ভাগ অদ্যাপি নূতন প্রায় রহিয়াছে এবং বহির্ভাগের লিখিত আরবি অক্ষর সকল কিছুমাত্র অপনীত হয় নাই, কিন্তু অন্তর্ভাগের আকার অনেক পুরাতন হইয়াছে এবং তত্রস্থ দেবনাগর অক্ষরাদিও অনেক অপনীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে স্তম্ভের অন্তর্বাহ্য দুই ভাগ এক কালের নির্ম্মিত হইলে অবশ্য অগ্রে উহার বহির্ভাগই বাত বৃষ্টি ও রৌদ্রাদির দ্বারা ক্ষয় ও জীর্ণ হইত, অন্তর্ভাগে রৌদ্র বৃষ্টিআদি কোন উৎপাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অন্তর্ভাগ কখনই অগ্রে জীর্ণ হইত না। অতএব কুতবমিনারের বহির্ভাগে আরবি অক্ষর দ্বারা কোরাণের বচন সমূহ লিখিত আছে বলিয়াই উহাকে কোন ক্রমে নিঃসংশয়ে যবন কীর্ত্তি বলিতে পারা যায় না।

চতুর্থতঃ কোন প্রাচীন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ স্থলে সাধারণ জনশ্রুতি সর্ব্বত্রই প্রবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। দিল্লী প্রদেশে অদ্যাপি বিলক্ষণ জনশ্রুতি আছে যে পৃথু রাজা স্বীয় কন্যার প্রাত্যহিক সূর্য্যোদয় ও যমুনা দর্শন জন্য ঐ উচ্চতর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। স্লীমেন সাহেব স্বপ্রণীত এক গ্রন্থ* মধ্যে লিখিয়াছেন, যে তিনি দিল্লীনগরে উক্ত প্রকার জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়া অনেক অনুসন্ধান করাতে তত্রস্থ সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারি তাঁহাকে অবগত করিল, যে "আমরা চিরকাল এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি, কুতবমিনার কোন পূর্ব্বতন হিন্দু রাজার কীর্ত্তি। উষাকালে অরুণোদয় দর্শন ও হিন্দুদিগের পবিত্র নদী যমুনার জল সন্দর্শন জন্য ঐ প্রাসাদ প্রস্তুত হয়।" যখন দিল্লীস্থ সম্রাটের প্রধান কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ঐ রূপ জনশ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিল, তখন উক্ত জনশ্রুতিকেও নিতান্ত অমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না।

পঞ্চমতঃ যে স্থানে কুতবমিনার বিদ্যমান আছে, উক্ত স্থান যে পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগেরই নিবাস ভূমি ও হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে কুতবমিনার ভিন্ন আরও হিন্দুদিগের অনেক মঠাদি বর্ত্তমান আছে, কুতবমিনারের চতুর্দ্দিকেই প্রায় হিন্দুদিগের স্তম্ভ প্রাসাদাদি বিরাজ করিতেছে, কুতবমিনারের অনতি দূরেই এক

---

* Kamble &c in India by L. C. W. H. Sle…

অপূর্ব্ব লৌহ স্তম্ভ আছে। পুরাকালে হস্তিনানগরে ধব রাজ নামে এক রাজা বাস করিতেন, তাঁহার সহিত সিন্ধু প্রদেশীয় বাহ্লিক* জাতির বিস্তর সংগ্রাম হয়, পরিশেষে তিনি বাহ্লিকদিগকে পরাজয় করিয়া স্বকীয় জয়স্তম্ভ স্বরূপ ঐ লৌহ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ধব রাজা যে বাহ্লিকদিগের দৌরাত্ম্য হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে বারম্বার যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত উক্ত লৌহ স্তম্ভের উপর সংস্কৃত ভাষায় অদ্যাপি লিখিত আছে।† এই লৌহ স্তম্ভের অনেক স্থানে গোলার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার কোন কোন স্থান কামানের গোলার আঘাতে ক্ষত হইয়াও গিয়াছে, ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে তুরস্ক যবনেরা এই লৌহ স্তম্ভকেও ভগ্ন ও নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু ইহা সমধিক দৃঢ় ও সম্পূর্ণ অভেদ্য বলিয়া ইহাকে ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই স্তম্ভ দর্শনে ও বিলক্ষণ বোধ হয়, যে কুতবমিনার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের কীর্ত্তি ছিল, পরে যবন কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছে।

ফলতঃ যবনেরা কুতবমিনারকে কুতবদ্দিন বাদসাহের কৃত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কুতবদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে পাঁচ বৎসরের অধিক রাজ্য করেন নাই, তিনি ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন এবং ১২১০ শকে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, সুতরাং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দ্বারা কুতবমিনার সদৃশ স্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া কোন রূপে সঙ্গত হইতে পারে না*।

* [illegible] মধ্যে বাহ্লিক জাতির কথা উক্ত হইয়াছে।

† যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্ বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে। তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জিতা বাহ্লিকা যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ।১।
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং। মূর্ত্যা কর্ম্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ। শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিং।২।
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা। তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ।৩।

* Excursion in India by a field officer of the

* Asiatic research vol. 4th.

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৬ অধ্যায় —— সম্ভবপর্ব্ব।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দক্ষ প্রজাপতি হইতে বংশ গণনায় যিনি দশম হয়েন, সেই যযাতি রাজা পরম দুর্লভা শুক্র তনয়া দেবযানীকে কি প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা বিস্তারিত রূপে শুনিতে বাসনা করি, ও যযাতি রাজার বংশ সকল আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাঞ্ছা করি, আপনি পৃথক্ রূপে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র সম প্রতাপশালী নহুষের পুত্র যযাতি রাজাকে পূর্ব্বে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যে রূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেরূপে দেবযানীকে লাভ করিয়াছিলেন, হে জনমেজয়! তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বিস্তারিত রূপে বর্ণন করি। পূর্ব্বকালে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য লইয়া একদা দেবতা ও অসুর দিগের পরস্পর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তৎকালে দেবতারা জয় লাভার্থে বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী করেন, এবং অসুরেরা শুক্রাচার্য্যকে উক্ত কর্ম্মে বরণ করেন। তখন বৃহস্পতি ও শুক্র উভয়েই পরস্পর অত্যন্ত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত যুদ্ধে দেবতারা যে সকল দানবকে বধ করেন, শুক্রাচার্য্য বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন এবং তাহারা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সুরেতারি-গের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অসুরেরা যে সকল দেবতাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, উদারধী বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন না, যেহেতু বীর্য্যবান্ শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যা দ্বারা

পুনর্জ্জীবিত করেন, বৃহস্পতি সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না। পরে দেবতারা বিবাদাপন্ন ও শুক্র ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে কচ! তুমি আমাদিগের এক মহৎ উপকার কর, অমিত তেজস্বী শুক্রাচার্য্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি তাহা সত্বর হরণ করিয়া আন। আমরা তদ্দ্বারা দৈত্যগণকে পরাজয় করিলে তুমি আমাদিগের এক অংশী হইবে। বৃষপর্ব্বার নিকটে শুক্রকে দেখিতে পাইবে, তিনি দানবগণকে রক্ষা করিতেছেন, দেবতা দিগের সাহায্য করেন না। তুমি বালক, তুমিই তাঁহার আরাধনায় সমর্থ হইবে। দেবযানী সেই মহাত্মার কন্যা, তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইবেনা। শীল, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার ও দয়া, এই সকল সদ্‌গুণ দ্বারা দেবযানী পরিতুষ্ট হইলেই তুমি নিশ্চয় সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর বৃহস্পতি সুত কচ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত দেবতাগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বৃষপর্ব্ব সমীপে গমন করিলেন। হে রাজন্! দেব প্রেরিত কচ সত্বর গিয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, আমি আঙ্গিরস ঋষির পৌত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আমাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম, আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব, আমাকে সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণে অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম, তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয় অতএব আমি তোমাকে সমাদর পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উপদেশ করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! কচ, ভৃগু পুত্র উশনা শুক্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রত গ্রহণ করিলেন, এবং যথোক্ত ব্রতের নিয়মিত কালে উপাধ্যায়ের ও দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য উভয়ের আরাধনা করত নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন। হে ভারত! তিনি পুষ্প ফলাদি প্রদান ও সৎস্বভাব প্রদর্শন দ্বারা প্রাপ্ত যৌবনা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করাতে দেবযানীও গান বাদ্যালাপ দ্বারা নিয়ম ব্রতচারী কচের পরিচার্য্যা করিতে লাগিলেন। এই রূপ ব্রত আচরণ করিতে করিতে পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া একদা নির্জ্জন [illegible] একাকী আচার্য্যের গোরক্ষণ ব্রতে নিযুক্ত কচকে দেখিয়া বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ বশতঃ সঞ্জীবনী বিদ্যারক্ষার নিমিত্তে ক্রোধে তাঁহাকে বধ করিল এবং তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্য শৃগাল কুক্কুর গণকে ভক্ষণ করিতেছিল। হে ভারত! তখন গো সকল অরক্ষিত হইয়া স্বীয় নিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবযানী কচ ব্যতীত তাহাদিগকে দেখিয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে তাত! হে প্রভো! আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদত্ত হইল এবং সূর্য্যও অস্তগত হইলেন, আর গো সকলও অরক্ষিত হইয়া আগমন করিল, এখনও কচকে দেখিতে ছিনা, অতএব নিশ্চই বোধ হইতেছে, তিনি আহত বা মৃত হইয়াছেন। আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতীত কখনই প্রাণ ধারণ করিব না। শুক্র কহিলেন, এখনই তিনি আসিবেন, আমি মৃত কচকে জীবিত করিব, ইহা বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করতঃ কচকে আহ্বান করিলেন। আহূত কচ বিদ্যাবলে শৃগাল কুক্কুর গণের শরীর ভেদ করত আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, তোমার এত বিলম্ব কেন হইল? কচ উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! আমি আগমন কালে সমিৎ কুশা কাষ্ঠভারে পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত এক বটবৃক্ষ ছায়া আশ্রয় করিলাম, এমত কালে অসুরেরা আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? আমি কহিলাম, বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ। ইহা বলিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করত আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুর গণকে ভক্ষণ করিতে দিয়া সুখে গৃহে গমন করিল।

হে ভদ্রে ! এক্ষণে মহাত্মা ভার্গব কর্ত্তৃক বিদ্যাবলে আহূত হইবামাত্র কোন প্রকারে জীবন প্রাপ্তি পূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিলাম।

অনন্তর একদা পুষ্পাহরণার্থ কচ দেবযানী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বনে গমন করেন, এবং অসুরেরা দেখিয়া তাঁহার শরীর চূর্ণ করিয়া এককালে সমুদ্র জলে মিশ্রিত করিয়া দেয়, পরে দেবযানী কচকে না দেখিতে পাইয়া পিতার নিকট নিবেদন করেন, শুক্রও বিদ্যা দ্বারা আহ্বান করাতে কচ পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক দেবযানীর নিকট যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে চূর্ণ করিয়া দগ্ধ করত শুক্রাচার্য্যের পানীয় সুরায় মিশ্রিত করিয়া দেয় এবং দেবযানী পুনর্ব্বার পিতার নিকট গিয়া কহেন, পিতঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবারও তাঁহার আগমন দেখিতেছিনা, অতএব তিনি মৃত বা আহত হইয়া থাকিবেন, আমি সত্য কহিতেছি কচ ব্যতীত জীবন ত্যাগ করিব। শুক্র কহিলেন, হে পুত্রি ! বৃহস্পতির সন্তান কচ এবার প্রেতগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি বারম্বার বিদ্যাবলে জীবিত করি, আর অসুরেরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে নষ্ট করে, অতএব আর আমি কি করিব। হে দেবযানি ! তুমি শোক করিও না, তোমার সদৃশ ব্যক্তি মর্ত্ত্যের প্রতি এরূপ শোক করে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র সহিত দেবতা গণ, অষ্টবসু, অশ্বিনী কুমার, ও অসুর গণ, ইহাঁরা সকলেই তোমার প্রভাবকে নমস্কার করেন। কচ অশক্য জীবিত হইয়াছেন যেহেতু জীবিত হইলেই অমনি অসুরেরা আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বধ করে। দেবযানী কহিলেন, বৃদ্ধতম অঙ্গিরা ঋষি যাঁহার পিতামহ, এবং তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, যিনি ঋষির পুত্র, ও পৌত্র তাঁহার প্রতি কেনই বা শোক পূর্ব্বক ক্রন্দন করিব না। যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি তপোধন, এবং সকল কর্ম্মের পারদর্শী, অতএব আমিও অনাহারে সেই কচের পথে গমন করিব, হে তাত ! কচের রূপ আমার অত্যন্ত প্রিয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ক্রোধে কচকে আহ্বান করতঃ কহিলেন, নিশ্চয় অসুরেরা আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে, বারম্বার আমার শিষ্যকে বিনাশ করিতেছে। বোধ হয় ভয়ানক অসুরেরা ব্রাহ্মণ শূন্য করিবার মানসে আমার প্রতি ব্যভিচার করিতেছে। এখনিই এই পাপের অন্ত হইবে, ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ইহা শুনিয়া বিদ্যা দ্বারা সমাহূত কচ শুক্রের ভয়ে জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর প্রদান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্বীয় জঠর হইতে কচের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্র কহিলেন, হে বিপ্র ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছ বল। কচ কহিলেন, তোমার প্রসাদে স্মৃতি আমাকে কখন পরিত্যাগ করে না, যে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, আমার সকলই স্মরণ হইতেছে, আর আমার তপস্যারও ক্ষয় হয় নাই, তাহাতেই আমি এই ঘোর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছি। অসুরেরা আমাকে বধ করতঃ দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া তোমার পানীয় সুরাতে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। হে বিপ্র ! আপনি বর্ত্তমানে আসুরী মায়া কি প্রকারে ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে। শুক্র কহিলেন, দেবযানি হে বৎসে ! অদ্য কি প্রকারে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব বল। এক্ষণে আমার প্রাণ বিয়োগ ব্যতীত কচের প্রাণ রক্ষা হয় না। যখন কচ আমার উদরস্থ হইয়াছেন, তখন আমার কুক্ষি বিদারণ ব্যতীত কি প্রকারে তিনি বহির্গত হইবেন। দেবযানী কহিলেন, এক্ষণে অগ্নি কল্প দুইটি শোক আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কচের নাশ আর আপনার বধ। কচের বিনাশে আমার কল্যাণ নাই এবং আপনার উপঘাতে কি প্রকারেই বা জীবন ধারণ করিব। শুক্র কহিলেন, হে বৃহস্পতি নন্দন কচ ! যেহেতু দেবযানী তোমাকে পরম ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, অতএব তুমি নিজ রূপ অথবা কচ

রূপী ইন্দ্র তুমি, তোমাকে অদ্য এই সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিতে হইল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য আর কোন ব্যক্তি আমার উদর হইতে জীবন প্রাপ্তি পূর্ব্বক বহির্গত হইতে পারে না, অতএব তোমাকে বিদ্যা প্রদান করি। হে তাত! আমার নিকটে বিদ্যা প্রাপ্তি পূর্ব্বক পুত্রভাবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরে বিদ্যাবলে আমাকে পুনর্জীবিত করিবে, এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিও। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কচ বিদ্যাবলে ক্ষণমাত্রে গুরু কুক্ষি ভেদ করিয়া পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত ব্রহ্ম তেজোরাশি মৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া সিদ্ধ বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করত উঠাইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরো! আপনার ন্যায় যিনি শ্রোত্রদ্বয়ে অমৃত শিঞ্চন করেন, তাঁহাকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি, অতএব সেই গুরুর কৃত উপকার স্মরণ করিয়া কেহ যেন তাঁহার দ্রোহাচরণ না করে। অনুত্তম সত্যের দাতা, সকল নিধির নিধি, অর্চ্চনীয় গুরুকে যে লব্ধবিদ্য ব্যক্তি আদর না করে, সে দুরাত্মা ইহ লোকে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরত্র পাপ লোকে গমন করে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান্ মহানুভাব শুক্র, সুরাপান দ্বারা বঞ্চিত হইয়া সংজ্ঞানাশ হওয়াতে, এবং পূর্ব্বে সুরাপানে মুগ্ধ ও তৎসহ অভিরূপ কচকে উদরস্থ করাতে সক্রোধে গাত্রোত্থান করতঃ বিপ্রগণের হিত সাধনেচ্ছায় সুরাপান প্রতি সঞ্জাতক্রোধে কহিলেন, অদ্য অবধি ইহলোকে যে কোন ব্রাহ্মণ মোহ বশত সুরাপান করিবে, সে অধর্ম্মী, ব্রহ্মহা ও ইহ পরত্র অতি গর্হিত হইবে। সর্ব্বলোকে আমি এই বিপ্র ধর্ম্মের সীমা স্থাপন করিলাম, সকল লোক ও সাধু ব্রাহ্মণগণ ইহা শ্রবণ করুন। মহানুভাব তপোনিধি উশনা ইহা বলিয়া দৈব বিমূঢ় বুদ্ধি দানবগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অরে মূর্খ দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাব মহাত্মা ব্রাহ্মণ সিদ্ধ কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন, [illegible] বলিয়া ভার্গব বিরত হইলে দানবেরা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে স্ব স্ব নিবেশনে গমন করিল এবং কচ পূর্ণ সহস্র বৎসর তৎ সমীপে থাকিয়া যথাবৎ অনুজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্ব্বক ত্রিদশালয় গমনে মানস করিলেন।

হিতৈষিণী সভার

দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা।

আরম্ভকালীন পঠিত স্তোত্র।

হে করুণা নিধান! তোমার করুণার কথা কি কহিব। কোথায় বা আরম্ভ করিব, কি প্রকারেই বা শেষ করিব! এই বিশাল বিশ্ব মধ্যে যে কোন দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই তোমার করুণার ব্যাপার জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই। আমাদিগের অন্তরে যদি একবার দৃষ্টিপাত করি তবে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নামে তোমার করুণার কি এক অপূর্ব্ব উৎস দর্শন করি, এই উৎস-বারি কি মধুর কি তৃপ্তিকর কতই বা স্নিগ্ধ কর! হে পরমাত্মন্! এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি রূপ তোমার করুণার উৎস প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে কি পর্য্যন্ত গৌরবশালী করিয়াছ, কতই বা সুখের অধিকারী করিয়াছ, এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হেতু আমরা এই হিতৈষিণী সভা সংস্থাপন করিয়াছি, ইহার প্রতি যেন আমাদিগের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও যত্ন থাকে। হে প্রভো! তোমার প্রসাদে যে আমরা নানা প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সভার কার্য্য এপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তজ্জন্য আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর! হে পরমেশ্বর! অদ্য আমরা যে জন্য একত্রিত হইয়াছি তাহা তোমার স্নেহ পূর্ণ প্রফুল্লকর মুখ দর্শন না করিয়া কি রূপে অক্লেশে সমাধা করিব, প্রভো! এক নিমেষের নিমিত্তে তোমার উৎসাহ জনন আনন্দকর বদন অবলোকন না করিলে যখন সকল তমসাবৃত হইয়া যায়—সকলই নীরস বোধ হয়, তখন তোমাকে হৃদয়াকাশে বিরাজমান না দেখিয়া কি প্রকারে আমরা অদ্যকার এই গুরুতর কার্য্য

অকাতরে প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদন করিব। হে হৃদয়েশ্বর! তোমার মুখ চন্দ্রিমা সন্দর্শন না করিলে কি রূপে আমাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, কি রূপেই বা আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিব, কেমনেই বা আমাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা থাকিবেক। অতএব হে পিতঃ! তোমাকে যেন আমরা প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক নিশ্বাসে, আমাদিগের অন্তর মধ্যে সাক্ষাৎকার করিতে ভুলিয়া না যাই, তুমি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছ, তুমি যে এই সভার সভাপতি রূপে উপবেশন করিয়াছ, তাহা যেন আমরা কোন মতে বিস্মৃত না হই, হে সভাপতে! এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সভা। ভঙ্গকালীন স্তোত্র।

হে হৃদয়পতে! কি প্রকারে যে আমাদিগের এই সভার গুরুতর কার্য্য আমরা সমাধা করিব, তাহা ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছি, যখন বহু আয়াস ও যত্ন ব্যতীত একটি সামান্য কুসংস্কার বিনষ্ট হয় না, তখন দুই চারি ব্যক্তির উদ্যোগে কি প্রকারে আমাদিগের ভ্রাতৃগণ তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থায় দৃঢ়তর বদ্ধমূল নানা বিধ কুসংস্কার ও কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কি প্রকারেই বা দীর্ঘকাল প্রচলিত জনসমাজের বিবিধ প্রকার কুপ্রথা দূরীকৃত হইবে, কেমনেই বা বহু বিষয়ক ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইবে, ও অশেষ প্রকার জ্ঞান জ্যোতিঃ লোক সমাজে প্রকাশ পাইবে, কি রূপেইবা রিপুদিগকে লোকে সামঞ্জস্যরূপে পরিচালন করিবে। হে পিতঃ! আমাদিগের ধনশালী, বিদ্যাবান্ ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ, যাঁহাদিগের সহায়তা ও সম্পত্তির উপর এ সভার কার্য্য সমাধা হইবার ভার বিশেষরূপে নির্ভর করে, তাঁহারা আপনার প্রদত্ত বিশুদ্ধ সুখপ্রদায়িনী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও দয়া বৃত্তি সাধনে যেরূপ বিমুখ তাহা স্মরণ করিয়া আরো ব্যাকুলিত হইতেছি। কেহ বিষয় অর্জনে—মান বর্দ্ধনে সমস্ত কালই ব্যস্ত রহিয়াছেন, কেহ বা বৃথা আমোদ প্রমোদে আয়ুঃ শেষ করিতেছেন, কেহ কেহ বা বাল্যাবস্থায় বদ্ধতর কুসংস্কার পাশে বদ্ধ হইয়া পরে আপন আপন অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। হে প্রভো! তাঁহাদিগের এতদ্রূপ অনিষ্টকর অমনোযোগ ও অবহেলার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহারা যেন আপনাদিগের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য কর্ম্মে শীঘ্র সচেষ্ট হয়েন, ইহাই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। হে করুণাকর পরমেশ! আমরা অদ্য যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম তাহা যেন আমাদিগের স্মরণ পথ হইতে তিরোহিত না হয়, তাহাতে যেন আমাদিগের আস্থা ও যত্ন থাকে, তাহা সাধন জন্য যে কোন ক্লেশ হইবে তাহা যেন ক্লেশ বোধ না করি; কেনই বা করিব, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যদি ক্লেশ বোধ করিব, তবে আর কি কার্য্য সাধনে আনন্দিত হইব? হে প্রভো! যে কোন অবস্থায় থাকি, প্রতি নিয়ত যেন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সাধনে তোমার পীযূষময় প্রীতিরস পান করণে আমাদিগের লক্ষ্য থাকে, আমরা যেন এই পরম পরিশুদ্ধ পবিত্র আনন্দ উপভোগে কোনমতে অবহেলা না করি, হে বিশ্বপালক জগৎপতে! এই আমাদিগের প্রার্থনা—এই আমাদিগের যাচ্ঞা।

কালিকাতা }
শ্রাবণ ১৭৭৯ শক } শ্রীকানাইলাল পাইন
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের বিক্রেয় পুস্তক এ সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য নিরূপণ।

বৃহৎকথা—প্রথম ভাগ ... ... ।০
চন্দ্রকিবাক্স ও অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র
বিষয়ক প্রস্তাব ... ... /০
মৎস্যনারী বিষয়ক প্রস্তাব ৵৫

[illegible] এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে [illegible] প্রকাশিত হ[illegible]—[illegible]
১ আশ্বিন বুধবার। [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্ম শিক্ষা।

পাঠাবস্থায় বালক গণকে যেমন অপরাপর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েরও শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষা ব্যতিরেকে মনুষ্য কোন বিষয়েরই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অনেকের এরূপ ভ্রম আছে, যে মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্ত উপদেশ সাপেক্ষ নহে, উহা প্রায় প্রত্যেকেরি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, শৈশবাবস্থায় মনুষ্যকে অন্যান্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান না করিলে সে যেমন তাহাতে সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ থাকে, ধর্ম্ম বিষয়ে সেরূপ থাকে না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে শিক্ষার অভাবে অনেক বিদ্যাবান্ মনুষ্য উৎকৃষ্ট রূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই। শিক্ষার যে কি পর্য্যন্ত শক্তি তাহা বর্ণনের অতীত, মনুষ্যের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয়, যে মনুষ্য বাল্যাবস্থায় যে বিষয়ক শিক্ষা লাভ করে, তাহাতেই তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। প্রথমাবস্থায় অপরাপর জ্ঞান শিক্ষার সহিত বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করিলে যে সকল বিষম ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উদ্ভব হয়, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা সুসাধ্য নহে, অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তাহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ মধ্যে বিস্তার ক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন*। বিনা উপদেশে মনুষ্য যখন কোন বিষয়ক জ্ঞানই লাভ করিতে পারে না এবং কোন বিষয়েই সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তখন উপদেশ ব্যতিরেকে যে মানব জাতি নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্বের মর্ম্মাবধারণে সক্ষম হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? অনেকের নিকট হইতে এ প্রকার আপত্তি শ্রবণ করা যায়, যে পাঠাবস্থায় বালক যখন অন্যান্য প্রকার জ্ঞান শিক্ষা করে তৎকালে তাহাকে পরমার্থ তত্ত্বের উপদেশ করিলে তাহা কোন কার্য্যেরই হয় না, কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, যে বালক গণকে সাবধান পূর্ব্বক ধর্ম্ম উপদেশ করিতে পারিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে।

পঠদ্দশায় বালকের মন যখন নানা প্রকার উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা নানা বিষয়ে সংস্কারাপন্ন হইতে আরম্ভ করে, শিক্ষকগণ যদি তৎকালে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদিগকে পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাহা হইলে সেই সকল ধর্ম্মোপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া বসে এবং তাহা বালকহৃদয়ে এমন দ্রঢ়ীভূত হইয়া যায়, যে কস্মিন্ কালে সে সমস্ত উপদিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাদিগের মন হইতে অ

* Dick. Abercrombee. Horn. &c

পনীত হয় না এবং তাহা ক্রমে অত্যন্ত হইয়া বিশেষ বিক্রমশালী হইতে থাকে। ঐ সকল ধর্ম্ম শাসন তাহাদিগের মনে বিনা আয়াসে স্বতই উদয় হয় এবং তাহারা অনায়াসে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন জনিত সুখে সুখী হইতে পারে।

বালক গণকে যেমন অশেষ প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক, সেই রূপ তৎসমভিব্যাহারে বিজ্ঞানবান্ অনাদি পুরুষেরও জ্ঞান প্রদান করা উচিত। বিদ্যাভ্যাসী বালকগণ যে সময় জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করতঃ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি আকাশস্থ অগণ্য পদার্থের স্থিতি গতি ও আকৃতির বিষয় অবগত হইতে আরম্ভ করে, শিক্ষকগণ যদি সেই সময় তাহাদিগকে ঐ সকল মহান্ পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং উহাদিগের স্থিতি গতি ও আকৃতির বিধান কর্ত্তা জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে বালক গণ অনায়াসে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার বিষয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করণ কালে ছাত্র গণ যখন জানিতে পারে যে এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল সমুদায় জীব জন্তু বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও বায়ু বাষ্পাদির সহিত অনবরত শূন্য পথে ভ্রমণ করিয়া তিনশত পঞ্চষষ্টি দিন ছয় ঘণ্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সূর্য্য হইতে প্রায় নব কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়া ঐ সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছে, সূর্য্য পৃথিবীকে অহর্নিশ আকর্ষণ করিতেছে অথচ পৃথিবী স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে সূর্য্য হইতে সতত্তই দূরে স্থিতি করিতেছে, এবং যে সময় বালক গণ জ্যোতিষের অন্যান্য তত্ত্ব সকল অবগত হয়, শিক্ষক যদি সেই সময় তাহাদিগকে বিশেষ রূপে অবগত করেন যে সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরে স্থিতি করিয়া যে নিয়মে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সূর্য্য পৃথিবীকে যে নিয়মে আকর্ষণ করিতেছে ও যে পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে সৃষ্টির সংহার দশা উপস্থিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বরের করুণা প্রসাদাৎ তাহা কস্মিন্ কালে ঘটিতে পারে না, তাহা হইলে ছাত্রের মনে সহজেই জগদীশ্বরের করুণার উদয় হয় এবং স্বতই মন হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ধারা উত্থিত হইতে থাকে। শারীর বিধান ও শারীর স্থান বিদ্যা শিক্ষার সময় ছাত্রকে কেবল শরীরের কৌশল মাত্র উপদেশ না করিয়া তৎসমুদায় কৌশলের কর্ত্তা জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার পরিচয় প্রদান করিলে অবশ্যই ছাত্রের মনে ঈশ্বরের মহান্ ভাব সকল আবির্ভূত হইতে থাকে। কোন শিক্ষক যখন সৃষ্ট পদার্থের সংযোগ বিয়োগ ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া ছাত্র গণকে রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান প্রদান করেন, তৎকালে যদি তিনি রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধীয় উল্লিখিত প্রকার নিয়মাদি জনিত কল্যাণের প্রসঙ্গ করিয়া পরমেশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগের হৃদয়ে উৎকৃষ্ট পরমার্থ রস সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে। এই রূপে প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইবার সময় বালক গণ যদি ঐ পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ও কৌশলের কারণ জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তির উপদেশ পায়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং অভ্যাস দ্বারা ক্রমে তাহাদিগের পরমার্থ রসে অধিকার জন্মে।

আমাদিগের মনের এই রূপ ধর্ম্ম, যে আমরা যদি উপর্য্যুপরি কোন দুই বিষয় শ্রবণ দর্শন বা স্পর্শ করি, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ শ্রুত দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে একের প্রত্যক্ষ দ্বারা অপর বিষয়ও আপনা হইতে মনো মধ্যে উদয় হয়। আমরা প্রত্যেক শীত ঋতুতে ক্রমাগত যে সকল পুষ্প শোভা সন্দর্শন বা ফলের রস আস্বাদন করি, শীতকাল উপস্থিত হইলে ঐ ফল পুষ্পাদি স্বতই আমাদিগের মনে আসিয়া উদয় হয়, অথবা অন্য কোন সময় ঐ পুষ্প কি ফল প্রত্যক্ষ করিলেও শীতকালের অনেক ভাব মনে উদয় হইতে থাকে।

আমরা যদি ক্রমাগত কোন মনুষ্যের কোন স্থান বিশেষ বা অবস্থা বিশেষ সন্দর্শন করি, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে অন্য কোন স্থানে কি অন্য কোন অবস্থায় পুনর্ব্বার সন্দর্শন করিলেও উহার পূর্ব্ব স্থান ও পূর্ব্বাবস্থা আমাদিগের মনে আসিয়া উদয় হইতে থাকে, অথবা পূর্ব্বোক্ত স্থান বিশেষ ও অবস্থা বিশেষ প্রত্যক্ষ করিলেও তৎক্ষণাৎ ঐ মনুষ্যকে স্মরণ হয়, আমরা একবার যদি কোন সাগর তীরে কোন ব্যক্তিকে সন্দর্শন করি, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ ব্যক্তির সন্দর্শন দ্বারা আমাদিগের সাগর তীর স্মরণ হয়, অথবা আমরা পুনর্ব্বার কোন সময় সেই সমুদ্র তীরে উপনীত হইলে, ঐ মনুষ্যকেও স্মরণ করি অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বাপর কোন দুই বিষয় একবার আমাদিগের মনে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তন্মধ্যে এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ দ্বারা বিষয়ান্তরেরও স্মরণ হওয়া আমাদিগের স্বভাব। অতএব বিদ্যা শিক্ষার অবস্থায় যে সকল পদার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে হয়, ছাত্র গণকে সেই সকল তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করিবার সময় জ্ঞানবান্ আচার্য্য যদি ঐ প্রত্যেক পদার্থ তত্ত্ব উপলক্ষ করিয়া ছাত্রদিগকে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের এমনি একটি অপূর্ব্ব অভ্যাস জন্মিয়া যায়, যে তাহারা যে সময় জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি কোন প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমালোচনা করে তখনি তদন্তর্গত পদার্থ তত্ত্বের মধ্যে জগদীশ্বরের অপার করুণা অনন্ত শক্তি ও অসীম জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়। জগদীশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহারা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোন কৌশলেরই আলোচনা করিতে পারে না। মনুষ্য অভ্যাসের দাস, যে বিষয় অভ্যাস করে, তাহারই বশীভূত হয়, অভ্যাস ব্যতিরেকে মানব কোন বিষয়েতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা অতি দুঃসাধ্য বিষয় সুসাধ্য হইয়া উঠে এবং কঠিন বিষয়ও সহজ হয়, অভ্যাসের যে কত দূর পর্য্যন্ত শক্তি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অভ্যাসাভাবে মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অভ্যাস প্রভাবে মানব এক সময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেও সমর্থ হয়। মনুষ্য বাল্যাবস্থা হইতে যদি ক্রমাগত ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মালোচনা অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মেতে যাদৃশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে অনভ্যাসে ও অশিক্ষায় কখনই তাদৃশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ বালক হৃদয় রসার্দ্র মৃৎপিণ্ডবৎ; বাল্যাবস্থার উপদেশ সকল মনেতে যেমন গাঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, যৌবনাদির শিক্ষা কখন সেরূপ হয় না, বাল্য সংস্কার কোন ক্রমেই মন হইতে শীঘ্র দূর হয় না, মনুষ্য বালক কালে যে সকল বিষয় শিক্ষা করে এবং যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা মনো মধ্যে এমন বদ্ধ মূল হইয়া বসে, যে প্রাপ্ত বয়সে তাহা সহস্র প্রকার উপায় দ্বারাও উন্মূলিত করা সহজ হয় না। অতএব বাল্যাবস্থায় মনুষ্যকে অপরাপর জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিবার সময় অল্পে অল্পে ধর্ম্মোপদেশ করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে বালক গণকে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিলে যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বর্ণনের অতীত।

ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমাবস্থায় বালকগণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল সুচারু রূপে বোধ গম্য করিতে পারে না, কিন্তু অল্প বয়স্ক যুবা দিগকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মোপদেশ করিলে, তাহা কদাপি বিফল হয় না। শিক্ষাবস্থায় বালকের মনে অন্যান্য জ্ঞানের বীজ যেমন অল্পে অল্পে বপন করিতে হয়, ধর্ম্ম বীজও সেইরূপ ক্রমেতে বপন করিলে তাহা অবশ্যই অঙ্কুরিত হয়, কি জ্ঞান কি ধর্ম্ম এক কালে কোন বিষয়েরই শিখর দেশে আরোহণ করিতে পারা যায় না, সকলেরই শোপান আছে, যত্ন পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন না করিলে মনুষ্য কখনই কোন বিষয়ের চূড়ারূঢ় হইতে সমর্থ হয় না। আচার্য্য যদি শিষ্যকে এক

কালে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল উপদেশ না করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনে ধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে শিষ্য কখন তাহা গ্রহণ ও ধারণ করিতে অক্ষম হয় না, শক্তির অতীত হইলেই তাহা লোকের অসাধ্য হয়। বালক যদি স্বীয় ধীশক্তির পরিমাণানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা অধিকার করিতে পারে। ধর্ম্ম যখন শিক্ষণীয় বিষয়, তখন যে উহার আরম্ভের স্থল নাই এমন কখনই হইতে পারে না; অতএব ঐ আরম্ভ স্থলে ধর্ম্ম শিক্ষার সূত্রপাত করিলে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। কেবল ধর্ম্ম কেন? বিহিত বিধানে শিক্ষা প্রদান করিতে না পারিলে কোন বিষয়ই সফল হয় না। শিক্ষার দোষেই অনেক সময় অনেক স্থলে ধর্ম্মোপদেশ বিফল হয়। ধর্ম্ম অতি মধুর পদার্থ, কিন্তু কেবল ধর্ম্মের নাম শ্রবণে লোকে কখন ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না; কোন ব্যক্তিকে উহার তাৎপর্য্যাবগত করাইতে হইলে বিশেষ করিয়া উহার পরিচয় দেওয়া উচিত। জগদীশ্বরকে ভক্তি করা উচিত, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য ও সর্ব্বদা ন্যায় সত্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা বিধেয়, ইত্যাদি স্থূল উপদেশ দ্বারা বালকের যদিও না ধর্ম্মেতে মতি হয়, কিন্তু তাহার ধীশক্তি অনুযায়ী প্রীতি ও ভক্তি উৎপাদক ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন, পিতা মাতার স্নেহ বর্ণন ও ন্যায় সত্যের গুণ ব্যাখ্যা করিলে অবশ্যই ধর্ম্মেতে আস্থা হয়। যে ব্যক্তি সহস্রবার ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে তাঁহাতে ভক্তি করিতে রত হয় না, সেই ব্যক্তির নিকট একবার যদি বিশেষ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মনে ভক্তি রসের সঞ্চার হইতে থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব শিক্ষক গণকে সর্ব্বদা এইরূপ সাবধান হইয়া ধর্ম্মোপদেশ করা উচিত যে, উপদিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ বোধগম্য করিতে পারিয়া তাহার ফল লাভে অধিকারী হইতে সমর্থ হয়।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

হে জীব! আর কেন? মানব নামের যথার্থ গৌরব বিস্মৃত হইয়া আর কতকাল অনবধান শয়নে শয়ান ও দুঃস্বপ্ন দর্শিনী স্বেচ্ছা পিশাচীর কুহক নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে? আপন উদার স্বরূপ ও গরীয়সী প্রকৃতির প্রতি অবহেলা করিয়া আর কতকাল বাল্য লীলায় প্রণয় বন্ধন করিবে। একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, বিশ্ব পিতা পরমেশ্বর তোমাকে কিরূপ গুরুতর ভার বহনে সমর্থ করিয়া এই ধরাধামের নিবাসী করিয়াছেন। জ্ঞান নয়নে নিরীক্ষণ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবে, এই বিশাল জগতীতলে এমন মনুষ্য নাই, যাহার চিত্তক্ষেত্রে মহত্ত্বের বীজ নিহিত হয় নাই ও উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভে অধিকার নাই। অসম্যগ্‌দর্শিনী ক্ষুদ্র দৃষ্টি দ্বারা আমরা মনুষ্যকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু তাহা নহে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে কোন অবস্থায় পতিত হউকনা কেন, মনুষ্য মাত্রই মহত্ত্ব লাভের অধিকারী। যে কোন দেশে উৎপন্ন ও যেরূপ হউকনা কেন, মনুষ্য অবশ্যই মনুষ্যের সমুচিত উদার স্বরূপ পাইবে সন্দেহ কি? বাহ্যিক বিবিধ আড়ম্বর বিষয়ে আমরা পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হই বটে, কিন্তু আমাদিগের প্রকৃতিগত তেজোময় প্রভাপুঞ্জে সমুদায় প্রভেদই বিলীন হইয়া যায়। বুদ্ধি, বিবেক, প্রীতি, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, শোভানুভাবকতা, অনুচিকীর্ষা, নির্ম্মিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ মনোবৃত্তি সমুদায় আমাদিগের যথার্থ গৌরব বিধায়িনী সাধারণ সম্পত্তি। আমরা চির-প্রথিত অতি বিগর্হিত ভ্রমবশতঃ সাধারণ কোন বস্তুর প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকি এই সমস্ত মহামূল্য সম্পত্তির প্রতিও সেই রূপ করি, কিন্তু বাহ্য পদার্থের ন্যায় আত্মগত সাধারণ বস্তু সকলও সমধিক মূল্যবান্। শিল্প বিদ্যা সম্ভূত অশেষ বিধ চিত্ত রঞ্জন উপকরণ দ্বারা ধনী গণের আলয় সকল আলোকময় ও বিচিত্র রূপে রঞ্জিত হইয়া থাকে যথার্থ বটে, কিন্তু সকল লোক

বিকাশী প্রভাকর যেরূপ আলোক সম্ভূত আলোক মালা সহকারে প্রতিদিন সমগ্র নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, এবং কি সরিৎসাগরে, কি ভূধরকন্দরে, কি আমাদিগের মন্দিরে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিতরণ করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে ঐ সমস্ত কৃত্রিম আলোক অবশ্যই প্রভাহীন বোধ হইবে সন্দেহ নাই। সেইরূপ কিয়ৎ সংখ্যক লোকে যে কোন অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় লোক সমাজে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেন, প্রজ্ঞা বিবেক প্রভৃতি মনুষ্য জাতির সাধারণ চিত্ত বৃত্তি সমুদায়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাহাও নিঃসন্দেহ অতি সামান্য বোধ হয়। অধিক কি, মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতির সহিত কোন পার্থিব বস্তুর তুলনা করাই অনুচিত; যেহেতু উহার সাদৃশ্য ধারণ করে এমন পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। চিন্তা বা কল্পনাতেও তাহা আবির্ভূত হইবার নহে। মানব প্রকৃতি সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির প্রতিকৃতি। যিনি আত্মার বিশুদ্ধ ঐশী শক্তি সমূহের অধিকারে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই মহা পুরুষ। যে কোন স্থানে অবস্থিতি করুননা কেন, তিনিই সার্থক জন্মা—তিনিই ধন্য। তাঁহাকে চীবরমাত্র পরিধানই প্রদান কর, বা ভূগর্ভ নির্ম্মিত কারাগারেই নিরুদ্ধ কর, অথবা লৌহ শৃঙ্খলে সংযত করিয়া দাসবৃত্তিতেই নিযুক্ত করিয়া রাখ, কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্বের অপলাপে সমর্থ হইবে না। তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেও সর্ব্বসাক্ষী পরম পুরুষ তাঁহাকে স্বর্গীয় পবিত্র ভবনে স্থান দান করিবেন। কোন সমৃদ্ধ মহানগরীয় রাজবর্ত্মে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বিস্তার করিতে না পারিলেও তিনি পবিত্র চিন্তা, অকৃত্রিম স্নেহ ও সুনিশ্চল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যেরূপ মহানুভাবতা ও আত্মার অজস্র শোভা সম্পত্তি বিস্তার করিতে থাকেন তাহা আর কুত্রাপি অনুভূত হইবার নহে। বিচিত্র পাষাণ বিরচিত, অমূল্যমণি নিচয় মণ্ডিত, লক্ষ লক্ষ সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশও দৃষ্ট হইবে না। মানব প্রকৃতির যে সাধারণ সমৃদ্ধি, এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা গেল; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইলে যে কতদূর মহত্ত্ব ও গৌরবের প্রসূতি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে একবারে বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইতে হয়। তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা প্রতীত হইতে পারে যে, চিত্তের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে কুত্রাপি বিশেষ নাই। কি উচ্চ,কি নীচ,কি উত্তম,কি অধম; জীবনের সর্ব্ব প্রকার বর্ত্মেই সমভাবে উহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। যথার্থ মহীয়ান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতে পারেন। কোন্ অবস্থা বিশেষে যে মহত্ত্বের প্রচুর উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। বল বা বিদ্যাতেই কিছু মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। বাহ্যিক প্রভুতা কি কৃতিবাহুল্যেতেই যে উহা বিদ্যমান থাকে এমনও নহে। লোক সমাজে মহত্ত্ব সূচক কোন কার্য্য করিতে না পারিলেও কি কেহ মহাত্মা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না? পৃথিবী মধ্যে আকর সম্ভূত অপরিশোধিত রত্ন নিচয়ের ন্যায় যে কত কত বরিষ্ঠ মহীয়ান্ ব্যক্তি প্রভাশূন্য থাকায় অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ স্বভাবের সমৃদ্ধি ও গৌরব কেবল আত্মার পবিত্র শক্তির উপরেই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। বিশুদ্ধ ভাবনা, সুবিমল প্রীতি, ও ধর্ম্ম নীতি সূত্র সমুদায়েই মহত্ত্বের মহনীয় নিকেতন। অনুসন্ধান করিলে জীবনের অতিহীনাবস্থাতেও তাহা দুষ্প্রাপ্য হয় না। এরূপ সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, যে ব্যক্তি বর্দ্ধনশীল পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ জন্য বিব্রত হওয়ায় যৎসামান্য কোন ব্যবসায় অবলম্বনে কথঞ্চিৎ দিনপাত করিয়া থাকে সেও এক জন

বিদ্যাবান্ অপেক্ষাও সমধিক পরিষ্কার রূপে বস্তু তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, অধিকতর তীক্ষ্ণতা সহকারে সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে এবং অতি দুরূহ ব্যাপারেও অধিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পরিজ্ঞাত সমুদায় ভূম-

গুল মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ দেশবাসী মানব গণের রীতি নীতি চরিত্রাদি দর্শনে মহতী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সকল সংকলন পূর্ব্বক লোক সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, মানব প্রকৃতি পরিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষাও পটুতর অনুভব প্রকাশ করিতে পারে এবং সমধিক বিজ্ঞতা সহকারে লোকের বিভিন্ন চরিত্র ও সদসৎ অভিপ্রায় বোধ গম্য করিতে সমর্থ হয় এমন বিস্তর লোক দৃষ্ট হইতে পারে। চিন্তা শক্তিই যে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক মহত্ত্বের এক মাত্র পরিমাপিকা তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। সেই রূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিবন্ধন যে মহত্ত্ব, যাহা মনুষ্যত্বের সারাংশ ও চরম উদ্দেশ্য, যাহা পরম পুরুষার্থ লাভের দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপ, তাহার পরিমাণে এ কেবল বিশুদ্ধ স্বভাবই কারণ। সংসার মধ্যে তিনিই সাধু পুরুষ তিনিই যথার্থ মহত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্প সহকারে শুদ্ধ সৎপক্ষ মাত্র অবলম্বন করিয়া যাবজ্জীবন ন্যায়মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক কালহরণ করেন, যিনি অসম বীর্য্য বিস্তার পুরঃসর বাহ্যিক ও আন্তরিক রিপুবর্গের গরলময় চিত্তরঞ্জন প্রলোভন সকল সুদূর পরাহত করিয়া থাকেন, যিনি জীবনের ভারনিবহ অতিমাত্র দুর্ব্বহ হইলেও হৃষ্ট ও অবিচলিত চিত্তে বহন করিতে পারেন, যিনি নিয়তি প্রদর্শিত ভীষণ বিভীষিকা ও করাল ভ্রূকুটী ভঙ্গিমাতেও নিতান্ত নির্ভয় এবং দুরন্ত বাত্যাপাতেও একান্ত প্রশান্ত ভাবে নিশ্চিন্ত রহেন, যাঁহার সত্যে, ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে সুনিশ্চল বিশ্বাস ও আত্মার্পণ কখনই অপনীত হইবার নহে। লোক সমক্ষে মহা আড়ম্বর করিয়া মহত্ত্ব ব্যঞ্জক কতগুলা লক্ষণ প্রদর্শন করাকেই কি মহত্ত্ব বলে? উন্নত পদস্থ ঐশ্বর্য্যশালী লোক সকল যে সমস্ত কীর্ত্তিকর ক্রিয়া কলাপ দ্বারা সর্ব্বত্র মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হয়েন, তদ্ভিন্ন মহত্ত্ব লাভের কি আর উপায় নাই? যুক্তি ও বিবেকের সাহায্যে আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপুবর্গের যে একান্ত বশীকরণ তাহাই মহত্ত্বের যথার্থ লক্ষণ। দুর্নীতি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের মধুরময় পরামর্শে যদৃচ্ছাবিহার ও আত্মানুবর্ত্তনের স্বাভাবিক দুর্দ্ধর্ষ বাসনার যে উচ্ছেদ সাধন তাহাই মহত্ত্বের যথার্থ লক্ষণ। ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধে, চিরসেবিত হৃদয়ের পরম আশা নিবন্ধন অতিমাত্র প্রেমাস্পদ বস্তু সকলেরও যে দুষ্কর বিসর্জ্জন তাহাই মহত্ত্বের যথার্থ লক্ষণ। নিতান্ত হতাশ, একান্তক্লিষ্ট, লোক সমাজে অবধীরিত ও পরিত্যক্ত হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে কিছুতেই পরাঙ্মুখ না হওয়া, প্রত্যুত হৃদয়ধামে সান্ত্বনা, নিরুদ্বেগ, আশা, ও আনন্দের আবাহন করা তাহাই মহত্ত্বের যথার্থ লক্ষণ। এরূপ মহত্ত্ব কি বাহিরে প্রকটিত হইবার বিষয়। এরূপ মহত্ত্ব কি পদ বা ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা রাখে। কদাচ নহে। কি বিদ্যাবান্ কি অনক্ষর, কি বিখ্যাত কি সংবৃত, কি ধনী কি দরিদ্র এতাদৃশ মহত্ত্ব লাভে সকলেরই অধিকার আছে। ঈদৃশ মহত্ত্বের সহিত বাহ্য আড়ম্বরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এই বর্ত্তমান কালে কোন বিশুদ্ধ চরিত মহাত্মার হৃদয় রাজ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় মহান্ সংকল্প সকল সংকলিত হইতেছে, কি অনির্দ্দেশ্য গরিষ্ঠ শৌর্য্যজনিত সমুজ্জ্বল কার্য্যজাত নিষ্পন্ন হইতেছে, মহতী উদারতা বশতঃ কত কত প্রীতি ভাজন বিষয় সকলও বিসর্জ্জিত হইতেছে, তাহা কে জানিতে পারে! আমরা স্বপ্নেও তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারি না। অতএব পদমর্য্যাদা বা ধনসম্পত্তি থাকিলেই যে মহত্ত্ব লাভের অধিকার হয়, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যেই অধিকাংশে উল্লিখিত মহত্ত্বের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ধনবান্ অপেক্ষা সাধারণ লোক শ্রেণী মধ্যেই যে কত কত বীর্য্যবান ব্যক্তি অসামান্য পুরুষকার সহকারে অকাতরে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে দুর্ব্বিষহ বিষম যন্ত্রণা পুঞ্জ সহ্য করতঃ অকৃত্রিম সত্য, অকপট করুণা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া কথঞ্চিৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে-

ন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে মধ্যবিত্ত লোকদিগেরই মহত্ত্ব পাইবার অধিক সম্ভাবনা, তখন তাদৃশ অমূল্য রত্ন লাভ বিষয়ে কি ক্ষণমাত্রও অবহেলা করা উচিত?

হে মানববর্গ! বৃথা আমোদ প্রমোদে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া যথার্থ স্বার্থ সাধনে কেন পরাঙ্মুখ হও। স্থির চিত্তে একবার প্রণিধান করিয়া দেখ, মহত্ত্ব লাভ করিতে আমাদের অন্যের উপাসনা আবশ্যক হয় না। তাহা আপনাদিগেরই বিলক্ষণ আয়ত্তে রহিয়াছে। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই মহত্ত্ব লাভের এক প্রধান কারণ। অতএব যে যে উপায় দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে সর্ব্ব প্রযত্নে প্রথমে তাহার সন্ধান করাই বিধেয়॥

ঈশ্বরের মহিমা॥

যথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তুকে জগদীর যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োজন বিধান করিয়া নিত্যকাল প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি স্বীয় সন্তান গণকে পরম সুখে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্থল বিশেষে করুণা বিশেষ প্রকাশ করিয়া আপনার সকরুণ স্বভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। জীবের কল্যাণ সাধনার্থে তিনি এক এক স্থলে এপ্রকার অদ্ভুত করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহা স্মরণ হইলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

সুমেরু সমীপে লাপলণ্ড নামক স্থানবাসী মনুষ্য দিগের জীবন ধারণ ও জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বোধ করি নিতান্ত মূঢ় মনুষ্যের হৃদয়েও জগদীশ্বরের দয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। উক্ত স্থানের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে যে সেস্থান কোন প্রকারে মনুষ্যের বাস যোগ্য হইতে পারে ইহা সহসা কাহারও মনে উদয় হইতে পারে না। সুমেরু সমীপবর্ত্তী লাপলণ্ড প্রভৃতি কতিপয় স্থান তুষার মণ্ডিত হিমগিরি শ্রেণী দ্বারা পরিপুরিত এবং হিমশিলাময় প্রবিস্তীর্ণ রসার্দ্র ভূমি পরিসেবিত। ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে এত প্রভূত তুষার পতিত হইয়া রাশীকৃত হইয়া থাকে যে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালের সূর্য্যোত্তাপেও তাহা দ্রবীভূত হয় না। বিশেষতঃ অন্যান্য দেশাপেক্ষা উক্ত স্থানে আর যে এক ঘোর ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ হইলে চিত্তের বিষম বৈকল্য উপস্থিত হয়। লাপলণ্ডের কোন কোন স্থানে ঋতু বিশেষে প্রায় তিন মাস সূর্য্যের উদয় হয় না এবং ঋতু বিশেষে দিবাকর উপর্য্যুপরি তিন মাস স্বকীয় কিরণ বর্ষণ করিতে থাকে*। লাপলণ্ড স্বভাবত হিমপ্রধান স্থান, বিশেষতঃ শীতকালে তথায় ক্রমাগত তিন মাস সূর্য্যোদয় না হওয়াতে যে পর্য্যন্ত হিমাধিক্য হয় তাহা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই অনায়াসে সকলেরই অনুভব হইতে পাবে। ভ্রমণকারি ব্যক্তিরা বর্ণন করিয়াছেন শীত কালে কোন কোন সময় লাপলণ্ডে এমনি হিমের প্রাবল্য হয় যে তত্রস্থ সমুদয় নদীর জল সংহত হইয়া যায় এবং কুত্রচিৎ তুষারবৎ কঠিন হইয়াও উঠে। গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও তন্মধ্যস্থিত সুরাদি তরল পদার্থ সকল জমিয়া যায় এবং যদি ক্ষণ কালের জন্য দ্বার মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে গৃহ মধ্যস্থিত বাষ্প পর্য্যন্ত তুষার রূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেমন বিবিধ প্রকার ভোজন যোগ্য ফল শস্যাদি জন্মে উক্ত স্থানে সে প্রকার জন্মে না; তথাপি আর আর ঋতুতে যদিও কিছু উৎপন্ন হয় শীত কালে আর কিছুই উৎপাদিত হয় না। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা, এই স্থানকেও তিনি স্বকীয় অনুপম কৌশলে মনুষ্যের বাস যোগ্য করিয়াছেন, লাপলণ্ডস্থ লোকে স্বীয় নিবাস ভূমিকে স্বর্গ সদৃশ বর্ণন করে†। তাহারা জগদীশ্বর প্রসাদাৎ স্বচ্ছন্দে সকল কালে আপনাদিগের সমুদয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া সন্তোষ পূর্ব্বক কাল হরণ করে।

* Ree's Cyclopædia *Vol.* 20 *pt.* 1.

† The natives believe this country to be [illegible] terrestrial paradise. Encyclopædia Britanica [illegible]

লাপলণ্ডের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে অন্যান্য সময়াপেক্ষা শীতকালেই তত্রস্থ লোকের অধিক দুরবস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কৃপানিধান বিশ্বপিতা তত্রস্থ লোকের দুঃখ পরিহারের জন্য এমনি সকল উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, যে তদবলম্বনে লাপলণ্ডবাসী লোকে অক্লেশে সমস্ত শীত ঋতু যাপন করে। শীতকালে যেমন উক্ত স্থানে দীর্ঘকাল সূর্য্যের উদয় হয় না, তেমনি আর এক প্রকার বিশেষ আলোক দ্বারা তথাকার অনেক অন্ধকার দূর ও লোকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে বিশেষ আলোক দ্বারা লাপলণ্ডবাসী লোকে সূর্য্যহীন শীতকালে আপনাদিগের সাংসারিক সকল কার্য্য সম্পন্ন করে, পৃথিবীর কেন্দ্র ভিন্ন আর কুত্রাপি উক্ত প্রকার আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে দীর্ঘকাল সূর্য্যের বিরহ হয় এই নিমিত্ত জগদীশ্বর তথায় আলোক বিশেষের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য বিরহ কালে লাপলণ্ডবাসী লোকে শূন্য হইতে যে আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম উদীচীন উল্কা*। ঐ উদীচীন উল্কা যে কি পদার্থ এবং কি কারণে যে উহার উৎপত্তি হয়, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিতই নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারেন নাই, কিন্তু উক্ত অদ্ভুত আলোক দ্বারা লাপলণ্ডীয় লোকে অক্লেশে আপনাদিগের সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। ঐ আলোক দ্বারা লাপলণ্ড বাসী লোকে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারে, অক্লেশে মৃগয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করে, এবং নদ নদী ও সাগর জলে মৎস্যাদি ধারণ করিতেও সমর্থ হয়. উহা দ্বারা উহারা রন্ধন ভোজন ও শয়ন উপবেশনাদি গৃহ কার্য্য সমস্তও অনায়াসে সমাধা করে। ইহা একবার আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে কোন করুণাময় পুরুষ লাপলণ্ড বাসী লোকের দুঃখ হরণের জন্য এমন আশ্চর্য্য উদীচীন উল্কার সৃষ্টি করিয়াছেন? কাহার ইচ্ছায় স্থান বিশেষে শূন্য পথে সূর্য্যের পরিবর্ত্তে আলোক বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছে? জগদীশ্বর যদি সুমেরু সন্নিহিত স্থানে উদীচীন উল্কার সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে লাপলণ্ড বাসী লোকে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিত?

লাপলণ্ডে এক প্রকার মৃগ জন্মে, ঐ মৃগ হইতে লাপলণ্ডস্থ লোকে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে বোধ হয় যে, জগদীশ্বর কেবল উক্ত স্থান বাসী মনুষ্য গণের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশেই তথায় এ প্রকার পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন। একেত হিমপ্রধান লাপলণ্ড দেশে স্বভাবতই ভোজন যোগ্য ফল মূলাদির ভাগ অল্পই জন্মায়, তাহাতে আবার শীতকালে কিছুমাত্র উৎপন্ন হয় না। শীত ঋতুতে লাপলণ্ড বাসী লোকে কেবল উল্লিখিত মৃগ অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ঐ সময় তাহারা কেবল উহার দুগ্ধ পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষা করে, অপর কোন দ্রব্য খাইতে পায় না। শীতকালে যে তাহারা কেবল উক্ত পশু দ্বারা আপনাদিগের ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করে এমত নহে, উহা দ্বারা তাহাদিগের আরও বিস্তর উপকার দর্শে। ঐ মৃগের চর্ম্ম দ্বারা তাহারা উৎকট শীত নিবারকানুযায়ী গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া অঙ্গে ধারণ করে, উহার চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া অক্লেশে তুষারাবৃত স্থানের উপর দিয়া সর্ব্বত্র গতায়াত করে এবং উক্ত পশুকে তত্রস্থ এক প্রকার শকট বিশেষে যোজনা করিয়া অনায়াসে তুষারময় স্থান অতিক্রম করিয়া এক দিবসের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হয়। ভ্রমণকারী লোকে দেখিয়াছেন, যে শীতকালে লাপলণ্ড দেশে যে প্রকার হিমাধিক্য হয়, তাহাতে তত্রস্থ লোকে উল্লিখিত মৃগ চর্ম্ম

* কোন কোন পণ্ডিত ঐ উল্কাকে বৈদ্যুতিক ব্যাপার বলিয়া স্থিরপক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা কহেন, যে যখন যে স্থানে বায়ু সূক্ষ্ম হয়, তৎকালে সেই স্থানে ঐ সূক্ষ্ম বায়ুর মধ্য দিয়া বিদ্যুদালোক স্ফুরিত হওয়াতে উক্ত প্রকার উল্কার উৎপত্তি হয়। শীতকালেই লাপলণ্ড দেশে ঐ উল্কা প্রকাশ পায় কারণ শীত ঋতুতে তত্রস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়। উক্ত পণ্ডিতেরা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারে যন্ত্র বিশেষ দ্বারা উদীচীন উল্কার ন্যায় আলোক উৎপন্ন করিয়াও দেখাইয়াছেন। Natural philosophy.

ছত্রে গাত্রাচ্ছাদন না করিলে কোনমতেই জীবন রক্ষা করিতে পারে না। ঐ মৃগ চর্ম্ম স্বভাবতঃ এমন স্থূল ও লোমময় যে উহা ব্যবহার করিলে লাপলণ্ডস্থ লোকের আর কোন ক্লেশ থাকে না, শীত প্রধান স্থানে বিশেষ উপকারী। উক্ত মৃগ চর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকার এমনি গুণ যে তাহা পদেতে ধারণ করিয়া লাপলণ্ড বাসী লোকে এক দিনের মধ্যে ৩০ ক্রোশ পথ গমনাগমন করিতে পারে *। ঐ মৃগ চর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকার লোমের দিক বহির্ভাগে থাকাতে পাদুকাধারী ব্যক্তির পদতলে কিছুমাত্র হিম প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহা ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে তুষার ময় স্থান ভ্রমণ করা যায়। কোন ভার পূর্ণ শকটে ঐ মৃগ যোজনা করিলে উহা অনায়াসে গুরুতর ভারের সহিত ঐ শকট লইয়া প্রতিদিন প্রায় শত ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। উক্ত মৃগের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে কঠিন তুষারময় হিমাবৃত স্থানে বহু দূর গমন করিতে কিছুমাত্র শ্রান্ত হয় না। লাপলণ্ড দেশীয় লোকে ঐ মৃগ যোজিত শকটে তত্রস্থ নানাবিধ পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া নরওয়ে প্রভৃতি দূরদূর স্থানে বাণিজ্য করিতে যায়। জগদীশ্বরের কি চমৎকার মহিমা তিনি হিমাবৃত লাপলণ্ড দেশে এমনি আশ্চর্য্য পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা তথাকার লোকের জীবন ধারণ ও উন্নতি বর্দ্ধনোপযুক্ত সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। লাপলণ্ড দেশে উক্ত প্রকার মৃগ না থাকিলে কোনমতে তথাকার লোকের জীবন ধারণ হইত না এবং উক্ত প্রকার মৃগ ভিন্ন ও তথাকার আর কোন পশু থাকিতে পারিত না। শীত প্রধান লাপলণ্ড দেশে বাস করিতে হইবে বলিয়া জগদীশ্বর উক্ত মৃগের সমুদায় গাত্রএমনি স্থূল চর্ম্ম ও অবিরল লোম দ্বারা আবৃত করিয়াছেন যে তন্মধ্য দিয়া ঐ পশু শরীরে কিছুমাত্র হিম প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শীতকালের প্রারম্ভে ঐ পশুর গাত্রলোম সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। উক্ত পশুর আহারের জন্য শীতকালে লাপলণ্ডের তুষার ক্ষেত্রে এক প্রকার শৈবাল উৎপন্ন হয়, মৃগগণ তখন কেবল ঐ শৈবাল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা সুন্দর রূপে তাহাদিগের শরীর রক্ষা হয়। সে শৈবাল ভক্ষণ করিয়া মৃগ কুল জীবন ধারণ করে, উক্ত শৈবাল দ্বারা লাপলণ্ড বাসী লোকেরও বিস্তর উপকার দর্শে। ঐ শৈবাল তাহাদিগের শীত নিবারণের কার্য্য সাধন করে এবং অনেক প্রকার ঔষধেও লাগে। হা জগদীশ! তুমি দেশ ভেদে ও কাল ভেদে কত প্রকার বস্তু রচনা করিয়া কত প্রকার করুণাই প্রকাশ করিয়াছ। তুমি শীত প্রধান স্থানে তথাকার উপযুক্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়া স্বকীয় মহিমাকে মহীয়ান্ করিয়াছ এবং উক্ত দেশের আবশ্যক মত সমস্ত প্রয়োজন বিধান করিয়া তত্রস্থ প্রজাপুঞ্জ পালন করিতেছ। তোমার করুণার বিষয় আমরা কত কীর্ত্তন করিব, তোমার অপার মহিমা সাগরে মন নিমগ্ন হইলে তাহার আর উত্থান শক্তি থাকে না।"

* Encyclopædia Britanica Vol. IX.

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের

তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা।

৩০ শ্রাবণ ১৭৭৯ শক

অদ্য এই ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা, ইহা আমাদের অতীব আহ্লাদের ব্যাপার, অতএব হে ব্রাহ্মগণ! যে বিঘ্ন বিনাশন মহিমার্ণব মহেশ্বরের মহিমাবলে নানাবিধ বিঘ্নসত্ত্বেও এই সুখকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক কতিপয় বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

এই জগতীতলে স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, বৃহৎ চেতনাচেতন যখন যে বিষয়ে আমরা দৃষ্টিক্ষেপ করি, তাহাতেই জগন্নিয়ন্তার অসীম জ্ঞান, প্রভূত দয়া এবং অচিন্ত্য শক্তি সন্দর্শন করিয়া থাকি। এক বস্তুর সহিত বস্ত্বন্তর মিশ্রিত হইলে যে তদুভয় বস্তু স্ব স্ব রূপ গুণ পরিহার

করিয়া নূতন গুণাদি ধারণ করে, ইহা সকলেই প্রায় জ্ঞাত আছেন। হরিদ্রা চূর্ণ সংযোগে যে পাটল বর্ণ এবং নীল পীত সহযোগে যে হরিৎ বর্ণ গ্রহণ করে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি! মিশ্র দ্রব্যের ভাগের তারতম্যানুসারে তত্তৎ যোগাধীন নিষ্পন্ন সামগ্রীর অতি বিচিত্র বিপরীত গুণ সমুদ্ভব হয়। অক্সিজন ও নৈত্রজন নামক বাষ্প বিশেষের ন্যূনাতিরেক সংযোগ বিধান দ্বারা পঞ্চবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে নাইট্রিক্ এসিড, নৈত্রস এসিড, নাইট্রিক অকসাইড নামক পদার্থ ত্রয় অতি প্রখর প্রাণ নাশক গুণ ধারণ করে অর্থাৎ উহা জিহ্বাস্পর্শ মাত্র পঞ্চত্ব পাইতে হয় কিন্তু তাহারই আবার প্রকার ভেদ অর্থাৎ সামান্য বায়ু দ্বারা আমাদের জীবন ক্রিয়া সমাধা হয়, যদ্ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও প্রাণধারণ করিতে পারিনা। পদার্থের সংযোজন গুণ দ্বারা যেসমস্ত আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তাহা স্মরণ করিলে মন আর সেই অগাধ জ্ঞান সমুদ্র পরমেশ্বরের জ্ঞান ক্রিয়ার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া অবাক্ ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। সলফিউরিক এসিড অর্থাৎ দ্রাবক ও এমনিয়া মিশ্রিত হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিলে উল্লিখিত এমনিয়া হইতে দ্রাবক বিযুক্ত হইয়া চূর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং সেই সংযুক্ত দ্রব্যে সোডা নামক লবণ বিশেষ নিক্ষেপ করিলে ঐ দ্রাবক আবার চূর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হয়, তাহাতে পুনরায় পোটাস নামক ক্ষার বিশেষ প্রক্ষিপ্ত হইলে সোডা হইতে দ্রাবক পুনর্ব্বিচ্ছিন্ন হয়, তন্মধ্যে আবার ষ্ট্রনসিয়া যোগ করিলে পরে উক্ত পোটাস হইতে স্বতন্ত্র হয় এবং পরিশেষে বারাইট মৃত্তিকা সংযোজন করিলে ষ্ট্রনসিয়া হইতে পৃথক হইয়া উক্ত মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এস্থলে রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধীয় আর একটি বিষয়ের বিবরণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সুবিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য লিন্নিয়স মহোদয় সপ্রমাণ করিয়াছেন, নেবেল উয়াট নামক উদ্ভিদ বিশেষের পত্র প্রাতঃকালে অম্ল, মধ্যাহ্নে বিস্বাদ এবং রজনীযোগে তিক্তস্বাদ হয়।

বহুতর মনুষ্যের এবম্বিধ সংস্কার থাকিতে পারে যে সর্ব্ব দেশেই মেঘাম্বু বর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুদেশে বালেস্ নামে এক স্থান আছে তথায় কোন কালেই বৃষ্টিপাত হয় না। তত্রত্য লোকে বৃষ্টি ব্যতিরেকে কি প্রকারে জীবন ধারণ করে ইহা চিন্তা করিলে মনে আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হয়, কিন্তু বিশ্ব বিধান কর্ত্তা করুণানিধান পরমেশ্বরের অপার দয়ার বিষয় স্মরণ করিলে অন্তঃকরণে সন্দেহ কত ক্ষণ স্থান পায়! যিনি সর্ব্বজীবের পাতা ও সুখদাতা এবং যাঁহার অনুকম্পায় অতি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত রূপে সমুদয় প্রয়োজনীয় ও সুখদ সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি যে তাহাদিগকে এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ে বিস্মৃত হইবেন ইহা কদাপি সম্ভব নহে। তথায় যেমন কোন সময়ে বিন্দুমাত্রও বারি পতন হয় না, তেমন শীত ঋতুতে এরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হয়, যে তদ্দ্বারা অতি অনুর্ব্বরা ভূমিও ফলবতী হইতে থাকে এবং পথের ধূলি পর্য্যন্ত কর্দ্দম হইয়া যায়। হে বিচিত্র শক্তি অনাদিকারণ পরমাত্মন্! তোমার দুরবগাহ অসীম মহিমা সাগরের পার আমি কি প্রকারে পাইব। এক রজনীতে কি তাহা বর্ণন করা যায়? মনুষ্য যদি পৃথিবীর সমকাল বর্ত্তমান থাকে এবং যাবজ্জীন অবিশ্রান্ত কেবল তোমারই গুণ কীর্ত্তন করে, তথাপি সে তোমার মহিমা সমুদ্রের এক বিন্দুরও অন্ত করিতে সক্ষম হয় না। হে দীনবন্ধো! আমার প্রার্থনা এই যে আমি অধিক কিম্বা অল্পকালই জীবিত থাকি যেন তোমার নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সুস্থ থাকিয়া তোমার গুণ গান করিতে করিতে আমার দেহ পতন হয় এবং সেই ভয়ানক সময়ে যেন তোমাকে স্মরণ থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৭ অধ্যায়——সম্ভবপর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমাবৃত্তব্রত কচ গুরু কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া ত্রিদশাবাসে গমনোদ্যত হইলে দেবযানী কহিলেন, হে অঙ্গিরা ঋষির পৌত্র কচ! তুমি এক্ষণে সুচরিত্র,সৌজন্য,বিদ্যা,তপস্যা ও শমদমাদিতে বিভূষিত, এবং মহাযশা অঙ্গিরা ঋষি যেমন আমার পিতার মান্য, তদ্রূপ তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার মান্য ও পূজ্য, অতএব হে তপোধন! আমি যাহা বলি তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নিয়মোপেত ব্রতাচরণ কালে আমি তোমার অনেক পরিচর্য্যা করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সমাবৃত্তবিদ্য সুতরাং আমাকে ভজনা করিবার যোগ্য, অতএব যথাবিধানে মন্ত্রপূত করতঃ আমার পাণি গ্রহণ কর। কচ কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য যেমন আমার মান্য ও পূজ্য,তুমিও আমার তদ্রূপ পূজনীয়া,হে ভদ্রে! তুমি মহাত্মা ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা কন্যা, সুতরাং গুরুপুত্রী বলিয়া তুমি আমার সর্ব্বদা পূজনীয়া। যেমন তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার গুরু ও মান্য,হে দেবযানী! তুমিও তদ্রূপ, অতএব আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োক্তব্য নহে। দেবযানী কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তুমি আমার পিতার গুরুপুত্রের পুত্র,অতএব তুমি আমারও পূজ্য ও মান্য। হে কচ! যখন অসুরেরা তোমাকে পুনঃপুন হনন করিয়াছিল,সেই অবধি তোমার প্রতি আমার যে কিরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে তাহা স্মরণ কর। তোমার প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি তাহা সৌহার্দ্দ বা অনুরাগ দ্বারা অবশ্য তোমার অনুভব হইয়াছে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! পরম ভক্তিমতী যে আমি আমাকে পরিত্যাগ করিওনা। কচ কহিলেন, হে শুভ ব্রতে! এই অনিয়োজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করিওনা, হে শুভে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতর, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশালাক্ষী! যে শুক্রাচার্য্য হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই জঠরে বাস করিয়াছিলাম, অতএব ধর্ম্মতঃ তুমি আমার ভগিনী, অতএব আমার প্রতি এরূপ গর্হিত কথা কহিওনা। হে ভদ্রে! এত কাল তোমার নিকট সুখে বাস করিলাম এবং এখনও কোন অসুখ নাই, এক্ষণে অনুমতি দেও গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথে কোন অমঙ্গল ঘটনা না হয়। কথাপ্রসঙ্গে ধর্ম্মাবিরোধে আমাকে স্মরণ করিও এবং অপ্রমত্ত চিত্তে নিয়ত গুরুর আরাধনা করিও। দেবযানী কহিলেন, হে কচ! ধর্ম্ম কামার্থে আমাকর্ত্তৃক যাচিত হইয়াও যদি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার অধীত বিদ্যা কখন সফলা হইবে না। কচ কহিলেন, আমি তোমাকে কেবল গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি, দোষ দৃষ্টিতে নহে এবং গুরুও আমাকে এ বিষয়ে অনুজ্ঞা করেন নাই,অতএব বৃথা কেন আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানী! আমি তোমাকে আর্ষ ধর্ম্ম কহিলাম, তথাপি তুমি অভিসম্পাত করিলে, আমি শাপের যোগ্য পাত্র নহি, অতএব তোমার যে শাপ ইহা ধর্ম্মত নহে, কেবল কাম জন্য মাত্র। অতএব তুমি যাহা কামনা করিতেছ তাহা বিফল হইবে, ঋষিপুত্র কখন তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু তুমি যে আমাকে অভিসম্পাত করিলে—আমার বিদ্যা বিফল হইবে, তাহা হউক, কিন্তু আমি যাহাকে অধ্যয়ন করাইব, তাহার সফল হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী কচের প্রতি অভিসম্পাত করিলে, কচও দেবযানীর প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া সত্বরে ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সমাগত কচকে দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে কচ! তুমি যে আমাদিগের পরমাদ্ভুত দুষ্কর হিত সাধন করিয়াছ,ইহাতে তোমার এ যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের একজন অংশী হইবে।

বিশেষ সভার প্রস্তাব।

২৯ ভাদ্র—১৭৭৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সৃষ্টির এক জন প্রধান উদ্যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদর ভাজন ও সর্ব্বসাধারণের এরূপ উপকার সাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীর পাত করিয়াছেন, বলিতে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক, না করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।

দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন, যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছুকালের জন্য অক্ষয়কুমার বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক্ সুস্থ ও সচ্ছন্দ শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য বা সভ্য ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি মাসিক ॥০ আনা করিয়া সভায় প্রদান করিবেন, তাঁহারা নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ঋণ পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তক এ সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য নিরূপণ।

বৃহৎকথা—প্রথম ভাগ ... ... |০
চকমকিবাক্স ও অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র
বিষয়ক প্রস্তাব ৵০
মৎস্যনারী বিষয়ক প্রস্তাব ৶৫
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষী বিষয়ক প্রস্তাব ৵০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াশাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
১ কার্ত্তিক শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৪ কলিযুগাব্দঃ ৪৯৫৮

তৃতীয় ভাগ
১৭২ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৭৯ শক

চতুর্থ কল্প

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধার্ম্মিকের সুখ দুঃখ।

যে সমস্ত পবিত্রচিত্ত মহাত্মারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম পদবীতে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সংযম ও অশেষ প্রকার বিষয় সুখ বিসর্জন সন্দর্শন করিয়া আপাততঃ তাঁহাদিগকে দুঃখভাগী বলিয়াই প্রতীতি হয়। ইহা সত্য বটে, যে দুর্লভ ধর্ম্মরত্ন উপার্জ্জন করিতে হইলে অনেক সময় অনেক প্রকার কুপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া অনেক প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় এবং পাপ-প্ররোচক বহুবিধ বিষয় ভোগও পরিত্যাগ করিতে হয়। অকিঞ্চিৎকর সুখ ভোগের লালসায় কেবল প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসমান হইলে কখন ধর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হওয়া সাধ্য হয় না। সুতরাং প্রবৃত্তি নিরোধ হেতু সহজেই ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের সময়ে সময়ে কষ্টের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে ধর্ম্মপালন হেতু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযমাদি অনুষ্ঠান করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করেন, সেই রূপ অনবরত ধর্ম্ম-সেবা দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক সুখে সুখী হয়েন কি না, বিবেচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে ধর্ম্ম পরায়ণ লোকে যে অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন, বিষয় সুখ তাঁহার নিকট সুখ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃত রূপে ধর্ম্মের অনুগত হন, যাঁহার বুদ্ধি, মন ও প্রবৃত্তি সমুদায় কস্মিন্ কালে ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করে না, যাঁহার পবিত্র চিত্তক্ষেত্র ধর্ম্মভাবে রঞ্জিত হয়, যাঁহার উন্নত মস্তক ধর্ম্মরূপ মুকুটে শোভিত থাকে, যে সাধু পুরুষ ধর্ম্মরূপ মহাপন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমে জগদীশ্বরের সুধাময় প্রেমরাজ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হয় এবং সর্ব্বদা স্বীয় মনকে সেই অগাধ প্রেম সমুদ্রে মগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, সেই ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা ব্যক্তি যে প্রকার অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য সুখ রস আস্বাদন করে, তাহার সহিত বৈষয়িক কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না। সেই পুণ্যাত্মা পবিত্র মনুষ্যের অন্তরাত্মা কেবল সুখময় হয়, তাহাতে অনবরত শত শত সুধা ধারা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং [illegible] অশেষ প্রকার আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়।

ইহা সত্য বটে, যে ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের মধ্যে সকলেই সাংসারিক সম্পদে অধিকৃত হইতে পারেন না। উৎকৃষ্ট উপাদেয় ভক্ষণ করা, অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হওয়া, উন্নত অট্টালিকায় বাস করা, অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে শয়ন করা, অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সেবিত হওয়া ধর্ম্ম শীল লোকের পক্ষে সুসাধ্য হয় না, কিন্তু তজ্জন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির কিছুমাত্র সুখের অভাব থাকে না। যে

ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু লোকের মনো ভূমি পাপ কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ না হয়, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ পুণ্যরূপ সুস্নিগ্ধ বারিতে সিক্ত থাকে এবং যে পুণ্যশীল পুরুষ নিয়ত ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জগদীশ্বরের প্রেম পীযূষ পান জনিত অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হন, সেই মহা পুরুষ দিবসের অষ্টম ভাগে শাকান্ন ভোজন করিয়া যাদৃশ তৃপ্তি লাভ করেন, ধর্ম্মহীন রাজ রাজেশ্বর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ উপাদেয় আস্বাদন করিয়াও তাহার সহস্রাংশের একাংশ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তি পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রীতি রূপ অমূল্য মণিময় হার আপন কণ্ঠ দেশে ধারণ করে, যৎসামান্য চীরাম্বর দ্বারা তাহার যাদৃশ শোভা হয়, ধর্ম্মহীন লোকের শত শত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা কি তাহার এক কণামাত্রও শোভা হইতে পারে? যে সন্তোষের পবিত্র পুরুষ সন্তুষ্ট চিত্তে নির্জ্জনে কালযাপন করে, সে ব্যক্তি সামান্য পর্ণকুটীর মধ্যে বাস করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হয়, উৎকণ্ঠিত অধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজ মন্দিরে বাস করিয়াও সে আনন্দিত অপূর্ব্ব সুখ স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারে না। ধার্ম্মিকের তৃণ শয্যা যে ধর্ম্মহীন মনুষ্যের দুগ্ধফেন সদৃশ শয্যাপেক্ষা অতি সুখকর, তাহা ধর্ম্মতত্ত্ব ভোগী সাধু লোকেরাই অবগত আছে, দীন ভাবাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত্তের সহিত স্বীয় যৎসামান্য উদরান্ন বিভাগ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হয়েন, যশঃপ্রবশ মানাকাঙ্ক্ষী লোকে সহস্র সহস্র লোককে দুর্লভ দ্রব্য ভোজন করাইয়াও সে সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি বিপদ সম্পদ উভয় অবস্থাতেই সমভাব ও প্রশান্তচিত্ত থাকিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ভোগ করেন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অতি সম্পদেও উদ্ধত এবং বিচলিত চিত্ত হয় না এবং বিপদেও মুহ্যমান হয় না। প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য যে বিষয় মদের বিন্দুমাত্র স্পর্শে উদ্ধত ও বিচলিত চিত্ত হইয়া অশেষ প্রকারে আপনার অকল্যাণ উৎপাদন করে, যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণের মন তাহার প্রচুর পরিমাণ দ্বারাও আন্দোলিত হয় না। সে ব্যক্তি সম্পদের শিখর দেশে অধিরূঢ় হইলেও আপনাকে উচ্চ মনে করে না এবং সুতরাং পতন আশঙ্কা জন্যও কখন শঙ্কিত হয় না। যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি জানে যে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" অতএব সে অস্থায়ী বিষয় সম্পদকে সঞ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে নিত্য সম্পদ উপার্জ্জন করিতে থাকে।

কোন ধর্ম্মহীন ব্যক্তি সম্পদারূঢ় হইলে তদীয় আশ্রয় দ্বারা কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিয়া আপনার অশেষ প্রকার অকল্যাণ উৎপাদন করে, নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচার করিয়া নানা ক্লেশ ভোগ করে এবং অসংখ্য প্রকার অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে বিজাতীয় গ্লানি বিশিষ্ট করে, তাহার সেই ক্ষণিক সম্পদ নিত্য বিপদের কারণ হয়, এবং অস্থায়ী সামান্য সুখ ক্রমে চিরস্থায়ী গাঢ় দুঃখ উৎপন্ন করিতে থাকে। কিন্তু ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সম্পদ প্রাপ্ত হইলে কদাপি এপ্রকার দুঃখ ভোগ করেন না, তিনি সম্পদের সাহায্যে আপনার সাধু ইচ্ছা সকল সম্পন্ন করিয়া ইহ পর কালের সুখোৎপন্ন করেন, তিনি জানেন যে কৃপাময় জগদীশ্বর নির্ধনের উপকারের জন্য ধনীকে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য বলিষ্ঠের বল প্রদান করিয়াছেন এবং অজ্ঞানির উপদেশের নিমিত্ত জ্ঞানবান্‌কে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই জানিয়া তিনি স্বকীয় সম্পদ দ্বারা কেবল অন্যের দুঃখ মোচন করেন এবং সৎপথে অর্থ ব্যয় করিয়া সংসারের অসংখ্য উপকার সাধন করেন, তাঁহার সম্পদ দ্বারা কাহারও কস্মিন্ কালে বিপদ হয় না। সুবর্ণ যেমন বহু মূল্য মণির সহিত জড়িত হইলে সুরাগ রঞ্জিত হয়, তিনিও সেইরূপ স্বীয় সম্পদকে ধর্ম্মযুক্ত করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করেন। বিশেষতঃ যে ধর্ম্ম তত্ত্ববিৎ সাধু মনুষ্য বিশ্বপিতা ও বিশ্বনিয়ন্তা একমাত্র আদি পুরুষকে মানবের সকল

সম্পদের কারণ জানেন, যাঁহার মনে এই রূপ দৃঢ়তর প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে, যে একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন আমরা কি ক্ষুধার অন্ন, কি তৃষ্ণার জল, কি পরিধানের বস্ত্র, কি নিবাসের স্থল, ইত্যাদি কোন প্রকার জীবনাবলম্বনই প্রাপ্ত হইতাম না, তিনি সম্পদ লাভ করিলে তাঁহার মন হইতে যে এক আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতার ধারা উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই এক আশ্চর্য্য আনন্দরসে প্লাবিত থাকে। তিনি স্বকীয় সম্পদ ভোগ জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যাদৃশ সুখে সুখী হয়েন সংসার মধ্যে সে সুখের তুলনা দিবার স্থল দৃষ্ট হয় না, পরন্তু কোন প্রিয় ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সুখ লাভ করিলে প্রীতি রসে মিশ্রিত হইয়া যেমন সে সুখ দ্বিগুণীভূত হয়, সেই রূপ তিনি স্বীয় প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আপন সম্পদ প্রদ জানিয়া শত সহস্র গুণে সুখী হয়েন। এই রূপে ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সম্পদারূঢ় হইলে যে সকল অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক সুখ ভোগ করেন, ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি কস্মিন্ কালেও সে সমস্ত দুর্লভ সুখের রসাস্বাদন করিতে পারে না।

ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যেমন আপন সম্পদকে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম রসে অভিষিক্ত করিয়া তজ্জনিত সুখকে দ্বিগুণীভূত করেন, সেই রূপ ধর্ম্ম রূপ মহাসহায় অবলম্বন করিয়া বিপদকেও অতিক্রম করিয়া থাকেন। তরঙ্গিত সাগর মধ্যে নিশ্চল শৈল যেমন স্থির ভাবে উন্নত মস্তক হইয়া অবস্থিতি করে, সেই রূপ নিশ্চল চিত্ত সাধুরাও সংসারের বিপদ তরঙ্গ মধ্যে স্থিরভাবে কাল ক্ষেপ করেন। সংসার মধ্যে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দরিদ্রতা নিয়তই বিচরণ করিতেছে, এবং পর্য্যায় ক্রমে সকল মনুষ্যকেই প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম বিহীন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইলে যাদৃশ কাতর হয়, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কখনই সেরূপ হয়েন না, তিনি স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম রূপ দৃঢ়তর চর্ম্ম দ্বারা সাংসারিক বিপদ বাণ সকল নিবারণ করেন, তিনি যদি রাজ সিংহাসন হইতে পরিচ্যুত হইয়া দীনাবস্থায় পরিণত হয়েন, তথাপি তাঁহার অমূল্য মানসিক শান্তি অন্তরিত হয় না এবং তাঁহার স্থানভ্রষ্ট ও মান হানি হইলেও তিনি অধৈর্য্য ও আকুলিত চিত্ত হয়েন না, তিনি যেরূপে যে অবস্থায় পতিত হউন তাহাতেই তিনি স্বীয় উপার্জ্জিত ধর্ম্ম তত্ত্বের আলোচনা করিয়া তৃপ্ত থাকেন এবং তাহাতেই প্রাণ প্রিয়তম পরম পুরুষের প্রেমবারি পান করিয়া পুলকিত হয়েন। তাঁহার সাত্ত্বিক সুখার্থী হইয়া কেবল সামান্য বৈষয়িক সুখ ভোগের প্রত্যাশায় ব্যস্ত থাকে না এবং স্বচ্ছন্দে অঙ্গীভূত হইয়া ও মোহমদে উন্মত্ত হইয়া অলীক মানযশ ও প্রতিষ্ঠা গৌরবের পশ্চাদ্ধাবী হয় না, তাঁহার বলিষ্ঠ মন বিদ্বেষের দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করে এবং অপূর্ব্ব উদারভাব ধারণ করিয়া স্বীয় প্রশস্ততা প্রকাশ করে, সুতরাং সামান্য বৈষয়িক সুখের বিরহ জন্যও তিনি কাতর হয়েন না এবং সাংসারিক মান যশ ও প্রতিষ্ঠাদির ভঙ্গ হেতুও তাঁহার সুখ ভঙ্গের সম্ভাবনা হয় না। তিনি কারারুদ্ধ হইলেও তথায় একাকী নিভৃত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরেতে চিত্ত সমাধান করিয়া সুখী হয়েন, এবং কোন অবিচার বশতঃ নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হইলেও দ্বীপ দ্বীপান্তর গমন পূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় পিতৃরাজ্য পৈতৃক ভূমি জ্ঞান করিয়া চিত্তকে প্রশান্ত রাখেন, তিনি যখন মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রান্ত হয়েন, তখনও তাহাকে মঙ্গলাকর মহেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য জানিয়া অধৈর্য্য হয়েন না। যে ধর্ম্মশীল মহাত্মা একমাত্র অনাদি পুরুষকে আপনার বিপদের বন্ধু ও সম্পদের সখা স্বরূপ সন্দর্শন করে, সে কি আর কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে? না কোন দুঃখে দুঃখিত হয়? "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অতএব অনাকলিত কার্য্য কারণ সূত্রে বদ্ধ হইয়া যদিও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে কখন কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয়, তথাপি তিনি তাহাতে ধর্ম্মবিহীন লোকের ন্যায় অধৈর্য্য ও অশান্ত হয়েন

না। সুবর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়, ধর্ম্মশীল লোকেও সেই রূপ বিপদরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া ম্লান না হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশ করিতে থাকেন।

করুণা নিধান জগদীশ্বর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের জন্য যে সকল অনির্ব্বচনীয় সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,তাহা আর কাহারও ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বিশ্বক্ষেত্রে যে চিত্তাকর্ষণী মোহিনী শোভা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তদ্দর্শনে সকলেরি মন মোহিত হয় এবং সকলেরই হৃদয়ে সুখের সঞ্চার হয়; সমুন্নত শিখর শোভিত নিশ্চল পর্ব্বত শ্রেণী, নীলোজ্জ্বল সলিল পূর্ণ প্রসারিত সমুদ্র সকল, আকাশভেদী উন্নত শাখা বিশিষ্ট তরুপূর্ণ নিবিড় কানন এবং মনোহর হরিতবর্ণ শোভিত সুপ্রশস্ত শস্য ক্ষেত্র সন্দর্শন করিলে কাহার মনে না আহ্লাদের উদয় হয়? সুললিত কোকিল কুলের মধুর গান, বসন্তের ভৃঙ্গদলের উল্লাসভাব, নিশান্ত কালের মনোহর মূর্ত্তি এবং সন্ধ্যা সমাগমের চারুদর্শন অভিনব মলয় মারুতের মৃদুস্পর্শ এবং সুনির্ম্মল নির্ঝর জলের স্নান পান প্রভৃতি অকৃত্রিম সুখ ভোগে কাহার না আনন্দ জন্মে? কিন্তু ইত্যাদি সৃষ্টির শোভা সন্দর্শন ও অকৃত্রিম আশ্চর্য্য সুখ ভোগ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা মনুষ্য যে প্রকার আনন্দ লাভ করেন, তাহা অপর ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইবারও উপায় নাই। ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি যে সময় কোন সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় আশ্চর্য্য প্রশস্ত ভাব নিরীক্ষণ করত তাহার রচনা কর্ত্তা জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তির বিষয় আলোচনা করেন, তৎকালে তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে অচিন্তনীয় আনন্দলহরী সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহার সহিত কি কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে? তিনি যখন প্রাতঃকালোদিত শোভিত সুবর্ণ তুল্য অনুপম সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে জগৎ প্রসবিতার পরম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া পুলক পূর্ণ হয়েন; এবং যখন জগন্মণ্ডলকে আর্ত্তহারিণী বিভাবরীর সুশীতল ছায়াতলে গমন করিতে সন্দর্শন করিয়া বিশ্বপিতা অখিল নাথের অমৃত গুণ গান করিতে থাকেন, তিনি যখন সুস্বর বিহঙ্গগণকে সেই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত একতান হইয়া জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন। তিনি যখন বন্য পশু বর্গকে স্ব স্ব শাবকের প্রতি স্বাভাবিক বাৎসল্য ভাব ব্যক্ত করিতে সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের করুণা সমুদ্রেতে মনকে নিমগ্ন করেন এবং যখন তিনি প্রত্যেক দূর্ব্বাদলে, প্রত্যেক তরু মূলে, প্রত্যেক কুসুম ক্ষেত্রে,প্রত্যেক সুখাদ্য ফলে,প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোলে এবং প্রত্যেক নদী জলে সেই সনাতন পুরুষের অপরিমেয় অগাধ মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, তৎকালে তাঁহার হৃদয় মন্দিরে যে অসদৃশ আনন্দ উৎস উৎসারিত হইতে থাকে, তাহা কি অপর ব্যক্তি দ্বারা কোন রূপেই অনুভূত হইতে পারে? ধর্ম্মজীবি সাধু পুরুষ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই সে অনুপম আশ্চর্য্য সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সাংসারিক বাহ্য বস্তু সকল হইতে যেমন উক্ত প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হন, সেই রূপ স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যেও এক অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করেন। যখন কোন উভয় অন্তঃকরণ একত্র সংমিলিত হয়, যখন এক মনের সহিত অন্য মনের মিলন হয়, যখন দুই ব্যক্তির পৃথক্ হৃদয় প্রেম রসে দ্রবীভূত হইয়া মিশ্রিত হইয়া যায়, যখন দুই মনে বিচ্ছেদের লেশমাত্র না থাকে তৎকালে যে কি অপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হয়, তাহা কে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে? তৎকালে দুই দেহে এক প্রাণ বসতি করে, দুই মনে এক ভাবের উদয় হয় এবং দুই মুখে এক প্রকার বাক্য নির্গত হইতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য হৃদয় সংক্রম সুখের অমৃতাস্বাদ লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই অবগত হইয়াছে, যে এ সুখের নিকট পার্থিব আর কোন সুখই সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এই সুধাতুল্য দুর্লভ সু-

খের নিকট অন্য সুখ নীরস বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য যদি মনুষ্যের সহিত চিত্ত বিনিময় করিয়া এতাদৃশ অপূর্ব্ব সুখ লাভ করিতে পারে, সে যদি স্থূলদেহাভ্যন্তর-স্থিত অন্তঃকরণের সহিত আপন অন্তঃকরণ মিলিত করিয়া এমন আশ্চর্য্য আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে ঈশ্বর প্রাণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যে একমাত্র প্রীতির আকর ও অদ্বিতীয় সুখের সাগর জগদীশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কি পর্য্যন্ত অলৌকিক আনন্দে আনন্দিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? ধর্ম্মাত্মা দিগের, এই অনির্ব্বচনীয় সুখই সকল সুখের সার এই প্রীতিরস সংভোগই সমস্ত ভোগের প্রধান। ঈশ্বর ভক্ত ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যৎকালে আপনার নিভৃত হৃদয় মন্দিরে সেই সর্ব্বাধার ও সকলের সার সর্ব্বেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাতে স্বীয় আত্মা সন্নিবিষ্ট করে এবং তাঁহাতে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তৎকালে যে সেই অসামান্য ভাগ্যধর ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখে সুখী হয়, তাহা কি কোন রূপে বাক্যেতে বলিয়া শেষ করা যায়,তৎকালে সে ব্যক্তি সেই অমৃতানন্দ পুরুষের প্রেম সুধা পান করত পৃথিবীর হর্ষ শোক সকলই বিস্মৃত হয় এবং সংসারের সকল ভাব ভুলিতে থাকে, তখন ক্রমে তাহার বাক্য রুদ্ধ হয়, নেত্র নিশ্চল হয়, কর্ণ বধির হয় এবং গাত্র স্পন্দ রহিত হয়,তৎকালে সে ইহ লোকে থাকিয়াই লোকান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে ক্রমে আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যায়।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

কি কি উপায় দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, তৎ সমুদায়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে আত্মোৎকর্ষ বিধানের স্বরূপ কি ও তাহা সম্ভব কি না, তাহার সন্ধান করা আবশ্যক। আত্মোৎকর্ষ বিধান যে সম্ভব তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতে পারে, ইহা বলা বাহুল্য যে আমাদিগের প্রকৃতি রূপ ক্ষেত্রে জ্ঞানাদের মূলেই উহার পত্তন হইয়াছে, যেহেতু হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধ মূল না হইলে প্রস্তাবকারের কেবল বক্তৃতা মাত্র সার হয়, শ্রোতারও কোন বিশেষ ফল দর্শেনা। অতএব উহা কখনই স্বপ্নের ন্যায় অলীক পদার্থ নহে। আত্মানুসন্ধায়িনী ও আত্মশোধিনী নামে যে দুইটি অসাধারণ শক্তিদ্বারা মনুষ্যের আত্মা শোভিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ বিদিত থাকিলে আত্মোৎকর্ষ বিধান সম্ভব কি না, এমন সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না। কৃপানিধান বিশ্বেশ্বর আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ইচ্ছানুসারে সকল বিষয়েই চিত্ত পরিচালন করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের মনের গতি বিষয়ে কখন মনোনিবেশ করিলে আমরা অনায়াসেই উহার যাবতীয় অতীত অনুষ্ঠান সমুদায় প্রত্যক্ষ এবং বর্ত্তমান সংকল্প সকলও সতর্কতা পূর্ব্বক প্রত্যবেক্ষণ করিতে পারি। উহার অশেষ বিধ বৃত্তি জনিত যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য জাত নিষ্পন্ন হইতে পারে, কি কি উপাদেয় ফলভোগে উহার অধিকার আছে এবং কত প্রকার কষ্টই বা উহার সহ্যকরা সম্ভব, তৎসমুদায়ও বিলক্ষণ অবগত হইতে পারি। এইরূপে আমরা আপনাদিগের যথার্থ প্রকৃতি কিরূপ, কি উদ্দেশেই বা আমরা তাদৃশ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়াছি, তাহার জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যে রূপ কেবল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি, এমন নহে, উত্তরকালে কি রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহাও বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হই। বিশ্ববিধাতা আমাদিগের হৃদয় ভূমিতে যে অনির্দ্দেশ্য বর্দ্ধিষ্ণুতার বীজবপন করিয়া দিয়াছেন, তাহাও নিরীক্ষণ করিতে পারি এবং মনুষ্য জন্মের চরম উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা তাহাও দৃষ্টি করিতে সক্ষম হই। পশুগণ অপেক্ষা আমরা যে এত শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, উক্তরূপ আত্মবোধিনী শক্তিই তাহার কারণ। আমরা সুবিমল বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমস্ত অপরিদৃশ্য বিষয়ে অনায়াসেই

প্রবেশ করিতে পারি; স্বাভাবিক সংস্কার সম্পন্ন পশুদিগের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। কিন্তু উক্ত শক্তির অসদ্ভাব হইলে আত্মোৎকর্ষ বিধানের আর প্রসক্তিই থাকে না। কি করিলে আপনার মঙ্গল হয়, যদি সেই জ্ঞানই না থাকিল, তবে তন্নিমিত্ত চেষ্টাই কেন হইবে। আত্মোৎকর্ষ সাধনে আমাদিগের সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইলেও উহার অনুষ্ঠান যে এত অল্প দেখা যায় তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আত্মানুসন্ধানে অনুরাগ না থাকা। সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আত্ম প্রকৃতি পর্য্যালোচন করে এমন লোক অতি বিরল। যদি মনুষ্যেরা কখন তাহাদিগের অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে, তাহা হইলে একটা গভীর তিমিরাবৃত অগাধ অখাত ব্যতীত তথায় আর কিছুই দেখিতে পায়না। এইরূপে অধিক সংখ্যক লোকে প্রায়ই আত্মার সহিত কখন পরিচয় না করিয়া জীবিত থাকে এবং যথাকালে দেহ বিসর্জ্জন করে।

কিন্তু আমাদিগের আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিনিবেশ ও অনুসন্ধানের ক্ষমতা আছে, বলিয়াই যে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব এমত নহে ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর আরও একটা অসাধারণ সামর্থ্যে আমাদিগের অধিকার আছে। যাহা দ্বারা আমরা হিত চিন্তা, কর্ত্তব্য বিবেচনা ও আত্মশোধন করিতে পারি, তাহাই সেই অনুপম শক্তি। আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত যত প্রকার প্রসাদ লাভ করিয়াছি, এইটী সর্ব্বাপেক্ষা যেমন গৌরবাবহ তেমনি ভয়ঙ্কর। যেহেতু আপনার শুভাশুভ বিষয়ে মনুষ্যজাতি যে আপনিই দায়ী হইয়াছে, উক্ত শক্তিই তাহার মূল। আমরা যে সমস্ত মানসিক শক্তি সমূহে অধিকারী হইয়াছি, তৎসমুদায়কে আমরা ইচ্ছানুসারে চালিত ও উত্তেজিত করিতেও সমর্থ হই। আমাদিগের দুর্জ্জয় রিপুবর্গের কুটিলগতি ও মলিন অভিসন্ধি সকলের প্রতি শুদ্ধ সাবধান হওয়াই যে আমাদের আয়ত্ত এমন নহে, তাহাদিগকে শাসিত ও বশম্বদ করিবারও ক্ষমতা আছে। আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় যে উত্তরোত্তর তেজস্বিনী হইতে পারে, তাহাই কেবল আমরা জানিতে পারি এমন নহে কিন্তু যাহাতে সেইরূপ হওয়া সম্ভব, তাদৃশ উপায় সকলও নিয়োগ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের ইচ্ছানুসারে চিন্তার প্রবাহ রুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত করা কোন বিষয়ের মর্ম্মগ্রহ করিবার অভিলাষ হইলে তাহাতে বুদ্ধিচালন করা, পূর্ণতাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে তাহা অচিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করা ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারের উপরেও আমাদিগের আধিপত্য আছে। এইরূপ আত্মশোধিনী শক্তিই মানব প্রকৃতির প্রকৃত ঔদার্য্য বিধায়িনী অমূল্য সম্পত্তি। এ সম্পত্তির অধিকার সত্ত্বে আমাদের আর কিছুরই অনির্বৃতি নাই, এক্ষণে আমরা যে কোন স্থানে যে অবস্থায় অবস্থিত হই না কেন, এই সম্পত্তির শুভকর সাহায্যে যে অবশ্যই কখন না কখন উৎকৃষ্ট ভাগ্যভোগে সমর্থ হইতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? বরং বিবেচনা করিলে জীবন পথের নিম্নতম প্রদেশ হইতে প্রস্থিত হইয়া পরিশেষে উহার পূর্ণতা রূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়াই আরও অধিক সুখের বিষয়, অতএব যে কোন বিষয়ের আবিষ্কার করা মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, তন্মধ্যে আপন প্রকৃতি নিহিত উক্ত আত্মশোধিনী শক্তিই সমধিক গবেষণার বিষয় এবং সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে তাহারই আবিষ্করণ বিধেয়। এই পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের উপর যে কতদূর শক্তি প্রকাশের উদ্দেশে মানব বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্যলোকেরা তাহার যেমন কিছুই অনুভব করিতে পারেনা, সেইরূপ আত্মশোধিনী শক্তিরও যে কিপর্য্যন্ত বিস্তৃতি, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় কাহারও তাহা চিন্তার বিষয় হয় না। দৃশ্যমান বাহ্য প্রকৃতির উপরে আমাদিগের যত প্রকার সামর্থ্য আছে, উক্তশক্তিই যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী তাহা অদ্যেও কেহ আমরা ভাবিনা এমত যে আত্মিকজীবন নিয়মিত

শক্তি প্রভাবে সমস্ত ভূত প্রপঞ্চের যাবতীয় ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতেছে, তাহা অপেক্ষাও যে উহাতে গুরুতর ঐশী শক্তির আবির্ভাব আছে, তাহা স্বপ্নেও কখন মনে করিনা। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় যে ঈদৃশ মহীয়সী শক্তিও আমাদিগের নিভৃত মানস মন্দিরে চিরকাল অননুভূত ও অব্যবহৃত হইয়াই প্রসুপ্ত রহিয়াছে! ফলতঃ আত্মোৎকর্ষ সাধন যে সম্ভব ঐশক্তিই তাহার নিদানভূত হইয়া আমাদিগের প্রকৃতি পাশে উহাকে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে নিবদ্ধ করিয়াছে।

এইরূপে আত্মোৎকর্ষ বিধান যে সর্ব্বথাইসম্ভব ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে সামান্যাকারে ইহার মর্ম্মগ্রহ করাও বড় কঠিন ব্যাপার নহে। কোন বৃক্ষই হউক বা জন্তুই হউক অথবা মনই হউক, কোন বস্তুর উৎকর্ষ সাধন আর কিছুই নহে, কেবল উহার বর্দ্ধন করা মাত্র। বর্দ্ধনেরও চরম ফল বিস্তৃতি। যাহার প্রাণ বৃত্তি অর্থাৎ বিস্তৃত হইবার সামর্থ্য আছে, তাহাই উৎকর্ষিত হইতে পারে। অতএব যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ব্ব প্রযত্নে আপনাকে সূক্ষ্মদর্শী সমীক্ষকারী সাহসী বরিষ্ঠ ও পরম সুখভাজন করিবার আশয়ে যাবতীয় মহীয়সী শক্তি ও উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই আত্মোৎকর্ষ বিধানের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

লোকের ভিন্নভিন্ন প্রবৃত্তি ও ক্ষমতানুসারে উক্তরূপ উৎকর্ষ বিধানেরও বহুবিধ ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু আপাততঃঐ সমস্ত ভেদের বহুত্ব প্রতীয়মান হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে সকলেই পরস্পর দৃঢ়তর নিবদ্ধ ও সমবেত হইয়াই বর্দ্ধিত হয়। একমাত্র সত্ত্বময় পদার্থ যে আত্মা, বিজ্ঞান শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ যেমন ইহারও বিভিন্ন ক্ষমতানুসারে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক সামান্যাকারে চিন্তা, অনুভব ইচ্ছা প্রভৃতি উহার যাবতীয় ধর্ম্ম সকল সমান, সেইরূপ সুবিচার নিষ্পন্ন আত্মোৎকর্ষ বিষয়েও আমাদিগের প্রকৃতি গত সমুদয় শক্তিই পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও একতান হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোন বৃক্ষের বর্দ্ধন সময়ে উহার শাখা প্রশাখা প্রভৃতি প্রত্যেক অংশেরই যেমন বৃদ্ধি হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও সেইরূপ। অতএব আত্মোৎকর্ষ বিধানের বহুবিধ শাখা আছে, এই কথা শুনিলেই যে ঐ সমস্ত শাখা পরস্পর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন উপায় আবশ্যক করে, এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। উল্লিখিত বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্য্যগ্রহ হইতে পারে, এই আশয়েই উক্ত শাখা সমুদায়ের স্বতন্ত্ররূপে বিবেচনা করা বিধেয়। অতএব এক্ষণে তাহারই বিস্তারিত বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিষয়ক উৎকর্ষ। অপর শাখা সকল অপেক্ষা এইটীই সমধিক গৌরবের আস্পদ। মনুষ্য যখন আত্মনিবিষ্ট চিত্তে আপনার অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহার যাবতীয় মনোবৃত্তি সমুদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত রহিয়াছে দেখিতে পান। তৎকালে সে বিষয়ের মর্ম্মগ্রহ করিতেও তাঁহার স্পৃহা জন্মে। তিনি দেখেন ভোগতৃষ্ণা, অর্জ্জন স্পৃহা, বুভুক্ষা, প্রতিবিধিৎসা, জিঘাংসা প্রভৃতি যাবতীয় নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি শুদ্ধ তাঁহাতেই আসক্ত ও পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে কেবল তাঁহারই উপকার, তুষ্টি ও মান সাধনেই সমুৎসুক রহিয়াছে। কিন্তু যখন তিনি অপর শ্রেণীটীর প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন দেখিতে পান তদন্তর্গত সকল বৃত্তিগুলিই পক্ষপাত শূন্য ও নিঃস্বার্থ। কি অরি কি মিত্র সকলেরই হিতসাধনে তাহারা সমভাবে তৎপর রহিয়াছে। প্রাণীবর্গের যথার্থ স্বত্ব রক্ষার্থে ও সুখসাধনে সতত অনুরক্ত ও আস্থান্বিত করিবার নিমিত্তে তাহারা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিতে থাকে। তাঁহার প্রতি তাহারা যে রূপ গুরুতর ভার সমর্পণ করে, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা বহন করিতে পারাই মনুষ্যের

কর্ম্ম এবং পরম কল্যাণের বিষয়। স্বীয় সুখ-রোধী ও স্বার্থ বিরোধী হইলেও যাহাতে তিনি ন্যায় ধর্ম্মোপদিষ্ট গরিষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অপ্রতিহত চিত্তে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহারা একবাক্য হইয়া কেবল তাহাতেই তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে থাকে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা প্রতীত হইতে পারে, যে উক্ত প্রবৃত্তি বর্জ্জিত মনুষ্যই অপ্রসিদ্ধ। ভূতধাত্রী বসুন্ধরা সর্ব্বংসহা হইলেও তাদৃশ নরাকৃতি পিশাচ প্রকৃতি ব্যক্তিকে কখনই বহন করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি যত লঘুচেতা ও নীচাশয় হউক না কেন, স্বার্থপরতা পাশে যত নিবদ্ধ থাকুক না কেন, তাহার নীরস মানস ক্ষেত্রে অবশ্যই কখন না কখন স্বার্থ প্রতিপক্ষে যে একটি উদারভাবের— বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা সে কখনই অস্বীকার করিতে পারেনা। তাহার চিত্তভুজঙ্গ নিরন্তর কুটিল গামী হইয়া স্বার্থ সাধনে সমুৎসুক থাকিলেও তাহার হৃদয়াকাশে "পক্ষপাত শূন্য বিচার ও সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠানে সতত অবহিত থাকা মনুষ্যের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য" এই বলিয়া যে একটি মধুরধ্বনি উচ্চরিত হইতে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধিনী এইরূপ নিঃস্বার্থ বৃত্তিটিকে আমরা কখন সম্বিৎ কখন সুমতি কখন বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলিয়া উক্ত করিয়া থাকি। আমাদিগের যত প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকার আছে, ঐটীই সর্ব্বোপরি এবং সর্ব্বাগ্রে ঐটীর উৎকর্ষ সাধন করাই আবশ্যক, যেহেতু উহার উৎকর্ষের উপরেই অপর সকলের প্রকৃত আবির্ভাব নির্ভর করে। নির্ম্মল বিবেক অপেক্ষা কাম কোপাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল সমধিক প্রবল হইয়া আমাদিগের হৃদয় মন্দিরে উচ্চতর কলকল শব্দ উত্থাপিত করিতে পারে, সত্য বটে, কিন্তু বিবেকের সুধাসিক্ত নিঃস্বন সন্নিধানে তাহাদিগের সেই সমস্ত বৃথা নিনাদ সুদূর পরাহত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। উহার অসীম প্রভাবের একান্ত বশম্বদ না হইলেও তাহারা যখন আপন আপন বিষয় প্রাপ্তে চরিতার্থ হইয়া মহা আস্ফালন করে, তখনও উহার তীব্রতর ভর্ৎসন ও গভীর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন দ্বারা অবশ্যই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ স্বার্থ সন্ধায়িনী ও পরার্থ বর্দ্ধিনী বৃত্তি দ্বয়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ব্যাপার অপেক্ষা আত্ম জ্ঞানের আর কোন অংশই অধিক গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। অতএব সাধ্যানুসারে উক্ত বৃত্তি দ্বয়ের পূর্ব্বটীর দমন ও অপরটীর বর্দ্ধন সাধন পূর্ব্বক হৃদয়াসনে বিবেক রাজের অধিষ্ঠাপন করাই আত্মোৎকর্ষ বিধানের সারাংশ। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিয়ামক এই মহতী শক্তিটীর প্রতিপোষণ বিষয়ে আমরা ঐকান্তিক চিত্তে যত্ন করিলে উহার যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। বসুধাগর্ভে এবম্বিধ বহুতর মহীয়ান্ ব্যক্তির উৎপত্তি হইয়াছিল যে তাহাদিগকে ন্যায় পথ ও সত্য পাদপের আশ্রয় হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে কোন শক্তিই শক্ত হয় নাই এবং তাঁহারা সর্ব্বাত্মক বিচার ও বিশ্বব্যাপিনী প্রীতিরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা অপেক্ষা করাল কৃতান্তের ভীষণ মূর্ত্তিও অধিক ভয়ঙ্করী বোধ করেন নাই।

দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ।

জীবাত্মা যতদিন পর্য্যন্ত এই শরীর রূপ পিঞ্জর মধ্যে বাস করে, ততদিন দেহের সহিত তাহার এক আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরে কোন রোগের উৎপত্তি হইলে তৎক্ষণাৎ মনের বিজাতীয় ক্লেশ হইতে থাকে, এবং মন কোন বিষয়ে ক্লিষ্ট বা গ্লানি বিশিষ্ট হইলেও শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। দেহাত্মার এই রূপ প্রকৃতি সিদ্ধ সম্বন্ধ সূত্র প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই বিদিত আছে, কিন্তু এক এক সময়, কোন শারীরিক রোগ বিশেষে মনের এমন অনিষ্ট হয় এবং কোন কোন মানসিক পীড়া জন্য শরীর এরূপ [illegible]

আলোচনা করিলে বিষম বিস্ময় উপস্থিত হয় এবং তাহা কোন রূপে প্রত্যক্ষ না করিলে প্রত্যয় করা কঠিন হইয়া উঠে।

পীড়ার প্রথম উদ্রেকেতেই মন নিস্তেজ হইতে থাকে। শরীর মধ্যে জ্বরাদি কোন প্রকার রোগ প্রবেশ করিলে মনকে একাগ্র ও সংযত করিয়া কোন গাঢ় বিষয়ে অভিনিবেশ করা কোন রূপেই সহজ হয় না, তৎকালে কোন গুরুতর বিষয়ের বিচার করা কিম্বা কোন তর্কের মীমাংসা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। অনন্তর রোগ যত স্থায়ী ও বলবৎ হইয়া শরীরকে বিকৃত করে, মন ততই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, রোগ সহকারে ক্রমে মনোবৃত্তি সকল স্তব্ধ হইয়া ভ্রম প্রমাদ জন্মিতে থাকে এবং অবশেষে বাহ্য জ্ঞান লাভের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। উন্মাদাদি মানসিক রোগে যেমন কোন কোন ব্যক্তি আপনার মানসোদিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ গোচর যথার্থ বিষয়ের ন্যায় প্রত্যয় যায় এবং তদনুসারে নানা প্রকার অসংলগ্ন প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করে, সেই রূপ শারীরিক রোগেও অনেক ব্যক্তি অপ্রত্যক্ষ চিন্তিত বিষয়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয় করে এবং নানা প্রকার প্রলাপও কহিয়া থাকে। জ্বরাদি শারীরিক রোগে কাহার কাহারও মন এমন বিকৃত হয় যে তাহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়াও মানস পথে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর কল্পিত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠে এবং কেহ কেহ আপন পার্শ্বস্থ পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধু বর্গকে বিকটাকার সন্দর্শন করত চীৎকার করিতে থাকে।

ডাক্তার এবরক্রম্বী ব্যক্ত করিয়াছেন, যে একজন রোগী রোগ মুক্ত হইবার পর ব্যক্ত করিল যে তাহার পীড়িতাবস্থায় সে ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয় শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি করিয়াছিল, তন্মধ্যে কিছুই তাহার স্মরণ নাই, কিন্তু তৎকালে সে ব্যক্তি যে সকল বিষয় চিন্তা পথে দর্শন করিয়াছিল তৎসমুদায় তাহার স্মরণ রহিয়াছে এবং তৎসমুদয়ই সে প্রত্যক্ষ গোচর বিষয়ের ন্যায় বিশেষ করিয়া বর্ণন করিল।

কোন কোন শারীরিক রোগে বহুকালের বিস্মৃত বিষয়ও আসিয়া স্মৃতি পথে উদয় হয়। যে সকল বিষয় কোন রূপেই সহজাবস্থায় স্মরণ হয় না, কোন কোন রোগোপলক্ষে তাহা অনায়াসে মনে হয়। একটি বালক চতুর্থ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়াছিল। অনন্তর বহুতর অস্ত্র চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলে, তাহার ঐ চিকিৎসাদির বিষয় কিছুই স্মরণ ছিলনা, সকলই বিস্মৃত হইয়াছিল। পরে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় একবার জ্বরগ্রস্ত হইয়া প্রলাপে তাহার মাতাকে ঐ মস্তকাঘাতাদি সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত করিল। যেরূপে আহত হইয়াছিল, যে ব্যক্তি চিকিৎসা করিয়াছিল এবং চিকিৎসকের যে প্রকার বেশভূষা ছিল, তৎসমুদয়ই অবিকল বর্ণন করিল*। জরমেন দেশীয় একটি স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল ইংলণ্ড দেশে বাস করিয়া আপনার দেশ ভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় ভাষায় কথোপকথন করিত কিন্তু একবার পীড়ার সময় সে অনবরত জরমেন ভাষা কহিতে লাগিল। ডাক্তার প্রিচার্ড ব্যক্ত করিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক পীড়িত হইয়া ক্রমাগত এক বিজাতীয় নূতন ভাষা কহিতে লাগিল, পরে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, যে তাহার বাল্যাবস্থায় সে ওএলেস দেশে কোন এক ধনির গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে বহুকাল অনভ্যাস বশতঃ তাহা সম্যক রূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, পুনর্ব্বার এই রোগে তাহার উহা স্মরণ হইল¶। পীড়িতাবস্থায় যে সমস্ত বিষয় স্মৃতি পথে আসিয়া সমাগত হয় আরোগ্য লাভ করিলে তাহা সমস্তই মনে থাকে না, অনেকেই তাহা পুনর্ব্বার ভুলিয়া যায়, অতএব বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে যে শারীরিক রোগ জন্য চিত্তবৃত্তির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উক্ত প্রকার ব্যাপার উৎপন্ন হয়।

---

* Abercrombie's Mental philosophy.

¶ Abercrombie.

শারিরীক রোগের সময় যেমন কোন কোন ব্যক্তির পূর্ব্ব বিস্মৃত বিষয় আসিয়া স্মরণারূঢ় হয়, সেই রূপ উহার জন্য অনেকের স্মৃতি শক্তির ব্যতিক্রমও ঘটে। কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলে অনেক লোক [illegible] ও যত্ন শিক্ষিত বিষয়ও ভুলিয়া যায়। উইলিস নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্ত করেন যে কোন এক ব্যক্তি এক ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া এমন স্মরণ হীন হইয়াছিল যে তাহার রোগ হওয়া আরোগ্য পাওয়া ইত্যাদি কিছু মাত্র মনে পড়িত না, অনন্তর দুই মাস পরে ক্রমে ক্রমে তাহার উক্ত বিস্মৃতি দোষ দূর হইল। ডাক্তার প্রিচার্ড উল্লেখ করেন যে আমেরিকা দেশীয় একটি ছাত্র একবার জ্বর হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বশিক্ষিত বিষয় সমুদায় এমন সমূলে ভুলিয়া গিয়াছিল, যে তাহার বিদ্যাবর্ণও আর উহার স্মরণ হইত না, অনন্তর সে পুনর্ব্বার যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিয়া লেটিন ভাষার ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন [illegible] পুস্তক প্রতি [illegible] মনঃসংযোগ করাতে [illegible] পূর্ব্বশিক্ষিত সমুদায় বিষয় স্মরণ হইল। কোন কোন সময় শারীরিক রোগে অনবধিকৃত পূর্ব্ব বিষয় সকল স্মরণ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বের বিষয়ও স্মৃতি হইতে অনস্থিত হয়। একজন ভদ্রলোক অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে গুরুতর রূপে আহত হয়েন এবং কোন চিকিৎসক কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপশম পাইলে তাঁহাকে আপনার শরীরের সমস্ত ভাব বিশেষ করিয়া অবগত করেন, এবং আপনার চিকিৎসার অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন, অনন্তর সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিলে পর তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার মন্ত্রণা স্থির করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিল, ঐরোগীর ভবনের সন্নিকটে আসিয়া তাহার বন্ধু তাহাকে সতর্ক করিল, যে তুমি একথা বাটীতে তোমার স্ত্রী পুত্রের সাক্ষাতে প্রকাশ করিওনা তাহারা শ্রবণ করিয়া কেবল অনর্থক ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইবে। রোগী তাহার স্ত্রী পুত্রের নাম শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার যে স্ত্রী পুত্র আছে, এমন কিছুই স্মরণ হইল না *। ডাক্তর গ্রেগরি ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন স্ত্রীলোকের শারীরিক অসুস্থতা হইয়া এক আশ্চর্য্য বিস্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল, সে যে দ্রব্যের নাম মনে করিতে পারিত না, সে দ্রব্যের আকার প্রকার অনায়াসে তাহার মনে হইত। এক ব্যক্তি একদা অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া স্মৃতিভ্রমে ভ্রান্ত হইয়াছিল, সে আপনার বন্ধু বান্ধব সকলের আকৃতি প্রকৃতি মনে করিতে পারিত, কিন্তু কাহারও নাম করিতে সমর্থ হইত না। সে যখন কোন লোকের নিকট অন্য কোন লোকের বিষয় পরিচয় দিত, তৎকালে তাহাকে ঐ পরিচেয় ব্যক্তির নিকট লইয়া যাইত, কাহারো কাহারো এমতও বিস্মৃতি ঘটে, যে কর্ণেতে নাম শ্রবণ করিলে তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু ঐ বিষয় লিখিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হয়। এক ব্যক্তির এই প্রকার আশ্চর্য্য ভ্রম জন্মিলে পর সে এক খানি কাগজের উপর আপনার সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া সম্মুখে রাখিয়া সমুদায় কার্য্য নিষ্পাদন করিত। ঐ ব্যক্তিকে কোন বিষয় বুঝাইবার আবশ্যক হইলে, ঐ লিখিত পত্রে সেই দ্রব্য দেখাইয়া দিতে হইত। একজন অশীতিবর্ষের প্রাচীন পীড়িত হইলে পর তাহার ঐরূপ স্মৃতি শক্তির অন্যথা হইয়াছিল। সে আপন জাতীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বদা ফ্রেঞ্চ, জরমেন ও ইটালিক ভাষায় মিশ্রিত করিয়া কথোপকথন করিত। সে অতি শৈশবাবস্থায় ঐ সমস্ত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বহুকাল আর উহার কোন অনুশীলন করে নাই, কিন্তু শারীরিক রোগে তাহার মনোবৃত্তি বিকৃত হওয়াতে স্বজাতির ভাষা ভুল হইয়া শিক্ষিত ভাষার স্মরণ হইল। এই ব্যক্তি যখন

* Abercrombie.

[illegible]

কোন আপণে কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইত, তৎকালে বিক্রেতাকে স্বীয় প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিত। যান বাহনে কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট যাইতে হইলে সে ব্যক্তি যান বাহক ও রথচালককে ইঙ্গিত করিয়া তাহাও দেখাইত, কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তি কি কোন বিষয়েরই নাম মনে করিয়া বলিতে পারিত না।

শারীরিক রোগ হেতু কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কালের ঘটনা মাত্র ভুলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপরের সমস্ত বিষয়ই স্মরণ থাকে। এক জন পাদরি একবার রোগগ্রস্ত হইয়া চারিবৎসরের সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বের এবং পরের সমস্ত বিষয়ই তাহার স্মরণ ছিল। অনন্তর তাহার রোগ শান্তি হইলে পর ক্রমে ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ চারিবৎসরের ঘটনাদি তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। গুরুতর আশঙ্কাতেও অনেকের স্মৃতির লোপ হয়। স্কটলণ্ড প্রদেশের মধ্যে একদা এক গির্জার খিলান ভাঙ্গিয়া পড়াতে বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, ঐ বিপদ কালে গির্জার মধ্যে একটি স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল, এবং সে উক্ত বিপদ হইতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণও হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঐ বিপদ দর্শনে তাহার হৃদয়ে এমন শঙ্কা জন্মিয়াছিল, যে সে একেবারে ঐ দুর্ঘটনা ও তাহার পূর্ব্ব কিয়ৎ কালের বৃত্তান্ত সকল বিস্মৃত হইয়া গেল। আর এক জন স্ত্রীলোক শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দশ বৎসরের সমুদায় ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিল। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গণ এই প্রকার অসামান্য বিস্মরণের এই কারণ স্থির করিয়াছেন, যে মনুষ্যের মনে সকল বিষয় সমান রূপে অঙ্কিত হয় না, যাহাতে মনের সমধিক অভিনিবেশ হয় তাহাই মনেতে বদ্ধ মূল হইয়া বসে। আর যাহার প্রতি তাদৃশ মনঃসংযোগ না হয়, তাহা চিত্তক্ষেত্রে বড় সুন্দর রূপে অঙ্কিত হয় না। সুতরাং শারীরিক রোগ জন্য যে সময় চিত্ত বৃত্তির ব্যতিক্রম ঘটে, সে সময় গাঢ়াঙ্কিত বিষয় সকল মনোভূমি হইতে অপনীত না হইয়া যাহা মনেতে সামান্য রূপে অঙ্কিত হয় তাহাই অপনীত হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থানুসন্ধান করিয়াও এবিষয়ের পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সময় উহাদিগের মনের অবস্থা উত্তম ছিল, এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি উহারা গাঢ় রূপে মনঃসংযোগ করিয়াছিল, তৎসমুদায় উহাদিগের স্মৃতিপথ হইতে অন্তরিত হয় নাই*।

এই রূপ নানা কারণ দ্বারা দেহের সহিত আত্মার অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়। অলক্ষ্য ও অদৃশ্য মনেতে হর্ষ শোক রাগ ভয় প্রভৃতি যে কোন ভাবের আবির্ভাব হয়, দৃশ্যমান দেহের উপর তাহার সম্পূর্ণ চিহ্ন প্রকাশ পায়। মনেতে ক্রোধের সঞ্চার হইলে শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া নাসা কর্ণ চক্ষুরাদি অনেক অঙ্গ লোহিত বর্ণ হয় এবং মনোমধ্যে দুঃখ শোকের সঞ্চার হইলেও নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুপাত হইতে থাকে। প্রায় মানসিক প্রত্যেক ভাবই জড় দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে। অনেক বিচক্ষণ লোকে মনুষ্যের মুখাবলোকন করিয়াই মনোগত ভাব বলিতে পারেন। ইহার তুল্য আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে। অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন জগদীশ্বর চৈতন্যাত্মক আত্মার সহিত জড়ময় দেহের কি চমৎকার সম্বন্ধই নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই অচিন্তনীয় অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। সৃষ্টি মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দেহাত্মার সম্বন্ধ অতি অদ্ভুত। এই দেহ রূপ ধূলিময় পিঞ্জর মধ্যে যাবৎ চৈতন্যাত্মক আত্মা বাস করিবে, তাবৎই উহার সহিত জড় দেহের উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে। যে বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন বিশ্বকারণ জড় দেহের সহিত অজড় আত্মার উক্ত প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই অনন্ত জ্ঞানবান্ অনাদি পুরুষকে প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করি

* Abercrombie.

বিজ্ঞান বার্ত্তা।

জ্যোতিষ।

১।—বর্ত্তমান ইংরাজি শকে লিপজিক নামক স্থানে পণ্ডিতবর এরেষ্ট সাহেব এক ধূমকেতু আবিষ্কৃত করেন, গত ২৬ মার্চ্চ দিবসে বেন সাহেবও নিওয়কি নামক স্থান হইতে ঐ ধূমকেতুকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। বেন সাহেব কহিয়াছেন, যে উক্ত ধূমকেতু দেখিতে অতিশয় উজ্জ্বল, পরিষ্কার, নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায় উহার দীপ্তি*।

২।—বর্ত্তমান ইংরাজি শকের ১১ আপ্রেল দিবসে পাদরি ওডেল সাহেব উইলিবিগোসিস নামক স্থান হইতে এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বল উল্কা পিণ্ড সন্দর্শন করিয়াছেন। উক্ত সাহেব যে সময় উ পিণ্ডটি সন্দর্শন করেন, তৎকালে আকাশ পথ কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার ও ধূমাছন্ন ছিল, কিন্তু ঐ উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিঃ প্রভাবে রজনীতেও ঐ স্থান দিবসের ন্যায় আলোকময় হইল। ঐ উল্কাপিণ্ডটি শূন্য হইতে পশ্চিমাভিমুখে পতিত হয় এবং দর্শকের চক্ষে উহা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পায়। উহা ভূতলে পতিত হইতে না হইতেই নিঃশব্দে শূন্যেতে তিরোহিত হয়। উহা অদৃষ্ট হইলে পরও কিয়ৎকাল শূন্যেতে এক প্রকার আলোক দৃষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর ক্রমে ক্রমে উহার আর কোন চিহ্নই রহিল না*।

পদার্থ বিদ্যা।

১।—বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমিরিকার অন্তঃপাতি ডাটস মাউথ নামক স্থানে যাদৃশ শীতাধিক্য হইয়াছিল, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত স্থানে সে প্রকার হিমের প্রবলতা হয় নাই। ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসরেই সমস্ত ঋতুর শীত উষ্ণতার বিষয় লিখিত থাকে, ঐ নির্দ্দিষ্ট লিপি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, যে ২৪ বৎসরের মধ্যে আর উক্ত স্থানে এ প্রকার শীত প্রাবল্য হয় নাই*।

২।—হেনেরি উইট সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে যদি লবণ মিশ্রিত সমুদ্র জল বালুকাময় স্তরের মধ্যদিয়া নির্গলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার লবণাক্ত দোষ দূর হয়। জল যে সময় বালুভূমির মধ্যদিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে, তৎকালেই উহার লবণের ভাগ বালুকাতে মিসিয়া যায়। উক্ত প্রকার পরিস্রুত জলের যে কেবল লবণেরই ভাগ অন্তরিত হয়, এমত নহে উহাতে আর আরযে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, বালুকাপরিক্রমণ দ্বারা তাহাও পৃথক হইয়া যায়*।

রসায়ন বিদ্যা।

১।—এদেশীয় অনেক লোক বাষ্পালোক সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ আলোকও এক্ষণে দীপালোকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইতেছে, সম্প্রতি পেরিস নগরে বিদ্যুৎ আলোকের এক পরীক্ষা হওয়াতে তত্রত্য পণ্ডিত বর্গ ও অনেক ভদ্রলোক দেখিয়াছেন, যে বাষ্পালোক অপেক্ষা বিদ্যুৎ আলোক অনেক পরিষ্কার ও অনেক উজ্জ্বল। এই অদ্ভুত ব্যাপারের রচনাকর্ত্তারা এক প্রসিদ্ধ অট্টালিকাতে চারিটি বিদ্যুৎ দীপ সংযুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে ঐরূপে সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর বিদ্যুদগ্নিকে সামান্য দীপবৎ ব্যবহার করা যায়*।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য বা সভ্য ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি মাসিক ।।० আনা করিয়া সভায় প্রদান করিবেন, তাঁহারা নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ঋণ পাইতে পারিবেন।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
১ অগ্রহায়ণ রবিবার সম্বৎ ১৯১৪ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৮

*Amiricanjournal.

*Amiricanjournal.

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।

যাঁহারা তাঁহাকে নিকটস্থ বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য সুখ হয়, অন্য ব্যক্তিরা সে সুখ লাভ করিতে পারে না।

হে মানবগণ! সেই সর্ব্বেশ্বরের—সেই সর্ব্বাধিপতির গুণ কীর্ত্তন করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর; এই আলোকময় সমাজ মন্দিরে কেবল তাঁহারি মহিমা সন্দর্শন ও তাঁহারই সহবাস জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ কর। সেই প্রণয়াস্পদ পরম পিতার নিকটবর্ত্তী থাকা আমাদিগের কি পর্য্যন্ত প্রার্থণীয়, তাহা বলিবার নহে। তিনি আমাদিগের প্রীতিভাজন পরম বন্ধু। সেই প্রিয় বন্ধু আমাদিগের সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করিতেছেন, ইহা একবার ভক্তি ভাবে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা প্রতীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সহবাস করা যায়। আপনাকে নিতান্ত অনন্যগতি ও পরাৎপর পরম পিতাকে আপনার অদ্বিতীয় সহায় ও করুণাময় আশ্রয় জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিয়া, তাঁহাতে অবিচলিত প্রীতি প্রকাশ করাই তাঁহার সহিত সহবাস। তাঁহার সহিত এই রূপ সহবাস করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। যেরূপ সাধন দ্বারা এই পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের একমাত্র উপায়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধাও অভ্যাস সাপেক্ষ, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা, শিল্পকর্ম্ম, বিষয় কার্য্য, এসমুদায় যে অভ্যাস-সাপেক্ষ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, অথচ প্রীতি ও শ্রদ্ধাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করেন না। যেমন চালনা না করিলে, শরীর সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরিবর্দ্ধিত হয় না, সেই রূপ প্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বর্দ্ধমানা হয় না। শরীরের যে অঙ্গ চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আইসে, সেই রূপ মনেরও যে বৃত্তি পরিচালিত না হয়, তাহাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। ফলতঃ অপারমহিমার্ণব, সর্ব্বগুণালয়, সকল মঙ্গলাস্পদ, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্ম্মইবা কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ কুশলাভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার পাষাণময়হৃদয়ে প্রীতি রসের সঞ্চার না হয়?

আমরা যখন যে দিকে নেত্র পাত করি, তখনই সেই দিকে তাঁহার অতি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান এবং অপার ঔদার্য্য ও কারুণ্য স্বরূপে

কোটি কোটি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা কীর্ত্তি কুশল মনুষ্য দিগের যে সকল মহৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকি, বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাধিপতির বিশ্ব কার্য্যের তুলনায় সে সমুদায় কিছুই নহে। অতি সূক্ষ্ম শ্যামবর্ণ দূর্ব্বাদল অবধি উজ্জ্বল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই মহামহিমার্ণব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অসীম প্রায় প্রশস্ত মহাসাগর, অভ্যুন্নত বনাকীর্ণ গিরিপ্রস্থ, শতপদ-বিশিষ্ট সহস্র-শাখ বটবৃক্ষ, এবং দিবাকরের উদয়াস্ত কালের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, ও সুধাকর পূর্ণ চন্দ্রের পরমরমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আমাদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন করিয়াছেন! সুকুমার স্নেহ বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত স্নেহ ও কত করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন! আমাদিগকে ন্যায় অন্যায় নিরূপণে সমর্থ করিয়া কি আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণই প্রচার করিয়াছেন! চক্ষু এক এক নিমেষে তাঁহার কত মহিমাই প্রত্যক্ষ করিতেছে! আমাদের প্রতিবারের নিশ্বাসক্রিয়া তাঁহার কত স্নেহই প্রকাশ করিতেছে! প্রাণ স্বরূপ সমীরণের এক এক হিল্লোল তাঁহার কত করুণাই প্রদর্শন করিতেছে! আমরা যে স্থানে যে পদার্থ অবলোকন করি, তাহাই তাঁহার করুণারসে অভিষিক্ত দেখি, যে স্থানে গমন করি, সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। যদি পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিদ্যমান, যদি গভীর গহ্বরে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান, মহাসাগরকে সম্মুখবর্ত্তি করিয়া তদীয় তটেই দণ্ডায়মান হই, আর নদী তীরস্থ প্রশস্ত শাখ বৃক্ষ ছায়াতেই বা শয়ান থাকি, সর্ব্বত্রই তিনি রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানময় নেত্র অন্ধকারকেও জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছে, তাঁহার পক্ষে তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকার ও মধ্যাহ্ন কালের পরিষ্কৃত দিবালোক উভয়ই তুল্য। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই রূপ দৃষ্টি সহকারে করুণাকর পরমেশ্বরের অনুপম গুণ সমুদায় অহরহ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি আপনা হইতেই প্রকটিত হইতে থাকে। তখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া যেমন বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করা যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তখন তাঁহার প্রীতি তাঁহার প্রসন্নতা ও তাঁহার সহবাস লাভই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যে বিষয়ের সহিত তাঁহার সংস্রব নাই, তাহাতে আর পরিতোষ জন্মে না।

অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অপরাধী প্রজা যেমন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শঙ্কিত হয়, সেই রূপ পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিতে ভীত ও অসমর্থ হয়। অতএব অন্তঃকরণকে পরমেশ্বরের প্রেমরাগে রঞ্জিত করিতে হইলে তাহার পাপরূপ ধূলিকণা সকল প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। প্রিয় জনের প্রিয় কার্য্য ও তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না; অতএব বিশ্ব পতির অখিল বিশ্বের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের শুভচিন্তা করা বিধেয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার প্রীতি ভাজন, সকল জীবই তাঁহার স্নেহাস্পদ, অতএব তিনি যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার সাধক দিগেরও সেই রূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া সর্ব্বসাধারণের শুভানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, "তিনি আমাদিগের সুখ নদীর প্রস্রবণ।" তিনি আমাদের সৌভাগ্য তরুর একমাত্র মূল স্বরূপ। নদী কি কখন প্রস্রবণ হইতে পৃথক্ হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে, না বৃক্ষ কদাপি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে? অতএব তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে যাবতীয় আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, সমুদায়ই

পালন করা কর্ত্তব্য। মানব জন্ম সার্থক করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবে, ততই নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হইয়া তাঁহার করুণাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবে। যাঁহাদের ধর্ম্মে অনুরক্তি ও পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যে একেবারেই এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধু সঙ্গ অবলম্বন, পরমেশ্বর বিষয়ক ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন, অহরহ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি সাধন যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করা তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল বৃত্তি চালনা করিতে অভ্যাস করিবে, তাহাই প্রবল হইবে। অভ্যাস না করিলে, শরীরও সবল হয় না, বুদ্ধিও প্রখর হয় না, ধর্ম্মও উন্নত হয় না। কুলোকের সংসর্গ করিয়া যাহার মন তুষ্ট থাকে, অদ্যাপি তাঁহার অবশচিত্ত পাপ পিশাচের হস্ত হইতে মুক্ত হয় নাই এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম অদ্যাপি তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই ও তাঁহার অপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ কদাপি পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হইবার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে উপদেশ শ্রবণে কি হইবে? যে বালকের বিদ্যা লাভে অনুরাগ নাই, সে যেমন কদাপি সুশিক্ষিত হইতে পারে না, সেই রূপ যাহার অধর্ম্মে বিরক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ধর্ম্ম রূপ মহারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

যাঁহার ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি আপনার অনিবার্য্য ইচ্ছা বলে তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান্ হন এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন, কিন্তু যাঁহার ইচ্ছা নাই, তাঁহার হৃদয় বালুকাময় মরুভূমি তুল্য। তিনি পবিত্র সমাজে উপবিষ্ট হইয়াও নির্জন বনবাসী সদৃশ এবং বারম্বার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও বধির তুল্য। ফলত একেবারেই যে সকলের একান্ত অনুরাগ জন্মে,তাহা নহে, যেমন বালক গণ কিছু দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যা রসের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমেশ্বর বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতেও পরম প্রীতি ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতিরস পানে অনুরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা, এবং যে স্থলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্ত্তন হয়, সে স্থলে সর্ব্বদা গমন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এক এক রোগের নানা ঔষধ আছে, কাহার কোন্ অবস্থায় কোন্ ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইবে, কে বলিতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরমার্থ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে কোন না কোন সাধু বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণে অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকেই এক মাত্র আশ্রয় জানিয়া নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহার সহবাস লাভের বাসনা উদয় হইয়া অন্তঃকরণকে তদনুরূপ পবিত্র রাখিতে যত্ন করে। আমাদিগের উপাসনা স্থান যে এই পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা ঐ প্রকার বাসনা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। আমরা এখানে একত্র সমাগত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হই, এবং তদ্দৃষ্টে কত কত অন্য ব্যক্তিরও অনুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এবং এই রূপ সমাজ সকল অন্যত্রও প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল শুভ লক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ আশা ও ভরসায় পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হে পরমাত্মন্! এমন শুভ দিন কত

দিনে উপস্থিত হইবে, যে তখন আমাদের দেশ এই রূপ পুণ্য-ধামে পরিপূর্ণ হইবেক। আমাদের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসি সকলে আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত হইবে, এবং এদেশের সকল ভাগে সকল নগরে সকল গ্রামে, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তোমার অপার মহিমা বর্ণিত ও তোমার অনুপম গুণানুকীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইবে। হে পরমাত্মন্! এমন শুভদিন কত দিনে উপস্থিত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞানশাস্ত্র।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা অতীব সুখদায়ক। কোথায় বা আপাতরম্য পশুলভ্য ইন্দ্রিয় সুখ! আর কোথায় বা সুচারু বিশ্ব কৌশলের অভিজ্ঞান জনিত বিশুদ্ধ আমোদ! কোথায় বা কল্পনা চন্দ্রের তেজোবিহীন আলোকের শোভা! এবং কোথায় বা বিজ্ঞান সূর্য্যের তেজস্বিনী অপরিসীম প্রভা! স্বভাবের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্যক্ রূপে অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অতীত বটে, কিন্তু ইহা কি আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে পৃথিবী-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়াও আমরা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি।

এই স্বভাব ক্ষেত্রে আমরা কতই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি। একটি একটি কারণ হইতে কতবিধ কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। যে শক্তি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত রাখিয়াছে, সেই শক্তির প্রভাবেই প্রশস্ত নদী, গভীর সমুদ্র ও মহোচ্চ পর্ব্বত স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া অশেষ শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহারই প্রভাবে সমুদ্র উচ্ছলিত ও নদী স্রোতস্বতী হইতেছে, তাহারই প্রভাবে বৃষ্টি ধরাতলে পতিত হইয়া উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল করিতেছে, শিশির বিন্দু প্রত্যেক পুষ্প ও প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রকে শিক্ত করিতেছে, এবং তুষার সমূহ পর্ব্বতোপরি রাশি রাশি পতিত হইয়া নদ নদী উৎপাদন করিতেছে। কেবল এক জলই রূপান্তর হইয়া কত প্রকার কার্য্য সম্পাদন করে। এই জল জমিয়া হিমশিলা জন্মে, সেই হিমশিলাকে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিলে পুনর্ব্বার তাহা জল রূপে পরিণত হয়, এই জলকে অনেক দিন অনাবৃত রাখিলে আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, উহাকে অধিক উত্তপ্ত করিলে বাষ্প রূপে উত্থিত হয়, সেই বাষ্প একত্র হইলে ঘন মেঘমালা, ভীষণ বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুল্লতা দ্বারা আকাশকে চমকিত করে, সেই বাষ্পকে শীতল করিলে পুনর্ব্বার উহা জল হইয়া পতিত হয়। এই স্থলে এক বস্তুর কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইল! এক খণ্ড গালা উত্তম রূপে ঘর্ষিত হইলে উহা অনেক লঘু বস্তু আকর্ষণ করে, এবং অন্ধকারে কোন বিড়ালের গাত্র ঘর্ষণ করিলে তাহার গাত্র হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে, যে পদার্থ বিদ্যুতের কারণ এবং তাড়িত বার্ত্তাবহের আমূল, তাহাই উক্ত দুই বিষয়ের উৎপাদক?

উদ্ভিদ রাজ্য কি বিস্তীর্ণ! ইহাতে ন্যূন কল্পে পঞ্চাশৎ সহস্র প্রকার বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের আকার, প্রকার, ফল, পত্র, পুষ্প, গন্ধ—তাহাদের ঔষধীয় গুণ ও বৃদ্ধির নিয়ম সকলই বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সে সকলও স্থির করিয়াছেন।

আবার ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে আমরা প্রায় ৪০০ মন বায়ুভার স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া জীবিত আছি? যেহেতু আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যৎকিঞ্চিৎ বায়ু স্বকীয় স্থিতি স্থাপকতা গুণে অনায়াসে সেই ভারের প্রতিবিধান করিতেছে? এই বায়ুভার ব্যতীত আমাদের এই দণ্ডেই মৃত্যু দশা উপস্থিত হইত এবং মনুষ্য সমুই ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। এই বায়ু এক কালে

অনন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, বৃক্ষ ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে নবীন পত্র, সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদ ফল ধারণ করিবার উপযুক্ত করিতেছে, এবং কি মনুষ্য কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কি বৃক্ষ, লতা, পল্লবাদি সকলকেই জীবন দান করিতেছে। জল যন্ত্র হইতে জলোৎক্ষেপণ ও বাষ্পীয় যানের বায়ুভেদী ও তরঙ্গভেদী গমনক্রিয়া অবধি মক্ষিকাদির চলন কার্য্য পর্য্যন্ত সকলই বায়ুর ভারবত্ত্ব দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ ভারবত্ত্ব গুণেই নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প রূপে পরিণত হইতে পারে না এবং উহাতেই সুস্নিগ্ধ জলবিন্দু মিশ্রিত বায়ু হিল্লোল দ্বারা পরিশ্রান্ত জন গণের শ্রান্তি দূর হয়।

আবার যদি নিতান্ত অসংলগ্ন ও পরস্পর বিপরীত পদার্থ সমূহে অসম্ভবনীয় অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে আর এক নূতন আনন্দ ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয়। ইহা সহজেই কে মনে করিতে পারে, যে এক অত্যুজ্জ্বল হীরক খণ্ড ও এক খান কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার একই পদার্থ। শ্বেত কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নহে, হরিৎ পীতাদি বর্ণ একত্র হইয়া শুক্লবর্ণ উৎপাদন করে, এই হেতু কাচ বিশেষে সূর্য্যের শুভ্রময় কিরণ হইতে রক্ত, নীল, পীতাদি বর্ণের প্রত্যক্ষ হয়। যে কারণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় সেই কারণেই লৌহাদিতে মরিচা পড়ে, এবং সেই কারণেই রাত্রিকালে উদ্ভিদ পদার্থের বৃদ্ধি হয়। চেতনাবান্ পদার্থের ন্যায় বৃক্ষাদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন করে, কিন্তু তাহাদের নিশ্বাসক্রিয়া রাত্রে ও দিবসে সমান নহে। যে বায়ু জ্বলন্ত অনলের ভিতর অবস্থিতি করে, তাহাই আমাদিগকে ব্যোমযানে আকাশ পথে লইয়া যায়, যে বৃক্ষ পত্র ভূমিতে পতিত হইয়া বোধ হয় একেবারে নষ্ট হইবে; তাহা বায়ু বিশেষে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষ লতাদির বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করে। যে ভারবিহীন অদৃশ্য পদার্থ উত্তাপের কারণ, তাহাই তরল পদার্থের ও সুশীতল বায়ু প্রবাহের কারণ এবং তাহা সমুদয় বস্তুর পরমাণু বিচ্ছিন্ন করে। তাহা পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর সহিত মিশ্র থাকে ও সূর্য্য হইতে প্রত্যেক মার্ত্তণ্ডপলে প্রায় ষষ্টি লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার অসদ্ভাব হইলে পৃথিবীর তাবৎ বস্তু পাষাণপিণ্ডবৎ কঠিন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষা মনুষ্য সদৃশ জীবের আর অধিক কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? এই প্রকার জ্ঞান শিক্ষায় কালক্ষেপণ অপেক্ষা আর নির্দ্দোষ আমোদ কি আছে? বিশ্বপতির বিশ্বরচনায় তাঁহার পরমাদ্ভুত কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে চমৎকার সম্বলিত আনন্দরস পান করেন, অপর ব্যক্তি তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না।

স্বভাবের উদার মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সকলেরই মন উদার ভাব ধারণ করে এবং অপার শান্তি অনুভব করে। বৃহস্পতি গ্রহ কি চমৎকার! এই গ্রহের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১২০০গুণ অধিক, এবং ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জীব জন্তু বাস করিয়া আসিতেছে। উক্ত গ্রহ তাহার এক কালে শত গুণ জীব জন্তুর নিবাস ভূমি হইতে পারে। এই গ্রহ এক ঘণ্টার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র ক্রোশ করিয়া আপনার অক্ষোপরি দ্রুত বেগে ঘূর্ণিত হয় এবং অনন্ত আকাশে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ চারিটি চন্দ্রের সহিত তত্তোধিক বেগে সঞ্চরণ করে। যদি এই এক সামান্য গ্রহের গতিক্রিয়া ও আয়তন আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে এতাদৃশী উদার মূর্ত্তি চিত্রিত হয়, তবে সূর্য্যের বিষয় অনুধাবন করিলে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মনে ধারণ করা দুঃসাধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্যের সহিত উহার তুলনা করিলে উহাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়। সমস্ত গ্রহের একত্রীভূত একটি লোক মণ্ডল অপেক্ষায় সূর্য্য প্রায় ৬০০ গুণ বৃহৎ, সুতরাং বৃহস্পতির ন্যায় সহস্র গ্রহ ও পৃথিবীতুল্য লক্ষাধিক লোক মণ্ডল সূর্য্যের মধ্যে অনায়াসে অবস্থিতি করিতে পারে। সূর্য্য মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে কত কত দূরবর্ত্তী গ্রহ ও উপগ্রহ গণে স্বকীয় রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া আলোক প্র-

দান করিতেছে। কিন্তু জগদীশ্বরের এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে কি ঐ একটি মাত্র সূর্য্য আলোক প্রভা বিস্তার করিতেছে? এমত কত কত সূর্য্য আকাশ পথে বিচরণ করিয়া অনন্ত স্থান মধ্যে আপন আপন জ্যোতি বিতরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য। আমাদের এই সূর্য্যের ন্যায় তাহারাও স্বকীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। এই সূর্য্য অপেক্ষা তাহারা অল্প তেজস্বী ও অল্প বিস্তৃত নহে। আমরা শুদ্ধ চক্ষে প্রতি রজনীতে সহস্রাধিক এই প্রকার সূর্য্য মণ্ডল অবলোকন করি এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে এমন কোটি সূর্য্য প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু আবার যে সকল লোক মণ্ডল আমাদের চক্ষু ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অগোচর তাহার সংখ্যা হয়তো অগণনীয়। অতএব যদি সমস্ত সৌর জগৎও একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে ঈশ্বরের রাজ্যের এক ধূলিকণার লোপ হইল বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি যে কৌশল দ্বারা তাঁহার অপূর্ব্ব যন্ত্র গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহার কণামাত্র ব্যতিক্রম হইলে সমুদয় সৃষ্টি প্রণালীর বিশৃঙ্খলা হইয়া যায়। সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি হইতে চ্যুত হইলে পৃথিবী আপন স্থান ভ্রষ্ট হয় এবং সূর্য্য যে আকর্ষণ দ্বারা নিয়মিত পথে ভ্রমণ করে, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম হইলে সূর্য্য স্বকীয় পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে। সূর্য্য এই রূপ দশাগ্রস্ত হইলে যে গ্রহগণ তাহার আকর্ষণ দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ আছে, ও যথাবিধানে পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের গতিক্রিয়াদির বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া উঠে এবং এই রূপে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র পরস্পর হয়তো এরূপ সংঘট্টন দ্বারা চূর্ণ হইয়া যায়, অতএব ঈশ্বরের নিয়মের কণামাত্র ব্যতিক্রম হইলে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, ইহাতে ঈশ্বরের কিরূপ ভূয়সী শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। যখন আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কি একটি সমুদ্র, একটি পর্ব্বত, একটি বৃক্ষ পত্র, একটি ক্ষুদ্র তৃণের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিনা, তখন সমস্ত সৃষ্টির কৌশল আমরা কিরূপে মনে ধারণ করিতে সমর্থ হইব? আমরা যে পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য দ্যুলোকের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে সাহস করি, ইহাই আমাদের স্পর্দ্ধার বিষয়।

কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের সহিত যদি সমস্ত সৃষ্টির তুলনা করা যায়, তবে ইহা এক বালুকা রেণু হইতেও সূক্ষ্ম বোধ হইবে। কোন ব্যক্তি একটি গ্রহ হইতে এই পৃথিবী অবলোকন করিলে, ইহাকে এক ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় দৃষ্টি করিবে এবং তদপেক্ষা অধিক দূরস্থিত লোক হইতে ইহার বিন্দু বিসর্গও প্রত্যক্ষ হইবে না। একটি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা ৭৩৫ গুণ বৃহৎ এবং উহা যে এক অঙ্গুরীয়ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে তাহা এত বৃহৎ যে পৃথিবী হইতে চন্দ্র লোক স্পর্শ করিতে পারে। আর একটি গ্রহও এত বৃহৎ যে এই পৃথিবীর ন্যায় ১৪১৪টী পৃথিবী একত্র করিলে তাহার তুল্য হয়। সমস্ত গ্রহের একত্রীভূত একটি লোক মণ্ডল অপেক্ষা স্বয়ং সূর্য্য প্রায় ৬০০ গুণ ও পৃথিবী অপেক্ষা ১৩লক্ষ গুণ বৃহৎ।

এই সকল গ্রহ ও উপগ্রহের গতিক্রিয়াই বা কি চমৎকার। শুক্র গ্রহ এক ঘণ্টার মধ্যে ৩৪০০০ ক্রোশ ও বুধ গ্রহ এক বিপলের মধ্যে ৭৭৫ ক্রোশ করিয়া আকাশ মার্গে বিচরণ করে। শনি আপন অধীনস্থ অষ্ট চন্দ্রের সহিত ১ ঘণ্টার মধ্যে ২২০০০ ক্রোশ ভ্রমণ করে, ধূমকেতু বিশেষ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে ১ ঘণ্টায় লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে। আমাদের সূর্য্য সর্ব্বসমেত প্রতি ঘণ্টায় ৭৫০০ যোজন উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পথে ভ্রমণ করে। এই রূপে কোটি কোটি লোক মণ্ডল কোটি কোটি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অসামান্য বেগে বিচরণ করত সকলেই নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহা কি আশ্চর্য্য কৌশল। [illegible]

ঈশ্বরের কি অতুল্য শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে তাহা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক অনুভব করাও অসম্ভব ।S

পাপকর্ম্মে মানব প্রকৃতির কি কি অনিষ্ট হইতে পারে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ।

" পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং " এই শব্দ কয়েকটি আপাততঃ ভয়ঙ্কর বোধ হয় বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাতে জ্ঞানের মধুর মূর্ত্তি বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যে কোন কর্ম্ম মঙ্গল সংকল্প জগদীশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহাই পাপ শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পাপাচরণ করা শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হওয়ামাত্র। আমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাসে যে অচিন্ত্য মহিম পরম পুরুষের অপার করুণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্যে যে অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সংশয় কি। যাহাতে সেই গরলময় ফলের স্বাদ গ্রহণ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান করাই উক্ত বচনের উদ্দেশ্য। পাপকারী ব্যক্তি আপনার প্রতি—আপনার মহীয়সী প্রকৃতির প্রতি ও স্বকীয় বিশুদ্ধ আত্মার প্রতি যে কি কি প্রগাঢ় অনিষ্ট উৎপাদন করে, প্রস্তাবিত বিষয়ানুসারে এক্ষণে তাহারই বিবেচনা করা বিধেয়।

একের পাপাচরণ দ্বারা যে অন্যের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্যমাত্র। অন্যের প্রতি যত প্রকার অত্যাচার সম্ভাবিত হইতে পারে, পাপীদিগের দ্বারা তাহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যে কর্ম্ম কোন ক্রমেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুমোদিত হইতে পারে না, তাহার অনুশীলনে যে ব্যক্তি অবলীলাক্রমে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সে কি না করিতে পারে? এমন কি যে যে কার্য্য সামাজিক মঙ্গলাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, [illegible] করার পাপীদিগের অসাধ্য নহে। পাপকে সামাজিক কল্যাণ পুঞ্জের একটি বিধ্বংসিনী শক্তি বলিলেও হয়। উর্ণনাভির ন্যায় উহা যেখানে যেখানে বিচরণ করে, সেই সেই স্থলেই দুঃখজাল বিস্তার করিতে থাকে। সমুদায় বিশ্বকে দুঃখ সলিলে প্লাবিত করিয়াও উহার তৃপ্তি হয় না। ভূমণ্ডল মধ্যে যে কত কত লোককে প্রত্যহ পাপজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কত কত গৃহস্থের ভবনে যে ক্রোধের ভীষণ মূর্ত্তি সঞ্চারিত হইতেছে, স্বার্থপরতার প্রবল প্রভুত্ব প্রকটিত হইতেছে, অহঙ্কারের ভয়ঙ্কর কলহ উত্থিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। কোন স্থানে বিশ্বাস ঘাতকতা পিশাচী অগণ্য ক্লেশ কণ্টকাকীর্ণ আপন জঘন্য সরণি বিস্তৃত করিতেছে; কোথায় বা হিংসা রাক্ষসীর করাল দর্শন দ্বারা কোন নির্দ্দোষ হৃদয়ের মর্ম্ম বিদারিত হইতেছে, কোন স্থলে উদ্ধত রিপু বর্গের প্রতাপ দাবানলে অপর প্রাণী পুঞ্জের সুখ কানন দগ্ধ করিতেছে। কোথায় বা ভোগমৃগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট ইন্দ্রিয় কুরঙ্গ সকল আত্মীয় গণেরও আত্ম প্রসাদ কবলিত করিতেছে। এই রূপে কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, কি অপর প্রাণী সমূহ, সকলেরই প্রপীড়িত ও বিদীর্ণ হৃদয় সকল ঐ অদ্ভুত পাপ রূপ পিশাচের যুগপৎ সাক্ষী ও বশীভূত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু পাপশীল মানব সকল আপনাদিগের আচরিত অসৎ কর্ম্মের ফল স্বরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা সমূহ আপনারা যেমন সহ্য করে, তৎসমুদায় যত ভয়ানক ও ক্লেশকর হউক না কেন, অন্যের সম্বন্ধে অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। প্রায় সকল বিষয়েই অধর্ম্ম নিবন্ধন যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, অনুষ্ঠাতার সহিত তাহার যত ঘনিষ্ঠতা হয়, ততই বিষমতর হইয়া উঠে। কোন ব্যক্তির দুঃশীলতা নিমিত্ত তাহার বন্ধু বান্ধব দিগকে যত কষ্ট পাইতে হয় সমাজস্থ অপর সকলকে কিছু তত পাইতে হয় না। তাহার পরিবার বর্গকে [illegible] দুঃখ অংশ

লইতে হয়, বন্ধু বান্ধব গণকেও আবার তত লইতে হয় না। সেই রূপ যে আপন দুষ্কৃতের প্রতিফল আপনি যেমন ভোগ করে, অন্য কাহাকেও আর সেরূপ করিতে হয় না। যে আপন অন্তরস্থ উদার বিবেকের সুধাসিক্ত উপদেশ সকল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অমানববৎ যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রশস্ত প্রকৃতি, সমুজ্জ্বল গৌরব ও প্রভাপুঞ্জ একবারে নিষ্প্রভ বা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে এবং হৃদয়জাত চিরসঞ্জীবনী আশালতার এককালে সমূলে উন্মূলন করিয়া দেয়। অন্যের প্রতি কি ইহার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সম্ভবিতে পারে? কদাচ নহে। দুরাচার পামরেরা আপন গরীয়সী প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঈদৃশ তমসাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ও শোকাবহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে যে তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলে তাহারা আপনারাই কম্পিত ও রোদন পরায়ণ হয়, সন্দেহ নাই।

কোন কোন দুরিতকারী এমন কথা বলিলেও বলিতে পারে, যে দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া তাহারা আপনাদিগেরই অধিক হানি করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কি তাহাদিগের আত্মা তুষ্টি লাভ করিতে পারে? ইহা কি কখন নিঃস্বার্থ ন্যায় পরতার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে? অনেক দুঃশীল মনুষ্য গণের ঈদৃশ সারল্যভাব প্রকাশ পায় বটে, যে তাহাদিগের পাপাচরণে অন্যের কোন অনিষ্ট না হইয়া শুদ্ধ আপনাদিগকেই তদীয় প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, এবং তাহারা এরূপ মনে করিয়াও কিছু সান্ত্বনা পায়; কিন্তু এরূপ অনুভব দ্বারা কি আরও দৃঢ় প্রতীতি হয় না যে ঈদৃশ সরল স্বভাব কলুষ বিকারে বিকৃত হওয়াও সমধিক শোচনীয় বিষয়? ইহাও কি বোধ গম্য হয় না যে অন্যের কোন অপকার সংঘটন না হইলেও শুদ্ধ আপন অপাপবিদ্ধ বিমল আত্মাকে কলুষিত করাটাই বিষম দোষাবহ, সর্ব্বথা অহিতকর ও নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম? প্রকৃতি অংশকারী দুর্বৃত্ত গণের আত্মার প্রতি আচরিত এই রূপ ভয়ঙ্কর অপকারের বিষয় নি-

র্দ্দেশ করাই প্রস্তাবিত বিষয়ের মুখ্য তাৎপর্য্য। পাপী লোককে এক প্রকার স্বভাব বিরুদ্ধ অদ্ভুত জন্তু বলিয়াই স্থির করা উচিত। যে ব্যক্তি আপন প্রকৃতি রাজ্যের অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম সকল অবলীলাক্রমে অবহেলন করিয়াও বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপদিষ্ট উৎকৃষ্ট কল্যাণগর্ভ সুমধুর শাসন সমুদায় অসঙ্কুচিত চিত্তে ও নির্ভয়ে অতিবর্ত্তন করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি নিকরের কিঙ্কর হইতে ও জঘন্য ভোগ লালসাকুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারে। তাহাকে একটা অস্বাভাবিক নরাকৃতি জন্তু না বলিয়া আর কোন্ শব্দে উক্ত করিব। যে ব্যক্তি পাপরূপ অসুরের কুহক জালে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যে সর্ব্বসাক্ষী হৃদয়েশ বিশ্বাধিপের সংস্থাপিত সমৃদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান রাজ্যের নিয়মবর্ত্তী না হইয়া প্রত্যুত অশেষ প্রকারে তাহার ভূয়ো ভূয়ো বিদ্রোহাচরণে অবিকম্পিত হৃদয়ে প্রবৃত্ত হয় ও পদে পদে আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রণয় বন্ধন করে, তাহাকে আর কি বলিয়া মনুষ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যায়? উক্তরূপ যদৃচ্ছামত অত্যাচার ও নিয়ম লঙ্ঘন প্রায় সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সমস্তই মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে ধর্ম্মনীতি সূত্র সকলের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা অথবা ধার্ম্মিক বর্গের প্রতি উপহাস করা অতি ভয়ঙ্কর দোষ ও নিঃসন্দেহ পাপাত্মার চিহ্ন, বরঞ্চ তৎসমুদায়ের সহিত তুলনা করিলে অজ্ঞান তিমিরাবৃত দুর্ব্বল প্রকৃতি সম্পন্ন মানব গণের কার্য্যগত যে কিছু দোষ দৃষ্ট হয়, সে সকলকে বিশেষ দুষ্কর্ম্ম বলা যায় না। উল্লিখিত পাপ প্রবৃত্তি আমাদিগের আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও স্থির সৌভাগ্য প্রদায়িনী মহীয়সী প্রকৃতির বিঘাতক এক প্রকার সাংঘাতিক রোগ বলিলেও হয়। কোন মহীরুহ রুগ্ন হইলে তাহার শাখা পল্লবাদি প্রত্যেক অংশই যেমন ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পরিশেষে শুষ্ক ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে, মানব [illegible] সেই [illegible]

প্রাপ্ত হইবার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে উ-হার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সমুহের কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াই উহাকে ঐরূপ শ্রীভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়াছে। তথাপি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে উহার সেরূপ শ্রীভ্রষ্ট হওয়া প্রকৃতি সিদ্ধ নহে। যদি কখন কোন বিশাল শিল্প যন্ত্রের সমুদয় কৌশল সহসা কোন বি-রোধী কারণের ব্যবধানে বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে যে শক্তি বিশেষ সহকারে ঐ যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তাহার গতি রোধ হওয়াতে উহাকে এক কালে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সত্য বটে, কিন্তু সেরূপে বি-নষ্ট হওয়া কি উহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম? বিশৃঙ্খল হইয়া বিকল থাকিবে বলিয়াই কি উহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল, এরূপ কথ-নই নহে। সেই রূপ, কাম কোপাদি নি-কৃষ্টবৃত্তি সকল মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হ-ইলেও সমুচিত শাসন বিরহে যখন উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যন্ত্রের যাবতীয় কৌশল সকল এক কালে বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত উৎ-শৃঙ্খলিত ধর্ম্ম যন্ত্রের যে প্রতীকারের সম্ভা-বনা নাই, ইহা নিতান্ত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ কথা।

অনেকেরই এই রূপ সংস্কার আছে, যে পাপকর্ম্ম ও তন্নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করা মনুষ্যের স্বভাবাধীন। বাস্তবিকও জীব প্রবৃত্তি দৃষ্টান্তে ইহা অপেক্ষা অধিক স্বা-ভাবিক বলিয়া আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না বটে; কিন্তু বিবেচনা করিলে এই প্র-চলিত বদ্ধমূল সংস্কারই আমাদিগের সর্ব্ব-নাশের নিদান। এই অন্ধতম সর্ব্বসম্বাদী ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তই মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম রাজ্য বিপ্লাবনের মূলীভূত কারণ। বাহ্য পদার্থ সমুদায়ের কার্য্য কারণ প্রণালী পর্য্যালো-চনে সংসারের ক্রমশঃ মঙ্গলোন্নতি হইবে বলিয়া যে একটি আনন্দ প্রসবিনী আশার আবির্ভাব হয়, ঐ কাল স্বরূপ সিদ্ধান্তই তা-হাকে একবারে নিরাশ সাগরে নিমগ্ন ক-রিয়া ফেলে। কিন্তু যে প্রকার [illegible]

অগ্নির সংস্পর্শ হইলে তদীয় মলিনত্ব তি-রোহিত হইয়া বিমল জ্যোতিতে বিকাশ পায়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিদ্বারা মানব প্র-কৃতি যাবতীয় কলুষরাশি বিনষ্ট করিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্ম জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয় এবং পাপের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতা-নন্দ লহরীতে অভিষিক্ত হয়।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মতত্ত্ব নিবন্ধন উৎকর্ষ। আমরা আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবম্বিধ অশেষ শক্তি সমুহের নিদর্শন পাই, যে তদ্দ্বারা আমরা চিরপরিবর্ত্তনশীল এই দৃশ্যমান বিশ্বের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছি। বাহ্য পদার্থ সমুদায়ের প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের দর্শন শ্রবণা-দি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রস্তুত রহিয়াছে এবং যাহাতে সেই সমস্ত পদার্থ আমাদিগের বৈষয়িক সুখ সাধনের হেতু হইতে পারে, তাহার উপায় স্বরূপ হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বিবিধ মনোবৃত্তি সমুদায়ও বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের আরও যে একটি চমৎকারিণী শক্তি আছে, দেশ কাল ব্যাপী যে সকল বস্তু আমরা স্পর্শ বা প্র-ত্যক্ষ করি কেবল তৎসমুদায়েই উহার পর্য্যবসান হয় না। উহা পার্থিব পদার্থ সমুদায় অতিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে অনা-দি অনন্ত কারণের অনুসন্ধানে প্রধাবিত হয়। যতক্ষণ সেই সর্ব্ব বিজ্ঞানময় চির-ন্তন চিদাত্মার সংশ্রব না পায় সে পর্য্যন্ত উহা আর কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আমাদিগের সেই সুধাময়ী বৃত্তিটীকে আমরা ধর্ম্মতত্ত্বোদ্ভাবিনী বলিয়া উক্ত করি। মানবীয় ভাষা দ্বারা উহার মাহাত্ম্য ও গৌ-রবের অতিমাত্র বর্ণনাতেও অত্যুক্তি হই-বার প্রসক্তি থাকে না, এই মহীয়সী শক্তি প্রভাবে জীবাত্মা এই দৃশ্যময় ভূত প্রপঞ্চের অতীত সেই পরম পুরুষের সহিত সহবাসে-র যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় এই অলোক সঞ্চা-রিণী সর্ব্বগরীয়সী বৃত্তির সম্যক উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই আমাদিগের প্রকৃত

কল্যাণের নিদান। তরুণ দশাতেই যদি মনুষ্যের সুকুমার মানসে অবিকল্পিত ব্রহ্ম স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান অঙ্কুরিত ও স্ফুরিত হইতে আরম্ভ করে এবং নিরন্তর ভক্তিবারি সেক সহকারে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে মানব প্রকৃতির যে কি অনির্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাব হইয়া উঠে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করা দুঃসাধ্য। ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া সমাহিত চিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং চরমে তাঁহার স্বরূপের অনুরূপ হইবার আশা করা অপেক্ষা আমাদিগের অধিক ঔদার্য্য ও পরম পুরুষার্থের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাই আমাদিগের স্বভাবজাত বর্দ্ধিষ্ণু তরুর পরম উপাদেয় ফল। নীতি প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মতত্ত্বোদ্ভাবিনী বৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহারা উভয়ই নিঃস্বার্থ ভাবাপন্ন এবং পরস্পর সমবেত হইয়াই বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্ম তত্ত্বই নীতি প্রবৃত্তির আমূল ও প্রাণ স্বরূপ। এই ধর্ম্মতত্ত্ব দ্বারা দীক্ষিত হইয়া আমরা জ্ঞাননেত্র সহকারে জগদীশ্বরের অপক্ষপাত বিচার ও সর্ব্বময়ী প্রীতিভাব অবলোকন করিয়া শ্রদ্ধা ও সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করি এবং বিবেক স্বরূপ কর্ণ দ্বারা পূর্ণ স্বরূপের অনুরূপ হইবার জন্য ঐশী অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া থাকি? যেহেতু ইহাই অবিকল্পিত প্রকৃত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ও মুখ্য তাৎপর্য্য।

তৃতীয়তঃ বুদ্ধিবৃত্তি ঘটিত উৎকর্ষ। আমরা আত্ম শক্তি সমূহের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তির আবিষ্কার না করিয়া আর অন্যদিকে দৃষ্টি করিতে পারি না। যে মহতী শক্তি দ্বারা আমাদিগের অনুভব, বিতর্ক ও বিচার প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় এবং যাহার শ্রেয়স্কর সাহায্যে সত্যের সন্ধান ও প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই বুদ্ধি বৃত্তি বলে। এ বৃত্তির অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে আর অধিক আয়াস পাইতে হয় না। মনুষ্যের অপর শক্তি সকল অপেক্ষা বুদ্ধি বল প্রধান বল এবং সমধিক অভিনিবেশের স্থল। লোকসকল আপনাদিগের [illegible] যত্নবান্ হও এই বলিয়া যদি কোন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে প্রথমতঃ বোধ শক্তির উৎকর্ষবিধান ও জ্ঞান নৈপুণ্যাদি শিক্ষা করাই সেই উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করে, সন্দেহ নাই। এমন কি "শিক্ষা" এই শব্দটী প্রয়োগ করিলে লোকে প্রায়ই মনে করে বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালন ও বর্দ্ধন করাই উহার অর্থ এই রূপ শিক্ষাদান নিমিত্তই স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ সকল পাঠাগার হইতে বালক বৃন্দের নীতি প্রবৃত্তির উত্তেজন ও ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন বিসর্জ্জিত হওয়াতে সে সমুদয় উচিত মত ইষ্ট ফল দায়ক হয় নাই, অপর সাধারণে বুদ্ধির যাদৃশ আদর ও গৌরব করিয়া থাকে সেই রূপ করাই উচিত বটে; কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষা উহাকে অধিকতর পূজার্হ মনে করা কখনই ন্যায়ানুগত ও যুক্তি সম্মত হইতে পারে না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত জ্ঞানোন্নতির দুরপনেয় সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা বস্তুবিচার পূর্ব্বক সৎপক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সম্ভূত বহুবিধ বিশুদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন করতঃ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইব এবং তন্নিবন্ধন চিত্ত বিকাশও আত্ম প্রসাদাদি অশেষ পবিত্র সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইতে পারিব এই উদ্দেশেই করুণানিধান বিশ্বপিতা আমাদিগের চিত্ত নিলয়ে বুদ্ধির অধিষ্ঠাপন করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি নিমিত্তই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান আবশ্যক হইয়াছে। অতএব যদি কোন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবিষয়ক উৎকর্ষ সাধন ব্রতে ব্রতী হইবার বাসনা থাকে, অগ্রেই তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ সংকল্প করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ অধ্যয়ন বা অভ্যাসেই কিছু আসল শক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। নিস্বার্থতা অবলম্বন করা সর্ব্বোপরি আবশ্যক; যেহেতু তাহাই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। স্বার্থ বিনির্ম্মুখে সত্যের সন্ধান ও উপার্জ্জন করাই বুদ্ধিবৃত্তির মহান্ উদ্দেশ্য। এই [illegible] বুদ্ধি [illegible]

ভের প্রতি দৃষ্টি রাখা কখনই উচিত নহে। উহা আমাদিগকে যেখানে লইয়া যায় অপ্রতিহত সুদৃঢ়চিত্তে সেই খানেই গমন করা কর্ত্তব্য। তাহা আমাদিগের যে কোন স্বার্থের প্রতিরোধ করুক, দুঃসহ যাতনা দায়ক বা বিশেষ ক্ষতি কর হউক; কি কোন অত্যাচার জনিত উপদ্রবই ঘটুক, কিছুতেই সঙ্কুচিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই রূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তাই সত্যের প্রতি প্রকৃত নিস্বার্থ প্রীতি। ইহা ব্যতিরেকে স্বাভাবিক সুবুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্যতিক্রান্তা ও কুমার্গ ধাবিনী হয় ও মনের উজ্জ্বল প্রতিভাও প্রভা শূন্য হইয়া যায়। অধিক কি, সত্যের প্রতি প্রীতি শূন্য হইলে, মানব প্রকৃতির যে সুমধুর উদারভাব তাহা এককালে কলঙ্কিত ও গরলময় হইয়া উঠে। সত্যের প্রতি হতাদর হওয়ায় কত কত পণ্ডিতাভিমানী তার্কিকেরা যে লোকের কি পর্য্যন্ত অনিষ্টোৎপাদন করে, তাহা বর্ণিত হইবার নহে। ঐ সকল পামরেরা শুদ্ধ অন্যের প্রতিই প্রতারণা করে, এমন নহে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারাও প্রতারিত হয় এবং পরিশেষে আপন নির্ম্মিত বৃথা বিতণ্ডাজালে আপনারাই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কত কত অসামান্যধীশক্তি সম্পন্ন লোকেও যে অগাধ ভ্রান্তি কূপে নিমগ্ন হইয়াছিল, পদার্থ ও বিজ্ঞান শাস্ত্র ঘটিত পুরাবৃত্ত মধ্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার এরূপ প্রমাণ সকলও দৃষ্টিকরা যায়, যে যৎসামান্য মানসিক শক্তি সম্পন্ন কত কত ব্যক্তি শুদ্ধ সত্য ও স্বজাতীয় জীববর্গের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি পরতন্ত্রতা জন্য ক্রমেক্রমে লোকসমাজে অতুল প্রতিপত্তি ওমাহাত্ম্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। বসুধা মধ্যে যে সমস্ত অসীমধীশৌর্য্য সম্পন্ন বহুল শুভ বিধায়ী অধ্যাপক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ স্ব স্ব শিক্ষাধীন যুবক বৃন্দের হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ রোপণ ও সম্বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অশেষ সুখসম্বে রঞ্জিত করিয়া অগণ্য ধন্য বাদভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, [illegible] কতিপয় [illegible]রও

হইয়াছিল, যাঁহারা কোন প্রাকৃতিক বিশেষ প্রাধান্যশালী না হইলেও শুদ্ধ সরল স্বভাব, পক্ষপাত শূন্য, নিঃস্বার্থ চিত্ত ও যাবজ্জীবন সত্যপরায়ণ থাকায় তাদৃশ বিশুদ্ধ যশোভাজন হইয়া ছিলেন। স্থিতি স্থাপক গুণোপেত কোন প্রাকৃতিক বস্তুকে বল পূর্ব্বক আকুঞ্চিত করিয়া পরে ছাড়িয়া দিলে তাহা যেমন আপন স্বভাবানুসারে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত হয়, সেইরূপ মনুষ্যের প্রশস্ত চিন্তাশক্তি যখন স্বার্থ পরতা ভার হইতে অবকাশ পায়, তখন উহা স্বীয় প্রাশস্ত্য লাভ করে। যখন মনুষ্য বিবেক শৈলের শিখরারূঢ় হইয়া বিজ্ঞানলোচনে বিচিত্র বিশ্ব যন্ত্রের যাবতীয় নির্ম্মাণ কৌশল অবলোকন করেন এবং সামাজিক আচার পদ্ধতি ও সমুদায় জীব প্রবৃত্তির পর্য্যালোচনে তৎপর হয়েন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতই স্বার্থ পরতা পরিহার পূর্ব্বক প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়া এককালে সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠে। অতএব নীতি প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মতত্ত্বোদ্ভাবিনী বৃত্তির প্রকৃত উন্নতি হইলেই বুদ্ধিভূমি সম্যক্ উর্ব্বরা ও সমুচিত ফলশালিনী হয়। বুদ্ধি বৃত্তি নিবন্ধন উৎকর্ষের সহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিয়ামিনী উন্নতির যে অতি নিকট সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে প্রায় কেহই মনোনিবেশ করে না, বরং অনেকেই পূর্ব্বটীর অনুরোধে অপরটীকে একেবারে বিসর্জ্জন করে, এই নিমিত্তই এবিষয় এত বাহুল্য রূপে আন্দোলন করা যাইতেছে। কালের কুটিলগতি ক্রমে লোকের যে কি বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বোধ গম্য করাই সুকঠিন। প্রায় সকলেই ধর্মজ্ঞান অপেক্ষা বৈষয়িক কার্য্য নৈপুণ্য ও বোধ শক্তিরই অধিক প্রাধান্য ও বিশেষ আবশ্যকতা মনে করে। এক্ষণে বিদ্যাভ্যাস করাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থির হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে সকলে প্রকৃত কল্যাণ জননী ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞান দীক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়া শুদ্ধ বোধশক্তির উপার্জ্জনেই সমুৎসুক হইতেছে। বোধ নৈপুণ্য যে পরমপূজনীয় তাহাতে সংশয় কি? কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয়

হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে উহা দেবমূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক যে ভয়ঙ্কর দৈত্যাকারে পরিণত হয় তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই।

অনেকেই মনে করে বুদ্ধি বিষয়ক উৎকর্ষ বিধান আর কিছুই নহে, শুদ্ধ সাংসারিক বিবিধ তত্ত্বের অভিজ্ঞ হওয়া মাত্র। অভিজ্ঞতা লাভ করাও কিছু অল্প আবশ্যক নহে, কিন্তু কেবল উহাতেই বুদ্ধি বৃত্তি বিষয়ক উৎকর্ষের পর্য্যবসান হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে। যে সকল পদার্থের বিচারে ও তত্ত্ব নিরূপণে আমাদিগের অধিকার আছে, তৎসমুদায়ে আমরা যেপর্য্যন্ত ইচ্ছানুসারে বুদ্ধি পরিচালন করিতে না পারিব, যৎপর্য্যন্ত মনকে সংযত ও বুদ্ধিদ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য কারণ নিরূপণে সমর্থ এবং বর্ত্তমান ঘটনা দৃষ্টে ভবিষ্যদ ঘটনা স্থির করণে সক্ষম না হইব এবং যেপর্য্যন্ত ধর্ম্ম তত্ত্বের সুধাসিক্ত উপদেশের অনুমোদিত হইয়া না চলিব, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধি বৃত্তি ঘটিত উৎকর্ষের আর কিছুতেই পূর্ণতা হইবে না।

বিজ্ঞান বার্ত্তা।

জ্যোতিষ।

১।— অক্‌স্‌ফোর্ড নগর স্থিত মান মন্দির হইতে একজন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত ৩৩ সংখ্যক নূতন গ্রহটীকে সন্দর্শন করিয়াছেন। এই অভিনব গ্রহের আকৃতি ও স্থিতি গতির বিষয় অদ্যাপি কিছুই প্রকাশ পায় নাই*।

২।— কিয়ৎকাল অতীত হইল কএক ব্যক্তি জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত সূর্য্য মণ্ডলে কতিপয় চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া এক মতের অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে গগনস্থ সৌর বিন্দুর সহিত ভূমণ্ডলস্থিত তাড়িত পদার্থের অনেক সম্বন্ধ আছে উল্লিখিত সৌর বিন্দুর হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে পার্থিব তাড়িত পদার্থেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তদনুসারে অবনীতলে শস্যাদির উৎপত্তি ও জীব শরীরে স্বাস্থ্য সাধন হইয়া থাকে*।

৩।— আমীরিকার অন্তঃপাতি নিউইয়র্ক প্রদেশীয় আলবেনী নামক স্থানে নিবাসী একজন কীর্ত্তিমতী স্ত্রী উক্ত স্থানে এক মানমন্দির প্রস্তুত করণের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং নিউ সাউথ ওএলসের অন্তর্গত সিডনি নামক স্থানে আর একটী মান মন্দির প্রস্তুত হইবার উদ্যোগ হইতেছে*।

৪।— ইউরোপে অনেক অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পুনর্ব্বার পৃথিবীতে এক ধূমকেতু পতন হইবার ভয়ে মহাভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এরেগস নামক একজন পণ্ডিত বিশেষ বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগের উক্ত অমূলক ভয় দূর করিয়াছেন*।

রসায়ন বিদ্যা।

১।— অনেক দূষিত গোল আলু চক্ষে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা পাক করিয়া ভোজন করিলে পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা, এক্ষণে একজন পণ্ডিত ঐরূপ দূষিত আলুর দোষ পরীক্ষার এক উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, যে বিকৃত আলুর কিয়দংশ দুগ্ধে দিলেই তৎক্ষণাৎ ঐ দুগ্ধ জমিয়া যায় কিন্তু ভাল আলু দীর্ঘকাল দুগ্ধে থাকিলেও দুগ্ধ নষ্ট হয় না*।

২। দিবসের মধ্যে সকল অবস্থায় মনুষ্যের নিশ্বাস সমভাবে প্রবাহিত হয় না, অবস্থা বিশেষে নিশ্বাস ক্রিয়ার অনেক ইতর বিশেষ হয় কিন্তু কোন্ সময় মনুষ্যের কিপ্রকার নিশ্বাস নির্গত হয় এবং সে কি পরিমাণ বায়ু সেবন করে, তাহা ইতি পূর্ব্বে সুন্দর রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। সম্প্রতি ডাক্তর ইসমিথ নামক একজন পণ্ডিত নিশ্বাসের পরিমাণ নিশ্চয় করিয়া এক চমৎকার উপায় করিয়াছেন। মনুষ্য শয়নকালে কত পরিমাণ বায়ু সেবন করে, প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে কিরূপে নিশ্বাস ত্যাগ করে এবং দাঁড়াইয়া বেড়াইলে, সোপান দ্বারা উপর নীচে গতায়াত করিলে ও ভোজনের পর ও পূর্ব্বে এবং সুরাসেবন কালে কি প্রকার শ্বাস ক্রিয়া নির্বাহ করে, উক্ত

* Chambers Journal.

পণ্ডিত তাহা সুন্দররূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই বিষয় পরীক্ষার জন্য তিনি এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উক্ত যন্ত্র দ্বারা আপনার সকল অবস্থার নিশ্বাসক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ পরিণামে প্রকাশ পাইবে*।

৩।—হলিহক নামক এক প্রকার পুষ্প বৃক্ষের ছালে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ ছাল হইতে সমধিক আঁস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট কাগজ উৎপন্ন হয়। প্রায় তিন বিঘা ভূমির হলিহকের ছাল হইতে শতাধিক মন আঁস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে উক্ত বৃক্ষের ছালেতেই কাগজ জন্মায় এমন নহে, উহার মূলের সাঁস দ্বারাও কাগজ প্রস্তুত হয়। মূল সমুদায়কে পেষিত করিলে পর তন্মধ্য হইতে এক প্রকার শস্য নির্গত হয় এবং ঐ শস্য দ্বারা উৎকৃষ্ট কাগজ জন্মায়।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা।

১।—পণ্ডিতবর ইমন্স সাহেব কেরোলিনা নামক স্থানের মৃত্তিকা অভ্যন্তর হইতে প্রাচীন কালের এক অদ্ভুত পশুর দন্ত প্রাপ্ত হন। ঐ দন্ত বৃষভ বিষাণের ন্যায় বৃহৎ এবং শূন্য গর্ভ †।

২।—দক্ষিণ আমিরিকার অন্তঃপাতী কুইটো নামক স্থানে এক ভয়ঙ্কর ভস্ম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রভূত ভস্ম রাশি দ্বারা আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন দেখিয়া প্রথমতঃ অনেকেই তুষার বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়াছিল, কিন্তু অবিলম্বেই সে আশঙ্কা দূর হইল। সকলেই দেখিল যে শূন্য হইতে অনবরত ভস্ম রাশি বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ঐ ভস্ম দ্বারা পথিক ও অপরাপর সমস্ত লোকের সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ভস্মপাত দ্বারা সূর্য্য কিরণ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং ইহা নিশাকালে প্রায় পূর্ণ শশধরকে আবৃত করিয়া এক ভয়ঙ্কর তামসী বিভাবরীর সৃষ্টি করিয়াছিল। কুইটোস্থ তৃণ পর্ণ [illegible] লতা পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া গেল, এবং তত্রস্থ সমুদায় ভূমি অবিলম্বেই ভস্ম দ্বারা আবৃত হইল। কুইটো হইতে প্রায় ১৫ পঞ্চদশ ক্রোশ অন্তরে কটোপেক্সি নামক এক আগ্নেয় গিরি আছে, সকল লোকেই বিবেচনা করিল, যে ঐ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হেতুই এই ভস্মবৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, যে লারার্কো নামক অন্য এক অগ্নেয় গিরি হইতে অসঙ্খ্য ভস্মরাশি উত্থিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপাদন করিয়াছে। ফলতঃ উক্ত ভস্মপাত জন্য কুইটোস্থ সকল লোকেই ভীত হইয়াছিল, অনেকেই উহাকে দৈব দুর্ঘটনা বোধ করিয়া উহার নানা প্রকার শান্তির চেষ্টা করিয়াছিল*।

শিল্প বিদ্যা।

১।—সেন্টপিটর্স বর্গ নামক স্থান নিবাসী জেকোবি নামক একজন শিল্প শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, এক প্রকার অদ্ভুত তাড়িত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদীয় সাহায্যে নিবা নামক নদীতে সমুদায় আরোহীর সহিত এক খানি তরণি এক ঘণ্টার মধ্যে সার্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূর চালনা করিয়াছেন। জলপথে নৌকাদি পরিচালন বিষয়ে তাড়িত শক্তি পরীক্ষার জন্য কেবল প্রথমতঃ উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ক্রমে আরও অনেক উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং দিনে দিনে ঐ যন্ত্র যত উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে, ততই নৌকাদি উহার তেজে সত্বর চলিবে। পরিণামে উক্ত প্রকার যন্ত্র দ্বারা সংসারের অনেক উপকারের সম্ভাবনা †।

২।—গ্রীণ উইচ নামক স্থানে তাড়িত বার্ত্তাবহের যে তার আছে, তাহা অধিক কালস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট কর্ম্মোপযোগী করিবার উদ্দেশে ঐ তার তাম্রময় না করিয়া লৌহনির্ম্মিত করিবার কল্পনা স্থির হইয়াছে। ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে যে লৌহের তার অপেক্ষা তাম্রের তার বিলক্ষণ স্থায়ী হইবে এবং তাহা প্রায় ৩৫ ক্রোশের অধিক পথ পর্য্যন্ত এককালে [illegible] করিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে †।

৩।—[illegible] অর্ণবপোত প-

রিচালিত হয়, তখন পোতের গতি ক্রিয়া ও কম্পন জন্য তাহাতে দুরবীক্ষণাদি যন্ত্র স্থির রাখিয়া কোন কার্য্য সাধন করা যায় না। এক্ষণে এক জন শিল্পকার ঐ প্রকার অবস্থায় অর্ণব পোতে দুরবীক্ষণ স্থির রাখিবার এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার ঐ যন্ত্রোপরি দুরবীক্ষণ স্থাপিত হইলে তাহা আর বিন্দুমাত্রও কম্পিত ও অস্থির হয় না, স্থলেতে যেমন স্থির থাকে, দোদুল্যমান পোতোপরিও সেই প্রকার নিশ্চল হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে মনোরথ সিদ্ধি করা যায়। ইস্মিথ সাহেব স্বকৃত যন্ত্র সহকারে একদা দুরবীক্ষণ দ্বারা পোত হইতে বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত যন্ত্র দ্বারা নাবিক গণের যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে*।

৪।—জল মধ্যে কোন দ্রব্য মগ্ন হইলে তাহা উত্তোলন করিবার এক প্রকার আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ যন্ত্র যোজনা করিয়া আবর্ত্তন করিলে পর তদীয় বলে জল মধ্য হইতে বহু মণ পরিমিত ভারী ভারী দ্রব্য সকল উঠিয়া পড়ে। নদ নদী ও সাগরাদির জল হইতে নষ্ট দ্রব্য উদ্ধার করিবার এরূপ যন্ত্র আর ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই। উৎকৃষ্ট শিল্প ব্যবসায়ী পণ্ডিত ভিন্ন অপর লোকে ঐ যন্ত্রের সকল কৌশল বোধগম্য করিতে সক্ষম নহে, এই নিমিত্ত তদ্বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে লিখিত হইল না*।

৫।—এডমণ্ড ডেবি সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে দুই ভাগ সর্জ্জরস ও এক ভাগ গটা পার্চা একত্রিত করিয়া অগ্নি পাক দ্বারা লৌহ পাত্রে দ্রবীভূত করিলে অতি চমৎকার সন্ধি বন্ধনের উপকরণ প্রস্তুত হয়। ঐ উপকরণ দ্বারা রেসম পসম ধাতু কাষ্ঠ কাচ মৃত্তিকা প্রস্তরাদি নানা প্রকার দ্রব্য যোড়া যায় এবং উহা দ্বারা যাহা একবার যুক্ত করা যায়, তাহা অতিশয় দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। ডেবি সাহেব উক্ত উপকরণ দ্বারা গৃহের ছাদ ও অন্যান্য নানা বস্তুর সন্ধি সংযোগ করিয়া দেখিয়াছেন যে উহায় জুলা বো- ড়ের মসলা আর প্রায় প্রচলিত নাই। উহা একবার জমিয়া গেলে আর উত্তাপেও গলে না এবং বৃষ্টিতেও ক্ষয় হয় না। উহা সকল দেশে ও সকল সময়েতেই সমান ক্রমশালী হয়। ঐ উপকরণের সঙ্গে টর্পেণ টাইন অথবা নাপথা যোগ করিলে, উহা আরও বিশেষ উপকারী হয়*।

৬।—উল উইচ নামক স্থানে এক শিল্পালয়ে লৌহ হইতে অতি আশ্চর্য্য পরিমাণে ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। ঐ শিল্পালয়ে লৌহ দ্বারা ইস্পাত করিতে কিছুমাত্র লৌহের ভাগ বাদ যায় না। যতখানি লৌহ ততখানিই ইস্পাত জন্মায়*।

বিধবা বিবাহ।

গত ২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটী বিধবা কন্যার পানিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্ত্তমান তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বর। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কন্যা। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত বয়ঃক্রম আঠা'র বৎসর। কন্যাটী অতি বালিকা, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যেই তিনি বিবাহ সংস্কার লাভ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বিবাহ ও আড়াই বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ প্রকৃত বিবাহ সংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কি না, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহ বিবাহ সংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নাম মাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশী বিধবা কন্যাকেও যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত

আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা নানা অনর্থের মূল ও নানা উৎপাতের হেতু হইলেও, তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই চলিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রবল ও প্রচলিত থাকাতে কত প্রকারে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি কেবল কুসংস্কার দোষে এতদ্দেশীয় লোক দিগের জ্ঞান হয় না। ফলতঃ কুসংস্কার মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে যে এককালে অনেক অনর্থ নিবারণ হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু বিধবা বিবাহ বহুকাল প্রচলিত ছিল না। কতিপয় পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। সুতরাং এক্ষণকার লোকদিগের চিত্তক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে বিধবা বিবাহ অতি অসৎ কর্ম্ম। বিধবা বিবাহ যে যথার্থ শাস্ত্রানুগত কর্ম্ম সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু এতদ্দেশে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের অধিক সম্মান। সুতরাং শাস্ত্র সম্মত হইলেও দেশাচার পরিগৃহীত নয় বলিয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহের তাদৃশ আদর হইতেছেনা। কিন্তু যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন ইহা কোনমতেই অসম্ভাবিত নহে যে এই শ্রেয়স্কর ব্যবহার অনধিক কাল মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিবেক।

অনেকে এই আপত্তি করিয়া থাকেন, যদি এই ব্যবহার যথার্থই শ্রেয়স্কর হইবেক, তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই কেন? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে এই ব্যবহার সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, স্মৃতি ও পুরাণে তাহার অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রমেক্রমে এই ব্যবহার রহিত হইয়া আসিয়াছে। রহিত হইবার এই এক প্রধান কারণ লক্ষিত হইতেছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ অপেক্ষা কলিযুগে সহমরণের ও অনুগমনের প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অনেক অথবা প্রায় সকল বিধবাই স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতায় কিম্বা বিদেশস্থ স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বতন্ত্র চিতায় আরোহণ করিয়া জীবনযাত্রা সমাপণ করিতেন। সুতরাং এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না এবং সকলকে স্ব স্ব কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতির দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ এবং বৈধব্য নিবন্ধন পরিবার মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন অবলোকন করিতে হইত না। যদি বিধবার সংখ্যা, বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ও বৈধব্য নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের মাত্রা অল্প হইল, তাহা হইলে আর বিধবা বিবাহের তাদৃশী আবশ্যকতা রহিল না। বোধ হয়, এই হেতু বশতই ক্রমে বিধবা বিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজ শাসনে সহমরণ ও অনুগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের পরিমাণও উত্তরোত্তর অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব, যে কারণের অসদ্ভাবে বিধবা বিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, যখন ঐ কারণ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখন বিধবা বিবাহের প্রথা অবলম্বন ভিন্ন অনর্থ নিবারণের আর কোন উপায় হইতে পারে না।

গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় কএকটী বিধবার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তৎপরে কয়েক মাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবা বিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে, আর

বিধবার বিবাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং ঐ প্রচার চেষ্টা যে কেবল বিদ্বেষ মূলক,তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। গত অগ্রহায়ণের অষ্টাবিংশ দিবসে কলিকাতা রাজধানীতে একটীবিধবারবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। যাঁহারা এত দিন লোকের নিকট এই অলীক কথা যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া আমোদ ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

আঙ্গ্লোবর্ণাকুলর ক্লাসবুক এজেণ্টস ডিপজিটরি।

কবরডাঙ্গা -কলিকাতা

ট্রেনীং সিষ্টিন (ইংরাজী .... ।০

এবৎসর মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভায় ন্যাইট্রেনীং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষা প্রদান প্রণালী বিষয়ে যে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন, অধুনা তাহা উল্লিখিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিক্রয়ার্থ আমাদিগের গ্রন্থালয়ে প্রস্তুত আছে। শিশু সন্তান দিগকে যে প্রকার প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা সংক্ষেপে অতি পরিপাটী রূপে উক্ত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, ঐ পুস্তক খানি শিক্ষকদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ম্মোপযোগী, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা আমাদের গ্রন্থালয় হইতে নগদ মূল্যে বালকশিক্ষোপযোগী অথবা অন্য প্রকার পাঠ্য গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে কমিশন প্রদান করিব, কিন্তু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থ সচরাচর পাওয়া যায় না, তাহার পক্ষে উক্ত নিয়ম পরিপালন করিতে পারিব না।

১ অবধি ৫ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা	১২॥০
পুস্তক বিশেষে	১০
৫ অবধি ২১ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা	১৫
ঐ (পুস্তক বিশেষে	১৩
অস্মদ্‌কৃত এজেন্ট প্রতি	১০
নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে অসমর্থ ব্যক্তিরা	
যদি এক মাস মধ্যে টাকা দেন	৬।০
আমাদের নিজ প্রকাশিত গ্রন্থে	২৫

শ্রী আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত দুই প্রকার পুস্তকের প্রয়োজন হইলে কলিকাতা বহুবাজার হাড়কাটার গলি পঞ্চাননতলা মৃত শ্যামচাঁদ পাইনের বাটীতে হিতৈষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের নিকট কিম্বা নূতন চিনাবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ হালদার এণ্ড কোং নামক ২৭॥০ সংখ্যক কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবেক। মফঃসল হইতে ডাকের টিকিট প্রেরিত না হইলে বেয়ারিং ডাকযোগে পুস্তক পাঠান হইবেক।

On the Utility of Public Worship.
The Supreme Being of the Brahmo Theology and his administration of the Government of this world.-

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য বা সভ্য ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি মাসিক ।৷০ আনা করিয়া সভায় প্রদান করিবেন, তাঁহারা নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ঋণ পাইতে পারিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] ১৭৭৮ [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মশিক্ষা।

প্রথম কালে জ্ঞান শিক্ষার সময় বালকগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বহুবিধ যুক্তি ও বিবিধ প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। শিক্ষার তারতম্যে যে মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞানের কতদূর পর্য্যন্ত ইতর বিশেষ হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই তাহা অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারেন। পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে ধর্ম্মের বীজবপন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আপনার মনোভূমিকে কর্ষিত করিতে পারে, তাহার অন্তরস্থিত ধর্ম্মাঙ্কুর সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। যেমন ইতর ক্ষেত্রে কোন বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া তাহাতে বারি সেচন ও যত্ন সাধন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না, এবং অযত্নে কচিৎ অঙ্কুরিত হইলেও সে অঙ্কুর যথা সম্ভব তেজ প্রাপ্ত না হইয়া সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও ফলযুথ হয় না, কিয়ৎকাল নিস্তেজাবস্থায় অবস্থান করিয়া ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যের অন্তরস্থিত ধর্ম্মবীজেও শিক্ষাবারি সেচন না করিলে তাহা সুন্দর রূপে অঙ্কুরিত হয় না এবং কথঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও তাহা উপযুক্ত তেজ প্রাপ্ত না হইয়া ফলশালী হয় না, অযত্ন ও অশিক্ষা হেতু সেই ধর্ম্মাঙ্কুর অতি ম্লান ভাবে কালযাপন করে বা দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব জগদীশ্বর প্রদত্ত ধর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাহাতে বিহিত বিধানে শিক্ষাবারি সেচন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে কোন ক্রমেই মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মফল লাভে অধিকারী হইতে পারে না।

পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে কালে কালে পৃথিবী মধ্যে যখন যে পরিমাণে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে তৎকালীন লোকে সেই পরিমাণেই ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং যে দেশীয় লোকে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি যে প্রকার মনোযোগ করিয়াছে, তাহারা তদনুরূপ ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মিসর রাজ্যে যে সময় নানা প্রকার শিল্পবিদ্যাদির প্রচার হয় এবং যৎকালে তত্রস্থ লোকে আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিয়া অসামান্য প্রাসাদ ও স্তম্ভাদি প্রস্তুত করে, তৎকালেও মিসর দেশে ধর্ম্ম শিক্ষার সমধিক প্রচার না হওয়াতে তথায় যে সমস্ত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস কর্ত্তারা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেও হৃদয়ে বেদনা বোধ করিয়াছেন। মিসর দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে অপরাপর শিল্প জ্ঞান প্রচার ও অন্যান্য বিদ্যা বিস্তারের প্রতি যে প্রকার

মনোযোগী হইয়াছিল, তাহারা বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করণে তাদৃশ মনঃসংযোগ না করাতে কোন রূপেই মহত্ত্বের আস্পদে অধিরূঢ় হইতে পারে নাই*। পূর্ব্বতন গ্রীস ও রোম দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব বালককে যে প্রকার যুদ্ধাদির শিক্ষা প্রদান করিত সেরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিত না, এজন্য তৎকালে ঐ সকল স্থানস্থিত লোকের কেবল জিঘাংসা ও অর্জনস্পৃহাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইত এবং তাহারা তদনুসারে কেবল চিরদিন যুদ্ধ বিগ্রহ ও নর হত্যা, ধনাপহরণ ও দেশ লুণ্ঠনাদি দারুণ দূষিত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া স্বভাবকে কলঙ্কিত করিত। পূর্ব্বকালে গ্রীস ও রোম দেশে এক এক যুদ্ধ উপলক্ষে যে সকল অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়†। ধর্ম্ম পরায়ণ লোকে দৈবাৎ একটি মক্ষিকার প্রাণ বধ করিলে যে প্রকার কাতর হয়, গ্রীস ও রোম দেশীয় বীর গণ সহস্র সহস্র মনুষ্য হিংসা ও শত ।নগর দগ্ধ করিয়াও তাহার সহস্রাংশের একাংশ কাতর হইত না। শৈশব কালে তাহারা যথাবিধি ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ ও হীন বল হইয়া থাকিত এবং পুনঃ পুনঃ নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল পরিচালিত হওয়ায় তৎসমুদায় মহা তেজস্বিনী হইয়া উঠিত, সুতরাং আর অসৎকর্ম্মে তাহাদিগের কিছুমাত্র অনিচ্ছা উৎপন্ন বা আত্ম গ্লানি উদ্ভব হইত না। যে সময় মনুষ্য জাতি বিহিত বিধানে ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করিত না, তৎকালে কি ইউরোপ কি এসিয়া কি আফ্রিকা, সকল স্থানে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহাদি অত্যাচারেরই আতিশয্য ছিল, তৎকালবর্ত্তী এক এক জন কোমল স্বভাবা স্ত্রীলোক যে সকল হিংসার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। সিপিউ, হেনিবল, সেকন্দর, তৈমুরলঙ্গ, জঙ্গিজখাঁন প্রভৃতি প্রাচীন যোদ্ধাদিগের নাম শ্রবণ করিলে এবং তাহাদিগের এক এক ব্যক্তির যুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিলে, যেমন হৃদয়ের বিকলতা জন্মে, সেই রূপ ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি পূর্ব্বকালবর্ত্তী স্ত্রীলোক দিগেরও চরিত্র স্মরণ হইলে মন অস্থির হয়। অনন্তর গ্রীসাদি দেশে ক্রমে যত ধর্ম্ম শিক্ষার প্রচার হইতে লাগিল এবং যে পরিমাণে তত্তৎ দেশীয় লোকে আপনাদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিল ততই ঐ সকল দেশ হইতে নানা অত্যাচার অন্তরিত হইতে লাগিল, এবং সেই পরিমাণে কল্যাণেরও আবির্ভাব হইল। লুথরের ধর্ম্ম প্রচারের পর জর্মণ দেশীয় লোকের যে সমধিক ধর্ম্মোন্নতি ও কল্যাণ সিদ্ধি হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, পিটরজার রুষিয়া রাজ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা বিস্তার করাতে, যে তত্রস্থ লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সুন্দর রূপে পরিশুদ্ধ হয় এবং তাহারা বিবিধ প্রকার অহিতাচার হইতে পরিত্রাণ পায়, বোধ করি তাহা বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। এই রূপ পৃথিবীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে যৎকালে যে দেশীয় লোকে ধর্ম্ম শিক্ষায় অবহেলা করিয়াছে, তখন তত্রস্থ লোকে সেই পরিমাণে অধমাবস্থায় অবস্থান করিয়াছে এবং যখন যে দেশে ধর্ম্ম শিক্ষার ও ধর্ম্ম চর্চ্চার যে প্রকার বিস্তার হইয়াছে, তখন সে দেশীয় লোকের স্বভাব সেই পরিমাণে পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি অবহেলা করিলে যে মানব মণ্ডলী মধ্যে কি পর্য্যন্ত অকল্যাণ উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি অনেক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাতার রাজ্যের মনুষ্যেরা অদ্যাপি প্রায় আপামর সাধারণ সকলেই দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে এবং বিদেশীয় পথিক ও বণিক দিগের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করে। আরব রাজ্য মধ্যেও দস্যুবৃত্তি চৌর্য্যবৃত্তি লাম্পট্য প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। চীন দেশীয় লোকে শিল্প শাস্ত্রাদিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিস্তর

* Wilkinson's manners & customs of the ancient Egyptians.
† Dick's philosophy of Religion pp. 271-272-273.

অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। নিউজিলণ্ড উপদ্বীপ বাসী প্রায় অধিকাংশ লোকেই নর হত্যা করাকে কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না এবং প্রায় বহুতর লোকেই নরমাংস ভক্ষণ করে। নিউজিলণ্ড প্রভৃতি বহুতর দ্বীপ ও উপদ্বীপ বাসী অসভ্য লোকে বালক কাল হইতে কোন প্রকার ধর্ম্মোপদেশ, ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই তাহারা উৎকট উৎকট পাপাচরণে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না ব্রীসন নামক একজন ভ্রমণকারী ব্যক্ত করিয়াছেন, যে একদা তাঁহারা সমুদ্র পথে গমন করত এক ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, বার্ব্বেরি নামক স্থানের নিকটে তাঁহাদিগের পোত জল মগ্ন হইলে পর তাঁহারা অনেকেই অতি কষ্টে তীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তথাকার কতকগুলি অসভ্য লোকে তাহাদিগের প্রতি এত অত্যাচার করিল, যে তাঁহারা জল হইতে রক্ষা পাইয়া স্থল প্রাপ্ত হওয়াপেক্ষা সাগর জলে নিহত হওয়াই শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলি অস্ত্রধারী মনুষ্য আসিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের প্রতি অসঙ্গত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল এবং বিধিমতে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর উক্ত স্থানে তাঁহাদিগের পোত মগ্ন হইবার সম্বাদ প্রচার হওয়াতে পোতস্থ পণ্যদ্রব্য ও আরোহীদিগের নষ্টাবশিষ্ট দ্রব্যাদি লুঠিবার জন্য নানাদিক হইতে নানা প্রকার লোক আসিতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থা মত ধনাদি না পাইয়া হতভাগ্য আরোহি দিগকে নির্দয় রূপে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্তও আসিয়া তাহাদিগের অঙ্গে নিষ্ঠীবন প্রদান ও চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ঐ নির্দয় দুরাত্মা দিগের মধ্যে কেহ কেহ পোত ভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য মনুষ্য দিগের অনেককে ধৃত করিয়া গ্রাম মধ্যে লইয়া গেল এবং তথায় লইয়া গিয়াও বিজাতীয় যন্ত্রণা প্রদান করিল। ঐ দুর্ভাগ্য লোকেরা তৎসমা শরীর দণ্ড, অনসন, আম ও সঠিত মাংস ভক্ষণ এবং অনসনাবস্থায় গো, মহিষাদি জীব জন্তুর ন্যায় উৎকট উৎকট পরিশ্রম সাধন প্রভৃতি নানা প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হইল এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আসিয়া তাহাদিগের অঙ্গে প্রস্তরাঘাত করিল ও বালক গণও স্ব স্ব জননীর অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও অঙ্গেতে ধূলি প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে তাহাদিগের আর যন্ত্রণার অবধি রহিল না। কিন্তু তথাকার কোন লোকেই তাহাতে খেদ প্রকাশ বা তাহা নিবারণ করিল না। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানবাসি অসভ্য লোকে যথাবিধি ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই তাহারা অনায়াসে উক্ত প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, উহারা বালক কালে উপযুক্তমত ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া মনোগত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত করিলে কখন উল্লিখিত রূপ পাপাচরণে সাহসী হইত না। পরম ন্যায়বান্ পরম পিতা মনুষ্য মাত্রকেই মহত্ত্ব লাভে অধিকারী করিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই সমান প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষা ও উপদেশের তারতম্য হেতু কোন মনুষ্য লোক সমাজে দেববৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং কোন মনুষ্য পশু অপেক্ষাও অধমাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে।

প্রথমাবস্থায় জ্ঞান শিক্ষার সময় বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করিলে যে বিষম ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদিগের এদেশেও সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে বালক শিক্ষার প্রণালী যে অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু পিতা মাতা ও শিক্ষক গণ বালকের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি যাদৃশ মনোযোগ করেন, ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হয়েন না বলিয়া অদ্যাপি শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য হয় নাই, এক্ষণেও শিক্ষা পদ্ধতি বিলক্ষণ দোষাশ্রিত রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় বালক গণকে জ্ঞান

শিক্ষার সময় ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করাতে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট উদ্ভব হইতেছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎকাল মনোনিবেশ করিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারেন। মানব জাতি ধর্ম্ম বিহীন হইলে যে সংসারের কি পর্য্যন্ত অকল্যাণ জন্মিতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য, অবোধ পশু অপেক্ষা অধার্ম্মিক মনুষ্য অধিক ভয়ঙ্কর। কিন্তু এদেশে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি যে প্রকার অমনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ক্রমে বৃদ্ধি বা স্থায়ী হইলে পরিণামে এখান হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। শিক্ষা ও উপদেশাভাবে বিদ্যালয়স্থ অনেক ছাত্র ও সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ী দিগের মধ্যে অনেকের মনে ধর্ম্মের মূর্ত্তি ক্রমে ছায়ার ন্যায় হইয়া যাইতেছে এবং যে পরিমাণে ধর্ম্মের তেজ ম্লান হইতেছে, সেই পরিমাণে অধর্ম্মের প্রভাও বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি বর্ত্তমান শিষ্ট সম্প্রদায় গণিত লোক দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা হইলেই উহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত

হইব। কি আক্ষেপের বিষয়, যে বিদ্যালয় ও পাঠমন্দির সকল বালক দিগের স্বভাব শোধন ও গৌরব বর্দ্ধনের নিদানভূত ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে সেই সকল বিদ্যালয় ও পাঠশালা তাহাদিগের অধঃপতনের কারণ হয়? আমরা দেখিতেছি যে ছাত্রগণ যেমন কোন বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অমনি কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া ক্রমে অধর্ম্ম অভ্যাস করিতেও প্রবৃত্ত হয়। যে সকল পাপাচরণ দ্বারা মনুষ্যকুল একেবারে অধঃপতন প্রাপ্ত হয় এবং যে সমস্ত অধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম জন্য সংসারের উৎসেদ দশা উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভব ধর্ম্মোপদেশাভাবে ছাত্র গণ বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তৎসমুদায়েরই দৃষ্টান্তাবলোকন করে এবং ক্রমে অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমরা যদি একে একে এদেশীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের বালক গণের স্বভাব ও চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বালককেই অধর্ম্মপঙ্কে লিপ্ত দেখিতে পাই। বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যে সকল অধর্ম্ম অভ্যাস করে তাহা কোন মতেই উল্লেখের যোগ্য নহে, তৎসমুদায় স্মরণ করিলে হৃদয়ে বেদনা বোধ ও নিদারুণ লজ্জার উদয় হয়। হায়! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যে বিদ্যালয় ধর্ম্মোন্নতির একমাত্র প্রধান স্থল, কেবল এক শিক্ষার অভাবে সেই বিদ্যামন্দিরেতেই বালক দিগের মনে গুরুতর অধর্ম্মের সূত্র পাত হয়। শিক্ষক গণ বালক দিগের জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার মনঃসংযোগ করেন, যদি তাহাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তদনুরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ছাত্র গণ কখনই স্বেচ্ছাচারি হইয়া উক্ত প্রকারে আপনাদিগের স্বাভাবকে মলিন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল শিক্ষার ত্রুটি ও শিক্ষকের অনবধান জন্য বালক গণ নানা প্রকার অধর্ম্ম পঙ্কে লিপ্ত হয়। যদি এতদ্দেশীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে দৃষ্ট হয়, যে প্রতিদিন এক একটি বিদ্যালয়ে নানা প্রকার বিগর্হিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষার দ্বারা ঐ সমস্ত অত্যাচারের যথা সম্ভব উপায় নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়া উহা ক্রমে বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিহিত বিধানে উপদেশ না পাওয়াতে দিন দিন বালক দিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইতে থাকে এবং তাহাদিগের এই রূপ সংস্কার জন্মে, যে আমরা অসত্য কথাই ব্যবহার করি আর চৌর বৃত্তি ও অন্যায়াচার, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অন্য কোন কুকার্য্যই অনুষ্ঠান করি, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই, আমরা ভূগোল জ্যোতিষ পুরাবৃত্ত গণিত শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যাদি অভ্যাস করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করিতে পারিলেই লোক সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন ও মহত্ত্বের আস্পদে অধিরূঢ় হইতে পারিব। এই রূপে ছাত্র গণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবহেলা করিয়া কেবল একমাত্র পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পু-

স্থকের প্রতি মনোবৃত্তিনিবেশ করিয়া কাল-ক্ষেপ করে এবং তদনুরূপ গ্রন্থাদিকেই শিক্ষণীয় ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানে। সুতরাং তাহাদিগের অন্তরস্থিত ধর্ম্মস্রোত দিনে দিনে রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাদিগের নিকৃষ্টবৃত্তি সকল কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার আর কোন উপায় থাকে না এবং ঐ পঠদ্দশাতেই অধর্ম্মাভ্যাস বিলক্ষণ দ্রঢীভূত হইয়া যায়।

পাঠাবস্থায় প্রথমতঃ বিদ্যালয়েতেই যে সকল ছাত্রেরা এই রূপে ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসার প্রবেশ করিলে তাহাদিগের দ্বারা যে সকল অত্যাচারের সম্ভাবনা, বিজ্ঞ লোকে তাহা অনায়াসেই বোধগম্য করিতে পারেন। তাহাদিগের মনে কোন প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে তাহারা তদনুগামি হইয়াই কার্য্য করিতে উদ্যত হয়। তাহারা কেবল লৌকিক রক্ষা করিয়াই জীবন যাত্রা সমাধান করিতে চেষ্টা পায়, তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্ম ভয় থাকে না। যাহার মনে ধর্ম্ম ভয়ের লেশ মাত্র না থাকে, সে যে কি ভয়ঙ্কর জন্তু তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না! কি নিকৃষ্টবৃত্তি কি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, মনুষ্য মনে যখন যে কোন বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখনই তাহার সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোন কারণে ধার্ম্মিক লোকের কোন নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থের ইচ্ছা হইলে তিনি প্রবলা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির দ্বারা সেই ইচ্ছার নিবারণ করিয়া আপনাকে অধর্ম্মপঙ্ক হইতে দূরে রাখেন, আর অধার্ম্মিক লোকে তৎক্ষণাৎ সেই ইচ্ছার অনুগামী হইয়া তাহা চরিতার্থ করতঃ আপনাকে পাপ কূপে নিক্ষেপ করে। অতএব বাল্যাবস্থা হইতে যাহার মন ধর্ম্মশাসনে অনুশাসিত না হয় এবং ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস না করে, সে হয়তো অনায়াসেই প্রবৃত্তি বিশেষের অনুগত হইয়া চির জীবন অধর্ম্মস্রোতে ভাসমান হয়। সে ব্যক্তি কেবল লোক ভয়ে প্রকাশ্যে কোন নিন্দনীয় কর্ম্ম সাধন করিতে সাহসী হয় না এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠা হইতে পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় ব্যক্ত রূপে কুকর্ম্ম করে না, সে কেবল লৌকিক নিন্দা প্রতিষ্ঠার প্রতি কর্ণ পাতিত করিয়াই কালযাপন করে, ধর্ম্মের দিকে একবার দৃষ্টি পাতও করে না। সে ব্যক্তি গোপনে বেশ্যা মন্দিরে মদিরাপানে সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া পুনর্ব্বার দিবা ভাগে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে আইসে এবং সুযোগ পাইলে ছলে বলে বা কৌশলে লোকের ধন শোষণ, সর্ব্বস্ব হরণ পর্য্যন্ত করিয়া আপনার লোভাদি বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে। বস্তুতঃ কোন কুকর্ম্মই তাহার অকর্ত্তব্য থাকে না, তবে যদি কিছুদিন লোক ভয়ে কিঞ্চিৎ বিরত থাকে, কিন্তু ধর্ম্মভয় বিহীন মনুষ্যের লোক ভয় আর কতদিন স্থায়ী হয় এবং সে লৌকিক ভয়ই তাহাকে কতদূর পর্য্যন্ত অধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিতে পারে। তাহার দুষ্ট ইচ্ছা সকল পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ হইয়া ক্রমে যত বৃদ্ধি পায় ততই তাহার লৌকিক ভয় হ্রাস হইতে থাকে এবং সে লোকের অসাক্ষাতে সর্ব্ব প্রকার কুক্রিয়াই করিতে পারে। পরিণামে সে প্রসিদ্ধ পাপাচারী হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই তাহার সর্ব্বার্থ সাধন বোধ হয় এবং ঐহিক সামান্য সুখ লাভই তাহার স্বর্গ ভোগ তুল্য জ্ঞান হইতে থাকে। যে প্রকার দুশ্চরিত্র ঘটনের বিষয় লিখিত হইল এদেশীয় অধুনাতন বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিবার পদ্ধতি না থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সেই প্রকার চরিত্র ঘটিয়া উঠিতেছে এবং অবিলম্বে ধর্ম্ম শিক্ষার কোন উপায় বিধান না করিলে ক্রমে সকলেরি ঐ প্রকার মন্দ স্বভাব সংঘটন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দৃষ্টি হইতেছে। এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই ধর্ম্মেতে অনাস্থা ও দৃঢ়তর শৈথিল্যভাব দেখা যায়, ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবই তাহার এক মাত্র কারণ বলিয়া অনুভূত হইতেছে। যাহা হউক দেশের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি এ প্রকার অনাদর হওয়া মহানর্থের

কারণ সন্দেহ নাই, এতাদৃশ বিষ বৃক্ষ হইতে যে কি প্রকার গরলময় ফলোৎপন্ন হওয়া সম্ভব তাহা বর্ণন করিতে শঙ্কা হয়।

যদি দেশের সুশিক্ষিত মণ্ডলীতেই ধর্ম্মের আদর না থাকে, তবে এদেশে ধর্ম্মতত্ত্ব রক্ষা পাইবার আর কি সম্ভব! তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সকল লোকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে থাকিবে। সংসার মধ্যে সকল লোকে সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সকল লোক সমভাবে জ্ঞান ধর্ম্মাদির শিক্ষাও পায় না, কেহ গুরু মুখে উপদেশ শ্রবণ ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হয়, এবং কেহ কেহ বা সুশিক্ষিত দিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের মর্ম্ম লাভ করে। মনুষ্যের এই রূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় যে সুশিক্ষিত ও শিষ্ট সম্প্রদায়ীরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান ও যে প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করে, সাধারণ লোকে বিনা উপদেশে প্রায় তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, অতএব যদি এদেশীয় শিষ্ট সমাজে ধর্ম্ম চর্চ্চার শৈথিল্য হয়, তবে সাধারণ লোকেও অবশ্য যে তাহার অনুগামী হইয়া ক্রমে ধর্ম্মেতে অনাদর করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? যদি অশিক্ষিত সাধারণ লোকে দেখে, যে উত্তম বিদ্যাবান্ ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসে বেশ্যা গমন, মিথ্যা কথন ও অপহরণাদি সকল প্রকার কুকর্ম্ম করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছে না এবং কোন রূপে শঙ্কা প্রাপ্ত হইতেছে না, তবে তাহারাও উক্ত প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবে না। তাহারা অনায়াসে ও নিঃশঙ্কে সকল প্রকার কুকর্ম্ম সাধন করিবে এবং পরস্পর সকলে কুকর্ম্মী হইলে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে লোক ভয়ও বিলুপ্ত হইবে। যদি দেশব্যাপী যাবতীয় লোকেই এক প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হয়, তবে সে অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে আর কেহ লৌকিক আশঙ্কায় শঙ্কিত হয় না, সুতরাং এদেশের যাবতীয় লোকে পাপাচরণে রত হইলে এদেশ মধ্যেও অধর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে কিছুমাত্র লোক ভয় থাকিবে না, পাপের পথ একেবারে পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অতএব সুশিক্ষিত শিষ্ট সমাজে কুক্রিয়ার প্রচার হইলে, তাহা ঘোরতর অনর্থের কারণ হয়। ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া এদেশীয় লোকে ক্রমাগত কুকর্ম্মশালী হইলে তাহাদিগের বংশ পরম্পরারও অধর্ম্ম স্রোতে ভাসমান হওয়া নিতান্ত সম্ভব। যদি পিতা ভ্রাতাদি গুরুজন কস্মিন্ কালে বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করে এবং আপনারাও ধর্ম্ম শাসন অবলম্বন, সৎকর্ম্মে আস্থা ও অসৎকর্ম্মে অনাদর না করে, তাহা হইলে ঐ বালক গণই বা আর কি উপায়ে সৎপথে উপনীত হইতে পারে, তাহারা স্ব স্ব গুরু জনের অনুকরণ করিয়া ক্রমে পাপপঙ্কেই মগ্ন হয়, অতএব এদেশ মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত না থাকাতে চিরকালের জন্য এদেশের অধঃপতন হইতেছে, পরিণামে কোন কালে যে ইহার কোন কল্যাণ উদ্ভব হইবে, তাহারও পথ রুদ্ধ হইতেছে। যদি দেশের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্যাদি নানা উপায় দ্বারা চেষ্টা করা আবশ্যক হয় এবং যদি প্রজার কল্যাণ বর্দ্ধনের জন্য ও লোক সমাজে অত্যাচার নিবারণ হেতু রাজ নিয়ম ও রাজ দণ্ডাদি বিধান করা শ্রেয়স্কর হয়, তবে এদেশের চির অকল্যাণ নিবারণ নিমিত্ত অবিলম্বেই বালক গণকে জ্ঞান শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জ্ঞানোৎকর্ষবিধান।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত আমাদিগের চিন্তা শক্তির এরূপ যোগ্যতা না হইবে যে আমরা অনায়াসে বুদ্ধি সাধ্য সকল বিষয়েরই মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধি বিষয়ক উৎকর্ষের আর কিছুতেই শেষ হইবে না। এক্ষণে কোন্ কোন্ ব্যাপারে সেই যোগ্যতাটি প্রকাশ পায়, তৎ সমুদায়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

যে কোন পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে, একাগ্রচিত্তে তাহার ভাবনা ও অভ্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। বহু বিধ সৌসাদৃশ্য বশতঃ যে সকল প-

দার্থ আপাততঃ এক জাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক পরস্পর বিভিন্ন, সে সমুদায়ের তাদৃশ দুর্লক্ষ্য প্রভেদ ও প্রতীয়মান সাদৃশ্যের হেতু নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ বিশেষ বিশেষ কার্য্য পর্য্যালোচনে সামান্য কারণ ও সাধারণ নিয়মের অবধারণ করিয়া বিশ্বব্যাপী সত্য শৈলের চুড়া প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বোপরি আবশ্যক, এই রূপ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন না হইলে বুদ্ধি বৃত্তি ঘটিত উৎকর্ষের আর শেষ হইবার বিষয় কি? বুদ্ধি পরিচালনের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইল তন্মধ্যে শেষোক্তটিই সর্ব্ব প্রধান ও সমধিক অনুশীলিত হইবার বিষয়। বিজ্ঞান শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিতেরা যে বসুন্ধরার প্রধান সন্তান বলিয়া গণ্য ও মাননীয় হইয়া থাকেন উল্লিখিত বোধ শক্তি সম্পন্ন হওয়াই তাহার কারণ। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্য দৃষ্টে সামান্য নিয়ম পুঞ্জের উদ্ভাবন করিতে ও সঙ্কীর্ণ যুক্তিনদী দ্বারা প্রশস্ত সিদ্ধান্ত সাগরে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই ঐ রূপ অসামান্য গৌরবের আস্পদ হইয়াছেন। কাষ্ঠ প্রস্তর বা ধাতু খণ্ড সকল অথবা অন্য কোন বস্তু ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইলেও ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই আবহমান কাল দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু ধরণী মুখোজ্জ্বল কারী নিউটন ঐ প্রাকৃতিক নিয়মটি অবলম্বন করিয়া এই রূপ মহান্ সিদ্ধান্ত করেন যে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ আকার ও দূরত্ব অনুসারে, পরস্পর অল্প বা অধিক আকৃষ্ট থাকিয়া বিশাল বিশ্বমন্দিরের উপকরণ হইয়াছে ও তাহার উপরে আমাদিগের ভূয়সী কল্যাণ সন্ততি নির্ভর করিতেছে। একজন কোন দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া তাহার যাবতীয় বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত গুলির বিবরণ করিয়াই নিরস্ত হয়; কিন্তু আর একজন সেই সমস্ত বিবরণ একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক এক সূত্রে পর্য্যালোচন করিয়া সেই সকল ঘটনা পুঞ্জের নিগূঢ় কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন এবং সেই দেশীয় লোকদিগের কিরূপ প্রবৃত্তি, তাহাদের সভ্যতা বর্দ্ধনের কত দূর সম্ভাবনা, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর তাহাদিগের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে এমত ও নির্দেশ করিতে পারেন। একব্যক্তি কোন জাতীয় লোক দিগের রীতি নীতি বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহারাদি দৃষ্টি করিয়া ইতস্ততঃ তাহারই প্রসঙ্গ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি সেই সমস্ত আচার, ব্যবহারাদির মূল সূত্র ধরিয়া মনুষ্যের প্রকৃতি কিরূপ তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। এই রূপে যে বিষয় ধরা যাইবে, সামান্য দর্শন অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্টির যে অধিক প্রাধান্য তাহা সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু ইদানীন্তন লোকের কি বিচিত্র স্বভাব হইয়াছে, প্রশস্ত সত্যমার্গে পরিভ্রমণ ও মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতির পর্য্যালোচন করিতে প্রায় কেহই সমুৎসুক হয়না, প্রত্যুত অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যাপার লইয়া সকলেই আদর করিয়া থাকে। হা! ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইবে এমন বাসনা কাহারো হয়না, সকলেরই যেন বাল্য ভাবে কাল কর্ত্তন করিতেই লালসা হইতেছে। চিন্তা, অনুভব, বিচার প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়ের প্রাশস্ত্য লাভ করাই যে মনুষ্যের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন, তাহা কেহই মনে করে না। বস্তুতঃ আত্মোৎকর্ষ বিধানের অঙ্গ বলিয়া যে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যায়, মন ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা পরিহার করাই যে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতে আর সংশয় নাই।

চতুর্থ।—সামাজিক উৎকর্ষ। আমাদিগের প্রকৃতি ক্ষেত্রে স্নেহ, প্রীতি, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত অমৃত ফলের বীজ নিহিত হইয়াছে তাহাদের অঙ্কুরণ, পরিবর্দ্ধন ও শোধন করাই এই উৎকর্ষের বিষয়। আমরা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয় বর্গ ও অপর বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত একটি অনির্ব্বচনীয় সূত্রে সম্বন্ধ রহিয়াছি সত্য বটে কিন্তু যাহাতে সেই বন্ধন কোন রূপে ক্লেশকর না

হইয়া নিয়ত আনন্দধারা বর্ষণ করিতে থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকাই আমাদিগের ঐহিক স্থির কল্যাণের উপায়। গো অশ্ব প্রভৃতি ইতর জন্তুরা যে রূপ স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ পাত্রভেদে, স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি ভাব সমস্ত ব্যক্ত করিয়া থাকে, মনুষ্যেরাও সেই রূপ স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার জনক পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ভার্য্যার সহিত প্রীতি, পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ ও অপর ব্যক্তি দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা ন্যায় পরতার বশম্বদ হইয়া ঐ সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের উচিত মত প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই যাবতীয় জন্তুর শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ও সকলেরই উপরে প্রভুত্ব করিতেছে, যদি কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক সংস্কার মাত্রের অনুশাসনে তাহার পুত্রের প্রতি অজস্র স্নেহ সম্প্রীতি বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু সে আপনাকে বুদ্ধি জীবী মনুষ্য জানে হৃদয় ধামে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সূত্র সকল সঞ্চারিত করিয়া এবং স্বার্থ পরতা শূন্য উদার স্বভাব দ্বারা স্বজাতির প্রতি অনুরক্ত ও পরম পিতার প্রিয় পুত্র হইবার উপযুক্ত করিতে যত্ন না পায়, তাহা হইলে ইতর জন্তুর সহিত তাহার আর বিশেষ কি থাকে? কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদিগের স্বদেশীয় মনুষ্য কুলে এই রূপ পশুভাবেরই আধিক্য দেখা যায়। সন্তান পুত্র দিগকে উক্ত রূপ উদার প্রকৃতি সম্পন্ন করিতে যত্ন করা যে পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। পল্লীগ্রাম নিচয়ে এরূপ বিস্তর লোক দৃষ্ট হয়, তাহারা প্রায় কেবল অন্যায় স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া স্ব স্ব পুত্র দিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা, তাহারা যে ঐ একান্ত নিরুপায় বালক বৃন্দের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি ও উত্তর কালে তাহাদের যাবতীয় বৈষয়িক সুখাস্বাদের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে, তাহা স্বপ্নেও কখন মনে করে না। কোন কোন লোকে বালক গণকে শিক্ষিত করা আবশ্যক বোধ করে বটে; কিন্তু তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম করানই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে; সুতরাং কতকগুলি অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস ও যৎসামান্য অঙ্কপাতি করিতে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হয়। এই রূপে বালক দিগের পক্ষে যদিচ কিছুনা কিছু উপায় হইয়া থাকে; কিন্তু হতভাগিনী বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে আর কেহই যত্ন করে না। দেশের বিচিত্র আচার অনুসারে স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাস করা একেবারে বিরুদ্ধ বলিয়াই স্থির রহিয়াছে। যাহা হউক ইদানীন্তন কোন কোন স্বদেশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা লোকদিগের আন্তরিক যত্নে স্থানে স্থানে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবার যে রূপ উপায় হইতেছে, দেশে দেশে বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইতেছে, তাহাতে কখন না কখন যে উপরোক্ত পশু ভাবের নিরাকরণ হইতে পারিবে, এমন আশা হইয়াছে।

এই রূপে যেমন অন্যায় স্নেহ প্রবৃত্তি নিবন্ধন অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই রূপ দয়া, উপচিকীর্ষাদি অন্যান্য বৃত্তি সকলেরও অন্যায় প্রয়োগ দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে। দয়া বৃত্তি যে মানব প্রকৃতির অনুপম অলঙ্কার তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু উপযুক্ত স্থানে প্রযুক্ত না হইলে উহা আর কিছুতেই শোভাকরী হইতে পারে না। উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হইলেই উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই আনন্দ প্রসবিনী হয়; দীন হীন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান, আতপক্লান্ত তৃষ্ণাকুল ব্যক্তিকে পানীয় প্রদান, নিরুপায় শীতাতুর ব্যক্তিকে বস্ত্রদান, কুষ্ঠী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি দিগকে অর্থদান, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জ্ঞান দান ও শোক তাপিত ব্যক্তিকে অশ্রু প্রদান করিয়া যে অনুপম বিশুদ্ধ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, তাহা যে ভুক্তভোগী হইয়াছে, সেই বলিতে পারে। কিন্তু হস্ত পদাদি সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিশিষ্ট বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট অলসাবিষ্ট দুষ্ট লোক দিগের কষ্ট দৃষ্টে দয়াপর হইয়া মুক্ত হস্তে অর্থাদি প্রদান করা

কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত দয়ার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমাদিগের দেশে এইরূপ দয়ার কার্য্যই বিস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কত কত হৃষ্টকায় ও সবলেন্দ্রিয় লোকে ভিক্ষাজীবী হইয়া যে প্রত্যহ গৃহে গৃহে পর্য্যটন করত মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেছে, কত কত পরিশ্রম বিমুখ নরাধমেরা গঙ্গাদি তীর্থ প্রদেশে বাস করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করতঃ অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। শুদ্ধ ভিক্ষুরাই কেন? যে সকল মহাশয়েরা দশকর্ম্মান্বিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন, তাঁহারাই বা কি করিয়া থাকেন? করুণাকর বিশ্ববিধাতা যে অভিপ্রায়ে মনুষ্যকে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকলকে অকর্ম্মণ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধর্ম্ম না বলিয়াইবা আর কোন্ শব্দে উক্ত করিব? এইরূপ উপচিকীর্ষা বৃত্তির অযথাপ্রয়োগেও সমাজের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে।

কেহ অনন্যগতি পানাসক্ত পাপাত্মার জঘন্য পিপাসার শান্তি বিধান করিতেছেন, কেহ বা কোন নষ্টমতি ও বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি ব্যসনকলাপে হৃতসর্ব্বস্ব নরাধমের দুষ্প্রবৃত্তি পুঞ্জের পোষকতা করিতেছেন, কেহ কেহ বা কোন দস্যু ব্যবহারাজীবী ব্যক্তি দিগের সহায়তা করিয়া লোকের অনিষ্ট প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, হা! কত কালে যে আমাদিগের দেশ হইতে এই সমস্ত অসাধু সামাজিক ব্যবহার নির্ব্বাসিত হইবে, কত কালে যে প্রচলিত ধর্ম্মের ভীষণমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবে, এবং কতকালে যে জাত্যভিমান, প্রভৃতি ভারতীয় মঙ্গল প্রতিরোধী জঘন্য সংস্কার সমূহ নিরাকৃত হইবে,-বলিতে পারি না। ফলত যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিদ্যা ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রসারিত না হইবে, স্ব স্ব পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিশেষ বলিয়া বোধ না জন্মিবে, সকলেই একমাত্র পরম পিতার সন্তান জ্ঞান করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃ ভাবে একতা অবলম্বন না করিবে, পরস্পর সাহায্য করণে প্রাণ পণে সমুৎসুক না হইবে, যে পর্য্যন্ত সত্য ধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা প্রচলিত কল্পিত ধর্ম্মের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর সকল বিসর্জ্জিত না হইবে, চিরাচরিত অজ্ঞান জনিত বিষম দুষ্কৃত কলঙ্কজাত বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীরে বিধৌত না হইবে, এবং দম্পতির মধ্যে পরস্পর প্রণয় নিবন্ধন সম্বন্ধ কিরূপ, পিতা পুত্রের মধ্যে কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য, পরস্পর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কীদৃশ আচরণ বিহিত হয়, প্রতিবাসী ও স্বদেশস্থ জন গণের প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত, ও ভূমণ্ডলবাসী যাবতীয় লোকের প্রতি কিপ্রকার দৃষ্টি করিতে হয়, যেপর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের অসদ্ভাব থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের সামাজিক উৎকর্ষের আর কিছুতেই শেষ হইবে না।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭৮ অধ্যায়———সম্ভবপর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কচ বিদ্যালাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে দেবতারা সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থম্মন্য চিত্তে দেবরাজের নিকট আসিয় নিবেদন করিলেন, হে পুরন্দর! তোমার বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে বিপক্ষ কুল ধ্বংস কর। সমাগত সর্ব্বদেব মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক পরম রমণীয় বনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন কতকগুলি কন্যা তীরদেশে স্ব স্ব বস্ত্র রাখিয়া জলক্রীড়া করিতেছে। তখন তিনি বায়ুর স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে কন্যাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিলিত করিয়া দিলেন। কন্যারা সকলে এককালিন জল হইতে উত্থিত হইল এবং যে যে বস্ত্র নিকটে পাইল তাহাই আপন মনে করিয়া পরিধান করিতে লাগিল।

বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র স্বীয় বোধে গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে উদ্যতা হইলে ঐ উপলক্ষে উভয়ের বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহিলেন, অরে অসুর কন্যে! তুই শিষ্য হইয়া আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস্; এত অত্যাচারে তোর কখন ভাল হইবেক না। শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, অরে দেবযানি! তোর এত অহঙ্কার কেন? তোতে আমাতে কত অন্তর, তা তুই জানিস্ না, একন্য এত গর্ব্ব করিতেছিস্। আমার পিতা কি শয়ন করিয়া কি উপবেসন করিয়া যখন যেরূপে থাকেন, তোর পিতা নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্তুতি পাঠকের ন্যায় বিনীত বচনে নিয়ত স্তব করিতে থাকে। যে ব্যক্তি স্তব যাচ্ঞা ও প্রতিগ্রহ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তুই তার কন্যা; আর যাঁহাকে সকলে স্তব করিয়া থাকে, যিনি অর্থ দিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, কখন কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করেন না, আমি তাঁহার কন্যা। অরে ভিক্ষুক তনয়ে! তুই যত ইচ্ছা দুঃখ কর মনস্তাপ কর, ক্ষোভ কর, হিংসা কর, অথবা শাপ দে, আমি তোকে মনুষ্য বলিয়া গ্রাহ্য করি না।

দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এই রূপ গর্ব্ব পূর্ব্ব বচন শ্রবণ গোচর করিয়া কোপে কম্পিত কলেবরা হইলেন এবং সেই বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধ ভরে অধীরা হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বল পূর্ব্বক দেবযানীকে এক সন্নিহিত অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করিলেন এবং কূপে পতিত হইয়া দেবযানীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, এই স্থির করিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিলেন। সেই সময়ে নহুষতনয় রাজা যযাতি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অশ্ব সহিত সাতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসায় একান্ত অভিভূত হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা কামিনীকে নয়ন গোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে শোকাকুলা অবলোকন করিয়া মধুর সম্ভাষণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুন্দরি! তুমি কে, কাহার কন্যা, ও কিরূপে এই অন্ধ কূপে পতিত হইলে, বল। দেবযানী কহিলেন, দৈত্যেরা দেবগণ দ্বারা সংগ্রামে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রাণ দান করিয়া থাকেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা; আমি যে এই অন্ধ কূপে পতিত হইয়া নিতান্ত অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছি, তাহা তিনি অবগত নহেন। এক্ষণে মহারাজ! আমার এই দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া আমাকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করুন। আপনি মহাকুল প্রসূত, প্রভূত যশঃশালী, বিখ্যাত দয়াবান্, মহাবল পরাক্রান্ত ও অতি শান্ত স্বভাব; অনুগ্রহ করিয়া আপনকার আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য। যযাতি পরিচয় শ্রবণে তাঁহাকে অসামান্য ব্রাহ্মণ তনয়া জানিয়া তদীয় দক্ষিণ কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষণাৎ কূপ হইতে উত্তোলিত করিলেন এবং সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দেবযানীর সহচরী ঘূর্ণিকা সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে দেবযানী শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কহিলেন। ঘূর্ণিকে! তুমি ত্বরায় পিতার নিকটে গিয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে, আর আমি বৃষপর্ব্ব রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। তদনুসারে ঘূর্ণিকা সত্বর গমনে শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবযানী সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শুক্রাচার্য্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুভিত ও দুঃখিত হইলেন এবং কন্যার অন্বেষণার্থে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শোকাকুল মনে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদবচনে কহিলেন। বৎসে! [illegible]

আত্মকর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ করি তুমি কোন পাপ করিয়াছিলে, আজি সেই পাপেরই এই ফলভোগ হইল। দেবযানী কহিলেন, তাত! আমার পাপের নিষ্কৃতি হউক আর না হউক এখন সে কথা থাকুক, শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য কহিয়াছে তাহা বলি, মনদিয়া শুন। এই বলিয়া, শর্ম্মিষ্ঠা যেভাবে যে সকল কথা কহিয়াছিল, অবিকল সকল গুলি শুক্রের নিকট কহিয়া বলিলেন, সে যেরূপ কহিয়াছে, যদি আমি যথার্থই সেরূপ হই, তাহা হইলে আমি শর্ম্মিষ্ঠার নিকট অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নতুবা তাহাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবেক। শুক্র কহিলেন বৎসে! তুমি যাচক চাটুকার অথবা পরপ্রত্যাশীর কন্যা নহ, তোমার পিতা কাহাকেও স্তব করে না, তাহাকেই সকলে স্মরণ করিয়া থাকে। একথা নিজে বৃষপর্ব্বা, দেবরাজ ইন্দ্র নহুষাত্মজ যযাতি প্রভৃতি সকলেই জানেন। আমার অচিন্তনীয় প্রভাব। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছেন, স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি যে স্থলে যেকিছু বস্তু আছে, আমি তৎসমুদায়ের অধীশ্বর। জগতের হিতের নিমিত্ত আমিই জল সৃষ্টি করি, আমি যাবতীয় শস্যের পুষ্টি সম্পাদন করি। আমি একথা পরিহাস করিয়া কহিতেছি না, যাহা কহিলাম ইহার একটীও অলীক নহে। শুক্র বিষাদমগ্না দুঃখাতুরা শোকাভিভূতা তনয়াকে এই রূপ মনোহর বচন পরম্পরা দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

---

৭৯ অধ্যায়।

শুক্র কহিলেন, হে দেবযানি! যে নর পরের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ জয় করা হয়। যে ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের ন্যায় উদ্রিক্ত ক্রোধ রিপুর নিগ্রহ করিতে পারে, তাহাকেই সাধু লোকে প্রকৃত সারথি বলিয়া গণ্য করেন, নতুবা যে ব্যক্তি অনায়ত্ত হইয়া অশ্বরশ্মিতে লম্বমান হয়, তাহাকে সারথি বলা যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণ দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধের নিগ্রহ করে তাহার সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যেমন সর্প জীর্ণত্বক পরিত্যাগ করে সেই রূপ যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণ প্রভাবে উদ্রিক্ত ক্রোধ রিপুকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত পুরুষ বলিয়া লোকে গণ্য করে। যে ব্যক্তি ক্রোধের দমন ও তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং সন্তাপের হেতু উপস্থিত হইলেও সন্তপ্ত না হয়, সেই সর্ব্বত্র সিদ্ধিভাজন হয়। এক ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া অবাধে মাসে মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, আর এক ব্যক্তি কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করে না। এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই প্রধান। বালক বালিকারা হতচেতন হইয়া পরস্পর যেরূপ বিরোধ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না; বালক বালিকারা বলাবল বিবেচনা ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পরিশূন্য হইয়াই সেরূপ করিয়া থাকে।

দেবযানী কহিলেন, তাত! আমি বালিকা বটি, কিন্তু ধর্ম্ম সমুদয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ পরিজ্ঞানে নিতান্ত অক্ষমা নহি; এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এ উভয়েরও বলাবল বিচারে অসমর্থা নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে, তাহার শিষ্য হইয়া যে অশিষ্যের ব্যবহার করে, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয় নহে। অতএব যেস্থলে অসদাচার তথায় আর আমার বাস করিতে প্রবৃত্তি নাই। যাহারা অন্যের বংশ ও ব্যবহার ধরিয়া অকারণে নিন্দা করে, আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ পাপিষ্ঠদিগের নিকট বাস করিবেন না। আর যাঁহারা অন্যের বংশ মর্য্যাদা ও ব্যবহারের সাধুতা জানিয়া সমুচিত সমাদর করেন, তাদৃশ সাধু পুরুষ দিগের সন্নিধানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাত! বলিতে কি, শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য বিষদিগ্ধ বাক্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে ও ঘোরতর যাতনা প্রদান করিতেছে। আমি কোন ক্রমেই শুনিতে পারিতেছি না। ভাগ্যহীন ব্যক্তি দিগকে যে

ভাগ্যবান্ লোকের উপাসনা করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভক্তেরা কহেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে তদপেক্ষা মরণ ভাল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা
শ্রীবাগেশ্বর শর্ম্মা
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা ১৭৭৯ শকের স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীবাগেশ্বর শর্ম্মা।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য বা সভ্য ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি মাসিক ।।০ আনা করিয়া সভায় প্রদান করিবেন, তাঁহারা নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয়স্থিত পুস্তক ঋণ পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আঙ্গ্লোবর্ণাকুলর ক্লাসবুক এজেণ্টস ডিপজিটরি।

কবরডাঙ্গা—কলিকাতা

ট্রেনীং সিষ্টিম (ইংরাজী) ..... ।০

এবৎসর মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভায় ন্যারমাল ট্রেনীং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষা প্রদানের প্রণালী বিষয়ে যে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন, অধুনা তাহা উল্লিখিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিক্রয়ার্থ আমাদিগের গ্রন্থালয়ে প্রস্তুত আছে। শিশু সন্তান দিগকে যে প্রকার প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা সংক্ষেপে অতি পরিপাটী রূপে উক্ত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, ঐ পুস্তক খানি শিক্ষকদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ম্মোপযোগী, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা আমাদের গ্রন্থালয় হইতে নগদ মূল্যে বালকশিক্ষোপযোগী অথবা অন্য প্রকার পাঠ্য গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে কমিশন প্রদান করিব, কিন্তু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থ সচরাচর পাওয়া যায় না, তাহার পক্ষে উক্ত নিয়ম পরিপালন করিতে পারিব না।

১ অবধি ৫ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ১২।।০
[পুস্তক বিশেষে ১০
৫ অবধি ২৫ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ... ১৫
[পুস্তক বিশেষে ১০
অস্মৎকৃত এজেণ্ট প্রতি ১০
নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে অসমর্থ ব্যক্তিরা যদি এক মাস মধ্যে টাকা দেন ৬।০
আমাদের নিজ প্রকাশিত গ্রন্থে ২৫

শ্রীআর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তক এ সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য নিরূপণ।

বৃহৎকথা—প্রথম ভাগ ..... ।০
চক্মকিবাক্স ও অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ৴০
মৎস্যনারী বিষয়ক প্রস্তাব ৶৫
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষী বিষয়ক প্রস্তাব ৴০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ মাঘ বুধবার সম্বৎ ১৯১৪ [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা ১১ মাঘ ১৭৭৭ শক।

গত ১১ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। প্রথমতঃ উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে, শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

“মানব জাতির উন্নতি সিদ্ধি ও সুখ বৃদ্ধির জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য যে প্রকার উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম দ্বারা সে যাদৃশ উৎকৃষ্ট সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়, আর কোন পদার্থ দ্বারাই সেরূপ সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম যে মানব জাতির মহত্ত্বের প্রধান কারণ এবং ধর্ম্মই যে মনুষ্যের সার ধন, বোধ করি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা যাহাকে সকলের সার বলিয়া স্বীকার করিতেছি, এবং সমস্ত বিষয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে যথাবিধি যত্ন করিতে রত হইতেছি না, ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের জন্য যে প্রকার গুরুতর যত্ন করা আবশ্যক, তাহা দূরে থাকুক আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য যাদৃশ চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্ম্মোন্নতি পক্ষে তদ্রূপও করি না। আমরা যদি প্রত্যেকে আপন আপন প্রাত্যহিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, যে আমরা দিবানিশি কেবল বিষয়-চেষ্টা, বিষয় ভোগ ও বিষয় রস চিন্তা করিয়াই কালক্ষেপ করি। কদাচিৎ একবার ধর্ম্মতত্ত্ব মনেতে উদয় হইলেও তাহাতে গাঢ় রূপে চিত্তাভিনিবেশ করিতে পারি না এবং কিরূপে যে আমাদিগের ধর্ম্মেতে অধিকার জন্মিবে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য যে বিনা যত্নে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর তাঁহার এই অক্ষয় ভাণ্ডার বসুন্ধরাকে অন্নজলাদি সমুদায় প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা এককালে নিশ্চেষ্ট হইলে যেমন এই পূর্ণ ভাণ্ডার পৃথিবী মধ্যে বাস করিয়াও অন্নজলাভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করি, সেই রূপ ধর্ম্ম বিষয়েও চেষ্টাশূন্য হইলে চিরদিন আমাদিগকে ধর্ম্ম রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গতিক্রিয়া সমাধা না করিয়া কেবল অভিলাষ দ্বারা কোন স্থানান্তর প্রাপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব, ভূমিতে

বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত না করিয়া তৎফল লাভের আশা করা যেমন অসম্ভব, বিহিত বিধানে সাধন না করিয়া ধর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা করাও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব যিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব রস পান করেন, সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন এবং সম্যক রূপে মানব জন্মের সুখাস্বাদনের অভিলাষ রাখেন, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে তাঁহার যত্নবান হওয়া উচিত।

করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগের জন্মস্থিতি ও সুখ সৌভাগ্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পদের কারণ, যাঁহা হইতে আমরা জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় সুহৃৎ প্রভৃতি ভক্তি প্রীতির পাত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যিনি কৃপা করিয়া এ সমুদায় বিশ্বকে আমাদের সুখের কারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বহুতর লোকে তাঁহাতে প্রীতি করিতে অবহেলা করিয়া সামান্য বিষয় রসে মগ্ন থাকে এবং সামান্য বিষয় ভোগই তাহাদিগের মনকে সত্বরে আকৃষ্ট করে কিন্তু তজ্জন্য কদাপি এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যে জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পানাপেক্ষা জগতের আর কোন বস্তুই অধিক সুখ দায়ক এবং আর কোন বিষয়ই মনুষ্য মনে অধিক আহ্লাদ সঞ্চার করিতে পারে। যেমন শক্তিহীন বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গ উচ্চতর তরুর ফলাস্বাদনে অনধিকারী হইয়া যৎসামান্য নীচস্থ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকে এবং অধঃস্থায়ী সামান্য দ্রব্যের লালসায় ব্যস্ত থাকে, সেই রূপ লঘুচেতা ক্ষুদ্র দর্শী লোকে ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অধিকারী না হইয়াই সামান্য বিষয় ভোগে তৃপ্ত থাকে এবং সর্ব্বদা ক্ষুদ্র বিষয়েরই প্রার্থনা করে। যে বিষয়াসক্ত পুরুষ সর্ব্বদা বিষয় রসেই মগ্ন থাকিতে বাঞ্ছা করে সে যদি সাধন বলে একবার সেই পূর্ণানন্দ পুরুষের অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব প্রীতি রসের আস্বাদ পায় তাহা হইলে কি আর সে কোন রূপেই তাহা বিস্মৃত হইতে পারে? তাহার মন অবশ্য সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেমামৃত পান করিতেই উদ্যত হয় এবং সে তজ্জন্য পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হয়। যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা বিষয় রস ভোগ, বাক্য দ্বারা ও সেই রস চর্ব্বিতচর্ব্বণ এবং মনেতেও বিষয় রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণ কালের জন্যও অন্য কোন বিষয়ের অনুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্ব রসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাতে একবার মনোভিনিবেশ করে না এবং বাক্যেতেও একবার তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অনুপম ঈশ্বর তত্ত্বের পরিচয় পাইবে, এবং কিরূপেই তাহার তৎপ্রেমামৃত পানে প্রবৃত্তি হইবে। মনুষ্যের এই রূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করা যায় তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিত্য নিত্য অভ্যাস করা হয় তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে। আমরা বালক কাল হইতে যেরূপ বিষয় জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অনুশীলন করি এবং বিষয় রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বানুশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই, যে তাঁহার সেই সুধাতুল্য অসামান্য প্রীতি রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছুমাত্র বোধ হয় না, তাঁহার প্রেমামৃত পান জনিত অপূর্ব্ব সুখের নিকট বিষয় ভোগ জনিত সুখ, সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহার সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এজগৎ পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখনি প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথা নিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করুন এবং প্রতিক্ষণে হৃদয় ধামে সেই সর্ব্বসাক্ষি সনাতন পুরুষকে বর্ত্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন, তবে হইলে তাঁহার

হৃদয় স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উত্থিত হইয়া সেই অনন্ত প্রীতির সাগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অনুপম প্রেম রসের আস্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্য বৎ প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে। তিনি উক্ত রূপে যত পরমার্থ রসের অনুশীলন করিবেন ততই তাঁহার মনে নূতন নূতন ইন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, তিনি যেরূপ কখন দেখেন নাই তাহাই দেখিবেন, যে রস কখন আস্বাদন করেন নাই, তাহারই আস্বাদ প্রাপ্ত হইবেন এবং যে সুখ কখন ভোগ করেন নাই সেই সুখ উপভোগ করিবেন। তিনি অন্তরে যেমন শত শত নূতন বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া নব সুখের আস্বাদ পাইবেন, সেই রূপ বাহ্যেতেও এজগৎ তাঁহার নিকট নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে নূতন সুখ প্রদান করিবে। তিনি দিবাকরের নূতন শোভা সন্দর্শন করিবেন, নক্ষত্র মণ্ডলের নূতন ভাব নিরীক্ষণ করিবেন, এবং নদী নির্ঝর বন উপবন গিরি গুহা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে নববেশে শোভিত দেখিবেন। তিনি কোকিলাদি সুরব বিহঙ্গ কুলের মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করিবেন এবং সুগন্ধ কুসুম চয়ের সৌরভও তাহাকে নূতনানন্দ প্রদান করিবে। তিনি জনক জননী আত্মীয় সুহৃৎ গণকেও অভিনব ভাবে অবলোকন করিবেন, এবং যাবতীয় মনুষ্য জাতির সহিত তাঁহার এক নূতন সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে, তিনি ইহ জন্মেই জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহ লোকে বাস করিয়াই লোকান্তর বাসের সুখাস্বাদন করিবেন। কিন্তু এই প্রকার অলোক সামান্য সুখ ভোগ নিতান্তই যত্ন সাপেক্ষ, বিনা যত্নে মনুষ্য কখনই এপ্রকার অপূর্ব্ব সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। এই রূপ সুখ ভোগ করিতে হইলে, যথা নিয়মে প্রেমময় পবিত্র পুরুষের পরিচয় পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বদা মনোমধ্যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য মাধুর্য্য আলোচনা করা উচিত। পৃথিবী মধ্যে কত স্থানে কত প্রকার সুন্দর পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কত স্থানে কত শত সদ্গুণ সম্পন্ন সাধু পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যাবৎ ঐ সকল পদার্থাদি কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর না হয়, তাবৎ কি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে প্রীতি বা আদর জন্মে? যখন যে ব্যক্তি ঐ সদ্গুণ বা সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করে, তখনি সে তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে তাবৎ কোন রূপেই তাঁহাতে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না, যে চিত্তে তাঁহার অনুপম তত্ত্ব প্রতিভাত না হয়, সে মন হইতে কি রূপে তাঁহার প্রতি প্রীতি উত্থিত হইবে।

পূর্ণ সত্য পদার্থের প্রত্যক্ষ লাভ করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তি যথাবিধি সাধন করে, সেই তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। ইহা সত্য বটে, যে অনির্ব্বচনীয় পরম পুরুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন জড় পদার্থের ন্যায় নহেন, কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি যে কোন রূপেই আমাদিগের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহেন, এমন নহে, জড় পদার্থ ভিন্ন যে আর কোন প্রকার পদার্থের সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায় না ইহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। মন দ্বারা তাঁহার অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার অনুপম তত্ত্বে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, এবং অনায়াসেই তাঁহার প্রীতি রসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতেও সমর্থ হয়, এব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমা কলাপেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত সংসার তাঁহারই প্রেমামৃত দ্বারা অভিষিক্ত রহিয়াছে, আমরা কেবল আলস্য করিয়া তাহা পান করিতে ত্রুটি করি। তিনি আপন সন্তান গণকে তাঁহার প্রীতিরূপ অমূল্য সুধা বিতরণ করিবার জন্য উ-

চ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আমরা সেই " মহান নাদের প্রতি বধির হইয়া রহিয়াছি " আমরা যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক সকরুণ শব্দের প্রতি শ্রুতিপাত করিয়া তৎপথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্বরস পান করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে পারি।

সুখ নিধান জগদীশ্বরের অমৃত তত্ত্ব পান করিবার যে সকল পথ আছে, আমাদিগের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার একটি প্রধান

যাহাতে মনুষ্য জাতি চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রীতির বীজ বপন করিতে পারে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া তৎফলাস্বাদনে অধিকারী হয়, সেই উদ্দেশেই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশেই এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা অনুপম পরমার্থ রস পান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে ইচ্ছা করেন এবং সংসার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রীতি রস প্রচার করিতে অভিলাষ রাখেন এবং নিত্য কল্যাণকর পরমার্থ তত্ত্বকে পৃথিবীর সকল সম্পদ অপেক্ষা গরিষ্ঠ জানেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনে নিয়ত যত্নবান্ হওয়া ও কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত উচিত। কেবল বাক্যেতে পরমার্থ তত্ত্বের প্রশংসা করিলেই কিছু ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পায় না এবং কেবল বাক্য দ্বারাও উহার ফল সিদ্ধি হয় না, যাহাকে আমরা সকলের সার এবং সকল হইতে মহৎ বলিয়া অঙ্গীকার করি, তাহাতে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করা নিতান্ত উচিত এবং তাহার প্রতি সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করিয়া সর্ব্বদা সামান্য বিষয়েতে রত থাকি, তাহা হইলে কি আমাদিগের কিছুমাত্র মহত্ত্ব থাকে? অতএব যেমন আমাদিগের নিত্য কালের সংস্থান যে বিষয় আমাদিগের চিরদিনের অবলম্বন এবং যাহা আমাদিগের ইহ পর লোকের সুখের কারণ, সংসারের সমস্ত ধন অপেক্ষা তাহাই উপার্জন করা আমাদিগের উচিত, সেই বিষয় সযত্নে সংস্থাপিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই সম্পদ সাধন করাই আমাদিগের বিধেয়।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় যে প্রস্তাব পাঠ করিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আহা! অদ্য কি আনন্দের দিন! যে দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মাসাবধি মানস রসনায় উৎসব রসের স্বাদ গ্রহ করিয়াছি, যে দিনের সমাগম প্রত্যাশায় নিরন্তর উৎসাহ কাননে বিচরণ করিয়াছি, আহ্লাদ সমীরণ সেবন করিয়াছি, সুবিমল সুখ পুষ্পের ঘ্রাণ লইয়াছি; সেই মহোৎসবের দিন অদ্য উপস্থিত। হে ব্রাহ্মগণ! হে ভ্রাতৃবর্গ! আমাদিগের পরম আশা নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজ অদ্য অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া এক অভিনব বর্ষে প্রবেশ করিলেন। অতএব তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যে উদ্দেশে জন্ম হয় তাহার কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রতি লোকের কি পর্য্যন্তই বা আস্থা জন্মিয়াছে; সকলে এক মত হইয়া একবার সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচন কর। যদিও দেখিতে পাও একাল পর্য্যন্ত মহতী আশা তরুর অনুরূপ ফল লাভ হয় নাই, তথাপি তোমাদিগের একে বারে ভগ্নোদ্যম বা ম্রিয়মাণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কোন মহোচ্চ ভূধরের শিখরভাগে যেমন অল্প সময়ে অনায়াসে আরোহণ করা সাধ্য হয়না, অসীমবৎ প্রতীয়মান সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে আশু পরিভ্রমণ করা যেমন সম্ভাবিত হয়না, অথবা কোন বিদ্রোহযুক্ত বিশৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলা বন্ধন করা যেমন কোন ক্রমেই অবিলম্বে সম্পন্ন হয় না, সেই রূপ তোমাদিগের অনুপম অসামান্য সমাজের মহান্ উদ্দেশ্যও অচিরেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব পর নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমাদের ভগ্নোদ্যম হইবারই বা বিষয় কি? তোমরা যে মহীয়সী ধর্ম্ম পদবী অবলম্বন করিয়াছ, যে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড [illegible]

আশ্রয় লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের কস্মিন্‌ কালেও নিরাশ তাপে সন্তাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাতকেরা যেমন ধরাতল পতিত জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া নীরদ দেয় নীর ধারার প্রতীক্ষা করতঃ অন্তরীক্ষ প্রতি প্রতিক্ষণ নিরীক্ষণ করে, অথবা যেমন সুদুস্তর চির রোগাক্রান্ত, নিয়ত ঔষধ সেবন দ্বারা অতি মাত্র ব্যাকুলিত চিত্ত মানবেরা, রোগাবসানে বাসনানুরূপ আহার বিহার করিতে পারিবে মনে করিয়া প্রত্যাশাপন্ন থাকে, কিম্বা কোন সঙ্কীর্ণ, অসমতল, পঙ্কিল পথে পতিত হইলে পথিকেরা যেমন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া প্রশস্ত পরিশুদ্ধ মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মনের সাধে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবে বলিয়া আশা করে, অথবা কোন দুর্ভিক্ষ দেশবাসী ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে দারুণ কষ্ট ভোগ করতঃ, ভাগ্যক্রমে কখন বসুমতী অভিমত ফলশালিনী হইলে প্রচুর প্রমাণে ভোজ্যাদি দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইবে বলিয়া যেমন আশ্বস্ত থাকে, সেই রূপ তোমরা সংসারের কুটিলচক্রে পতিত থাকিয়া অশেষ ভ্রান্তি সঙ্কুল স্বজাতীয় জীবগণের বহুবিধ কুসংস্কার বিষে নিরন্তর জর্জ্জরীভূত হইয়া দুর্বিষহ বিষম যন্ত্রণা পুঞ্জ অহরহঃ সহ্য করিলেও কোন না কোন সময়ে সেই সর্ব্ব তাপ হারী কৃপাসিন্ধু পরম বন্ধুর সহবাস জনিত অনুপম আনন্দ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবার অবশ্যম্ভাবিনী আশা সাগরে যে সন্তরণ করিতেছ, তাহাতে আর সংশয় কি? পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয় বিশ্বাধিপতি তোমাদিগকে যে গরীয়সী প্রকৃতি প্রদান করিয়া এই বঙ্গ রাজ্যের নিবাসী করিয়াছেন, তোমরা এই স্থির কল্যাণ ধারা বর্ষুক সমাজে সম্বদ্ধ হইয়া তাহারই অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শত শত দুর্ব্বোধ দুরাশয় পামরেরা তোমাদিগকে এই শ্রেয়সী প্রবৃত্তি হইতে পরাঙ্‌মুখ করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পাইয়াছে, কত কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে, কত নিন্দা, কত বিদ্রূপ, কতই বা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, বলা যায় না ; কিন্তু তোমরা প্রবল বাত্যাহত মহীধরের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া তৎসমুদায়ে দৃক্‌পাত মাত্রও কর নাই, বরং শত গুণ সাহস ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সংকল্পিত কার্য্য সাধনে নিয়ত আগ্রহান্বিত ও যত্নবান্‌ রহিয়াছ। যাহারা নিতান্ত অল্প প্রাণ ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহারাই উত্তরকালে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় সাহস করিয়া কোন শুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; আর প্রবৃত্ত হইয়াও যাহারা ব্যাঘাত দর্শনে নিরস্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যম প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করা যায় : কিন্তু যাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বাধিত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে সমারব্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই উত্তম প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। এক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদিগের অসীম উৎসাহের যথোপযুক্ত ফল দর্শে নাই বটে, কিন্তু এই শুভ সংকল্প ব্রাহ্মসমাজ নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তোমাদিগের জন্ম ভূমি যেরূপ বিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে যে সকল অবেদোচিত পৌত্তলিক আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের অপেক্ষাকৃত অনেক সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে যদিও [illegible] অধিকাংশ [illegible] প্রতি ভাবে পরিপূর্ণ [illegible] স্থলে তাহা [illegible] উপায় হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে এক অখিল বিশ্ব রাজ্যের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা সর্ব্বময় পরম পুরুষের সত্তা ও স্বরূপ প্রায় অধিকাংশেরই বোধগম্য হইত না, সকলেই তৃণ কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তি বিশেষকে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা জ্ঞান করিত। কিন্তু এক্ষণে একমাত্র নিরবয়ব নিরাকার নিত্য পুরুষ ব্যতীত আর কেহ যে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চের প্রভু হইতে পারে না, তাহা অনেকেরই প্রতীতি হইয়াছে। পূর্ব্বতন মানবগণের কলুষিত মানস দর্পণে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-

জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেই পারিত না, কিন্তু ইদানী অনেকানেক মহাত্মা লোক অবিকল্পিত ব্রহ্ম স্বরূপের মনন ও অনুধ্যানে অধিকারী হইয়াছেন। অধুনা অনেকানেক পুণ্য ক্ষেত্রে অমৃত ফলপ্রদ ব্রাহ্মসমাজ বৃক্ষ রোপিত হইয়া উৎসাহ বারিসেকে সম্বর্দ্ধিত ও নূতন বিমল সুশাখা কিশলয়ে সুশোভিত হইতেছে, বিষম বিষয় চিন্তা জনিত বিভীষিকা ভ্রমহারিণী ব্রহ্মানন্দ ছায়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে এবং কুসংস্কার রূপ বিষলতা সকল জ্ঞান মিহিরাতপে ক্রমশঃ পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গ ভূমি মধ্যে অদ্যাপি অসংখ্য কুপ্রথা সকল বিলক্ষণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের মত আস্থা আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের অবিবেক কর্ষিত হৃদয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার রূপ কণ্টক বৃক্ষ অতিমাত্র বদ্ধমূল হইয়া আছে, যাহারা জীবনাবধি কুলাবহারে অন্যাংচিত্তে প্রীতি বর্দ্ধনা করিয়া আসিয়াছে, কেবল তাহারাই ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া তত্তৎ কুপ্রথাকে পরম পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, নতুবা যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, যাহারা মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সত্য ভানুর সুবিমল আলোক দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় ভূমি উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহারা আর কোন ক্রমেই অজ্ঞানের কার্য্যকে অভ্রান্ত ধর্ম্ম মূলক বলিয়া বোধ করে না। এক্ষণে অনেকে বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ বিমল জ্ঞানগর্ভ অশেষবিধ গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা চিত্তের মালিন্য পরিহার পূর্ব্বক অবিকল্পিত প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছেন এবং একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্ম স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বাস করিয়া অন্য ব্যক্তি দিগকেও তাহাতেই দীক্ষিত করিতে যত্ন পাইতেছেন।

এই সমস্ত ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিনব বিবেকাস্ত্রধারে স্বদেশীয় অশেষ কুসংস্কার পাশের যে উত্তরোত্তর ছেদন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিমল বুদ্ধি সচ্চরিত্র লোক সকলের সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে যেমন অভিরুচি হইতেছে, সেই রূপ উহার আনুসঙ্গিক ফল স্বরূপ স্বদেশের বিগর্হিত আচার পদ্ধতির পরিশোধন দ্বারা সামাজিক উৎকর্ষবিধানেও যত্নাধিক্য হইতেছে। উত্থানশীল ধর্ম্ম মিহিরের বিমল জ্যোতিঃ যত বিকীর্ণ হইতেছে, ততই ভ্রমান্ধকার তিরোহিত হইয়া সদাচার মার্গের প্রকাশ হইতেছে। এক্ষণে যে কোন মতিমান্ ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছুমাত্র মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রবঞ্চনাকে অবশ্যই অবমাননা করেন; বিশুদ্ধ সত্য ব্রতাবলম্বনে তাঁহার অবশ্যই বাসনা হইয়াছে; ছদ্মবেশের উপরে তাঁহার অবশ্যই বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে পরমার্থ সাধন করা যে মনুষ্যের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইহা তাঁহার অবশ্যই বোধগম্য হইয়াছে। এই রূপে সাংসারিক সদ্ব্যবহার প্রতিরোধী কাপট্য অসারল্যাদি জঘন্য ভাব সমুদায়ের তিরোভাব হইলে লোকের কল্যাণ বৃদ্ধি ব্যতীত যে কোন মতেই অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে স্ত্রী গণের সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট প্রবাহ প্রবল ছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণে অনুমরণ দূরে থাকুক বিধবা রমণী গণের পুনঃ পরিণয় হইবারও উপায় হইয়াছে। ন্যায়ানুগত বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে এবং বিধবা গর্ব্ভজাত পুত্র কন্যা গণের পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতিপোষক রাজ নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া তাহার পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সমুদায় দেশ মধ্যে এই উদ্বাহ তত্ত্ব শোধিনী রুচির প্রথাটি প্রচরদ্রূপ হইলে ব্যভিচার ভ্রূণ হত্যাদি ভয়ঙ্কর অনিষ্টরাশি বিনষ্ট হইয়া জনসমাজের যে কত দূর মঙ্গলোন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারিবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

মাত্রই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

অন্যান্য বিষয়ক উন্নতির কথা আর কি উল্লেখ করিব, আমাদিগের গৌড়ীয় ভাষা বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখ। পূর্ব্বে যবনাদি ভাষা সংস্লিষ্ট হওয়ার বাঙ্গলা ভাষার যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা ছিল, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। নানা ভাষায় বিকৃত হওয়ায় উহার এতাদৃশ রূপান্তর হইয়াছিল, যে উহাকে না পারসী না হিন্দী না বাঙ্গলা; কিছুই বলা যাইত না। এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুভাষার তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি ও উচিতমত প্রচার না হওয়ায় উক্ত রূপ বিচিত্র ভাষাই অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজকীয় কার্য্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষার আবশ্যক করে, তাহা প্রায়ই ঐ রূপ ভাষায় লিখিত হয়। যাহা হউক এক্ষণে গৌড়ীয় সুললিত ভাষার দিন দিন যাদৃশ উন্নতি হইতেছে, এবং গণিত সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত জ্ঞান গর্ব্ভ গ্রন্থ উহাতে অনুবাদিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে অস্মদ্দেশীয় জন গণের অচিরেই জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই। এই সমস্ত ব্যাপারই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত ও অঙ্গভূত। এসমুদায় সম্পন্ন হইলে বঙ্গভূমি যে কি অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে বিভূষিত হইবে, বলিতে পারি না। হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! কতকালে আমাদিগের উক্ত মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তুমিই জান। হে ব্রাহ্মগণ! এই সকল বিষয় পর্য্যালোচন পূর্ব্বক একবার অনুধাবন করিয়া দেখ, আমাদিগের মহতী আশার উত্তরোত্তর কত প্রকার আস্পদই উপস্থিত হইতেছে। এই সকল আশাস্থল অবলম্বন করিয়া আমরা যেরূপ অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকি, অদ্যই তাহা সবিস্তর প্রকাশ করিবার উপযুক্ত দিন। আমরা সাধ্যমতে সকলে এই রজনীতে এই সমাজ মন্দিরে সমবেত হইয়া এই রূপ আনন্দই চিরকাল ব্যক্ত করিতে থাকিব, কিন্তু আহ্লাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে বিষাদাশ্রু মোক্ষণ করিতে হইবে। যে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের প্রসাদে আমাদিগের উক্ত রূপ আনন্দ লাভে অধিকার হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও উৎসাহ প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যের যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, যিনি এই ব্রাহ্মসমাজরূপ মহা বৃক্ষের রোপণ কর্ত্তা, তিনি যে আমাদিগের আশানুরূপ দীর্ঘজীবী হইয়া ইহার উপযুক্ত ফল দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের অত্যন্ত বিষাদের স্থল। তাঁহার অনুষ্ঠিত কল্যাণকর কার্য্য সমূহ দ্বারা জন সমাজের যেরূপ উন্নতি হইতে পারিবে ও অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গ দেশের যাদৃশ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাব না আছে, তিনি জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাহা অগ্রেই অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু আর কিছু কাল জীবিত থাকিয়া বাহ্য নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি করাল কালকবলে অকালে পতিত না হইয়া যদি এতদ্দেশের সংসারে যে নিয়ামক থাকিতেন, তাহা হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সামাজিক উৎকর্ষের যে কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। জননি বঙ্গ ভূমি! তুমি [illegible] সাক্ষাৎ পুত্র বিয়োগেও যাদৃশ [illegible] প্রাপ্ত হও নাই, তাহা এক [illegible] রূপ পুত্রের বিচ্ছেদে [illegible] অনুভব করিয়াছ। হা ধর্ম্ম! তুমি [illegible] মরণে যথার্থ বান্ধববিহীন হইয়াছ!

রামমোহন রায় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে অপার শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ স্বরূপ এই যে অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন,

"ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং।

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি,

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব "

কস্মিন্ কালেও ইহার আর প্রভাহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয় সিংহাসনে বিবেক রাজের অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয়দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত মানব প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক রাত্রিতে এই অনুপম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম বীজের সবিশেষ মর্ম্ম প্রকাশ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে; তবে শ্রোতৃ গণের কুতূহল নিবারণার্থে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায় কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইতেছে। এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না, তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি প্রভাবে সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি যে কোন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তাঁহার আর কোন কালেই ধ্বংশ হইবার সম্ভাবনা নাই; তিনি কূটস্থ নিত্য, তিনি যেমন কালের ব্যাপ্য নহেন তেমনি দেশেরও ব্যাপ্য হইতে পারেন না, তিনি সকলেরই ব্যাপক, সকলেরই নিয়ন্তা, সকলেরই আশ্রয়, তাঁহার মহিমারও সীমা নাই, জ্ঞানেরও ইয়ত্তা নাই, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণই তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং অখিল চরাচর মধ্যে যে কিছু কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সকলই তাঁহার জ্ঞানগম্য, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, ও স্বতন্ত্র, তিনি অবয়ব শূন্য, একমাত্র দ্বৈত বর্জ্জিত, তাঁহার ঈদৃশ নির্ব্বিকল্প স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই; তিনি পূর্ণ স্বরূপ, উপমা রহিত। কি ইহকালে কি পরকালে যে কোন বিষয় আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, একমাত্র তাঁহারই উপাসনা তাহার নিদান। তাঁহার উপাসনাও কোন প্রকার কষ্ট সাধ্য নহে; তাঁহার প্রতি একান্ত নিশ্চল প্রীতি এবং যে কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রিয় বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা সম্পন্ন করাই তাঁহার উপাসনা। এতাদৃশ অনায়াস সাধ্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব যে উদার চরিত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে আমাদিগের সর্ব্ব প্রকার দুরবস্থা শোধনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাকে কি আমরা কোন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব? তাঁহার মৃত্যু জন্য বিলাপ করিতে ও তাঁহার অশেষ গুণ সমূহের কীর্ত্তন করিতে কি আমরা কখনও নিরস্ত হইতে পারিব? কদাচ নহে। তাঁহার নিকটে আমাদিগকে যাবজ্জীবন অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পাশে অবশ্যই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কালক্রমে আমরা স্বজাতীয় বিবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া চির সঞ্চাত কলঙ্ক সকল নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইলে, ও সভ্যতার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেও, কোন অনির্দ্দেশ্য সুখের অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে এসমুদায়ের মূলীভূত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মরণোত্তর কালে এই ব্রাহ্মসমাজ নিরাশা নীরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, দেব প্রতিম যে মহোদয় ব্যক্তি, আপন অকপট সত্য প্রিয়তা গুণে ইহার হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন, যিনি অসীম উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদিগের স্মৃতি পথ হইতে কদাপি অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার নিকটেও আমরা কোন কালে কৃতজ্ঞতা ঋণে মুক্ত হইতে পারিব না। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অনুপম গুণ সমস্ত কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে;

হে পরমাত্মন্ হে বিশ্বপতে! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, কি বিচিত্র করুণা! কি ধরাতল কি নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই তোমার মহিমারাগ সমস্ত রঞ্জিত রহিয়াছে; সর্ব্ব-

ত্রই তোমার অনন্ত করুণার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি কেবল তোমারই অপার মহিমার নিদর্শন নিরীক্ষণ করি, যে দিকে কর্ণপাত করি কেবল তোমারই গুণ গান শ্রবণ করিতে থাকি, যে কোন ভক্ষণীয় পদার্থ রসনা সংযুক্ত করি, কেবল তোমারই করুণা রসের আস্বাদন পাই। কি শ্যামল দুর্ব্বাদল, কি মহোন্নত মহীধর, কি সামান্য দীপ শিখা, কি গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পুঞ্জ, সকলই কেবল তোমার অনন্ত শক্তির নিদর্শন। তুমি উদার কারুণ্য গুণে আমাদিগের প্রার্থনা করিবার কিছুই অপেক্ষা রাখ নাই, প্রার্থয়িতব্য বিষয় সকল অগ্রেই প্রদান করিয়াছ। তবে এই একমাত্র প্রার্থনা, কুমতির পরামর্শে তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কখনই আমাদিগের বিরতি না হয় এবং সংসার মধ্যে কোন্ কার্য্যটি তোমার প্রিয়, কোন্টি বা অপ্রিয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া আমরা যাবজ্জীবন যেন মনুষ্যের সমুচিত সাধুপথে সঞ্চরণ করতঃ কৃতার্থ হইতে পারি।"

অনন্তর উপাচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসনার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি পাঠ করিলেন, ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিলেন এবং কয়েক জন ব্রাহ্ম উপাচার্য্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক কএকটি শ্রুতির আবৃত্তি করিলেন। তৎপরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্থী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন এবং দ্বিতীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে প্রস্তাব পাঠ করিলেন, তাহা পশ্চাতে প্রকটিত হইল ?

"হে বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বর! তুমিই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের মূল কারণ। যখন ভক্তজনের মানস মন্দিরে তোমার জ্ঞান প্রভা উদয় হয়, তখন এই পরিদৃশ্যমান ভূলোক ও সমস্ত দ্যুলোকের চিত্তচমৎকারিণী পরম রমণীয় শোভা কতই আনন্দের কারণ হয়। হে নাথ! তোমার জ্ঞান অভাবে এ সমস্তই ব্যর্থ ও মহান্ অনর্থের হেতু হয়। হে স্বদেশীয় বান্ধব গণ! তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ কর, আর মনুষ্যের কুটিল উপদেশ পথের পথিক হইও না। সংসারানল সন্তপ্ত পুরুষ সেই অমৃতময়ের গুণ বর্ণনা ও গুণালোচনা করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না। সকল সুখাকর জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়া—দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই সর্ব্ব সুখদাতার প্রেমে মগ্ন না হয়, সে কি মনুষ্য?

যেমন পিতার জীবন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত, যেমন দয়াবানের জীবন অনাথের জন্য, সেই প্রকার ঈশ্বরের সদ্ভাব কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত। মনুষ্য পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সে প্রকার সুখ লাভ করিতে পারেন না, যাহা তাঁহার প্রেমের প্রেমিক ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে তাঁহার নিয়মানুগত হইয়া চলিবেন, তৎ পরিমাণে তিনি সুখী হইবেন। তিনিই পুরাতন, তিনিই প্রজাদিগের মুক্তিদান জন্য মুক্ত হস্ত সকলে মিলিয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত কর। যাঁহারা তাহা ব্যতীত অন্যকে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর অন্ত নাই "নেদং যদিদমুপাসতে" লোকে যাহা উপাসনা করে তাহা ঈশ্বর নয়। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত এই বিবিত্র ভয়োদ্ভাবক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ নাই "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" মুক্তির জন্য অন্য আর উপায় নাই। তাঁহার স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে আত্মা পবিত্র হয়, তাঁহাকে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিলে ভ্রম পথের পথিক হইতে হয় না। আমাদিগের দেহ দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বা বাক্য দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয় অথবা মন দ্বারা যাহা আন্দোলিত হয়, উহা আত্মপ্রসাদের অবিরোধী হইলে আমরা সহজেই জ্ঞাত হইতে পারি যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছি, নতুবা তর্ক দ্বারা উহা নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে।

এই জগতের অধিকাংশ লোকেই ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন, যিনি সকল প্রণয়ের আস্পদের প্রতি—সকলের কারণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন। তিনিই ধন্য, তিনিই যথার্থ পুণ্যবান্। এরূপ মহাত্মা যদি সমস্ত ভূমণ্ডল নিজায়ত্ত করিতে পারেন, তথাপি তিনি ধর্ম্ম পদবী হইতে এক পদও বিচলিত হয়েন না, তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় সেই মহামহেশ্বরের জ্ঞান বারি পাইয়া একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। যিনি সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের সন্তাপ নাশিনী অমৃতময়ী চন্দ্রিকা পাইয়া আত্মাকে শীতল করিতেছেন, তিনি কি ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নির প্রখর তাপে দগ্ধ হইতে বাসনা করেন। এখানে যাহা মনোহর জ্ঞান হয় ও যাহাতে প্রণয় স্থাপন করা যায় সে সমস্তই অচির স্থায়ী। পূর্ব্বে যে সকল শ্যামবর্ণ নিবিড় কানন ফল পুষ্প উৎপাদন করিয়া ধরণীর উপকার ও শোভা সাধন করিয়াছিল এই শীতের প্রাদুর্ভাবে উহা নষ্ট প্রায় হইয়াছে, সকলের আনন্দ বর্দ্ধক বসন্ত ঋতুর সমাগমে যে সকল বিহঙ্গ দলের সুমধুর ধ্বনিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাও কিঞ্চিৎ কালের জন্য। বর্ষা কালীন যে সকল স্রোতো বাহা নদী স্বীয় আনন্দ লহরী লীলা বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মন চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছে তাহাই বা কোথায়, আর যে সকল প্রশস্ত ক্ষেত্র শ্যামবর্ণ নবীন দূর্ব্বাদলে শোভিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না। কি আশ্চর্য্য! স্বভাবের কতই পরিবর্ত্তন? ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, উহা আর নয়ন গোচর হয় না। এই শীত ঋতুর সমাগমে সকল বস্তুই শুষ্ক প্রায়, পৃথিবী যেন জরাজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ শত শত পরিবর্ত্তন দেখিয়া অজ্ঞলোক মনে করিয়া থাকে যে পুনর্ব্বার আর সে সুখের কারণ সকল উপস্থিত হইবেক না; কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়, আবার সেই সৌভাগ্য বসন্ত আসিয়া সকলকে সুখী করিবে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"

মনুষ্যের জীবনও ঐ নিয়মের অধীন, তিনিও কখন দুঃখী কখন সুখী, কখন ধনী কখন নির্ধন; কিন্তু এই পৃথিবীতেই যাঁহাদিগের আশা বদ্ধ আছে তাঁহাদিগের মত হত ভাগ্য আর কে আছে; যখন তিনি মানব লীলা সম্বরণ করিবেন, তখন কত শোচনা ও কত দুঃখ করিবেন। তিনি বিবেচনা করিবেন, যে আমি যে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, তাহা এই পর্য্যন্ত, আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, উহার শেষ হইল, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, সৌভাগ্য সকল হইতে এক কালে বঞ্চিত হইলাম, আমার আত্মা একেবারে ধূলিসাৎ হইল, এইরূপ তিনি কতই খেদ করিবেন। যিনি ন্যায়বান্ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস রাখেন, তিনি মৃত্যু সময়ে নূতন নূতন আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মহা আনন্দিত হয়েন, কারণ তিনি জানেন পৃথিবীর যাবৎ বস্তুই পরিবর্ত্তনের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন, অতএব তাঁহার আত্মার পরিবর্ত্তন মাত্র হইল, ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার বিষয় কি? আর তিনি ইহাও জ্ঞাত আছেন যে পিপাসা থাকিলে জল থাকা যেমন সম্ভব, ক্ষুধা থাকিলে অন্ন থাকা যেমন সম্ভব, সেইরূপ সমস্ত জীবের উন্নতি হইবার যখন বাসনা আছে, আর সে বাসনা যখন এখানে পূর্ণ হয় না, তখন তাঁহার সে বাসনা অবশ্যই এককালে পূর্ণ হইবেক। পিতা কি উপযুক্ত পুত্রকে সমস্ত ধনের অধিকারী না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন? আমাদিগের পরম পিতা সর্ব্বদাই আমাদিকে করুণা বিতরণ করিতেছেন; ঔদাসীন্য না করিলেই আমরা উহা লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই পাপাবিদ্ধ জগদ্বিধাতা আমাদিগের এমত এক সময় উপস্থিত করিবেন, যে সময় আমাদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি পাইবেক, ধর্ম্ম তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইবেক, যে সময় আমাদিগের রোগ শোক দুঃখ তাপ পলায়িত হইবেক, যে সময়ে অখণ্ড শাশ্বত পূর্ণ সুখ, যে সময়ে যোগানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকিবে।

হে জগৎ বিধাতঃ! আমি তোমার এক নিমেষের করুণা কি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি? তুমি আপাততঃ দুঃখ রাশি হইতে যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছ, তাহাই বা কে বলিতে পারে। বিজ্ঞানই তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। যেখানে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারকে অমঙ্গল পরিপূর্ণ বোধ করেন, সেখানে জ্ঞান চক্ষুঃ অমৃতময় মঙ্গলময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মহানিষ্টকর ভীষণ ভূমিকম্প, মহানর্থকর শস্য হর জল প্লাবন, মহা প্রলয়কারী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, আগ্নেয় গিরির মহানিষ্ট সাধক দ্রবীভূত ধাতু প্রবাহ, প্রচণ্ড দাবানল, পর্ব্বতোপরি অসঙ্গত শীতল তুষার বৃষ্টি ও অসহ্য প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ, এই আপাত পরিতাপী স্বভাব কার্য্য হইতে কত মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। ভীষণ ভূমি কম্পে ভূমি পরিষ্কৃত হয়. জল প্লাবনে নদী স্রোতস্বতী ও দোষ শূন্যা হয়, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, আগ্নেয় গিরি হইতে মহানিষ্টকর ধাতু রাশি নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বত সমূহ উৎপন্ন করে, দাবানল হইতে অগ্নি সমূহ সমুৎপাদিত হইয়া বায়ু ও মৃত্তিকাকে দোষ শূন্য করে, তুষার বৃষ্টি পর্ব্বতোপরি ক্রমাগত পতিত হইয়া নদী সমূহ উৎপন্ন করে, এবং উহার জল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় না, এবং প্রখর সূর্য্য কিরণে দেশ বিশেষে প্রচুর রূপে ফল শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া লোকের উপকার সাধন করে। হে মানব! এই সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল কখনই তোমার বুদ্ধিগম্য নহে। তুমি যাহাতে কেবল বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ কর তাহার সমুদয়ই সুশৃঙ্খল, তুমি যাহাতে নিয়মের লেশমাত্রও দর্শন করিতে অসমর্থ, তাহা নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি যে কারণে তোমার স্রষ্টার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তাঁহার অনুপম করুণাই প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান কর, তাহা সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করে। হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কতদূর সম্পন্ন করিয়াছি? আমাদিগের প্রযত্নে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ অমৃতময় তরু পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়াছে। আমরা উৎসাহের সহিত কি ধর্ম্ম যুদ্ধে পাপপিশাচীকে পরাজয় করিয়া এবং কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া আমাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিয়াছি। আমরা মাতৃ অপেক্ষা গুরুতরা জন্ম ভূমি হইতে কি কুসংস্কর রূপ কণ্টকময়ী লতা সমূলে উন্মূলিত করিয়াছি। ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তি দিগের হৃদয় কুটীর হইতে অজ্ঞান তিমির মোচন করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছি। যদিও এক্ষণকার সুশিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দের কুসংস্কার ক্রমে অপনীত হইতেছে, তথাপি যে অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ তথায় উপনীত হইতে অনন্ত কালের আবশ্যক। হে করুণানিধান বিশ্ববিধাতঃ! কত দিনে এদেশীয় লোকের অজ্ঞান তিমির মোচন করিবে? কত দিনে ইহাঁরা তোমার অভিপ্রেত সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবে? তুমিই সকলের মূল কারণ, অতএব সকলে ঐক্য হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রস্তাব পাঠ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ, অদ্য কি সৌভাগের দিবস। হে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! অদ্য তোমার মঙ্গল-ময় মূর্ত্তি আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে, এবং সম্বৎসরের মধ্যে যখন যে কিছু তোমার অভিপ্রায়ানুগত কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার শেষ পুরস্কার যে তোমার সাক্ষাৎলাভ, তাহার নিমিত্তে আমাদিগের সকলের মন উৎসুক হইতেছে। সম্বৎসর কাল সূর্য্য যে একাদিক্রমে আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, চন্দ্রমা যে উদয় হইয়া মধ্যে মধ্যে জগৎকে পুলকে পূর্ণ করিয়াছে, নদী নির্ঝর যে দ্রুত ও

মন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চরণ করিয়াছে এবং পৃথিবীকে ভূষিত ও পবিত্রিত করিয়াছে, প্রাণি গণ যে অজস্রকাল নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর অধিক কি কহিব, এই অপরিমেয় জগতের অন্তর্গত সমস্ত বস্তু যে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হইতে অদ্যাপি এক পরমাণুও পরিচ্যুত হয় নাই, এ সকল তোমাভিন্ন আর কাহার ইচ্ছার প্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী যদিও ধ্বংশ হয়, সূর্য্য চন্দ্র যদিও অদৃশ্য হয়, নক্ষত্র সকল যদিও নির্ব্বাণ হয়, তথাপি তোমার অভিপ্রায় অনাদি কাল পর্য্যন্ত অটল ভাবে অবস্থিতি করিবে। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে যে যেমন সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি তোমার অখণ্ডনীয় আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া অপ্রমাদে তোমার কার্য্য সাধন করিতেছে, সেই রূপ আমরাও তোমার প্রদর্শিত পথে চিরদিন বদ্ধ থাকিয়া অকুতোভয়ে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করি। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে এই লোকাকীর্ণ সমাজ মন্দিরে আমরা যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত আছি, সকলেই একান্তঃকরণ হইয়া তোমার অধিষ্ঠান উদ্দেশে স্ব স্ব অন্তঃকরণের কবাটযুগপৎ প্রসারিত করি এবং তোমার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার তরঙ্গের কোলাহল দুরীকৃত করি। তোমাকে বলিতে হয় না, যে আমরা যাহা একান্ত মনে ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে মুহূর্ত্তেক প্রণিধান কর। কারণ তুমি মহান্, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি অন্তর্যামী। তোমার কি মঙ্গলময়ী প্রকৃতি, তুমি বায়ুকে প্রেরণ করিতেছ; আলোক প্রভা বিকীর্ণ করিতেছ, আমাদিগের মনকে উন্নত করিতেছ, এবং আমাদিগের মনে এপ্রকার প্রণয়াঙ্কুর নিবেশ করিতেছ, যে তাহা প্রস্ফুটিত হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে শত্রুতা থাকে না, সর্ব্বত্র সুখের সঞ্চার হয়, এবং পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা থাকে না। যদি কাহারো মনে কুটিলতার স্থান না পায়, যদি কাহারো উপর বিষ দৃষ্টি না থাকে, যদি সকলে ঐক্য হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অপেক্ষা সুখের স্থান আর কোথায় সম্ভব হয়। পৃথিবীর এঅবস্থা কেনা আকাঙ্ক্ষা করে। যে ব্যক্তি প্রতি দিবাভাগে সংসার পিশাচের সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি প্রতি রজনীতে জগদীশ্বরের নিকট উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার প্রার্থনা করেন। যে মহাত্মা ন্যায় পথে থাকিয়াও লোকের নিকট হইতে ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাবিপূর্ণ অবস্থা সর্ব্বদা নয়নের পথে আবিষ্কৃত রাখিয়া অলৌকিক ধৈর্য্য আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করেন। এই যে উন্নত এবং প্রখর আশার উৎস, হে জগদীশ্বর! তাহার তুমিই এক মাত্র প্রবর্ত্তয়িতা; অতএব তোমার অচিন্তনীয় মঙ্গল স্বভাব, তোমার প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার সর্ব্বলোক পালনী শক্তি, এসমস্তের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া বলিতেছি, যে তুমি বঙ্গদেশীয় লোকের মন হইতে কপটতা উন্মূলন কর, সকলের মধ্যে পরস্পর যাহাতে ঐক্য নিবদ্ধ হয়, তাহার বিধান কর, সকলের মনে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি চেষ্টা উদ্দীপন কর এবং সকলের মনে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত কর।”

পরে কয়েকটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

বিজ্ঞাপন

হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজনমতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র। উক্ত পত্রের পরিমাণ আট্‌পেজী করমার অর্দ্ধ করমার ন্যূনাধিক হইবে। সভ্য ও অন্যান্য মহাশয় গণের সমীপে নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত পত্রে লেখা দ্বারা সাহায্য প্রদানে অনুরক্ত হয়েন এবং তাঁহাদিগের আপন স্বচনা প্রেরণ করেন।

[illegible]

সভা আরম্ভ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মশিক্ষা।

বালক গণকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা যে নিতান্ত আবশ্যক ও নিতান্ত সম্ভব, ইতি পূর্ব্বের প্রস্তাবদ্বয় দ্বারা তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কি কি উপায় দ্বারা শিশু গণকে উপযুক্তমত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে, এক্ষণে তাহারই বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের নানা প্রকার পথ আছে। তন্মধ্যে বাক্য দ্বারা সদুপদেশ প্রদান, কার্য্য দ্বারা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, বালক গণকে সৎসংসর্গে সংস্থাপন ও তাহাদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালন ও নিকৃষ্ট বৃত্তির নিরোধ করণ, ইত্যাদি কতিপয় উপায় অবলম্বন করিলেই তাহাদিগকে এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা সুসাধ্য হয়।

১।—প্রথমতঃ বাক্য দ্বারা উপদেশ করণ। বালক গণের স্বীয় স্বীয় ধারণাশক্তি অনুসারে, তাহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা বা শিক্ষক যে সময় কোন বালককে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তৎকালে তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে তাঁহাদিগের উপদেশ বাক্য সকল সম্যক রূপে বালকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে কি না? যে সকল ধর্ম্মোপদেশ বালক গণ বোধগম্য করিতে সক্ষম না হয়, তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র শিশুকে কঠিন শব্দ ও অস্পষ্ট ভাবে উপদেশ করিলে কেবল উপদেষ্টার পরিশ্রম বিফল হয়। যে সকল ধর্ম্মোপদেশ শিশুদিগের মনেতে সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা কদাপি নিরর্থক যায় না, যদিও সর্ব্বদা ঐ সকল উপদেশের আশু ফল দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তদ্রূপ উপদেশ কোন না কোন কালে অবশ্যই স্বীয় ক্রম প্রকাশ করে। যেমন কোন কোন শস্যের বীজ দীর্ঘকাল ভূমিতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এক সময় অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ কোন কোন ধর্ম্মোপদেশ বালক গণের মনোমধ্যে নিহিত থাকিয়া দীর্ঘ কালের পর স্বকীয় ফলোৎপাদন করে। শিক্ষার সময় বালক গণ যে সকল উপদেশ বাক্যের প্রতি নিতান্ত অবহেলা করে, হয়তো সে সকল কথা এক সময় তাহাদিগের স্মরণারূঢ় হইয়া তাহাদিগকে গুরুতর অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সত্বরে ধর্ম্মোপদেশের ফল প্রত্যক্ষ না হইলেও বালক গণের অবস্থানুযায়ী উপদেশ করিতে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। কোন প্রকার উপলক্ষ পাইলেই শিশু গণকে নীতি শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। বালক গণকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার সময় সংক্ষেপ নীতিসার ব্যবহার না করিয়া তাহার মর্ম্ম

বিস্তার ক্রমে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অল্পবয়স্ক শিশু গণকে কথা চ্ছলে কোন উপদেশ প্রদান করিলে সে উপদেশ তাহাদিগের যেমন সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, মর্ম্মোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য সকল তদ্রূপ হয় না। লোকেরা ইতিহাস প্রসঙ্গে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করে, তৎসমুদায় তাহাদিগের মনেতে বদ্ধমূল হইয়া বসে এবং তাহার দোষ গুণও তাহারা অনায়াসে বিচার করিতে পারে। কোন বালক কোন অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহাকে কটু ও কর্কশ বাক্যে ভৎসনা না করিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করা উচিত এবং তাহাকে স্বয়ং সেই দোষের বিচার করিতে ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকল মনুষ্যেরই এই প্রকৃতি যে যখন পর মুখে কোন প্রকার স্বীয় দোষ শ্রবণ করে, তখন তাহাদিগের সেই দোষ পরিহারের ইচ্ছা না হইয়া বরং মনেতে অন্যান্য ভাবের উদয় হয়। অপরাধি ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে অবশ্যই তাহার ক্রোধের উদয় হয় এবং মনুষ্য যখন রাগান্ধ হয় তখন কোন রূপেই সত্যাসত্য ও দোষ গুণ স্থির করিতে পারে না। তাহাকে যদি স্বয়ং সেই দোষ বিচার করিবার ভারার্পণ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোপযুক্ত না হইয়া প্রশান্ত মনে আপন দোষ বুঝিতে পারে এবং তজ্জন্য সাপরাধ হইয়া মনে মনে শোচনা করে। মনুষ্য যে দোষ আপনাতে অতিশয় লঘু দেখে অন্যের পক্ষে তাহাকে গুরুতর রূপে দেখিতে পায়। অতএব ছাত্র বা পুত্র অপরাধি হইলে সেই অপরাধ অন্য ব্যক্তিতে আরোপ করিয়া তাহাকে বিচার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সহজেই সে আপন অপরাধের সম্যক ভাব বুঝিতে পারে এবং তাহা হইতে সম্যক রূপে নিবৃত্ত থাকিতেও চেষ্টা পায়। যখন কোন মনুষ্য স্বকৃত অপরাধ স্বয়ং বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত না হইয়া ন্যায় ও বিচার প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকলই জাগ্রত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহাকে অনায়াসে স্বকৃত অপরাধে প্রবুদ্ধ করিতে পারা যায় এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই তাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করান যায়। ছাত্র বা পুত্রাদির অপরাধ সন্দর্শন করিলে ক্রোধপরবশ হইয়া এক এক সময় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় বটে, কিন্তু অপরাধি পুত্র বা অপরাধি ছাত্রকে কটু বাক্য দ্বারা তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায় উপদেশ প্রদান করার যে কতগুণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। কটু বাক্য দ্বারা যে বালককে কোন মতেই কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায় না, প্রশান্ত বচন দ্বারা উপদেশ করিয়া তাহাকে অতি সহজেই ধর্ম্ম পথের পথিক করিতে পারা যায়। যাহাতে ধর্ম্মের প্রতি বালক গণের বিশেষ অনুরাগ জন্মে, অবকাশানুসারে তাহা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বালক দিগকে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান না করিলে তাহারা কোন ক্রমেই কৃতবিদ্য হইতে পারে না, সেই রূপ প্রত্যহ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথা নিয়মে শিশু সন্তানকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান না করিলেও সে কোন ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। প্রতিদিনই বালক গণকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা আবশ্যক নিয়মিত উপদেশ বাক্যের প্রতি বালক গণের যে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে, সামান্য বাক্যের প্রতি কখনই সে রূপ জন্মে না। অনেক স্থানেই জ্ঞান ধর্ম্মের অনেক প্রকার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে এবং অনেক সময় অনেকেরই তাহার প্রতি শ্রুতিপাত হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে ব্যক্তি সেই বাক্যের প্রতি মনোযোগ করে এবং যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই তাহার ফল লাভে অধিকারী হয়। নিয়মিত উপদেশ দ্বারা বালক গণ যে সকল কথা শ্রবণ করে, তাহাতেই তাহাদিগের বিশেষ আস্থা জন্মে, সুতরাং তদ্দ্বারাই তাহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। [illegible] কর্ম্ম [illegible]

করিবার সময় " ধর্ম্ম পালন করিলে কল্যাণ হয়, এবং অধর্ম্ম সেবা করিলে অমঙ্গল ঘটে " ঈদৃশ সংক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া যে প্রকার ধর্ম্ম পালন দ্বারা যাদৃশ শুভ সংঘটন হইতে পারে এবং যদ্রূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার অশুভ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিশেষ করিয়া বিবরণ করিলে শিশু সন্তান দিগের সেই উপদেশের প্রতি স্বতই মনের আদর জন্মে এবং তাহারা অবশ্যই তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। যে প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যে সকল লোক যে প্রকার সুখ ভোগ করিয়াছে এবং যেরূপ সংসারের কল্যাণ সাধন করিয়াছে, ও অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ও পৃথিবীর যাদৃশ অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, উপদিষ্ট ছাত্র বা পুত্রদিগকে বিশেষ করিয়া তৎসমুদায়ের নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহারা সুস্পষ্ট রূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে পারে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে রত হয়। সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বতঃ প্রীতি হওয়া মনুষ্যের যেমন স্বভাবসিদ্ধ, মহৎ বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হওয়াও তাদৃশ প্রকৃতি মূলক। উপদেশক গণ যদি সমুচিত বাক্য দ্বারা স্ব স্ব উপদেশ্য দিগের মনে ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রতিভাত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহারা ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা করিতে উদ্যত হয়। পুত্র অথবা ছাত্রাদি উপদেশ্য গণকে ঈশ্বর তত্ত্বের উপদেশ করিবার সময় তাহাদিগের নিকট জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণন করা বিধেয়, তাহা হইলে উহাদিগের মনে আপনা হইতেই ঈশ্বরেতে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হয় এবং তাহা হইলে উহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জগদীশ্বরের প্রেম মাধুরী ভোগ করিতে ব্যগ্র হয়। এ ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই অনাদি পুরুষের অনন্ত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং সকল বস্তুতেই তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণার চিহ্ন দেদীপ্যমান প্রকাশ রহিয়াছে, জানিবার আকাঙ্ক্ষা মনে জন্মিলে [illegible]

কথা প্রসঙ্গেই স্বশিষ্যকে ঈশ্বর তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, এবং উক্ত প্রকার বিহিত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট ব্যক্তিও ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের অপূর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শিশু গণ যে অবস্থায় পিতা মাতা ও আচার্য্যের নিকট হইতে অপরাপর বিষয়ের উপদেশ শ্রবণ করে, পিতা মাতা প্রভৃতি যদি তৎকালে স্বীয় সন্তানদিগকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ করেন, তাহা হইলে কখন সে সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হয় না। বালক গণ যখন গুরু বাক্য দ্বারা অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহারা যে বাক্য দ্বারা অবশ্যই ধর্ম্ম জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

২।—দ্বিতীয়তঃ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা বালক গণকে যেমন সহজে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায় দ্বারাই সেরূপ পারা যায় না। যাঁহারা বিশেষ রূপে মানব প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিলক্ষণ জানিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ের শিক্ষা দিতে হইলে কার্য্য দ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কতদূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য এবং সেই কার্য্যত উপদেশ কি পর্য্যন্ত ক্রমশালী হইয়া থাকে। বাক্য দ্বারা সহস্রবার উপদেশ করিলে যে উপকার না দর্শে, এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকেরা প্রকৃতি সিদ্ধ প্রবৃত্তি হেতু সততই অনুকরণে রত। বালক গণ স্ব স্ব পিতা মাতা গুরু সুহৃৎ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পক্ষীয়দিগকে যে প্রকার বাক্য কহিতে শ্রবণ করে, সেই রূপ কথা কহিতে অভ্যাস করে, যে রূপ আচার ব্যবহার করিতে দর্শন করে, সেই রূপ আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে রত হয়, এবং ক্রীড়া কৌতুক হাস্যালাপ ও অপরাপর রীতি নীতির বিষয়েও যেমন প্রত্যক্ষ করে, তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমস্ত যেমন

সহজেও যেমন সত্বরে বালক দিগের স্বভাবে প্রবেশ করে, তাহাদিগের উপদিষ্ট বাক্য সমুদায় কখনই সেরূপ করিতে পারে না। বালক গণ গুরু জনের কার্য্যের অনুকরণ করিতে যে প্রকার রত হয়, তাহাদিগের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে তদ্রূপ হয় না। অব্যাজচিত্ত শিশু গণ যে আপন আপন গুরুজন বর্গের উপদেশ বাক্যাপেক্ষা অনুষ্ঠিত কার্য্যের অধিক অনুগত হয় এবং তাহাদিগের আচরিত কার্য্য সকল ইচ্ছা পূর্ব্বক অভ্যাস করে, নানা স্থানেই তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিচক্ষণ ব্যক্তি একবার নয়নোন্মীলন করিলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যে পরিবারের প্রধান পক্ষীয় লোকেরা সর্ব্বদা সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান, সত্য বাক্য ব্যবহার এবং ন্যায় দয়া ও প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুশীলন করেন, তৎপরিবারস্থ ক্ষুদ্র বালকেরাও তাহার অনুকরণ করিয়া সর্ব্বদা সেই রূপ সাধু অনুষ্ঠানে রত হয়, আর যাহারা সর্ব্বদা অসৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অসত্য বাক্য ব্যবহার এবং দ্বেষ হিংসা দম্ভ অহঙ্কারাদি কুপ্রবৃত্তি সকলের অনুগত হইয়া নানা প্রকার অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি এবং শিষ্য প্রভৃতি অনুকারী গণও আপনা হইতে উক্ত প্রকার অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করে। যে পরিবারের প্রধান পক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা প্রণয় ও ঐক্যভাব বিরাজ করে, তৎপরিবারস্থ বালক বালিকারাও প্রায় তদনুযায়ী হইয়া আপনারা পরস্পর প্রণয়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে এবং যে গৃহে কর্ত্তৃ বর্গের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব ও অসদ্ভাব সঞ্চারিত হয়, সেস্থলে বালকেরাও প্রায় তদনুরূপ ভাব ধারণ করে। যে পরিবারের প্রধান বর্গে নিয়ত জ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন করিয়াই কালক্ষেপ করে, তত্রস্থ সন্তানগণও সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলন করিয়া সুখী হয়, আর যেস্থলে কর্ত্তাদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখের অধিক প্রাদুর্ভাব, তথায় বালক দিগকেও ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগণ করিতে দেখা যায়। পান [illegible] বংশে যে সন্তান জন্মায় সে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মদ্য পানের অনুকরণ করিতে থাকে। পান দোষাশ্রিত বংশজাত কোন একটি ক্ষুদ্র শিশুকে একদা পান পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া মদ্য পানের অনুকরণ করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল শরলমতি শিশু গণ আপন আপন গুরু জনকে সর্ব্বদা পশু হিংসা ও পশু বধাদি করিয়া আমোদিত হইতে প্রত্যক্ষ করে, তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে অন্য পদার্থে পশু পক্ষী আরোপ করিয়া তাহা ছেদন বা কর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদিগের জিঘাংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করে। অকপটচিত্ত শিশু গণ যে আপন আপন গুরু জনের অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুকরণ করিতে স্বতই রত হয় এবং অনায়াস পূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করে, এই রূপে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে। অতএব যাঁহারা আপন আপন পুত্র ও ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে অভিলাষ রাখেন, তাঁহাদিগের অগ্রে স্বীয় স্বভাব শোধন করা উচিত। আপনি নির্ম্মল না হইলে কখনই অন্যের মালিন্য দূর করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা কুকর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করে, তাহার মৌখিক ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা কি ফল দর্শিবে? ধর্ম্মশিক্ষা কেবল মুখভারতি দ্বারা কখনই সম্পন্ন হয় না, উহাতে কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্বদা অধর্ম্ম সেবা করিয়া কেবল কথা দ্বারা পুত্র ও ছাত্রদিগকে ধর্ম্মানুগত করিতে অভিলাষ করে, তাহার তুল্য অবোধ আর কেহই নাই। ক্ষেত্রেতে কণ্টক লতার বীজবপন করিয়া চম্পক পুষ্প প্রাপ্ত হইবার আশা করা যেমন অসম্ভব তাহার অভিলাষও তদ্রূপ অসঙ্গত। অন্ধ ব্যক্তি পথ প্রদর্শক হইলে যেমন হাস্যাস্পদ হয়, অধার্ম্মিক লোকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিলে সে ততোধিক উপহাস স্থল হইয়া উঠে। যাঁহারা কার্য্যতঃ নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া পুত্র বা ছাত্রদিগের [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] রহিয়াছেন, তাহাদিগের [illegible]

যে, তাঁহারা যদি স্বয়ং পাপকূপ হইতে গাত্রোত্থান করিতে না পারেন, তাহা হইলে পুত্রাদিকেই বা কিরূপে কলুষখাত হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্ম শিখরের চূড়ারূঢ় করিবেন? পুত্রাদি স্নেহপাত্র গণ কোন রূপে দুষ্ক্রিয়ান্বিত না হয়, প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই এই ইচ্ছা, কিন্তু অনেকেই আপন কর্ম্ম দোষে সে ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না। যে সৎক্রিয়া সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে আপনাতে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য এবং যে কুক্রিয়া অন্যেতে না থাকিবার প্রার্থনা, তাহা অগ্রে আপনা হইতে দূর করা বিধেয়। স্বয়ং সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা না হইয়া সদনুষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করা নিতান্ত অনুচিত। ইক্ষু যদি স্বয়ং মিষ্টরস শূন্য হয়, তবে কি আর সে কখন অন্যকে মিষ্ট করিতে পারে। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে অক্ষম হয়, তদ্দ্বারা কি কখন অন্যের কুশল সম্পন্ন হওয়া সম্ভব? কূপ পরিপূর্ণ না হইলে আর তাহার সলিল দ্বারা অন্যত্র প্লাবিত হয় না। অতএব যাঁহারা অন্য ব্যক্তিকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে ব্রতী হন, তাঁহাদিগের সর্ব্বদা স্বীয় স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জগতে ধর্ম্ম বিস্তার করিবার যে সমস্ত পথ আছে, তন্মধ্যে আপনি ধার্ম্মিক হওয়াই প্রধান পথ। আপনি ধর্ম্মানুগত হইলে যে কেবল আপনারই কুশল হয় এমন নহে, ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সংসারেরও হিত সাধন করিতে পারা যায়। সূর্য্য যেমন স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে জ্যোতির্ম্ময় করে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সেই রূপ স্বকীয় ধর্ম্ম প্রভা দ্বারা সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মরাগে রঞ্জিত করে। পরম জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত চমৎকার নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। আপনি ধর্ম্ম পথের পান্থ হইলে যে সন্তান সন্ততি প্রভৃতিও তদনুগামী হইয়া সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্চর্য্য সুখ প্রাপ্ত হয়, ধার্ম্মিক দিগের এই এক পরম পুরস্কার এবং স্বয়ং ধর্ম্মহীন হইলে যে পুত্র পৌত্রাদিক অনুকরণ করত দারুণ দুঃখ ভোগ করে, অধার্ম্মিক দিগের এই চরম দণ্ড। জগদীশ্বর প্রণীত এই নিয়ম লঙ্ঘন করাতে অনেক মনুষ্য জগতে পাপ প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছে এবং অনেকে উক্ত নিয়ম পালন করিয়া সংসারকে ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিতও করিয়াছে। অনেক ধার্ম্মিক লোক স্বকীয় ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত দ্বারা পুত্রাদিকে ধর্ম্মানুগত করিয়া অমৃত ফল ভোগ করিতেছেন, এবং অনেক অধার্ম্মিক মনুষ্য আপন অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তান সন্ততিকেও অসৎপথ গামী করিয়া বিষম বিষে জর্জরীভূত হইতেছে। যে বিখ্যাত ও প্রতিপন্ন পুরুষের প্রতি বহু জনে দৃষ্টিপাত করিয়া কালযাপন করে, এবং বহু জনে যাহার অনুকরণ করিতে রত হয়, পাপ কর্ম্ম হইতে তাহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাহার পাপাচার বহুব্যক্তির পাপ ক্রিয়ার কারণ হয় এবং তাহার পুণ্যতরু অসংখ্য লোককে অমৃত ফল প্রদান করে। যাহা হউক মানব প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয়, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের এক প্রধান উপায়।

৩।—তৃতীয়তঃ সংসর্গ। বালক গণকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করণার্থে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ তাহাদিগকে সতত সৎসংসর্গে রক্ষা করাও নিতান্ত বিধেয়। সংসর্গের ক্রম দৃষ্টান্ত অপেক্ষা ন্যূন নহে, দৃষ্টান্ত দ্বারা বালক গণ যেমন অনায়াসে উত্তমাধম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সংসর্গ হেতুও সেই রূপ তাহাদিগের উন্নতি ও দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। সঙ্গ হেতু মূর্খ পণ্ডিত হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিও পাণ্ডিত্য শূন্য হয়, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক হয়, দুঃশীল সুশীল হয় এবং সরল ব্যক্তিও কপটতা অভ্যাস করে ও কপট লোকেও সরলতা প্রাপ্ত হয়। যে বালকের স্বভাবতঃ দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত থাকে, তাহাকেও ক্রমাগত সৎসঙ্গে রক্ষা করিয়া সৎস্বভাবাপন্ন করা যায় এবং অনেক সৎস্বভাব বিশিষ্ট সাধু বালকও কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া মন্দ গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহার ইচ্ছা বালক কাল হই-

তেই মনুষ্য মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কেহই সতত একাকী কালযাপন করিয়া সুখী হয় না। যুবা ব্যক্তি যেমন আপন সমবয়স্ক সুহৃৎ গণের সংসর্গ ভিন্ন থাকিতে পারে না, বালকেরাও সেইরূপ এক বয়স্ক বালকের সহিত ক্রীড়াদি না করিয়াও স্থির থাকিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যে কএক জন বালক সর্ব্বদা বা অধিক কাল একত্রে বাস করে, তন্মধ্যে যদি অধিকাংশ শিশুর মন্দ স্বভাব ও কুচরিত্র হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বালকেরও আপনা হইতে মন্দ স্বভাব হইয়া উঠে। সঙ্গী দিগের মধ্যে অধিকাংশে যে কার্য্য অনুষ্ঠান বা যে ভাব ধারণ করে, অবশিষ্ট ভাগ তাহা না করিয়া কোন মতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সহবাসী সুহৃৎ দিগের অনুরোধ বিষম অনুরোধ, সে অনুরোধ বোধ হয় কেহই হেলন করিতে সমর্থ হয় না, সতত সহচর বান্ধবের সন্তোষার্থে প্রায় কোন ক্রিয়াই অকর্ত্তব্য থাকে না। সহচর দিগের সন্তোষ জন্য কোন সময় ন্যায়

কৃত হয় এবং অপরাপর সকল সাধু কর্ম্মই পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। সহবাসী সুহৃৎ দিগের অসন্তোষ এমনি অসহ্য যে লোকে তজ্জন্য আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। মনুষ্য বরং ধর্ম্ম পদবী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, তথাপি সহবাসী দিগের অসন্তোষ ও অনাদর সহ্য করিতে সাহস করে না। যে কার্য্যের প্রতি নিতান্ত অপ্রবৃত্তি ও অতিশয় অশ্রদ্ধা থাকে যে কার্য্যকে অতিশয় গর্হিত ও নিন্দিত বলিয়া বোধ হয়, যাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, নাম শ্রবণ মাত্রে মনেতে ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়, সমবয়স্ক সঙ্গি দিগের অনুরোধে অনেক ব্যক্তি তদ্রূপ ব্যাপারেও রত হইতে বাধ্য হয়। সতত সহবাসী বর্গের সহিত সমভাবাপন্ন হইবার প্রত্যাশায় কত সুশীল বালক যে ক্রমে দারুণ দুশ্চরিত্রের আধার হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পৃথিবীতে যত পানাসক্ত দুঃশীল মনুষ্য বিদ্যমান আছে, বোধহয় তাহার অধিকাংশই সঙ্গ জন্য নষ্ট হইয়াছে। প্রথমে যাহার মদ্য পানের প্রতি নিতান্ত দ্বেষ থাকে, এক বিন্দু সুরাস্পর্শ করাকে যে পাপ কর্ম্ম বলিয়া জানে, কিছুদিন পানাসক্ত পুরুষ দিগের সংসর্গ করিলে সেও এক জন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী হইয়া উঠে। যে সুচরিত্র সাধু পুরুষকে পরস্ত্রী মাতৃবৎ বোধ করিতে দেখাগিয়াছে, লম্পটের সঙ্গ দোষে সেই ব্যক্তিই আবার বিখ্যাত পরদারাসক্ত বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে। এই রূপ সঙ্গদোষে অনেক সত্য ব্রতাবলম্বী মনুষ্য মিথ্যা কথা অভ্যাস করিয়াছে, অনেক সাধু ব্যক্তি চৌর্য্য বৃত্তি অভ্যাস করিয়াছে, এবং অনেক দয়াশীল লোকেও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ সঙ্গ হেতু যে কত সাধু স্বভাব মনুষ্য কত প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে, এবং কত অসাধু লোক সাধুতা লাভ করিয়াছে, তাহা সম্যক রূপে ব্যক্ত করা সুসাধ্য নহে। যখন সংসর্গ ফল মনুষ্যের উত্তমাধম ঘটনের প্রতি এরূপ প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তখন ঋজু স্বভাব বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা-প্রদান করণের জন্য যে সর্ব্বদা উত্তমাধম সঙ্গের বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ কি? সরল স্বভাব শিশুগণ আপন সঙ্গী দিগের মধ্যে দশজনকে যে কার্য্য করিতে দেখে তাহার দোষাদোষ বিচার না করিয়াই আপনা হইতে তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। যদিও কোন বালকের প্রকৃতি উত্তম হয়, এবং সহসা কোন কুকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে সাহস করে না, সঙ্গ দোষে তাহারও স্বভাব ক্রমে মলিন হইয়া উঠে, সেই শিশু প্রথমতঃ কেবল সঙ্গীর অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, ক্রমাগত দর্শন ও অনুষ্ঠান দ্বারা উক্ত কার্য্য তাহার বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং পরিণামে ঐ কুক্রিয়া পরিত্যাগ করা তাহার কঠিন হইয়া উঠে। এই রূপে অনেক প্রকৃতিসিদ্ধ উত্তম বালক কুসঙ্গে পড়িয়া অধম হইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গ দোষে বালকগণ যেমন

অনায়াসে অধম হয়, সেই রূপ সঙ্গের গুণে অতি সহজেই উত্তম হইতেও সমর্থ হয়। সহবাসী মিত্র গণের প্রণয় ও সমাদর যেমন প্রার্থনীয়, তাহাদিগের অনাদর ও অশ্রদ্ধাও তদ্রূপ অসহ্য। যে দলের মধ্যে কোন অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সমুদায় মিত্র একত্রিত হইয়া সেই কুকর্ম্মী বা কুকর্ম্মীদিগকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে, সে স্থলে কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হওয়াই অসম্ভব। সহবাসী মিত্র দিগের অনাদর ও ভৎর্সনা কুকর্ম্মী বালকের পক্ষে যেমন গুরুতর দণ্ড, গুরু জনের শাসন ও শিক্ষকের তাড়না সে রূপ নহে। প্রণয় পরিচিত সহবাসী গণ কুকর্ম্ম দ্বেষী ও সৎকর্ম্মানুরাগী হইলে লোকের অধর্ম্ম ঘটনা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করণার্থে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সৎসংসর্গে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহাতে বালক গণের কুসংসর্গ ঘটনা না হয়, পিতা মাতার সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত এবং যাহাতে বিদ্যালয়েও কোন মন্দ সঙ্গ ঘটিতে না পারে, শিক্ষক গণের তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

৪।—চতুর্থতঃ উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালন ও নিকৃষ্ট বৃত্তির নিরোধ করণ। যে সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি উত্তেজিত হইলে মনুষ্য অধার্ম্মিক হয় এবং যে সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হইলে মনুষ্য ধর্ম্ম শিখরে আরোহণ করিতে পারে, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং অতি শিশু কালেই তাহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, অতএব ঐ সময় হইতেই বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করা আবশ্যক। উক্ত সময় ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে অতি সহজেই বালক গণকে ধর্ম্ম পথের পথিক করা যাইতে পারে। শৈশবাবস্থা হইতে যাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া আইলে এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলিন নিস্তেজ হইতে থাকে, পরিণামে তাহাকে উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে বালকের কুপ্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধীন হয় এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে প্রবলা হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে যথানিয়মে চালন করিতে পারে, প্রথম হইতেই পিতা মাতার সেই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে বৃত্তি স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা চরিতার্থ হয়, তাহাই সমধিক তেজস্বিনী হয় এবং যাহা পুনঃ পুনঃ নিরাশ হয়, সে বৃত্তির আর কিছুমাত্র তেজ থাকে না। যে বালকের স্বাভাবিক ক্রোধাধিক্য থাকে, তাহাকে যদি সর্ব্বদা ক্রোধোৎপাদক বিষয় হইতে পৃথক্ রাখা যায় এবং সতত প্রশান্ত ভাবের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই দিনে দিনে তাহার ক্রোধবৃত্তি বলহীনা হইতে থাকে, এবং যাহার লোভ বৃত্তি প্রবলা বোধ হয়, তাহাকেও ক্রমাগত লোভ জনক দ্রব্যাদি না দর্শাইয়া যাহাতে লোভের উদয় না হয় এমত ভাবে রাখিলে অবশ্য ক্রমে তাহার ঐ বৃত্তি নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার নিকৃষ্ট বৃত্তিকেই নিরোধ করিতে পারা যায় এবং সমস্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরই তেজ সাধন করা যাইতে পারে। বিষয় পাইলেই মনোগত বৃত্তি জাগ্রত হয় এবং বিষয়ের অভাব হইলেই বৃত্তিরও কিঞ্চিৎ তেজ নষ্ট হয়। অতএব যে বৃত্তিকে নিরোধ করা আবশ্যক এবং যে বালকের যে বৃত্তি স্বভাবতঃ উত্তেজিত থাকায় তাহার অধর্ম্ম ঘটনার সম্ভাবনা, তাহার সম্মুখে সেই বৃত্তি উত্তেজক বিষয় উপস্থিত করা অনুচিত এবং তাহাকে তদ্রূপ অবস্থাতেও রক্ষা করা অবিধি। আর পুত্রাদির যে সকল ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইলে তাহাদিগের পুণ্য সঞ্চার ও পাপ ত্যাগ হওয়া সহজ হয়, উল্লিখিত উপায় দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেই সকল প্রবৃত্তিকে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রথম কাল হইতে বালক গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের ধর্ম্মরত্ন লৌহ সম্পুট অপেক্ষাও দৃঢ়তর স্থানে রক্ষিত হয় এবং কস্মিন্ কালেও

কোন রূপে বিনষ্ট বা অপহৃত হইতে পারে না। যে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পিতা বালকের বিদ্যারম্ভ কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া প্রথম হইতেই উল্লিখিত প্রকার নিয়মে তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার সন্তানাদি অনায়াসেই পবিত্র ধর্ম্ম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে এবং তিনি স্বয়ংও চরমে পরম ফল ভোগ করেন। কোন বালকই এক কালে উত্তম বা অধম হয় না, কেহ ক্রমাগত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের অনুগত কার্য্য করিয়া অধঃপতন প্রাপ্ত হয়, কেহ বা সৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতাবস্থায় উপনীত হয়। অতএব প্রথমকাল হইতেই যদি পিতা মাতা ও শিক্ষক গণ বালকের মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য রূপে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে প্রথম হইতেই বালকের অধর্ম্ম সংঘটন হইবার মূলোৎপাটিত হইয়া যায়, এবং প্রথমাবধিই ধর্ম্ম বীজের সংস্থান হইতে থাকে। বালক গণের মনোবৃত্তি সকল প্রথমাবধি যেদিকে অবনত হয় পরিণামে আর সেদিক হইতে বৃত্তির পুনরাবর্ত্তন হওয়া অতি কঠিন। অতএব প্রথম হইতেই শিশু দিগের মনোবৃত্তি সকল যথাযোগ্য রূপে পরিচালিত করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করা বিধেয়।

বালক গণের ধর্ম্মশিক্ষা সম্পাদনের যে সকল মহৎ মহৎ উপায় আছে, যদিও তৎসমুদায় এস্থলে সম্পূর্ণ রূপে উক্ত হইল না, তথাপি বালকের পিতা মাতা ও শিক্ষক গণ যদি পূর্ব্বোল্লিখিত কএকটি উপায় অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন বোধ হয় তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে।

পাপকর্ম্মে মানব প্রকৃতির কি কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

১১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১০৫ পৃষ্ঠার পর।

হা! কি পরিতাপ, কি দুঃখের বিষয়! এই অলীক বিষয়ালোক [illegible] কুর্ব্বে হইবে না, যেখানে ভয়ঙ্কর পাপ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় নাই ও তাহার গরলময় ফলের আস্বাদ কাহারো অনুভূত হয়নাই; তথাপি উহারে সমূলে উন্মূলন করিতে কেহই ইচ্ছা বা যত্ন করে না, বরং অনেকেই "পাপ কর্ম্ম আমাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম" এই মর্ম্ম ভেদী বিষম সংস্কার রূপ সলিল সেকে উহার বর্দ্ধনেই অনবরত রত রহিয়াছে! মনুষ্যের পক্ষে ভ্রম প্রমাদে পতিত হওয়া কিছু বিচিত্র কথা নহে; কিন্তু উক্ত রূপ ভয়ঙ্কর ভ্রম আর কিছুতেই প্রত্যক্ষ হইবার নহে। পৃথিবীতে পাপ যে একটি মনের ভাবমাত্র পদার্থ, অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাহার নাম শুনিলে শঙ্কিত ও কম্পিত হওয়া উচিত, যাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর ও শোকাবহ ব্যাপার আর কিছুতেই হইতে পারে না, তাহাই স্বভাবসিদ্ধ ও অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া লোকের নিকটে প্রতীয়মান হইতেছে। এমন কি পাপাচরণে লোকে এতদূর আদর ও আগ্রহ প্রকাশ করে যেন মনে করে উহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায়সিদ্ধ। আহা! যদি পশ্বাদি প্রাণী বর্গের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, যদি জন্তু মাত্রই আপন আপন প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, যদি সকলেই স্ব স্ব স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার সমূহের বৈপরীত্যে যদৃচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকল লোকেই এক কালে বিস্ময়াবিষ্ট হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বুদ্ধিজীবী মনুষ্যদিগকে হৃদয়স্থিত বিবেকের অমৃতময় শাসন অবহেলন পূর্ব্বক কুমার্গধাবিনী ভ্রান্তির প্ররোচনে অজ্ঞানকূপে নিমগ্ন ও বিষমতর দুষ্কৃতপঙ্কে অনবরত বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াও কেহই বিস্মিত বা পরিতাপান্বিত হয় না। বিস্মিত হওয়া দূরে থাকুক ঐ রূপ পশুবৎ ব্যবহারকে প্রকৃতিসিদ্ধ পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিয়া সকলে সমধিক আদর ও ভূয়সী প্রশংসাই করিয়া থাকে। কত কত [illegible] মহাত্মাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আশ্রয় স্বরূপে অবলম্বন করিয়া লোকের দুঃখ পারাবার উচ্ছ্বসিত করিতেছে, কত কত কপটধর্ম্মি স্বার্থপরায়ণ পাষণ্ডেরা সরল হৃদয় মানবদিগকে অধর্ম্মজালে আবদ্ধ করতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম পদবীতে সঞ্চরণ জনিত অনুপম সুখাস্বাদে বঞ্চিত করিতেছে, কত কত দস্যু মূর্ত্তিধারি পামরেরা জঘণ্য অর্জ্জনস্পৃহা ও অত্যাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা নিমিত্ত করাল স্বার্থপরতা খর্পরে দয়াকে বলিদান করিয়া স্বজাতি শোণিত প্রবাহে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিতেছে, কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহারাই আবার কৃতী, ধার্ম্মিক ও শৌর্য্যশালী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মান ভাজন, পূজনীয় ও খ্যাত্যাপন্ন হইতেছে।

"এই ধরাতলই আমাদিগের সুখ দুঃখ ভোগের স্থল, পরকালে সুখ দুঃখের ভোগ সমস্ত অলীকমাত্র, অতএব যে কোন উপায়ে হউক ঐহিক সুখ লাভের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; মরণান্তে আর কাহাকে আপন শুভাশুভ কর্ম্মের পরিচয় দিতে হইবে?" ইত্যাকার ভয়ঙ্কর মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই পাপশীল নরেরা আপন আপন অভীষ্ট দুষ্কৃত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা সদ্বিচার সংকারে উক্তরূপ সাংঘাতিক মতের প্রভূত অনিষ্ট ফল প্রত্যক্ষ করিয়া উহা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক বলিয়া প্রতীতি করেন, তাহারা উক্ত মনুষ্য কুল সংহারের কারণ স্বরূপ সর্ব্বানর্থকর মতের নিরাকরণে অবশ্যই কায়মনোবাক্য সহকারে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারই আলোচনার্থ পাপকর্ম্মে মানব প্রকৃতির কি কি অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণন করা যাইতেছে।

দুষ্কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল রোগ, শোক, পরিতাপ, নির্ব্বেদ, আত্মগ্লানি প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রণার ব্যাপার সমস্ত যখন সচরাচর প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, তখন ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট সুখ রাগে আমাদিগের মনোরাজ্য রঞ্জিত রহিয়াছে, অবৈধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে সে সকলই প্রভাশূন্য ও কলঙ্কিত হইয়া যায়। প্রথমতঃ আমাদিগের প্রকৃতির একটি প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ যে যুক্তি, পাপকর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রভূত দোষাশ্রিত হয়। পাপকারী ব্যক্তিরা প্রগাঢ় তমোন্ধকারে অন্তর্ভূত হওয়ায় সুপ্রশস্ত যুক্তিমার্গ হইতে যে পদে পদে পরিভ্রষ্ট হইতে থাকে, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোক মধ্যে যে কোন বিষয়ে যাহার সম্যক্ অভিরতি থাকে, তাহা বিবেক সহকৃত যুক্তিযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সে অবশ্যই প্রয়াস পায় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত রূপ অযথা প্রয়াস দ্বারা অনেক স্থলেই যুক্তির বিশুদ্ধ স্বরূপে দুরপনেয় কলঙ্ক মাত্র অর্পিত হইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব বশতঃ প্রতি নিয়তই কেবল ক্ষতি লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তৎপর থাকে, সুতরাং অর্থ সাপেক্ষ অত্যাবশ্যক বিষয়ের ব্যয়েও সঙ্কুচিত বা পরাঙ্মুখ হইয়া আত্মবঞ্চনা জনিত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে, তাহারাও তাদৃশ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ব্যবহারের প্রতি যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না। লজ্জালেশ শূন্য যে সমস্ত দুরাকাঙ্ক্ষ মনুষ্য দিগকে, আপন উপযুক্ত উপস্থিত অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া সাধ্যাতীত উচ্চ পদ বা অসদৃশ সম্মান লাভে ব্যগ্রচিত্ত ও দুরভিসন্ধি দ্বারা স্বাভীষ্ট সাধনে সবিশেষ যত্নবান হইতে সচরাচর দৃষ্টি করা যায়, তাহারাও স্ব স্ব চেষ্টিত বিষয়ে কোন না কোন যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এমন কি যাহারা নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়ের দাস হইয়া সাধুজন বিগর্হিত অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে চিরকাল ব্যাসক্ত থাকে, তাহাদিগকেও কূটবুদ্ধি সঙ্কলিত অযুক্ত অসদ্ যুক্তি দ্বারা আপন আপন অভিলষিত জঘণ্য ব্যাপার সকলের নির্দ্দোষত্ব প্রতিপাদন ও বহুতর গুণ বর্ণন করিতে দৃষ্টি করা যায়। এই রূপে লোক প্রবৃত্তির পর্য্যালোচন দ্বারা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অশেষ মঙ্গলময়ী যুক্তির যে কতদূর দুর্গতি হইতেছে, তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হইতে

পারে। যাহা যে মহীয়সী শক্তির প্রভাবে জীব সৃষ্টির মুখ্য তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইতেছে, যাহাতে অধিকার থাকায় মনুষ্য জাতি জীব শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত ও নির্ণীত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সদসৎপদার্থ সকলের প্রকৃত রূপে প্রভেদ হওয়াই উচিত; অধিক কি বলিব, যাহার শুভকর সাহায্যে দুরবগাহ অখিল সংসার তত্ত্বের মর্ম্মাববোধে ও বিশ্ব সম্রাটের অভিপ্রেত অনন্ত জ্ঞান পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মাবলির যথার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া বিধেয়, সেই বিশ্বসঞ্চারিণী যুক্তিকে বিষয়াসক্ত পাপাচারি নরাধম গণের স্বার্থসাধনের উপযোগী, এবং অযুক্ত ব্যাপারে প্রযুক্ত দেখিয়া ধার্ম্মিক লোক দিগের অন্তঃকরণে কতই ক্লেশ অনুভূত হয়। উন্মত্ত লোকেরা কোন অসঙ্গত কথার উল্লেখ বা অস্বাভাবিক হাস্যকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরিশোধন নিমিত্ত যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অসঙ্গত বহুবিধ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ ও অদ্ভুত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পাপকারী ব্যক্তিরাও সেই রূপ অমানবোচিত নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক সমক্ষে নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হইবার জন্য যতদূর পারে কূটযুক্তি দ্বারা আপন অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইয়া কেবল বিশেষ উপহাসের আস্পদ হয়। ফলতঃ বস্তু বিচার পরাঙ্‌মুখ অজ্ঞান লোক দিগের পাপ কর্ম্মে যে অবলীলা ক্রমে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাকে উন্মাদেরই একটি অবস্থা ভেদ বলিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্ম বিধ্বংসিনী যে বিষময়ী প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইলে মনুষ্য আর মনুষ্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না, যাহার হৃদয়াকর্ষিণী মর্ম্মঘাতিনী উত্তেজনায় বিমোহিত হইয়া হিতাহিত চিন্তা ও শুভাশুভ বিবেচনায় বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাকে উন্মাদ অবস্থা না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে?

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ভার্গব রোষ পরবশ হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কোন কথায় সঙ্কোচ না করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! অধর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল ভোগ হয় না, কিন্তু সেই অধর্ম্ম অবশেষে অনুষ্ঠান কর্ত্তাকে সমূলে নিপাত করে। যদি কর্ত্তা স্বয়ং ফল ভোগ না করিয়া যায়, তাহার পুত্র অথবা পৌত্রদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতিতনয় কচ আমার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিল, সে ধর্ম্মজ্ঞ, সাধুশীল ও সুশ্রূষাপরায়ণ; তুমি অন্য দ্বারা তাহার প্রাণ বধ করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা আমার দেবযানীর প্রাণ বধোদ্দেশে তাহাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচার হইতে আরব্ধ হইয়াছে, এজন্য আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। অতঃপর আর তোমার রাজ্যে বাস করিতে পারিব না। আমি যে সকল কথা বলি, তুমি সে সমুদায়কে মিথ্যা অথবা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া বোধ কর, নতুবা তুমি তদনুসারে আপনার দোষ সংশোধনে যত্নবান্ না হইয়া তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন কেন কর। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভৃগুকুল তিলক! আমি কখন তোমাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী মনে করি না, সতত ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি কখন তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি না, অতএব কোপ করিও না, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও, তাহা হইলে আমাদের আর কোন গতি নাই, আমরা সাগর গর্ভে প্রবেশ করিব। শুক্র কহিলেন, তোমরা সমুদ্রেই প্রবেশ কর, বা দিগ্‌দিগন্তরেই প্রস্থান কর, আমার কন্যার যে অবমান ও অপমান হইয়াছে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না, [illegible] আমি

অত্যন্ত অনুরাগী। বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের পরম সহায় আমি তেমনি তোমার। যদি আমাকে তোমার রাজ্যে রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে দেবযানীকে প্রসন্ন কর, আমার দেবযানীগত প্রাণ। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! অসুর দিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, এবং ভূমণ্ডলে গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তুমি সে সমুদায়ের ও আমার ঈশ্বর, অতএব প্রসন্ন হও। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, যদি আমি অসুরদিগের সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হই, তাহা হইলে আমি দেবযানীকে প্রসন্ন করিতে পারি।

অসুরেশ্বর বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা অঙ্গীকার করিলেন এবং শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকটে গিয়া এই সকল কথা জানাইলেন। দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর একথা রাজা স্বয়ং বলুক, নতুবা আমার প্রত্যয় জন্মিবেক না। শুক্র রাজাকে এই কথা জানাইলেন। তখন বৃষপর্ব্বা দেবযানীকে কহিলেন, হে মধুর হাসিনি! তোমার যে কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকে বল, যদি তাহা দুর্লভ হয়, তথাপি আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। তখন দেবযানী কহিলেন, আমার অভিলাষ এই, শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর কন্যা সহিত আমার দাসী হউক; আমি পরিণীতা হইয়া যখন পতি গৃহে যাইব, তখন তাহাকে আমার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে হইবেক। বৃষপর্ব্বা পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাকে কহিলেন, তুমি যাও শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া আন। দেবযানী যে কামনা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদন করুক। ধাত্রী রাজার আদেশ পাইয়া শর্ম্মিষ্ঠার নিকটে গিয়া কহিল, রাজকন্যে! রাজা তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার নিকট চল, এবং পিতৃ কুলের মঙ্গল কর; শুক্রাচার্য্য দেবযানীর অনুরোধে অসুরকুল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে তাহার অভিলাষানুরূপ কর্ম্ম করিতে হইবেক। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, সে যে কামনা করিবেক, আমি এখনই তাহা করিব; আর দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তে শুক্রও যাহা কহিবেন, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী যে অসুর কুল ত্যাগ করিয়া যান, তাহা কদাচ উচিত নহে। এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরূঢ়া ও দাসী সহস্রে পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইলেন, এবং দেবযানীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, শুক্র কন্যে! আমি দাসী সহস্র সহিত তোমার দাসী হইয়া পরিচর্য্যা করিব এবং পাণিগ্রহণের পর যখন তুমি পতি গৃহে যাইবে আমি দাসী ভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব। তখন দেবযানী কহিলেন, আমি চাটুকার ও ভিক্ষুকের কন্যা, তুমি রাজ কন্যা হইয়া কি রূপে আমার দাসী হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, পিতৃ কুলের বিপদ উপস্থিত হইলে যে কোন উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়, এজন্য তোমার দাসী হইলাম। এই রূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসী ভাব স্বীকার করিলে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, তাত! আমি অক্রোধ হইয়াছি, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করিতেছি এখন বুঝিলাম তোমার বিদ্যাবল ও বিজ্ঞানবল অমোঘ। কন্যা কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত ও দানব রাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শুক্র হৃষ্টমনে পুর প্রবেশ করিলেন।

৮১ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই ঘটনার বহুদিন পরে বরবর্ণিনী দেবযানী বিহার বাসনায় পুনর্ব্বার সেই বনে গমন করিয়াছিলেন। বৃষপর্ব্ব তনয়া শর্ম্মিষ্ঠাও দ্বি সহস্র দাসী সমভিব্যাহারে বনে প্রবিষ্ট হইয়া মনের উল্লাসে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে লাগিলেন। সকলে উল্লাসিত মনে মধুপান এবং সুরস ফল ও অপরাপর বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা যযাতি মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণে ক্রমে বনে ভ্রমণ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত ও পিপাসায় একান্ত অভিভূত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় সেই

প্রদেশেই উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা সুরূপা কন্যা সকল চারিদিকে বেষ্টন করিয়া পরিচারিকাভাবে অবস্থিতি করিয়া আছে, মধ্যদেশে এক সুহাসিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী উপবিষ্টা আছেন, এবং আর এক পরম সুন্দরী কামিনী তাঁহার চরণ শুশ্রূষা করিতেছে।

রাজা তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেবযানীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তোমাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, সেই কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি ও তোমার এই সহচরী কে? এবং তোমরা কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? দেবযানী কহিলেন, আমি সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি দৈত্যকুল গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, আমার নাম দেবযানী; আর আমার এই সহচরী দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা; আমি যেখানে যাই, ইনি পরিচারিকাভাবে আমার সমভিব্যাহারে যান।

শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! ইনি রাজকন্যা হইয়া কি কারণে তোমার পরিচারিকা হইয়াছেন, জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। দেবযানী কহিলেন, যেরূপ বিধি নির্ব্বন্ধ থাকে সকলকেই তত্তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে হয়; রাজকন্যার যে দাসীভাবে আমার পরিচর্য্যা করা তাহাও দৈবনির্ব্বন্ধ মূলক; অতএব সে বিষয়ে আপনি আর কোন কথা উত্থাপন করিবেন না। আপনকার রাজার ন্যায় আকার প্রকার ও বেশ ভূষা দেখিতেছি, এবং আপনি পণ্ডিতের ন্যায় বচন বিন্যাস করিতেছেন, অতএব বলুন আপনি কে, কাহার পুত্র, ও কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? যযাতি কহিলেন, আমি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; আমি স্বয়ং রাজা, রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম যযাতি। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন্ কার্য্যোপলক্ষে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন, জানিতে বাসনা করি। রাজা কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি মৃগয়া উপলক্ষে রাজধানী হইতে নির্গত হই, পরিশেষে পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া জলপানাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলাম; পিপাসা শান্তি করিয়াছি। অনেক ক্ষণ তোমাদিগের সহিত কথোপকথন করিলাম এক্ষণে অনুমতি কর, প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! আমি এই দুই সহস্র দাসী ও আমার পরিচারিণী শর্ম্মিষ্ঠা সহিত তোমার অধীন হইলাম; অতঃপর তুমি আমার সখা ও স্বামী হইলে, দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।

দেবযানীর অকস্মাৎ এই রূপ আত্ম সমর্পণ অবলোকন করিয়া যযাতি সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, হে শুক্র তনয়ে! তুমি ভাল বিবেচনা করিতেছনা। আমি তোমার যোগ্য পাত্র নহি। তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি ক্ষত্রিয় জাতি; তোমার পিতা কখনই আমাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হইবেন না। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পরস্পর যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে আমার পাণিগ্রহণ করা তোমার পক্ষে বিশেষ দূষণাবহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষির পুত্র; অতএব তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন, দেবযানী! চারিবর্ণই এক ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উদ্ভব হইয়াছে যথার্থ বটে; কিন্তু সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম ও আচার পৃথক্ পৃথক্। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি হীনবর্ণ হইয়া কি রূপে শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যা পরিগ্রহ করিতে পারি। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, পাণি গ্রহণ করিলেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মনে করিয়া দেখ, যৎকালে আমি কূপে পতিত ছিলাম, তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলে; এই জন্য এক্ষণে আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে সেই দিনেই তুমি আমার পতি হইয়াছ; এক্ষণে অন্য ব্যক্তি আর আমার পাণি স্পর্শ করিবেক না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

অকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ চৈত্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৪ কলিগতাব্দ ৪৯৫৮

সভ্য প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।